বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ- ২১ সংখ্যা - ০৫ ০১ - ৩০ মে ২০১৮

প্রথম আলো সংবাদ সমকাল

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে আগুনের ফুলকি। কিন্তু নিরাপত্তার পোশাক ছাড়া লোহা কাটছেন একজন শ্রমিক। প্রতিদিন এই দৃশ্য চোখে পড়বে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কর্নেলহাট থেকে সীতাকুণ্ড এলাকায়। ঝুঁকিপূর্ণ এই কাজে মজুরি ৬০০-৭০০ টাকা। এতে সংসার চালাতে কষ্ট হয় বলে রাতে ওভারটাইম করেন অধিকাংশ শ্রমিক। ছবি : সৌরভ দাশ

The Financial Express কালের কণ্ঠ যুগান্তর বাংলাদেশ প্রতিদিন

NEW AGE The Daily Star দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-২০ (চতুর্থ তলা), রোড-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন : ৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০, ই- মেইল :bils@citech.net,

www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা :
১। কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা	০১ - ২৬
২। কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	২৭ - ৩৬
৩। আন্দোলন ও ধর্মঘট	৩৭ - ৪৮
৪। শোভন কাজ	৪৯ - ৮৫
৫। শ্রম বাজার	৮৬ -১১২

কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা

NEWAGE

MONDAY, MAY 21, 2018,

CARGO CAPSIZE IN PASUR

Rescue work resumes after 9 days

United News of Bangladesh
Bagerhat

THE work to salvage the coal-laden cargo vessel which capsized in the River Pasur of the Sunderbans under Mongla upazila resumed on Sunday after a suspension of nine days.

The rescue work that began on April 20 was suspended on May 10 after 400 tonnes of coal were removed from the sunken vessel in 21 days.

On April 14, MV-Bilash carrying 775 tonnes of coal capsized in Pasur. The incident occurred as the ship ran aground in a hidden shoal as it followed a wrong route.

Sohrab Hossain, chief of divers from the salvage team, said that the entire vessel remained under water with a crack in the bottom.

Two cranes will be used to lift it ashore in two parts, he said, adding that it might take eight more days.

Sohrab also said that there was no coal in the capsized vessel as around 300 tonnes were washed away by tidal surge.

A case was filed accusing nine people over the incident of capsize.

Shahin Kabir, Chandpai range forest officer of the Sunderbans, said as of April 26, the case cited damages to biodiversity worth Tk 12.40 lakh, which may increase.

Divisional forest officer of the Sunderbans East Division Mahmudul Hasan said that although the vessel's capacity was 172 tonnes, it was carrying over 775 tonnes coal when the accident took place.

বুধবার ৩০ মে ২০১৮
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ | যুগান্তর

যাত্রাবাড়ীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নিহত ১

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকার মাতুয়াইলে সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ২ জন। নিহতের নাম মো. মিজান (৩৮)। আহতরা হলেন— সাংবাদিক সোহেল সানী (৫৫) ও সিএনজিচালক আবদুল কাদের (৪৫)। মঙ্গলবার ভোররাত পৌনে ৫টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রাবাড়ী থানার এসআই আলাউদ্দিন বলেন, ভোরে মাতুয়াইলে সিএনজিটিকে কাভার্ড ভ্যানটি ধাক্কা দেয়। এতে সিএনজির দুই যাত্রীসহ চালক আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভোররাত সাড়ে ৫টায় মিজানকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৭ ২১ মে ২০১৮

নলছিটিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

■ নলছিটি (ঝালকাঠি) সংবাদদাতা

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার দক্ষিণ কামদেবপুর গ্রামে রেইনট্রি গাছের ডাল কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আবদুল হক (৬৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। জানা যায়, গত শনিবার সকালে বাড়ির পাশের একটি রেইনট্রি গাছের ডাল কাটতে ওঠেন কৃষক আবদুল হক। এ সময় গাছের ডালে পল্লী বিদ্যুতের জরাজীর্ণ তারে জড়িয়ে তিনি নিচে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহতের স্ত্রী সেমালা বেগম জানান, গাছের ডালে বিদ্যুতের তার ছিল, তা দেখতে পায়নি তার স্বামী। এ সময় পল্লী বিদ্যুতের তার গায়ের ওপর পড়লে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যান। স্থানীয়রা তার মৃতদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

মঙ্গলবার ২৯ মে ২০১৮
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১৪ মে ২০১৮

সাভারে দুই ব্যক্তির লাশ

যুগান্তর

আত্তলিয়ায় বাসচাপায় শ্রমিক নিহত, আগুন

ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ডিইপিজেড) একটি প্রতিষ্ঠানের বাসের ধাক্কায় আরেকটি কারখানার এক শ্রমিক আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গত শনিবার রাত ৮টার দিকে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কে আত্তলিয়ার ডিইপিজেড নতুন জোনের ফটকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর স্থানীয়রা বাসটিতে আগুন দিয়েছে। নিহতের নাম মাহামদুল হক লিটন (৪০)। তিনি খুলনার দিঘলিয়া থানার চন্দনীমহল গ্রামের মৃত আফসার আলীর ছেলে এবং ডিইপিজেডের বেঙ্গল উইভোসের থার্মো-প্লাস্টিক কারখানায় চাকরি করতেন।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাতে ডিইপিজেড থেকে রিং সাইন নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকবাহী বাস বের হওয়ার মুখে সাইকেল আরোহী লিটনকে ধাক্কা দেয়। এ সময় তিনি গুরুতর আহত হন। তখন ওই এলাকায় থাকা উত্তেজিত শ্রমিকরা বাসটি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। খবর পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি দল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পরপরই উত্তেজিত শ্রমিকরা চলে যায়। পরে গুরুতর আহত লিটনকে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে ভর্তি করলে রাতে তিনি মারা যান।

এ বিষয়ে আত্তলিয়া থানার পরিদর্শক আবুল আউয়াল বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বাসে অগ্নিসংযোগকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আটক বাসচালক কিশোরগঞ্জের করীমগঞ্জ থানার নয়াকান্দি গ্রামের আব্দুল মোতালেবের ছেলে নিয়াল হোসেন (২০)।

উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিহত

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিনুর বেগম (৪০) নামে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিহত হয়েছেন। সোমবার সকালে উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। থানার এসআই মো. মশিউর রহমান জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শাহিনুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। তিনি জানান, আজিমপুর লন্ডন প্লাজার সামনে সকাল ৭টায় দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের ভাই নেলোয়ার হোসেন জানান, ভোরে বাসা থেকে কাজে যায় তার বোন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে শোনেন মারা গেছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শাহিনুর বেগমের বাড়ি পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার শাপলাজা গ্রামে। তার বাবা মৃত লোহাস পহলান। টঙ্গীর হাজী মরান মাজার বস্তিতে থাকতেন। তিনি পাঁচ সন্তানের জননী

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ
২৩ মে ২০১৮

কালীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কারখানা শ্রমিক নিহত

■ কালীগঞ্জ (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইমাম হাসান লিটন (২২) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বাহাদুরসাদী ইউনিয়নের খলাপাড়া গ্রামে এ্যামিগো বাংলাদেশ লিমিটেড নামের নির্মাণাধীন একটি চীনা কারখানায়। অভিযোগ রয়েছে, ঘটনার পর অনুদান ছাড়াই মরদেহ গ্রামের বাড়ি পাঠানোর উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। তবে মঙ্গলবার কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মো. আবুবকর মিয়ার হস্তক্ষেপে নিহতের পরিবার ৩ লক্ষ টাকা পায়।

কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা

প্রথম আলো রোববার, ১৩ মে ২০১৮,

পৃথক দুর্ঘটনায় পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীতে পৃথক দুর্ঘটনায় গতকাল শনিবার পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। দুজনের মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। দুজন ভবন থেকে পড়ে মারা গেছেন, আর অন্যজনের মৃত্যু হয় মাথায় ইট পড়ে।

যাত্রাবাড়ীর ধলপুরে বেলা ১১টার দিকে ওয়ান জিম গলিতে একটি নির্মাণাধীন চারতলা ভবনে রড বাঁধার কাজ করছিলেন মো. রিয়াজ (২৫) ও নুরু মিয়া (৩০)। এ সময় পাশ দিয়ে যাওয়া হাইভোল্টেজ বৈদ্যুতিক তারে দুজনই স্পৃষ্ট হন। তাঁদের উদ্ধার করে সহকর্মীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নিয়ে যান। বেলা পৌনে দুইটায় চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

সকালে যাত্রাবাড়ীর কাজলা ভাঙ্গা প্রেস এলাকায় সড়কের বৈদ্যুতিক তার মেরামতের কাজ করছিলেন ডেসকোর কর্মচারী আসাদুল হক। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে বংশালের ছিক্কাটুলি এলাকার মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন একটি চারতলা ভবনে মাচা বেঁধে কাজ করছিলেন আবুল কাশেম (৩৫)। হঠাৎ মাচাটি ভেঙে পড়লে নিচে পড়ে যান তিনি। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। আবুল কাশেমের বাড়ি চাঁদপুরের হাইমচরের লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

উত্তরা পশ্চিম থানার ৭ নম্বর সেক্টরের ১৪ নম্বর রোডে একটি দোতলা ভবন ভাঙার কাজ করছিলেন আবদুল হক (৫৫) নামে এক শ্রমিক।

এ সময় ওপর থেকে একটি ইট তাঁর মাথায় পড়ে। উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবদুল হকের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানার কাটাজান গ্রামে।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ২৪ মে ২০১৮

রামপুরায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

যুগান্তর রিপোর্ট

রামপুরায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোহাম্মদ আল আমিন (১৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসায় হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের মামা আবদুল মান্নান বলেন, রামপুরা এলাকার একটি সিএনজি অটোরিকশা গ্যারেজে ওয়েলডিংয়ের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন আল আমিন। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর মারা যান তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহতের গ্রামের বাড়ি বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে। তার বাবার নাম মোহাম্মদ আলী হাওলাদার। পাঁচভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। ঢাকায় ১৫৪/৫সি ওয়াপদা রোড ঝিলকানন পশ্চিম রামপুরা মহানগর প্রজেক্ট এলাকায় থাকতেন। মামার গ্রিন অটো পার্স নামক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক

মে দিবসে কাজ করতে গিয়ে মুকসুদপুরে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে মঙ্গলবার মে দিবসে নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে দেয়াল চাপায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম উৎপল মণ্ডল(৩২)। সে উপজেলার উত্তর জলিরপাড় গ্রামের উপেন মণ্ডলের ছেলে।

মুকসুদপুর উপজেলার সিন্দিয়াঘাট পুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তা মহিদুল ইসলাম জানান, উত্তর জলিরপাড় গ্রামের কৃষ্ণ বালার বাড়িতে বাথরুম নির্মাণ কাজ করছিল উৎপল। এ সময় বাথরুমের জন্য গর্ত খনন করার সময় হঠাৎ পাশের দেয়াল ধসে চাপা পড়ে। এতে সে গুরুতর আহত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে রাজৈর হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

মাদারীপুর প্রতিনিধি জানান, মাদারীপুর সদর উপজেলার মোবারকদি গ্রামের নির্মাণ শ্রমিক কবির হোসেন কাজী(৪০) বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেছে। শুকুর কাজীর ছেলে কবির হোসেন নিজ ঘরে মঙ্গলবার বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় স্পৃষ্ট হন।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ৩০ বৈশা

১৩ মে ২০১৮

কালিয়াকৈরে গাছের নিচে চাপা পড়ে স'মিল শ্রমিকের মৃত্যু

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

কালিয়াকৈর উপজেলার পাবুরিয়াচালা এলাকায় গাছের নিচে চাপা পড়ে মোঃ সোহেল হোসেন (২৮) নামে এক স'মিল শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। নিহত সোহেল উপজেলার পাবুরিয়াচালা গ্রামের মোঃ আবুল হোসেনের ছেলে। জানা যায়, শনিবার সকালে সোহেল তার সহযোগীদের নিয়ে কিছু গাছ স্থানীয় কালু মিয়ার স'মিলে ভাঙানোর জন্য নিয়ে যায়।

গাড়ি থেকে গাছ স'মিলে নামানোর সময় হঠাৎ একটি গাছ সোহেলের মাথার উপর পড়ে যায়। এতে তার মাথা ফেটে মাথার মগজ চারিদিকে ছিটকে পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। উপজেলার ফুলবাড়িয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) মোঃ মিনহাজউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বৃহস্পতিবার,

৩ মে ২০১৮

বিদেশি জাহাজের সেলিং ছিঁড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ মোংলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

সোমবার সন্ধ্যায় মোংলা বন্দর চ্যানেলের হাড়বাড়িয়া এলাকায় অবস্থানরত একটি বিদেশি জাহাজে সিলিং (বস্তা বাঁধার রশি) ছিঁড়ে সারের বস্তা চাপা পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম মো. হেলাল (৩২)।

মোংলা বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক মো. ওমর ফারুক সেন্টু ও স্টিভিডরস মেসার্স খালিদ ব্রাদার্সের মোংলা অফিসের ম্যানেজার মো. কামরুজ্জামান শহীদ জানান, ওইদিন জাহাজের ভেতরে কাজ করার সময় সিলিং ছিঁড়ে পড়লে সিলিংয়ে থাকা সারের বস্তার নিচে চাপা পড়ে সে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ৮ বৈ

২২ মে ২০১৮

বাড্ডায় ভবন থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাড্ডা থানাধীন আফতাবনগরে ভবন থেকে পড়ে আনারুল ইসলাম নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আনারুল পঞ্চগড় সদর উপজেলার মদিইপাড়া গ্রামের শাহজাহান মিয়ার ছেলে।

নিহতের সহকর্মী সুরুজ মিয়া জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা বাড্ডা আফতাবনগরে একটি ভবনে কাজ করছেন। দুপুরে চারতলা ওই ভবনে রঙের কাজ করছিলেন আনারুল। হঠাৎ অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান আনারুল। দেখতে পেয়ে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক দুপুর ১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার, ২৪ মে ২০১৮,

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

ঢাকার সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ থেকে পড়ে গতকাল বুধবার সকালে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত আবদুল জলিলের (৪৫) বাড়ি টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার যুনভাগল গ্রামে। সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহসিনুল কাদির বলেন, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মূল ভবনের পেছনে নতুন একটি ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। ওই ভবনের আটতলার ছাদে কাজ করার সময় গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে পা পিছলে জলিল নিচে পড়ে যান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

যুগান্তর | রোববার ৬ মে ২০১৮
২৩ বৈশাখ ১৪২৫

শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কারখানা শ্রমিক নিহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক কারখানা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত আল-আমিন মিয়া রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের মশিবরের ছেলে। শনিবার দুপুর আড়াইটায় পৌরসভার কেওয়া পশ্চিম খণ্ড গ্রামের (মক্কা মদিনা) পোশাক কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। তিনি স্থানীয় সেলিম মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থেকে পাশের শাহজাহান স্পিনিং মিল কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১
১ মে ২০১৮

চাঁদপুরে খুঁটিবিহীন বিদ্যুৎ সংযোগ

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ গেল বৃদ্ধা ও কৃষকের

■ চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুর সদর উপজেলার বালিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড উত্তর বালিয়া গ্রামে খুঁটিবিহীন শতাধিক বিদ্যুৎ সংযোগ থাকায় বিদ্যুতের পড়ে থাকা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গত একবছরে প্রাণ গেলো এক বৃদ্ধা নারী ও কৃষকের। নিহতরা হলেন: ওই গ্রামের ফল ব্যবসায়ী সানু মিয়ার মা জুবেদা বেগম ([illegible]) ও রিফিউজি কলোনি বাড়ির জাহাঙ্গীর শিকদার (৩৫)। ২০১৭ সালে জুবেদা বেগম এবং ২০১৮'র ৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় জাহাঙ্গীর শিকদার নিহত হন। এসব বিদ্যুৎ সংযোগ মাত্র দুটি তারের মাধ্যমে বাড়ির মধ্যের বাগান, পুকুর ও গাছের সাথে বেঁধে বাড়িতে বাড়িতে সংযোগ দেয়া হয়েছে। কোথাও বসতঘরের উপরে, কোথাও চলাচলের রাস্তায় সংযোগগুলো টেনে নেয়া হয়েছে। এসব তারের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য জোড়াতালি। সামান্য ঝড়ো হাওয়া আসলেই কাত হয়ে পড়ে বাঁশের খুঁটি। এসব কারণে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে শত শত পরিবার।

সাবেক ইউপি সদস্য তপন তালুকদার জানান, নিহত কৃষক জাহাঙ্গীর কৃষিকাজ আর সব্জি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ঘটনার সময় নিজ জমিতে কাজ করতে গেলে আগে থেকে পড়ে থাকা বিদ্যুতের বাঁশের খুঁটির সাথের তারে স্পৃষ্ট হয়ে সে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনায় জড়ানো ওই বিদ্যুতের সংযোগ প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে পার্শ্ববর্তী ফজলুর রহমান হাজী তার সৌদিয়া মার্কেটে নিয়েছেন। এত দীর্ঘ লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগে যে কোনো সময় আরো প্রাণহানি ঘটতে পারে। কারণ বৈশাখী ঝড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কাই বেশি। গ্রামের বাসিন্দা ও বিদ্যুৎ গ্রাহক আব্দুল্লাহ খান জানান, গত পাঁচ বছর আগে বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিদ্যুতের খুঁটি এনে দেয়ার নাম করে স্থানীয় দালালচক্রের বেশ কয়েকজন মানুষের কাছ থেকে কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তারা এক খুঁটিতে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা করে নিয়েছেন। গত পাঁচ বছরে বিদ্যুতের খুঁটি দেয়ার কথা থাকলেও তারা এখন লাপাত্তা।

২নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত) লতিফা বেগম নিলু জানান, আমার বাড়ির ছেলে নিহত জাহাঙ্গীর। আমরা খুবই নিরীহ। কিন্তু যারা দীর্ঘ লাইনে খুঁটি ছাড়া বিদ্যুতের সংযোগ নিয়েছেন তারা খুবই প্রভাবশালী। তারা এখন বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা এ বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়াজী জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহতের ঘটনা আমি শুনেছি। ২নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য জাহিদ বিষয়টি এলাকাবাসীর সাথে আলাপ করে সুরাহা করবেন। খুঁটি ছাড়া দীর্ঘ লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। চাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মাহবুবুর রহমান মোল্লা জানান, এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড চাঁদপুর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস.এম. ইকবাল জানান, খুঁটি ছাড়া এভাবে এতগুলো বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া আছে, তা আমার জানা নেই। কারণ শহর এলাকায় এভাবে আমরা কোনো সংযোগ দেই না। পল্লী বিদ্যুৎ ক্রস এলাকায় এ ধরনের সমস্যা হয়। বিষয়টি সমাধানের জন্য আমরা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

The Financial Express বৃহস্পতিবার ২৪ মে ২০১৮
Thursday | May 10, 2018 ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

Worker dies at Ctg port's outer anchorage

Our Correspondent

CHATTOGRAM, May 9: A worker died today while unloading cargo at the outer anchorage of Chittagong port.

Md Shahin (33) slipped from MV Tanvir Tausif, a lightering vessel, while unloading bulk cargo from a mother vessel in the morning. Mother vessels that cannot berth in the port anchor at the outer anchorage for lightering cargo to the lighter vessels.

The body was sent to the Chattogram Medical College for autopsy. He was the son of Md Delwar Munshi.

pankajdastider@gmail.com

যুগান্তর

সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জে নির্মাণাধীন একটি বাড়িতে কাজ করার সময় সেলিম মিয়া (৩০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ৫ তলা থেকে পড়ে নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে হিরাঝিল আবাসিক এলাকার মসজিদ গলির মফিজ উদ্দিন মজুর বাড়িতে। সেলিম চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর থানার জয়েন্দ্রীপুরের আবদুর রহিমের ছেলে।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এসআই দিলীপ কুমার বিশ্বাস জানান, সেলিম মফিজ উদ্দিন মজুর নির্মাণাধীন ৫ তলা বাড়িতে নির্মাণ কাজ চলছিল। এ সময় আকস্মিকভাবে সেলিম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৫ তলা থেকে নিচে পড়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হলে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বণিক বার্তা
মে ৩০, ২০১৮ ▪ জ্যৈষ্ঠ ১৬, ১৪২৫ ▪ বুধবার

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ▪ মেহেরপুর

সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাসেল নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে রাইপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাসেল আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামের ফরজ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকালে রাইপুর গ্রামের ফরিদ হোসেনের নতুন ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করছিলেন রাসেল। এ সময় ছাদের ওপর দিয়ে যাওয়া সময় বিদ্যুতেরর তারের সঙ্গে রাসেলের মাথা লাগলে তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি (তদন্ত) মেহেদী হোসেন জানান, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্তসাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সংবাদ
রবিবার ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Sunday 20 May 2018

দড়ি ছিঁড়ে রং মিস্ত্রির মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে আইনজীবী ভবনে রং করার সময় রশি ছিড়ে পরে একজন নিহত এবং অপর একজন গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে জেলা আইনজীবী ভবনের দেয়াল রং করার সময় হঠাৎ রশি ছিড়ে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের আয়নাল শেখের ছেলে জহুরুল ইসলাম (২৫) ও একই এলাকার মিজান শেখের ছেলে বেলাল (৩০) পরে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই জহুরুল ইসলাম মারা যায় এবং গুরুতর আহত অবস্থায় বেলালকে বগুড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ৩ মে ২০১৮

সাভার চামড়া শিল্প নগরীতে কেমিক্যালের বিষক্রিয়ায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভার চামড়া শিল্প নগরীতে কেমিক্যালের সাথে লবণ মেশানোর সময় বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে ২ শ্রমিক মারা গেছে। এঘটনায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অপর এক শ্রমিককে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বুধবার বিকালে সাভারের হেমায়েতপুর হরিণধরা এলাকায় অবস্থিত চামড়া শিল্প নগরীর প্রিন্স লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

ট্যানারি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মুহাম্মদ গোলাম নবী শেখ বলেন, বুধবার বিকালে প্রিন্স লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ কারখানার শ্রমিক হাসান মাহমুদ (২৫), মাহাবুবুর রহমান (৫০) ও মোয়াজ্জেম হোসেন (১৬) কারখানার ভিতরে চামড়ায় লবণ ও কেমিক্যাল মেশানোর কাজ করছিলো। এসময় বিষক্রিয়ার কারণে হঠাৎ তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারখানার অন্য শ্রমিকরা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছানোর আগেই হাসান মাহমুদ মারা যান। এসময় বাকিদের অবস্থা গুরুতর হলে তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে ঢাকা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মাহবুবুর রহমান। বর্তমানে মোয়াজ্জেম হোসেন নামে অপর শ্রমিক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।

প্রিন্স লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ কারখানার ম্যানেজার আরিফ হোসেন বলেন, দুপুরে হাসান, মাহাবুব এবং মোয়াজ্জেম নামে তিনজন শ্রমিক পানির সঙ্গে কেমিক্যাল মেশানোর কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শ্রমিক মারা যান। সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাসিনুল কাদির বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘিওরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

■ ঘিওর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

মানিকগঞ্জের ঘিওরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার কালাচাঁদপুর গ্রামের একটি বাড়িতে কাজ করার সময় হৃদয় (১৬) নামে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

নিহত হৃদয় উপজেলার রাথুরা গ্রামের হারুন মিয়ার ছেলে। সে বানিয়াজুরী ইউনিয়ন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল এবং আগামী রবিবার তার রেজাল্ট দেওয়ার কথা। সম্প্রতি সে বিদেশ যাবার জন্য রাজমিস্ত্রির কাজের প্রশিক্ষণ হিসেবে ওইখানে কাজ করছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ছাদের সাটারিংয়ের কাজ করার সময় হৃদয়ের হাতে থাকা একটি লোহার রড বিদ্যুতের তার স্পর্শ করলে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় মুন্নু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো | মঙ্গলবার, ২২ মে ২০১৮

নাইক্ষ্যংছড়িতে পাহাড়ধসে তিন শ্রমিক নিহত

দুজন জীবিত উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার ও প্রতিনিধি, বান্দরবান

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নে পাহাড়ধসে মাটির নিচে চাপা পড়ে এক নারীসহ তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে আটটায় তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাতে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এর আগে গতকাল সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় ঘটনাস্থল থেকে মাটি সরিয়ে একজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। আরেকজনকে উদ্ধার করা হয় গতকাল দুপুরে।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় ঘুমধুম ইউনিয়নের মঞ্জয়পাড়ার একটি পাহাড় কেটে পানি চলাচলের ড্রেন তৈরির সময় ৫০ ফুট উঁচু থেকে বড় একটি পাহাড়খণ্ড ধসে পড়ে। এতে তাৎক্ষণিকভাবে চাপা পড়েন পাঁচজন। তাঁরা হলেন স্থানীয় মঞ্জয়পাড়ার মো. আলমের স্ত্রী সোনা মেহের (৪০), একই এলাকার মো. আবু (২৮), জসিম উদ্দিন (১৬), বৈদ্যছড়া এলাকার নকল হাকিম (২০) ও কাবির আহমদের ছেলে নূর মোহাম্মদ (২২)।

তাঁদের মধ্যে সন্ধ্যা সোয়া সাতটার সময় নুরুল হাকিমকে উদ্ধার করা হয়। দুপুর ১২টায় স্থানীয় লোকজন নূর মোহাম্মদকে উদ্ধার করে। তাঁর হাত-পা ভেঙে গেছে। তাঁকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অল্পের জন্য রক্ষা পান ওই গ্রামের মো. রফিক, মো. সুলতান ও নুরুল বশর নামের তিন শ্রমিক।

মো. রফিক ও নুরুল বশর ঘটনাস্থলে প্রথম আলোকে বলেন, সকাল ১০টার দিকে তাঁরা আট শ্রমিক মঞ্জয়পাড়ার বাসিন্দা সুকায়ন বড়ুয়ার মালিকানাধীন একটি পাহাড় কেটে পানি চলাচলের ড্রেন তৈরি করছিলেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ৫০-৬০ ফুট ওপর থেকে পাহাড়ের একটি খণ্ড নিচে ধসে পড়ে। এতে এক নারীসহ পাঁচজন চাপা পড়েন।

বেলা দেড়টার দিকে নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ কে এম সরওয়ার কামাল। বিকেল চারটায় তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দুটি খননযন্ত্র দিয়ে ধসে পড়া পাহাড়ের মাটি সরানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মাটিচাপা পড়া শ্রমিকদের খোঁজ মিলছে না। উদ্ধার তৎপরতা চলছে।

পরে রাত সাড়ে আটটায় তিন শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান এ কে জাহাঙ্গীর আজিজ বলেন, মিয়ানমার সীমান্তের কাছে মঞ্জয়পাড়া এলাকাটি একাধিক পাহাড়ে ঘেরা। যোগাযোগব্যবস্থাও খারাপ। বন বিভাগ থেকে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা নিয়ে সুকায়ন বড়ুয়া সেখানে ফলদ ও বনজ বাগান করছেন। ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে কোনারপাড়ার শূন্যরেখায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয়শিবিরটি অবস্থিত।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আলমগীর বলেন, ঘটনার পরপর সুকায়ন বড়ুয়া পরিবারের লোকজনকে নিয়ে আত্মগোপন করেছেন। তাঁর ঘরটি তালাবন্ধ।

সোমবার ২১ মে ২০১৮
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩ মে ২০১৮ | ২০ বৈশাখ ১৪২৫ | যুগান্তর

সাভারে কারখানায় কেমিক্যাল বিস্ফোরণে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর রিপোর্ট, *সাভার*

সাভারের হরিণধরায় বিসিক শিল্পনগরীতে প্রিন্স লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ নামের এক কারখানায় রাসায়নিক (কেমিক্যাল) বিস্ফোরণে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও দুই শ্রমিক বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নিহত দুই শ্রমিক হলেন মাহবুব (৫০) ও হাসান (২৪)। আহত শ্রমিকের নাম মোয়াজ্জেম হোসেন (২২)। ঘটনার পর থেকে মালিকপক্ষ ওই ট্যানারিতে তালা ঝুলিয়ে পা-ঢাকা দিয়েছে। পুলিশ জানায়, বিকালে ওই ট্যানারিতে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। একটি রাসায়নিকের ড্রাম খোলার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। রাসায়নিক ছিটকে তিন শ্রমিকের শরীরে পড়ে। এর মধ্যে মাহবুব ও হাসানের মুখমণ্ডলে লেপটে যায় রাসায়নিক। গুরুতর অসুস্থ তিন শ্রমিককে ঢামেক হাসপাতালে নেয়া হচ্ছিল। পথে অবস্থার বেশি অবনতি হলে হাসানকে নেয়া হয় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। সেখানে হাসান মারা যান। বাকি দু'জনকে ঢামেকে নেয়া হলে চিকিৎসকরা মাহবুবকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে সাভার মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সাভার তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের শিল্প পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর গোলাম নবী জানান, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আমরা মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। রাত সাড়ে ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হতাহত শ্রমিকদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

ডেমরায় টিনের ড্রাম বিস্ফোরণে দগ্ধ রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

ডেমরা প্রতিনিধি

ডেমরায় টিনের ড্রাম বিস্ফোরণে দগ্ধ রাজমিস্ত্রি আবদুল বারেকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। রোববার দুপুরে বিনা ময়নাতদন্তে ওই হাসপাতাল থেকে মৃতের লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন ডেমরা থানা পুলিশ। এ ঘটনায় দগ্ধ হয়ে মোমেন উল্লাহ (৩৫) নামে এক ব্যক্তি আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মৃত বারেক মিঠি মাদারীপুরের শিবচর থানার ভদ্রাসন গ্রামের আবদুল খালেক বেপারির ছেলে। বর্তমানে তারা ডেমরার সানারপাড় সাবান ফ্যাক্টরি সংলগ্ন রুবেলের বাড়ির ভাড়াটিয়া। ডেমরা থানার অপারেশন অফিসার যুগান্তরকে বলেন, ১৪ মে রাতে সানারপাড় সাবান ফ্যাক্টরি সংলগ্ন শাহজাহান ভূঁইয়ার বাড়িতে কাজে যান বারেক। এ সময় শাহজাহান ভূঁইয়ার স্ত্রী রাবেয়া জাহান বারেকের সহযোগী আরিফুল মিস্ত্রিকে কাটার মেশিন দিয়ে টিনের একটি ড্রাম কাটতে বলেন। কাটা শুরু করতেই ড্রামটি বিস্ফোরিত হয়।

প্রথম আলো রোববার, ৬ মে ২০১৮,

পোশাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা গতকাল সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। ছবি : প্রথম আলো

সাভারে পোশাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যু

শ্রমিকদের বিক্ষোভ

পোশাক কারখানায় এক অসুস্থ শ্রমিককে ছুটি না দেওয়ায় কর্মরত অবস্থায় মারা যান। ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ ও কারখানা ভাঙচুর করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার সাভারে একটি পোশাক কারখানার ভেতরে কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকেরা গতকাল ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তাঁরা প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি যানবাহনসহ কারখানা ভাঙচুর করেন। পরে শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

নিহত শ্রমিকের নাম রাশেদুল ইসলাম (২৮)। তাঁর বাড়ি কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায়। তিনি সাভারের উলাইলে গ্রাইড গ্রুপের এইচ আর টেক্সটাইল মিলে কর্মরত ছিলেন।

সাভার মডেল থানার পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল শনিবার সকালে কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর রাশেদুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার কথা জানিয়ে তিনি কয়েক দফায় কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছুটি না দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে বলে। বেলা তিনটার দিকে তিনি কর্মরত অবস্থায় অচেতন হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর কারখানার ভেতরে চিকিৎসালয়ে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। রাশেদুলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা কাজ বন্ধ করে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসেন।

সাভার মডেল থানার কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, রাশেদুলের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর ওই কারখানার শ্রমিকেরা মালিকপক্ষের কাছে লাশ দাফনের জন্য ৫০ হাজার টাকাসহ নিয়ম অনুযায়ী তাঁর পাওনা নগদ পরিশোধের দাবি জানান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে অপারগতা প্রকাশ করে সাত দিনের সময় চায়। এর পরপরই বিকেল চারটার দিকে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা অ্যাম্বুলেন্সসহ লাশ আটকে রেখে কারখানার সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন।

অবরোধের কারণে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধস্থলের উভয় পাশে আটকা পড়ে হাজারো যানবাহন। অসংখ্য যাত্রীকে দীর্ঘ সময় পথে আটকে থেকে প্রচণ্ড দুর্ভোগ পোহাতে হয়। খবর পেয়ে ঢাকা জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রমিকেরা অবরোধ অব্যাহত রেখে দাফনের খরচসহ নিহত শ্রমিকের পরিবারের জন্য ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। মালিকপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল থাকায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা কারখানার সামনে থাকা প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর করেন।

রাত সাতটার দিকে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা মূল ফটক ভেঙে কারখানার ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর করেন। এরপর মালিকপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লাশ পরিবহন ও দাফনের খরচসহ ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দেয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে অসুস্থ হওয়ার পরেও রাশেদকে ছুটি না দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরও শ্রমিকেরা তাঁদের দাবিতে অনড় থেকে অবরোধ চালিয়ে যান। রাত আটটার দিকে পুলিশ শ্রমিকদের নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে লাশ পরিবহন ও দাফনের খরচ ছাড়া ৮ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দিলে সাড়ে আটটার দিকে শ্রমিকেরা অবরোধ তুলে নেন।

নিহত শ্রমিকের সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম ও মাজেদা বেগমসহ আরও অনেকে বলেন, রাশেদুল সকাল থেকেই অসুস্থ ছিলেন। বিষয়টি জানার পরও কর্তৃপক্ষ ছুটি না দেওয়ায় তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যান।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম বলেন, রাশেদের মৃত্যু কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়, এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহসিনুল কাদির বলেন, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সমঝোতা বৈঠকের পর ৮ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেওয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা

The **Financial Express** Tuesday | May 8, 2018

Factory worker dies from electrocution in Madhabpur

HABIGANJ, May 07 (BSS): A factory worker was electrocuted in Baghasura area under Madhabpur upazila of the district on Monday noon.

The victim was Firoj Miah, 26, a worker of Talukder Chemical Industries Ltd and son of Jahirul Miah, resident of Kamalpur village under Shaghata upazila in Gaibandha district.

Officer-in-Charge of Madhabpur police station Chandan Kumar said Firoj was seriously injured as he got electric shock at the factory.

He was sent to Zila Sadar Hospital where on-duty doctors declared him dead.

যুগান্তর শনিবার ১২ মে ২০১৮

শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষক নিহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষক নজরুল ইসলাম মৃধা (৫৫) নিহত হয়েছে। নিহত নজরুল উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ি গ্রামের ছফির উদ্দিন মৃধার ছেলে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টেপিরবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের ভাতিজা কায়সার মৃধা খোকন জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্রীপুর উপজেলার ওপর দিয়ে কালবৈশাখী ঝয়ে যায়। ঝড়ে নজরুলের বাড়ির বিভিন্ন প্রকার ফলজ গাছপালা ভেঙে পড়ে। ঝড়ের শেষে বাড়ির পাশে পড়ে থাকা গাছের ডালপালা সরাতে গেলে বিদ্যুতের ছিঁড়ে পড়া তারে জড়িয়ে স্পৃষ্ট হন। স্বজনেরা তাকে উদ্ধার করে মাওনা বিশ্বাস মাষ্টার হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ৩১ মে ২০১৮

দেয়ালচাপায় দুজনের মৃত্যু

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরে দেয়ালচাপায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল বুধবার দুপুরে নগরের সাইনবোর্ড এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শ্রমিকেরা হলেন শেরপুরের নালিতাবাড়ীর জুয়েল মিয়া (৩০) ও জাহাঙ্গীর আলম (৩২)। আহত দুই শ্রমিক হলেন শফিকুল ও নাজমুল।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, নগরের সাইনবোর্ড এলাকার হাসমত আলী মৃধার নির্মাণাধীন দোতলা বাড়ির সীমানা দেয়ালের পাশে মাটি ফেলছিলেন শ্রমিকেরা। হঠাৎ করে ওই বাড়ির দেয়ালটি চার শ্রমিকের ওপর পড়ে যায়। পরে খবর দিলে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থলেই জুয়েল ও জাহাঙ্গীর আলম মারা যান।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ১৭ মে ২০১৮

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় গতকাল বুধবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ দুজন মারা গেছেন। মৃত ব্যক্তিরা হলেন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ শিরিনা আক্তার ওরফে পুষ্প (২১) ও মিস্ত্রি জিয়াউল হক (৩২)।

পারিবারিক সূত্র জানায়, শিরিনা স্বামীর সঙ্গে কুড়িল বিশ্বরোডের একটি টিনশেড বাড়িতে থাকতেন। তাঁর স্বামী মো. সুজন মিয়া গাড়িচালক। গতকাল শিরিনা গোসল করে জিআই তারে ভেজা কাপড় দিতে যান। এ সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে।

শিরিনার স্বামী মো. সুজন মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, ঘরের চালার সঙ্গে জিআই তার বাঁধা ছিল। কীভাবে এটি বিদ্যুতায়িত হয়েছে, তা জানেন না।

ভাটারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলী হাসান বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য শিরিনার লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ভাটারা থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

গতকাল বেলা ১১টায় ফার্মগেটের ফার্মভিউ সুপার মার্কেটের তৃতীয় তলায় থাই গ্লাস লাগানোর সময় মিস্ত্রি জিয়াউল হক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বেলা একটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ৩ মে ২০১৮

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

পুরান ঢাকার বংশালে গত মঙ্গলবার রাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. সৈয়দ (২৬) নামের এক যুবক মারা গেছেন। তিনি জুতার কারখানার শ্রমিক ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, সৈয়দ বংশালের নাজিরাবাজার চৌরাস্তায় একটি জুতা তৈরির কারখানার শ্রমিক। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কারখানায় বৈদ্যুতিক প্লাগ লাগানোর সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাত সাড়ে আটটার তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি শরীয়তপুরের পালং থানার মাদবরকান্দি গ্রামে। সৈয়দের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক (এসআই) বাচ্চু মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শুক্রবার ২৫ মে ২০১৮ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ | **সমকাল**

ইসলামপুরে বিদ্যুৎস্পর্শে তিন শ্রমিকের মৃত্যু

■ জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরের ইসলামপুরে পল্লী বিদ্যুতের খুঁটি পুঁততে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচ শ্রমিক। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌর শহরের দরিয়াবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- জামালপুর পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী গাইবান্ধার সাঘাটা থানার হলুদিয়া গ্রামের তাহের আলী (৩০), ওবাইদুর রহমান (৩৪) এবং জামালপুর শহরের বাসিন্দা হাসান আলী (৩৫)। আহতরা হলেন- হেলাল উদ্দিন, জুয়েল মিয়া, মিঠুন রহমান, শফিকুল ইসলাম ও রুবেল মিয়া। তাদের জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের বাড়ি গাইবান্ধার হলুদিয়া গ্রামে।

পল্লী বিদ্যুৎ অফিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইসলামপুর পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের আওতায় নতুন সংযোগের কাজ চলছিল। বেশ কয়েকজন শ্রমিক গতকাল দরিয়াবাদ গ্রামে খুঁটি পুঁততে থাকে। এ সময় মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। এক পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী মূল লাইনের তার ছিঁড়ে শ্রমিকদের ওপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই তাহের আলী, ওবাইদুর রহমান (৩৪) ও হাসান আলী মারা যান। লোকজন হতাহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পল্লী বিদ্যুৎ ইসলামপুর উপজেলার ডিজিএম ভজন কুমার বর্মণ বলেন, মেইন লাইনের কাছে নতুন সংযোগের কাজের বিষয়টি তাকে জানানো হয়নি। যে কারণে লাইনটি চালু ছিল।

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ২৪ মে ২০১৮ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

বংশালে জুতার কারখানায় দগ্ধ শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর বংশালে জুতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দগ্ধ চার শ্রমিকের মধ্যে একজন মারা গেছেন। বুধবার রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার নাম রফিকুল ইসলাম (২৫)। বংশালের প্রাণামসিলেনে শুক্রবার রাত সোয়া ১টার দিকে জুতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রফিকুলসহ চারজন দগ্ধ হন। রফিকুলসহ নাঈম (২০), ফারুক (২৮) ও মাহবুবকে (১৬) উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঢামেক সূত্র জানায়, জুতার কারখানা আগুনে রফিকুলের শরীরের ৫০ ভাগ পুড়ে যায়।

কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা

যুগান্তর
শুক্রবার ৪ মে ২০১৮
২১ বৈশাখ ১৪২৫

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কুয়াকাটায় মা-ছেলে মাধবপুরে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

লালমোহনে প্রবাসী নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

কুয়াকাটার আলীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা জাকিয়া (৩২) ও শিশু সন্তান সিয়াম (৪) মারা গেছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় এ ঘটনায় অপর সন্তান রাজু (১৪) গুরুতর আহত হয়ে কুয়াকাটা ২০ শয্যার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। হবিগঞ্জের মাধবপুরে ঝড়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারে পা দিয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ভোলার লালমোহনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন।

কুয়াকাটা : পরিবার ও প্রতিবেশী সূত্রে জানা যায়, উপজেলার আলীপুর গ্রামে বসবাসরত মাছ ব্যবসায়ী বশির হাওলাদারের ভাড়াটিয়ার রান্নাঘরের টিনের বেড়ার সঙ্গে কোলে থাকা শিশু সিয়ামসহ মা জাকিয়া বেগম তড়িতাহত হন। এর কিছুক্ষণ পর ছেলে রাজু ঘরে এসে মাকে অচেতন রান্নাঘরের বেড়ার সঙ্গে পড়ে থাকতে দেখে গায়ে হাত দিতেই রাজুও তড়িতাহত হয়। এ সময় আশপাশের লোকজন রাজুর চিৎকারে ছুটে এসে তাকে হাসপাতালে পাঠায়। ততক্ষণে মা জাকিয়া বেগম ও কোলের শিশু সিয়াম মারা যায়।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : বুধবার রাত ৯টায় মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. মোক্তাদির হোসেন দুই শ্রমিককে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতরা হলেন- উপজেলার ধর্মঘর ইউনিয়নের বৈষ্ঠবপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে তকবীর হোসেন (৩০) ও একই গ্রামের রফিক আলীর ছেলে হায়দর আলী (২৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যার দিকে মাধবপুরে ঝড় হয়। এ সময় আহমদপুর এলাকায় একটি খুঁটি পড়ে গিয়ে বিদ্যুতের তার রাস্তায় পড়ে যায়। পরে রাত সাড়ে ৮টার দিকে তকবীর হোসেন ও হায়দর আলী ধান মাড়াই কাজ শেষ করে ওই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় তাদের পা পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে স্পর্শ করলে দুইজন স্পৃষ্ট হন।

লালমোহন (ভোলা) : ভোলার লালমোহনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আবুল কালাম (৪০) নামের এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার মঙ্গলসিকদার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্র জানায়, ঘটনার শিকার আবুল কালাম ভোলার তজমদ্দিন উপজেলার আড়ালিয়া গ্রামের মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে। সম্প্রতি তিনি ওমান থেকে দেশে ফিরে লালমোহনের মঙ্গলসিকদার এলাকার শ্বশুর বাড়িতে (সিংগের বাড়ি) ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে ইট ভিজানোর জন্য পানির মটরে বিদ্যুতের সংযোগ দিতে গিয়ে অসাবধানতাবশত তিনি বিদ্যুতায়িত হন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
১৮ মে ২০১৮

ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতার আত্মহত্যা

ট্রেনে কাটা কৃষকের লাশ উদ্ধার

■ গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

গৌরীপুর-জারিয়া রেলপথে বুধবার জারিয়াগামী বলাকা কমিউটার ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে মইলাকান্দা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি পরিমল চন্দ্র মোদক (৬৫) আত্মহত্যা করেছেন। অপরদিকে একই রেলপথে পূর্বধলার উপজেলার ঝিনাইকান্দি নামক স্থান থেকে আব্দুল কাইয়ুম (৩৮) নামে এক কৃষকের ট্রেনে কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বলাকা কমিউটার ট্রেনটি বুধবার সকালে শ্যামগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিয়ে জারিয়ার উদ্দেশে ছেড়ে শ্যামগঞ্জ বাজার অতিক্রম করার সময় মইলাকান্দা ইউনিয়নের শ্যামগঞ্জ বাজারের বাসিন্দা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরিমল মোদক চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেয়। এতে ট্রেনের চাকায় কাটা পড়ে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফা জানান, ধারণা করা হচ্ছে কিছুদিন যাবৎ তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। গৌরীপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ওয়াহেদুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত পরিমল বাবুকে স্থানীয়দের সহযোগিতায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করি। সেখানে তিনি মারা যান। অপরদিকে পূর্বধলা উপজেলার ঝিনাইকান্দি গ্রামের কৃষক আব্দুল কাইয়ুম (৩৮) এর লাশ বুধবার গৌরীপুর-জারিয়া রেলপথে ঝিনাইকান্দি থেকে রেলওয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ওসি মো. আব্দুল মান্নান ফরাজি জানান, লাশের গায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। লাশ উদ্ধার করে আঘাতের চিহ্নের কথা উল্লেখপূর্বক পোস্টমর্টেমের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলে সে অনুযায়ী তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

The Daily Star **FRIDAY MAY 25, 2018,**

Two die after falling from buildings

STAFF CORRESPONDENT, Ctg

Two people died after falling off buildings in Chittagong city yesterday, said police.

Mohammad Belal, 18, a mechanic, fell from the fourth floor of building while he was repairing an air conditioner sitting on its platform in Patharghata area, said Ismail Hossen, sub-inspector of Kotwali Police Station.

He died at Chittagong Medical College Hospital (CMCH) on arrival, he said.

In Double Mooring area, Sahabuddin, 52, fell off the roof of a five storey building where he lived, said Jahir Uddin, inspector (investigation) of Double Mooring Police Station.

Like other mornings, he was walking on the roof of which one portion has no demarcation wall, he quoted the family as saying.

Although they filed an unnatural death (UD) case, they are investigating the incident, he added.

NEWAGE
WEDNESDAY, MAY 16, 2018,

Two B'deshi women die in Lebanon fire

United News of Bangladesh
Dhaka

TWO Bangladeshi female expatriates living in Lebanon died in a fire that broke out in Metn town of Dora on Monday.

The cause of the fire was not immediately clear, reported Lebanese newspaper The Daily Star, quoting the country's civil defence department.

The two victims were Bangladeshi citizens working in Lebanon, reported the newspaper.

যুগান্তর
শনিবার ২৬ মে ২০১৮
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

বাড্ডায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর রিপোর্ট

উত্তর বাড্ডায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আশিক (১৮) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আশিকের সহকর্মী মো. লিমন জানান, তারা উত্তর বাড্ডায় আলীর মোড়ে একটি নির্মাণাধীন ১০তলা ভবনের চারতলায় কাজ করেন। বিকালে আশিক জানালার গ্রিলের কাজ করার সময় বিদ্যুতের তারের সঙ্গে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বিকাল সাড়ে ৫টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আশিকের গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাহপুর উপজেলার মহাগাড়ি গ্রামে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৩ মে ২০১৮

চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে ক্লিংকার বোঝাই জাহাজ ডুবি, উদ্ধার ১২

■ চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলায় মেঘনা নদীতে এক হাজার টন ক্লিংকার বোঝাই এমভি মিলিনিয়াম ১ নামের জাহাজ এমভি শাফাতুল হক ২ নামের অপর জাহাজের ধাক্কায় নদীতে ডুবে গেছে। এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজে থাকা মাষ্টারসহ ১২ জন শ্রমিক উদ্ধার হয়। আহত হয় লস্কর ও বাবুর্চি। শুক্রবার (১১ মে) সন্ধ্যা সাতটায় উপজেলার নীলকমল ও গাজীপুর ইউনিয়নের মাঝামাঝি স্থান কাটাখালি মাঝের চর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

উদ্ধার হওয়া ১২ জন হচ্ছেন, জাহাজের মাষ্টার শামছুল হক, শ্রমিক বেলায়েত হোসেন, মো. জাহির, মো. নরুন্নবী, মো. বেলায়েত হোসেন, মো. বদিউজ্জামান, মো. জাহিদ হোসেন, মোহাম্মদ আলী, মানিক মিয়া, মো. সুমন, নরুন্নবী ২ ও মো. নয়ন।

জাহাজের মাষ্টার শামছুল হক জানান, বৃহস্পতিবার রাত দুইটায় এক হাজার টন ক্লিংকার নিয়ে নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে জাহাজটি ছেড়ে আসে। পথিমধ্যে ঘটনাস্থলে আসলে নারায়ণগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রাম গামী এমভি শাফাতুল হক ২ জাহাজটির ধাক্কা লেগে এমভি মিলিনিয়াম কাত হয়ে আস্তে আস্তে নদীতে নিমোজ্জিত হয়। ঠিক ওই সময় ঘটনাস্থল দিয়ে যাওয়া এমভি ওশান লাইট নামে অপর জাহাজ তাদের এ অবস্থা দেখে ১২ জনকে উদ্ধার করে পাড়ে উঠান। তবে লস্কর নুরুন্নবী ও বাবুর্চি নয়ন আহত হয়। তাদেরকে হাইমচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়।

হাইমচর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নুর হোসেন পাটওয়ারী জানান, ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল মেঘনার পাড় থেকে পুলিশের সহায়তায় মাষ্টার ও শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাইমচর থানায় নিয়ে আসি। আর দুর্ঘটনার শিকার জাহাজটা ওই স্থানে পানিতে নিমোজ্জিত অবস্থায় রয়েছে।

হাইমচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রনোজিত রায় জানান, খবর পেয়ে আমরা ওই জাহাজের ১২ জনকে উদ্ধার করেছি। এমভি মিলিনিয়াম জাহাজটি ক্লিংকার বোঝাই ছিলো। আর অপর জাহাজটি সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য পাইনি।

সড়ক দুর্ঘটনায় ইত্তেফাকের টেকেরহাট সংবাদদাতা আহত

টেকেরহাট (মাদারীপুর) সংবাদদাতা

একটি লোককে বাঁচাতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় ইত্তেফাকের টেকেরহাট সংবাদদাতা খোন্দকার আবদুল মতিন গুরুতর আহত হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় টেকেরহাট হ্যামিলটন ব্রীজের নিকট ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় মতিন সংবাদ সংগ্রহ শেষে মটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার সময় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের টেকেরহাট হ্যামিলটন ব্রীজের নিকট পৌছালে এক পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। এসময় মতিন ও তার ছেলে খোন্দকার তন্ময় গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে টেকেরহাট ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়।

প্রথম আলো বুধবার, ৩০ মে ২০১৮

ঝুট গুদামে আগুন

গাজীপুরের কোনাবাড়ী আমবাগ এলাকায় গত সোমবার রাত ১১টার দিকে ঝুটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. জাকির হোসেন জানান, আমবাগ এলাকায় শাহ আলমের ঝুট গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে জয়দেবপুর ও কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের কর্মীরা প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে আগুন পুরোপুরি নেভাতে আরও সময় লেগে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

প্রতিনিধি, গাজীপুর

NEW AGE
FRIDAY, MAY 11, 2018,

Construction worker killed in Ctg

Bangladesh Sangbad Sangstha · Chittagong

A MASON was killed after falling from a six-storied under-construction building in Chittagong city's railway society of Akbarshah thana on Thursday. The victim was identified as Mohammad Parvaj, 27, son of Shamsul Alam, resident of Hathazari upazila of the district. The police said that Parvaj was seriously injured after he fell from the sixth floor of an under-construction building in the area around 12:30pm. He was taken to Chittagong Medical College and Hospital where on-duty doctors declared him dead at about 3:00pm.

প্রথম আলো বুধবার, ১৬ মে ২০১৮,

মালিবাগে পোশাক কারখানায় আগুন

মালিবাগে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে আগুন লেগেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। স্থানীয় লোকজন বলেন, রাত পৌনে নয়টার দিকে মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার আবুল হোটেলের বিপরীতে ওই ছয়তলা ভবনের চতুর্থ তলায় তৈরি পোশাক কারখানায় আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

Thursday 31 May 2018

বিদ্যুতে শ্রমিক হত

প্রতিনিধি, মেহেরপুর

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে রাসেল (২০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ওই নির্মাণ শ্রমিক রায়পুর গ্রামে নতুন ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের সময় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৭ মে ২০১৮
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

বিদ্যুৎস্পর্শে অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ দু'জনের মৃত্যু

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর কুড়িল ও ফার্মগেটে পৃথক ঘটনায় বিদ্যুৎস্পর্শে অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে এ দুই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, ভাটারার কুড়িল কাজীবাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎস্পর্শে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ মোছা. পুষ্প (২৭) প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কাপড় শুকাতে দিতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে ফার্মগেটে বিদ্যুৎস্পর্শ হয়ে জিয়াউল হক (২০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার । ১১ মে ২০১৮ ।

দিনমজুরের মৃত্যু

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

কালিয়াকৈরের পাবুরিয়াচালা এলাকায় গাছের নিচে চাপা পড়ে সোহেল রানা (২৫) নামের এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ওই এলাকার কালু মিয়ার স মিলে কাঠ চেরাই করতে গিয়ে গাছের নিচে চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়। সোহেল রানা পাবুরিয়াচালা এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোহেল বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে কিছু গাছ স্থানীয় কালু মিয়ার স মিলে চিরানোর জন্য নিয়ে যান। ওই স মিলের তিন শ্রমিকসহ সোহেল গাড়ি থেকে একটি গাছ নামানোর সময় হঠাৎ একটি গাছ সোহেলের ওপর পড়ে যায়। এতে গাছের নিচে চাপা পড়ে মাথা থেঁতলে গিয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকে স মিল মালিকসহ শ্রমিকরা পলাতক রয়েছে। খবর পেয়ে দুপুরে স্থানীয় ফুলবাড়িয়া ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করে। ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মিনহাজ উদ্দিন বলেন, 'লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।'

কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা

সমকাল | সোমবার ২৮ মে ২০১৮

খাগড়াছড়ি ও শার্শায় সেপটিক ট্যাঙ্কের বিষক্রিয়ায় ৩ জনের মৃত্যু

■ খাগড়াছড়ি ও বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি

খাগড়াছড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্কের বিষক্রিয়ায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু ও একজন আহত হয়েছেন। রোববার সকালে খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর এলাকায় নির্মাণাধীন মৎস্য হ্যাচারিতে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার তাজউদ্দিন আহদের ছেলে রফিকুল ইসলাম ও একই উপজেলার বেলছড়ি এলাকার জলিল মিয়ার ছেলে রমজান আলী। আহত শ্রমিকের নাম সাইফুল ইসলাম। সকালে সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করতে নামে রফিকুল ইসলাম। দীর্ঘ সময় তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে রমজান আলী ট্যাঙ্কে নামে। কিছুক্ষণ পর অন্যরা ট্যাঙ্কের পাশের দেয়াল ভেঙে মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক নয়নময় ত্রিপুরা জানান, ধারণা করা হচ্ছে, অক্সিজেনের অভাবে ট্যাঙ্কের বিষক্রিয়ায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু ঘটতে পারে।

এদিকে যশোরের শার্শার দক্ষিণ বুরুজ বাগান গ্রামে সেপটিক ট্যাঙ্কের গ্যাসে ইমন নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় বিপ্লব, ওলিয়ার রহমান ও রফিকুল ইসলাম নামে তিন শ্রমিক আহত হয়েছেন। নিহত ইমন শার্শার সম্বন্ধকাটি গ্রামের কুতুব উদ্দিন দুখুর ছেলে। আহত বিপ্লব একই গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে, ওলিয়ার রহমান সোহরাবের ছেলে ও রফিকুল দক্ষিণ বুরুজবাগান গ্রামের এরশাদ আলীর ছেলে। শার্শার দক্ষিণ বুরুজ বাগান গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী মকর আলীর বাড়িতে একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ চলছিল। ট্যাঙ্কের ছাদ ঢালাই দেওয়ার পর মুখ বন্ধ করে কয়েকদিন রাখা ছিল। ট্যাঙ্কের মধ্যে সেন্টারিংয়ের কাঠ-বাঁশ খুলতে রোববার সকালে চার শ্রমিক কাজ শুরু করেন। সেপটিক ট্যাঙ্কের মুখ খুলেই পর পর তিনজন ভেতরে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে যান। প্রায় এক ঘণ্টা পর তাদের উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যওয়া হয়। শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডা. রনি জানান, হাসপাতালে আনার আগেই ইমনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ১৫ মে ২০১৮

কারখানায় দুর্ঘটনায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে একটি সিমেন্ট তৈরির কারখানায় দুর্ঘটনায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা হলেন মো. শাহীন (২৮) ও মো. রাশেদুল ইসলাম (৩০)। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সদর উপজেলার পশ্চিম মুক্তারপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

শাহীনের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব উপজেলার মান্দাতলা গ্রামে। রাশেদুলের বাড়ি ময়মনসিংহে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ক্রাউন সিমেন্টের ওই কারখানা বন্ধ ছিল। সে সময় কারখানার ৫ নম্বর ইউনিটে সিমেন্টের মিশ্রণ তৈরির যন্ত্র পরিষ্কার করছিলেন তিন শ্রমিক। একপর্যায়ে যন্ত্রের ওপরের দিকে জমে থাকা সিমেন্ট তৈরির উপকরণ ধসে পড়ে। ঘটনাস্থলেই শ্রমিক শাহীন ও রাশেদুলের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া আহত হাফিজুর নামে আরেক শ্রমিককে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সদর থানার ওসি আলমগীর হোসেন জানান, স্বজনদের আবেদনের ভিত্তিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক সায়লা ফারজানা বলেন, নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কারখানার মালিকপক্ষকে ওই দুই পরিবারের সদস্যকে ওই প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রদান এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সমকাল রোববার ৬ মে ২০১৮

উচ্ছেদের সময় পালাতে গিয়ে হকারের মৃত্যু

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর পল্টন এলাকায় সিটি করপোরেশনের হকার উচ্ছেদ অভিযানের সময় পালাতে গিয়ে শাহ জামাল (৬০) নামে এক হকারের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। তার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের শিকারীকান্দায়। এ ঘটনায় বিকেলে পল্টন এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন হকাররা।

জামালের ছেলে ইব্রাহিম জানান, তার বাবা বঙ্গবন্ধু ষ্টেডিয়ামের তিন নম্বর গেটে শরবত বিক্রি করতেন। গতকাল দুপুর ২টার দিকে ওই এলাকায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) হকার উচ্ছেদে অভিযান চালায়। এ সময় তার বাবা পালাতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যান। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে বিকেলে হকাররা পল্টন এলাকায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন। এ সময় ওই এলাকায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পল্টন থানার ওসি মাহমুদুল হক বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর শাহ জামালের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ডিএসসিসির প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা আবদুল মালেক বলেন, রমজান মাসে মুসল্লিরা যাতে নির্বিঘ্নে বায়তুল মোকাররম মসজিদে নামাজ আদায় করতে যেতে পারেন এজন্য আজ রোববার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি উদ্বোধন করা হবে। এ কর্মসূচির বিষয় জানানোর জন্য গতকাল ওই এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে। কিন্তু কোনো উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়নি।

সমকাল বুধবার ৩০ মে ২০১৮ | ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

ডেমরায় বৈদ্যুতিক খুঁটি পড়ে ডিপিডিসির লাইনম্যানের মৃত্যু

ডেমরা প্রতিনিধি

ডেমরায় বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়ে মো. সোহাগ নামে ডেমরা থানাধীন ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) এক লাইনম্যানের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোর ৪টায় শেরেবাংলানগর জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। সোহাগ ভোলার লালমোহন থানার মহেষখালী গ্রামের হাবিবুর রহমান ওরফে জিন্নাহ মাস্টারের ছেলে। তিনি ঢাকার 'মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদপুর ফিউচার হাউজিং' এলাকায় থাকতেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ৪ বছর ধরে মৃত সোহাগ ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ঠিকাদারের সহকারী লাইনম্যান হিসেবে কাজ করতেন। সোমবার বিকালে তিনি সহযোগীদের নিয়ে ডেমরার করিম স্টর মিল সংলগ্ন রাস্তার পাশে পুকুরপাড়ে হেলে যাওয়া বৈদ্যুতিক খুঁটি সোজা করার কাজ করছিলেন। কর্মরত অবস্থায় রাতে চিটাগাং রোড থেকে আসা একটি কাভার্ডভ্যান বৈদ্যুতিক ওই খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা দেয়।

এতে খুঁটি সোজা করার তার তারের টানা ছিঁড়ে গিয়ে ওই খুঁটি ভেঙে সোহাগের কোমরের ডান পার্শ্বে ও ডান পায়ের পাঁজরে ঢুকে যায়। এ সময় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় ডিপিডিসি কর্মকর্তাসহ অন্য লাইনম্যানরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে ওখানকার কর্তব্যরত ডাক্তার সোহাগকে জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে পাঠান। এ বিষয়ে মৃতের বড় ভাই মো. মনজু মঙ্গলবার দুপুরে ডেমরা থানায় অপমৃত্যুর মামলা করেন।

প্রথম আলো শনিবার, ৫ মে ২০১৮

ফতুল্লা

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার দেলপাড়া এলাকায় গতকাল দুপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই শ্রমিক। নিহত শ্রমিকের নাম তশিকুল ইসলাম (২৫)। বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানায়। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা জানান, দুপুরে দেলপাড়া এলাকার একটি বাড়ির তিনতলার বারান্দায় কাজ করছিলেন তশিকুল। একপর্যায়ে নিচ থেকে রড তোলার সময় তা পাশের বৈদ্যুতিক খুঁটির তারে লেগে যায়। এতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনজন নিচ পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তশিকুল মারা যান। ফতুল্লা থানার ওসি মঞ্জুরুল কাদের জানান, গুরুতর অবস্থায় দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদদাতা, নারায়ণগঞ্জ

প্রথম আলো রোববার, ২৭ মে ২০১৮

নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে মৃত্যু

শনির আখড়ায় ১০ তলা নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল চারটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলেন মোবারক হোসেন (৩০) ও মাইনুল হোসেন (২১)। নিহত শ্রমিকদের সহকর্মী রফিক উদ্দিন বলেন, নিহত ব্যক্তিরা নির্মাণাধীন ১০ তলা ওই ভবনের অষ্টম তলায় মাচার ওপরে বসে কাজ করছিলেন। বিকেলের দিকে মাচা ভেঙে যায়। মোবারক বিদ্যুতের তারের ওপরে পড়েন। আর মাইনুল নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁদের দুজনকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্ধ্যা ছয়টায় তাঁদের মৃত ঘোষণা করে।

প্রতিবেদক, রাজধানী

কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা

সমকাল
বুধবার
৩০ মে ২০১৮ ১৬ জৈষ্ঠ ১৪২৫

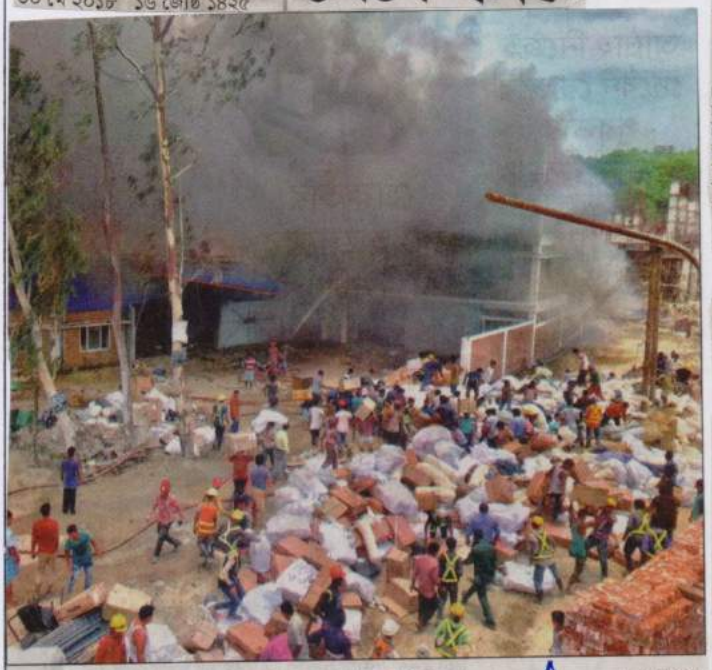

মঙ্গলবার সীতাকুণ্ডের কুমিরায় রয়েল অ্যাপারেলসের কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে সমকাল

সীতাকুণ্ডে পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভাংচুর

■ সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি পোশাক তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হলেও ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট বিকেল ৫টা পেরিয়ে গেলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। দুর্ঘটনাস্থলে আসা ফায়ার সার্ভিসের একটি গাড়িতে পর্যাপ্ত পানি না থাকার অভিযোগে গাড়ি ভাংচুর ও জামিল উদ্দিন নামের এক সদস্যকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে উত্তেজিত জনতা। তিনি সীতাকুণ্ডের কুমিরা ফায়ার সার্ভিস সদস্য।

উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের জিপিএইচ ফ্যাক্টরিসংলগ্ন রিজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠান রয়েল অ্যাপারেলস প্রতিষ্ঠানে গতকাল সকালে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। হঠাৎ আগুন লেগে তা পর্যায়ক্রমে পুরো মিলে ছড়িয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী জিপিএইচ কারখানার শত শত শ্রমিক কারখানায় থাকা বেশ কিছু কাঁচা মাল উদ্ধার করতে পারলেও অধিকাংশই পুড়ে গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, তিনতলা এ পোশাক কারখানাটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। অধিকাংশ মেশিন জ্বলে গেছে। পাশের মিলের শ্রমিকরা কিছু মালামাল উদ্ধার করে উন্মুক্ত মাঠে রেখেছেন।

সীতাকুণ্ড ফায়ার সার্ভিসের ষ্টেশন কর্মকর্তা আবদুল্লা পাশা হাওলাদার বলেন, কোথা থেকে আগুন লেগেছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কারখানায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছিল অকার্যকর। আর এগুলো ব্যবহারের কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না শ্রমিকদের।

পোশাক কারখানার মহাব্যবস্থাপক শামসুল আলম বলেন, পার্শ্ববর্তী বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মিলের ৯০ শ্রমিকের মধ্যে ৫২ জন ওই সময় কাজ করছিলেন।

সংবাদ যুগান্তর
শুক্রবার ১১ জৈষ্ঠ ১৪২৫
Friday 25 May 2018
শনিবার ৫ মে ২০১৮

ফরিদপুরের বিদ্যুতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

ফরিদপুরের সালথায় বাঁশ কাটতে গিয়ে অবৈধ্য বিদ্যুৎ লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজ্জাক খান (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার দুপুরের দিকে উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের মদনদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাজ্জাক ওই গ্রামের মৃত মোহন লাল খানের ছেলে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে রাজ্জাক খান বাড়ির পশ্চিম পাশে রাস্তার পাশে একটি বাঁশের ঝোপ থেকে বাঁশ কাটছিলেন। কাটার সময় একটি বাঁশ পাশের বিদ্যুতের তারের ওপর গিয়ে পড়লে তড়িতাহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ কর্মকর্তা সুভাষ চন্দ্র বৈদ্য বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ ও মদনদিয়া গ্রামের মোক্তার বাড়িতে খলিশাডুবি খেয়াঘাট থেকে অবৈধভাবে সাইড লাইন নেয়া হয়। কয়েকবার ওই লাইনটি কেটে ফেললেও ব্যবহারকারীরা ফের সংযোগ নিয়েছেন।

ফতুল্লায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু আহত ২

ফতুল্লা প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টুফিকুল ইসলাম নামে রাজমিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন টুফিকুলের বড় ভাই আসাদুল ইসলামসহ ২ জন। শুক্রবার বিকালে ফতুল্লার দেলপাড়া এলাকায় বাবুল হোসেনের বাড়ির তৃতীয় তলার নির্মাণ কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহরের ১০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন। আহত দু'জনকে শহরের ৩শ' শয্যা হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ফতুল্লা মডেল থানার এসআই মোজহারুল ইসলাম জানান, বাবুল হোসেনের বাড়ির তৃতীয় তলায় নির্মাণ কাজ করার সময় রড বিদ্যুতের তারে লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় টুফিকুল ইসলাম (২৫)। এ সময় তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ সময় আসাদুল ও সোহেল রানা নামে আরও দু'জন কাছে থাকায় আহত হয়। তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান পুড়ে যায়। নিহত টুফিকুল ও আহত আসাদুল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় শাহজাহানপুর সুলাপাড়া গ্রামের আশ্রাফুল ইসলামের ছেলে। তারা ফতুল্লার দেলপাড়া এলাকার রতন মিয়ার বাড়িতে ভাড়ায় বসবাস করে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন।

The Daily Star
FRIDAY MAY 25, 2018,

Two die from electrocution in Ctg

OUR CORRESPONDENT, *Ctg*

Two youths died from electrocution in Sitakunda upazila in Chittagong on Wednesday night.

Ubaching Marma and Kepaching Marma were making an electric fence to hunt wild animals at a dumping yard near Bhatiyari Golf Club, said police.

They came in touch with a live electric wire while setting an electricity line, said Mozammel Haque, Inspector (Investigation) of Sitakunda Police Station.

In the hilly area, such animals used to go to the dumping ground in search of food, he said.

The deceased were guards of a private company in the upazila, he added.

যুগান্তর | শনিবার ১২ মে ২০১৮ | ২৯ বৈশাখ ১৪২৫

ছুটির দিনে সড়কে ঝরল ২০ প্রাণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নেত্রকোনায় আসছিলেন তারা।

নেত্রকোনা ও গৌরীপুর : বৃহস্পতিবার রাতে ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা মহাসড়কে মানিকদিতে ট্রাকচাপায় নেত্রকোনা গোয়েন্দা পুলিশের এএসআই সৈয়দ মিরাজ হোসেন (২৮) ও সোর্স রাজু মিয়া (২২) মারা গেছেন। মিরাজের বাড়ি গাজীপুর সদরে আর রাজুর বাড়ি নেত্রকোনার চকপাড়ায়। পূর্বধলায় আসামি গ্রেফতারে অভিযান শেষে আসামিদের নিয়ে নেত্রকোনায় ফিরছিলেন তারা।

মধুখালী : শুক্রবার সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে বনমালিদিয়া এলাকায় ফরিদপুরগামী একটি ট্রাক ফরিদপুর সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের আলীম মোল্লার ছেলে মো. মতিয়ার রহমান মোল্লাকে (৩০) চাপা দেয়। [illegible] শ্রমিক আতিকুর।

মঠবাড়িয়া : টিকিকাটা নূরিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কুরআনের তাফসিরকারক মাওলানা আবু তৈয়ব জেহাদী (৬৫) নিহত হয়েছেন। সকালে প্রাতঃভ্রমণ শেষে বাড়ি ফেরার পথে মঠবাড়িয়া-সাপলেজা সড়কে মোটরসাইকেল চাপা দেয় তাকে।

সিরাজগঞ্জ : বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের কড্ডার মোড়ে চলন্ত বাস থেকে নামতে গিয়ে ওই বাসের চাকায়ই পিষ্ট হয়ে বৃহস্পতিবার রাতে মারা যান গার্মেন্টস কর্মী সোহেল রানা (৩২)। বাসটি আটক করা হলেও বাস চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়।

তাহিরপুর : তাহিরপুর সীমান্তের বড়ছড়া স্থল শুল্ক স্টেশন এলাকায় ভারতীয় কয়লাবাহী ট্রাকের চাপায় বৃহস্পতিবার মারা যান বাদল রবিদাস (১৭)। বাদল বড়ছড়ার রতন রবিদাসের ছেলে। জনতা ট্রাকটি আটক করে পুলিশে দেয়, তবে চালক ও সহকারী পালিয়েছে।

নাগলভূঞা : বুধবার মাতুভূঞায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হন দাগনভূঞা পৌর-ছাত্রলীগের সেক্রেটারি শেখ মনির হোসেন। বৃহস্পতিবার বিকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।

সমকাল | বুধবার ১৬ মে ২০১৮

সারাদেশে সড়কে ঝরল ১৭ প্রাণ

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জে নিহতদের মধ্যে যে তিনজনের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেন- সুনামগঞ্জ পল্লী বিদ্যুতের দিরাই জোনের ওয়ার ইনস্ট্রাক্টর শ্যামল কুমার সাহা (৪০), নরসিংদীর ফরহাদ আহাম্মেদ (৪০) এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদরের জিতেন্দ্র চন্দ্র সরকারের ছেলে শ্যামল সরকার (৪০)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচজনকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মানিকগঞ্জ : ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের তরা মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মোড়ে গতকাল বিকেল ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার কুশগুা গ্রামের মিজানুর রহমান (৫০) নামে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। অন্যদের পরিচয় জানা যায়নি। বরঙ্গাইল হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সার্জেন্ট ইয়ামিন উদ-দৌলা জানান, আহতদের মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মানিকগঞ্জ জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মুক্তাগাছা : উপজেলার গাবতলি বাজার এলাকায় দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তিনজন নিহত ও চারজন আহত হন। নিহতরা হলেন- উপজেলার খাজুলিয়া গ্রামের জালাল উদ্দিন, কমলাপুর গ্রামের মোস্তাফিজুর রহমান লেবু ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের নাজমুল হোসাইন মজনু।

দামুড়হুদা : দুপুরে দামুড়হুদা-দর্শনা সড়কে জয়রামপুর মজার পুকুরের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে পড়ে আহসান হাবিব তপন (৪৮) নামে একজন নিহত হন। আহত হন তার দুই ভাতিজা। প্রায় একই সময়ে উপজেলার দর্শনার পল্লী বিদ্যুতের অফিসের সামনে ট্রাক ও পাওয়ার টিলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে রুহুল আমিন নামে একজন মারা যান। বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার কাথুলী গ্রামে আলমসাধুর ধাক্কায় মারা যান সুফিয়া বেগম নামে এক বৃদ্ধ।

তাড়াশ : উপজেলার নিমগাছী-মাধাইনগর আঞ্চলিক সড়কের যৌতুক মোড়ে ট্রাকচাপায় মারা যান মমিন হোসেন (৪২) নামে এক কৃষক। মমিন হোসেন রায়গঞ্জ উপজেলার পুন্না গ্রামের আফাজ আলীর ছেলে।

রাজবাড়ী : সোমবার রাতে দৌলতদিয়া-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের রাজবাড়ী সদর উপজেলার শ্রীপুর হর্টিকালচারের সামনে ট্রাকচাপায় মারা যান বরকত আলী নামে এক ব্যক্তি। তিনি একই উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

সাভার : সাভারে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সালেহপুর ব্রিজের কাছে এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার মানিকনগর গ্রামের সোনা মিয়ার ছেলে মেহেদী হাসান বাবু এবং রাজশাহী জেলার তানোরের টিপরা শালনা গ্রামের মৃত এমাজ উদ্দিনের ছেলে সানোয়ার। তাদের মধ্যে বাবু বিদেশ থেকে কিছুদিন আগে ছুটিতে বাড়িতে আসেন, অন্যদিকে সানোয়ার হোমিও চিকিৎসক ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন | ৩ মে ২০১৮।

ঝিনাইদহে ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষে নিহত ৫

প্রতিদিন ডেস্ক

ঝিনাইদহে ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ময়মনসিংহে চার, সিলেটে দুই ও চট্টগ্রামে একজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের লাউদিয়ায় গতকাল দুপুরে ট্রাকের ধাক্কায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও চারজন। নিহতরা হলেন— ইজিবাইক চালক মাহবুব হোসেন, যাত্রী আসলাম হোসেন, কামাল হোসেন, হাজেরা খাতুন ও পাপিয়া খাতুন। নিহতদের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামে ও যশোর জেলা বসুন্দিয়ায়।

তিন জেলায় সড়কে আরও ৭ প্রাণহানি

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, ঝিনাইদহ শহর থেকে ইজিবাইকে করে আট যাত্রী তেঁতুলতলা যাচ্ছিল। পথে বিপরীতমুখী একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ইজিবাইক চালকসহ ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত ও ছয় যাত্রী আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান আরও দুজন। বাকি আহতদের ফরিদপুর মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। **ময়মনসিংহ :** ভালুকায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে চারজন নিহত ও আহত হয়েছেন তিনজন। নিহতরা হলেন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ফারুক (২৮), ট্রাকের হেলপার রাসেল (২৮), তোফায়েল আহমেদ (২৪) ও অজ্ঞাত পরিচয় নারী (৩৩)। হতাহত সবাই বাসযাত্রী বলে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সকালে ভালুকার সিডস্টোর পাইওনিয়ার ফ্যাক্টরির সামনে শৌখিন পরিবহনের একটি বাস চাকা ফেটে থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে তিনজন নিহত ও আহত হন চার যাত্রী। আহতদের মধ্যে তোফায়েল ময়মনসিংহ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। **সিলেট :** সিলেট-তামাবিল সড়কের দাসপাড়া বাজারে মঙ্গলবার রাতে ট্রাকচাপায় দুজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন—ময়মনসিংহের জাকির ও মৌলভীবাজারের মুজিবুর রহমান। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দাসপাড়া বাজার এলাকায় একটি ট্রাক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে চালক ও এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। **চট্টগ্রাম :** ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভাটিয়ারি এলাকায় মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পিকআপের ধাক্কায় রবিউল ইসলাম লেদু নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। লেদু নগরের বাকলিয়া রাজাখালীর সালেহ আহমদের ছেলে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন | মঙ্গলবার ২২ মে ২০১৮। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

সড়কে গতকালও গেল শিশুসহ পাঁচজনের প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

বগুড়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ঝিনাইদহে ট্রলিচাপায় মারা গেছেন দুই মোটরসাইকেল আরোহী। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধির খবর—

বগুড়া : ধুনট, শেরপুর ও শাহাজানপুর উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন— মিলি খাতুন (৩), জাকারিয়া হোসেন (২২) ও হায়দার আলী (৫০)। পুলিশ জনায়, শেরপুর উপজেলায় দুর্ঘটনায় নিহত জাকারিয়া নন্দীগ্রাম উপজেলার আবু তালেবের ছেলে। তিনি বগুড়ার ছিলিমপুর থেকে বিদ্যুতের খুটি ট্রলি বোঝাই করে সকালে ধুনট যাচ্ছিলেন। পথে মির্জাপুর আমবাগান এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রলিটি খাদে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান এর চালক জাকারিয়া। এদিকে ধুনটে অটো ভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেছেন মিলি খাতুন (৩)। মিলি কাশিয়াহাটা পশ্চিমপাড়া এলাকার মিলন সরকারের মেয়ে। এছাড়া শাজাহানপুরে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে হায়দার আলী (৫০) নামে এক ফেরিওয়ালার। হায়দারের বাড়ি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে। **ঝিনাইদহ :** বালুবোঝাই ট্রলিচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। হরিণাকুণ্ডু উপজেলার নারায়ণকান্দি গ্রামের ব্রিজ এলাকায় গতকাল এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, দুপুরে মোটরসাইকেলে রিপান ও মকলেস নামের দুই ইলেকট্রিক মিস্ত্রি চুয়াডাঙ্গা থেকে হরিণাকুণ্ডু আসছিলেন।

সংবাদ | Sunday 27 May 2018

সড়কে ঝরল তিন

মাগুরা

মাগুরা-ঝিনাইদহ সড়কের মাগুরা সদরের আবালপুরে গতকাল শনিবার সকালে মিনিপিকাপ উল্টে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হচ্ছেন- পিকাপ চালক সদর উপজেলার জাগলা গ্রামের নূর ইসলাম (৩৫) ও ভাটা শ্রমিক একই উপজেলার সলুয়াপাড়া গ্রামের মামুন (৪০)।

সদর থানার ওসি ইলিয়াস হোসেন বলেন, সকাল ১০টার দিকে সদরের জাগলা থেকে মিনি পিকআপে কাঠ বোঝাই করে মাগুরা-ঝিনাইদহ সড়কের ইছাখাদা এলাকায় একটি ভাটায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আবালপুর এলাকায় পৌছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকাপটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই চালক নূর ইসলাম নিহত হন। আহত হন তিন ভাটা শ্রমিক।

যুগান্তর
সোমবার ২১ মে ২০১৮
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

শ্রীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনা

পিষে গেল দু'জনের পা আহত ৫

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তির পা পিষে গেছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৫ জন। রোববার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও শ্রীপুরের একটি আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পা পিষে যাওয়া দু'জন হলেন- কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার আরিফুল ইসলাম (২৮) ও পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার মেহেরুল্লাহ সরকার (৩৫)। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সিঅ্যান্ডবি এলাকার কয়েকজন জানান, সকাল ১০টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক দিয়ে উল্টোপথে একটি ট্রাক দ্রুত গতিতে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় ঢাকার দিক থেকে আসা কাজী ফার্মের একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে কাভার্ড ভ্যানের চালকের সহকারী আরিফুলের দুই পা ঘটনাস্থলেই পিষে যায়।

মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন জানান, পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতকে কাভার্ড ভ্যানের ভেতর থেকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনায় ট্রাকচালক সামান্য আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটিকে পুলিশি হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

এদিকে দুপুর ১২টার দিকে মাওনা চৌরাস্তা-কালিয়াকৈর সড়কের আনন্দবাজার এলাকায় একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ওভারটেকিংয়ের প্রতিযোগিতা শুরু করে। একপর্যায়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি একটি মোটরসাইকেলটিকে ঘষা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি সড়কের পাশের নিচু জমিতে পড়ে যায়। এ সময় মোটরসাইকেল আরোহী মেহেরুল্লাহ সরকারের পা পিষে যায়। তার স্ত্রী সাবিনা সরকারও (২৬) আহত হন। সিএনজি চালিত অটোরিকশাটি মোটরসাইকেলকে ঘষা দিয়েই একটু সামনে এগিয়ে যেতেই পাল্লা দেয়া অপর অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে দুই অটোরিকশার কয়েক যাত্রী আহত হন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৬ ... ৯ মে ২০১৮

ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় ভটভটি চালক নিহত

■ ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা

কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা মহাসড়কে সোমবার দুপুরে ট্রাক ও ইট বোঝাই ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত হয়েছেন। তার নাম মজনু আলী (৩৫)। তিনি উপজেলার বারো পশ্চিমপাড়া গ্রামের আদম আলীর ছেলে। ভেড়ামারা থানা পুলিশ জানায়, ভটভটিতে ইট বোঝাই করে ভেড়ামারার দিকে যাচ্ছিলেন মজনু। এ সময় ভেড়ামারা-কুষ্টিয়া মহাসড়কে পৌঁছলে ভেড়ামারা থেকে কুষ্টিয়াগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। ভেড়ামারা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানান, ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৫ মে ২০১৮।

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনা

প্রবাসীর বাড়িতে শুধুই কান্না

রায়পুর (লক্ষীপুর) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কালাম আজাদ (৫৫) নামে এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। ওই প্রবাসীর বাড়িতে এখন স্বজনদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। শনিবার রাতে সৌদি আরবের তায়েফ শহরে রাস্তা পারাপারের সময় সড়ক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত আজাদ রায়পুর উপজেলার বামনী ইউনিয়নের কাঞ্চনপুর গ্রামের কবিরহাট এলাকার আব্দুল করিম বেপারী বাড়ির মৃত হেদায়েত উল্লাহর ছেলে।

The Financial Express
Sunday | May 27, 2018

Road crash kills truck driver

SYLHET, May 26 (UNB): A truck driver was killed while two others injured as the truck collided head-on with a human hauler at Lalmatia in South Surma area on Saturday.

The deceased was identified as Ershad Ahmed (35).

The accident occurred around 12:00 pm when a speedy truck hit the human hauler injuring three people, said Md Nurul Alam, officer-in-charge of Moglabazar Police Station.

যুগান্তর
বুধবার ২৩ মে ২০১৮
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

বাসচাপায় থেঁতলে গেল চালকের কোমর

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকার যাত্রাবাড়ী মোড়ে মঙ্গলবার রাতে বাসচাপায় ইসমাইল (৪০) নামে এক বাসচালক আহত হয়েছেন। তার বাম পায়ের উরু থেকে কোমর পর্যন্ত থেঁতলে গেছে। যাত্রাবাড়ী থানার ওসি আজিজুর রহমান জানান, ঘাতক বাস ও এর বাসচালককে আটক করা হয়েছে। মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। পুলিশ জানায়, রাত সাড়ে ৯টার দিকে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় অনাবিল পরিবহনের গাড়িচালক ইসমাইল রাস্তা পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন। এ সময় রাইদা পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী কাওসার মিয়া জানান, যাত্রাবাড়ী মোড়ে গুলিস্তানগামী রাইদা পরিবহনের বাস ইসমাইলকে ধাক্কা দেয়। এতে তার বাম পাসহ শরীরের একটি অংশ থেঁতলে যায়। ট্রাফিক কনস্টেবল কাওসার মিয়া তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। জরুরি বিভাগের দায়িত্বে চিকিৎসকরা জানান, ইসমাইলের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের ভাষায় ইসমাইল ক্র্যাশ ইনজুরির শিকার হয়েছেন। চার ছেলে ও এক মেয়ের জনক ইসমাইলের বাড়ি নারায়ণগঞ্জে। ডিউটি শেষে নারায়ণগঞ্জে যাওয়ার পথে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
৩১ মে ২০১৮

টহল পিকআপে বাসের ধাক্কা প্রাণ গেল পুলিশ সদস্যের

প্রতিদিন ডেস্ক

সিরাজগঞ্জে টহল পিকআপে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেছে এক পুলিশ সদস্যের। এছাড়া চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও ফরিদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরও চারজন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর—

সিরাজগঞ্জ : কামারখন্দ উপজেলার কোনাবাড়ী এলাকায় টহলরত পুলিশ পিকআপে বাসের ধাক্কায় মিজানুর রহমান নামে (৩৫) এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। মিজানুর সিরাজগঞ্জ পুলিশ লাইনে নায়েক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চার পুলিশ সদস্য। মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। **চট্টগ্রাম** : চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদ এলাকায় মোটরসাইকেল ও ট্রাকের দুজন নিহত ও একজন আটক হয়েছেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— ফটিকছড়ি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র সাহেদ (২২) ও ফোরকান (২৫)। সাহেদ ফটিকছড়ি পৌরসভার জহুর আলমের এবং ফোরকান সুন্দরপুর ইউনিয়নের মাহমুদুল হাসানের ছেলে। **দিনাজপুর** : জেলা শহরের বালুয়াডাঙ্গা নতুন ব্রিজ এলাকায় গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় একজন নিহত ও তিন অটোযাত্রী আহত হয়েছেন। নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। আহতদের দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফরিদপুর : ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে মধুখালী উপজেলার ঘোপঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গতকাল কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে।

সমকাল
বুধবার ৯ মে ২০১৮

চার জেলায় প্রাণ গেল ৪ জনের

■ সমকাল ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ ও গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সড়ক দুর্ঘটনা

নারায়ণগঞ্জ : নারায়ণগঞ্জে ট্রাকচাপায় আজিমুল্লাহ (৭৫) নামে এক নৈশপ্রহরী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোররাতে নগরের চাষাঢ়া আজগর ফিলিং স্টেশনের সামনে ওই ঘটনা ঘটে। নিহত আজিমুল্লাহ ফিলিং স্টেশনটির নৈশপ্রহরী ছিলেন। ঘটনার সময় তিনি রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি নগরের কুমুদিনী বাগান এলাকার মৃত সুরাহিল মিয়ার ছেলে। ঘটনার পর শাহ সিমেন্টের ট্রাকটি ফেলে পালিয়ে যায় চালক ও হেলপার।

কুড়িগ্রাম : সড়ক দুর্ঘটনায় কুড়িগ্রাম জেলা পরিষদ সদস্য এবং উলিপুর উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন চাঁদ নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে রংপুর যাওয়ার পথে কুড়িগ্রাম-রংপুর মহাসড়কের রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের গুড়াইল ব্রিজের কাছে তার মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি ট্রাকের ধাক্কা লাগলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

NEW AGE
SATURDAY, MAY 19, 2018

Driver killed in Magura road crash

United News of Bangladesh · Magura

A HUMAN-HAULER driver was killed when a truck hit it on Magura-Jhenaidah road at Kachabazar in Sadar upazila on Friday.

The deceased was identified as Joynal Hossain, 30, son of Motaleb Hossain of Satgacchia village in Jhenidah district.

Elias Hossain, officer-in-charge of Sadar Police Station, said the accident took place around 8 am.

A case was filed.

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২৮ মে ২০১৮

সড়কে শিশুসহ ছয়জন নিহত

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের বিভিন্ন স্থানে গতকাল রবিবার সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ছয়জন। তাদের মধ্যে দুটি শিশু রয়েছে। ঝালকাঠিতে মায়ের হাত ধরে রাস্তা পার হতে গিয়ে অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হয়েছে পাঁচ বছরের এক শিশু। নওগাঁর সাপাহারে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী। পঞ্চগড়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন যুবক। মাদারীপুর ও সিরাজগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন দুজন। ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে ট্রাক উল্টে নিহত হয়েছেন হেলপার। লৌহজংয়ে বাস-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে চারজন। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদে জানা গেছে এসব তথ্য।

ঝালকাঠিতে মায়ের হাত ধরে রাস্তা পার হতে গিয়ে অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হয়েছে পাঁচ বছরের এক শিশু

ঝালকাঠির রাজাপুরে গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রাস্তা পার হওয়ার সময় অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হয়েছে রনি মুন্সী (৫) নামের এক শিশু। রাজাপুর-তাতারিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে সোহাগ ক্লিনিকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রনি উপজেলার পশ্চিম বাদুড়তলা গ্রামের হারুন মুন্সীর ছেলে। পুলিশ এ ঘটনায় অটোরিকশাটি জব্দ ও চালককে আটক করেছে।

নওগাঁর সাপাহারে গতকাল দুপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আনোয়ার হোসেন নামে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। লালচান্দা গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার বাইসাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়। এদিকে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আব্দুল মতিন (২৮) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলে কাজলদিঘি কালিয়াগঞ্জ ইউনিয়নের পানিডুবি দুই নম্বর ব্রিজ এলাকায় তাঁর মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। তাঁর বাড়ি আমতলা কাজীপাড়ায়।

মাদারীপুরের ঘটকচর কলাবাড়ী এলাকায় গতকাল ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের যাত্রী আলেক সরদার (৩৩)। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী চায়না বেগমসহ দুজন আহত হয়েছেন।

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে পিকআপ ভ্যানের চাপায় নিহত হয়েছেন শাহাদত হোসেন (৪০) নামের এক ভ্যানচালক। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে সীমান্তবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে ফরিদপুরের বোয়ালমারী কানফরদী সেতুর কাছে গতকাল ভোরে পাথরবাহী একটি ট্রাক উল্টে নিহত হয়েছেন হেলপার মিলন শেখ (২৮)। তাঁর বাড়ি বগুড়ার আশিকপুর গ্রামে। সিলেট থেকে পাথর নিয়ে ট্রাকটি গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া যাচ্ছিল।

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং কলেজ রোডে গতকাল দুপুর পাঁচটায় বাস ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে চারজন। আহতরা সিএনজি অটোরিকশার যাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে সেন্টু (৪০), আয়নাল হক (৪৫) ও ডলি আক্তারকে (২৫) চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৫ মে ২০১৮

গাজীপুর ও পুবাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

গাজীপুর ও পুবাইল প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের তারগাছ এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বাস চাপায় এক রিকশাভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এতে ওই মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যানচলাচল বিঘ্নিত হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলে গাড়ি চলাচল শুরু হয়। নিহত আবুল হোসেন শরীয়তপুর জেলার আবদুর রশিদ মৃধার ছেলে। আবুল হোসেন গাজীপুরের দত্তপাগাড়া এলাকার টেকপাড়ায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থেকে ভ্যান চালিয়ে সংসার চালাতেন।

গাজীপুর ট্রাফিক বিভাগের সহকারী পুলিশ সুপার সালেহ উদ্দিন আহমেদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের তারগাছ এলাকায় একটি রিকশাভ্যান লেন পরিবর্তনের সময় ঢাকাগামী স্কাই লাইন পরিবহনের একটি বাস রিকশাভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়।

এদিকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পুবাইলের মাজুখানের পশ্চিমপাড়া রেললাইন সংলগ্ন টঙ্গী-নরসিংদী রুটের এনএমজি পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে নয়ন তারা নামে এক মহিলা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত আরও ১৫ জন। পুবাইল ফাঁড়ির ইনচার্জ সফিকুল আলম জানান, বৃহস্পতিবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
বুধবার ২৩ মে ২০১৮
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

খিলগাঁওয়ে বাস খাদে পড়ে হেলপার নিহত

ডেমরা প্রতিনিধি

খিলগাঁওয়ে স্বাধীন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস (ঢাকা মেট্রো-ব ১১-৯৪৬৩) খাদে পড়ে মো. কবির নামে ওই বাসের হেলপার নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। এ ঘটনায় ওই বাসসহ চালক মো. জুয়েল রানাকে আটক করেছে খিলগাঁও থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৯টায় ডেমরায় মোস্তমাঝি মোড়ের সামনে নাগদারপাড় আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের প্রপার্টি সংলগ্নে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কবির কিশোরগঞ্জের ইটনা থানার বোর্ডপাড়া গ্রামের মৃত শহীদ মিয়ার ছেলে। ওই বাসের চালক আটক জুয়েল টাঙ্গাইলের মধুপুর থানার আউশপাড়া গ্রামের রহিম বাদশার ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে খিলগাঁও থানার ওসি মশিউর রহমান যুগান্তরকে বলেন, মঙ্গলবার সকালে রামপুরা থেকে স্বাধীন পরিবহনটি ডেমরায় স্টাফ কোয়ার্টারে যাচ্ছিল। গতি বেশি ও বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল থাকায় বাসটি নাগদারপাড় মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় স্থানীয়রাসহ খিলগাঁও থানা পুলিশ বাসটি উদ্ধার করতে গিয়ে হেলপার কবিরের লাশ উদ্ধার করে। কবিরের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ২৭ মে ২০১৮
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

সাভারে সড়কে প্রাণ গেল কারচালকের আহত ১৫

যুগান্তর রিপোর্ট, সাভার

সাভারে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন।শনিবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ও আমিনবাজারের তুরাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, সকালে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা এলাকায় ক্যাভার্ডভ্যান চাপায় প্রাইভেটকার চালক রনি নিহত হন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

অন্যদিকে বিকেলে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের আমিনবাজারের তুরাগ এলাকায় বাস ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। পরে স্থানীয়রা আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করে।

সমকাল
সোমবার ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Monday 28 May 2018

ঝালকাঠিতে সড়কে ঝরল ১

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসান খান (২৪) নামে এক টেম্পো চালক নিহত হয়েছে। শনিবার বিকেল তিনটার দিকে বরিশাল-খুলনা আঞ্চলিক মহাসড়কের ঝালকাঠি সদর উপজেলার ছত্রকান্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঝালকাঠি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সরোয়ার হোসেন জানান, ঝালকাঠি থেকে টেম্পো নিয়ে কাউখালী যাচ্ছিল চালক হাসান খান। ছত্রকান্দা এলাকায় গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টেম্পোটি উল্টে যায়। টেম্পোর নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয় চালক হাসান। স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত হাসান খান সদর উপজেলার শেখেরহাট ইউনিয়নের রাজপাশা গ্রামের এনায়েত খানের ছেলে।

NEW AGE

FRIDAY, MAY 25, 2018,

6 killed in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST six people were killed and four more injured in road accidents in Pabna, Feni, Gazipur and Chittagong on Thursday.

New Age correspondent in Pabna reported that two motorcyclists died on the spot and another was critically injured when a speedy bike collided head-on with a Chatmohar-bound passenger bus at Uttarchak in Atghoria upazila in the noon.

The deceased were identified as Md Rafat Hossain, 16, son of Abdul Kader and Rohan Hossain, 15, son of Raju Pramanik of village Mazidpur in Pabna Sadar upazila.

The injured was taken to Rajshahi Medical College Hospital and the bodies were sent to Pabna Medical College and Hospital morgue for autopsy, said Md Anwarul Islam, officer-in-charge of Atghoria police station.

Police seized the bus but the driver managed to flee, he said, adding that a case was filed.

New Age correspondent in Feni reported that two anonymous pedestrians died in two separate accidents.

Mohipal highway police station inspector Abdul Awal said a speedy pick-up van rammed a pedestrian at Lalpole area on Dhaka-Chittagong highway on Thursday morning, leaving the victim dead on the spot.

Locals seized the vehicle, though the driver managed to flee, he added.

In the early hours of Thursday, another pedestrian died after a truck crashed him at Muhuriganj area on the same highway and the driver fled from the spot.

The bodies were sent to the sadar hospital for autopsy and two unnatural cases would be filed, he added.

Bangladesh Sangbad Sangstha reported that van-puller Abul Hossain, of Shariatpur district, died on the spot as a bus hit his van at Targach area on Dhaka-Mymensingh Highway in Gazipur in the noon.

Police seized the bus and the body was sent to Shaheed Tajuddin Ahmed Medical College Hospital for an autopsy.

BSS also reported that truck driver Mohammad Arif, 45, was killed and two others were injured when a truck hit a covered van at Fouzdarhat Jalil Textile Gate on the Dhaka-Chittagong Highway in Sitakunda upazila early Thursday.

In another incident, Kamal Uddin, 40, was injured on the head after a goods-laden pickup van knocked him down in Khatungonj area around 3:00 am.

যুগান্তর

বুধবার ৩০ মে ২০১৮
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

গাজীপুরে দুই বাসের মাঝে পড়ে প্রাণ গেল হেলপারের

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কোনাবাড়ী এলাকায় দুই বাসে চাপা লেগে হেলপার নিহত হয়েছে। নিহত হেলপার হলেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পূবাইল এলাকার শম্ভু সরকারের ছেলে রামচরণ সরকার। সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে কোনাবাড়ী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাল্না হাইওয়ে থানার ওসি বাসুদেব সিনহা জানান, কোনাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে রাজনেত্রী মৌরী পরিবহনের দুটি বাস পাল্লাপাল্লি করে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় বাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল হেলপার রামচরণ সরকার। এক পর্যায়ে ওভারটেক করার সময় ওই বাস দুটির মাঝে চাপা পড়ে রামচরণ সরকার। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

শনিবার, ১২ মে ২০১৮, ২৯ বৈশাখ ১৪২৫ প্রথম আলো

৯ জেলায় ১৯ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় বছর দুয়েক আগে কর্মক্ষমতা হারান আসাদুজ্জামান মিয়া। আত্মীয়স্বজনের সহায়তায় বহু কষ্টে বড় করছিলেন দুই ছেলেকে। সেই সড়ক দুর্ঘটনাই গতকাল শুক্রবার কেড়ে নিল তাঁর বড় ছেলে ইয়াসিন আহমেদের (২৪) প্রাণ। রাজধানীর মিরপুর বেড়িবাঁধের চটবাড়ি এলাকায় বাস-লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন ইয়াসিনসহ তিনজন।

এই তিনজনসহ গত বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত ৯ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ময়মনসিংহের তারাকান্দায় যাত্রীবাহী একটি বাসের চাপায় নিহত হয়েছেন একই পরিবারের তিন সদস্যসহ ছয়জন। তাঁরা সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশার আরোহী ছিলেন।

এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গত ৪৪৬ দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৪ হাজার ৬৭ জনের মৃত্যু হলো। এলাকাবাসী, পুলিশ ও হাসপাতালের বরাত দিয়ে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রতিনিধির পাঠানো খবর :

ইয়াসিন আহমেদ বাদে রাজধানীর চটবাড়িতে নিহত দুজন হলেন শিবলী সাদিক (২৭) ও রোজিনা (৭)। এর মধ্যে ইয়াসিন মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী। শিবলী আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য পাস করে বের হয়েছেন। দুপুরে চটবাড়িতে যাত্রীবাহী লেগুনাটির সঙ্গে মোহনা পরিবহনের একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এর আগে সকালে রাজধানীর উত্তরার ৮ নম্বর সেক্টরে পলওয়েল মার্কেটের সামনে সাকুরা পরিবহনের একটি বাস একটি রিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন রিকশার আরোহী নারায়ণ চন্দ্র সাহা (৪৫) ও তাঁর ছেলে প্রান্ত সাহা (১১)। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর ১২টার দিকে মারা যান নারায়ণ।

ময়মনসিংহ-শেরপুর মহাসড়কে ময়মনসিংহের তারাকান্দার কাকনি এলাকায় গতকাল বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকাগামী একটি বাস সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে নিহত হন ফুলপুরের গোদারিয়ার সোনা মিয়া (৩০), হালুয়াঘাটের গোয়ারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই অটোরিকশার যাত্রী আইয়ুব আলী (৬০), তাঁর ছেলে আবদুল করিম (৩০) ও ভগ্নিপতি নাজিম উদ্দিন (৩৫) এবং একই গ্রামের বাসিন্দা সলিম উদ্দিন (৩২) ও মাজহারুল ইসলাম (৩০)।

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নরসিংদীর ভেলানগরে জেলা পরিষদের সামনে গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় বাইসাইকেল আরোহী পত্রিকার এজেন্ট কামাল হোসেন (৪৫) নিহত হন। প্রায় একই সময় পলাশ উপজেলার আমতলায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাপায় বাচ্চেদ সরকার (৫৫) নামের এক শ্রমিক নিহত হন।

নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জ বাজারে পুলিশ ফাঁড়ির কাছে বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এএসআই সৈয়দ মিরাজ হোসেন (২৯) ও সোর্স রাজু মিয়া (২৪) নিহত হন।

মৌলভীবাজারের রাজনগরে সোয়াবালি বাজার এলাকায় গতকাল সকালে একটি ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত হন গাড়ির যাত্রী আজিজুর রহমান (৪৭)।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ৩০ বৈ

১৩ মে ২০১৮

সড়ক দুর্ঘটনায় দুই যুবক নিহত

ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এই দু'জন হলেন- পরিবহন শ্রমিক আনোয়ার হোসেন (৩৫) এবং সিএনজি অটোরিকশা চালক আব্দুল্লাহ (২৫)। গতকাল শনিবার সকাল ও শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদের মধ্যে যাত্রাবাড়ীতে মারা গেছেন আনোয়ার হোসেন এবং বাসাবোতে আব্দুল্লাহ।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, আনোয়ার হোসেন নিউ মামুন পরিবহনের একটি বাসের হেলপার। গতকাল শুক্রবার সকালে তিনি যাত্রাবাড়ী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় চলন্ত বাস থেকে পড়ে যান। এর পরপরই তিনি বাসের চাকায় পিষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এদিকে গত শুক্রবার রাতে সবুজবাগের বাসাবোতে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার সংলগ্ন সড়কে নিজের অটোরিকশার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন আব্দুল্লাহ। এসময় তার অটোরিকশা গিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে রাস্তায় উল্টে পড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকালে তার মৃত্যু হয়।

কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার। ৩ মে ২০১৮।

সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ স্থানে নিহত ১৭

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের সাতটি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৭ জন। ঝিনাইদহে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন ইজি বাইকের চালকসহ পাঁচজন, ভালুকায় বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত হয়েছে চারজন। রাজবাড়ীতে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী দুজন কলেজছাত্র। রাজধানীর হাতিরঝিলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। কেশবপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন কলেজছাত্রী। সিলেটে পৃথক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছে। যশোরের মণিরামপুরে পৃথক দুর্ঘটনায় আটজন আহত হয়েছে। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্টে জানা গেছে, গতকাল বুধবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ ঘটনায় দায়ী যানবাহন ও চালকদের আটক করতে পারেনি।

ঝিনাইদহে গতকাল দুপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ইজি বাইক উল্টে নিহত হয়েছেন এক নারীসহ চারজন। আহত হয়েছে ইজি বাইকের আরো চার যাত্রী। দুপুর আড়াইটার দিকে ঝিনাইদহ-কালীগঞ্জ সড়কে লাউদিয়া কলেজ গেটের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ইজি বাইকের চালক লাউদিয়া গ্রামের মাহবুবুর রহমান (৪০), একই গ্রামের হাজেরা খাতুন (২৩), যশোর বামুনদিয়ার আসলাম হোসেন (৩২) ও রাউতাইল গ্রামের কামাল হোসেন (৪০) ও তাঁর বোন পাপিয়া খাতুন (৩৫)। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি এমদাদুল হক শেখ জানান, কালীগঞ্জ থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী ইজি বাইককে ধাক্কা দিলে তা দুমড়েমুচড়ে যায়। সূত্র জানায়, ঘটনার পর ট্রাকটি সড়কের পাশের গাছে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। তা ফেলেই পালিয়েছেন চালক। আহতদের মধ্যে আয়েশা খাতুন (২৪), ইলমা খাতুন (৫), আল মামুন (২০) ও সোহেল আহমেদকে (২৫) ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে অবস্থার অবনতি ঘটায় শিশু ইলমা খাতুনকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ওদিকে ময়মনসিংহের ভালুকায় মঙ্গলবার সকালে সৌখিন পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস ও বিদ্যুতের পিলারবাহী একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। সেখানে নিহত হন চারজন। তাঁরা হলেন বাসের হেলপার ফুলপুরের লাউয়ারী গ্রামের মোহাম্মদ রাসেল (২৮), সুন্দরগঞ্জের নালিয়াপাড়ার ফারুক আহাম্মেদ (২৮), ময়মনসিংহ সদরের ফাতেমা খাতুন (৩০) ও টাঙ্গাইল ঘাটাইলের তোফায়েল আহাম্মেদ (২২)। উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ড্রাইভারপাড়া এলাকার পাইওনিয়ার কারখানার সমনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সকাল পৌনে ৭টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সূত্র জানায়, ময়মনসিংহগামী পিলারবাহী ট্রাকটির ঢাকা ফেটে গিয়েছিল। তখন চালক ট্রাকটি নিয়ে লেন পরিবর্তনের চেষ্টা চালান। সৌখিন পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসটি তখন পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। বাসটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে এক নারীসহ তিনজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। ভরাডোবা হাইওয়ে ফাঁড়ি পুলিশ ও ভালুকা ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা হতাহতদের উদ্ধার করেন। পরে আহতদের পাঁচজনকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে একজন মারা যান।

এদিকে রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে কালুখালী উপজেলার মাজবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী পাংশা পৌরসভার বিষ্ণপুর গ্রামের হেলালের ছেলে তুহিন (১৯) এবং নজরুল মণ্ডলের ছেলে রবি (১৯)। তাঁরা দুজন মামাতো-ফুফাতো ভাই এবং পাংশা সরকারি কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র। কালুখালী থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানান, তুহিন বিকেল ৫টার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে সোনাপুর বাজার থেকে পাংশা পৌরসভার বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পেছনে বসা ছিলেন রবি। মোটরসাইকেলটি মাজবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে পৌঁছাতেই বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছিটকে পরে ঘটনাস্থলেই তাঁরা মারা যান। স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করে। চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে।

যশোরের কেশবপুরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সড়ক দুর্ঘনায় সীমা খাতুন নামে এক কলেজছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি কেশবপুর উপজেলার ছোট পাথরা গ্রামের মশিয়ার রহমানের মেয়ে ও চুকনগর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কেশবপুর শহরে ডাক্তার দেখিয়ে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁদের মোটরসাইকেল কেশবপুর-চুকনগর সড়কে বজ্রতলা নামক স্থানে যাত্রীবাহী বাস অতিক্রম করতে গিয়ে উল্টে যায়। রাস্তার পাশে রাখা খড়ের স্তূপের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সীমার।

ঢাকায় চাকরির পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (২৫)। উঠেছিলেন বন্ধু হেদায়েত উল্লাহর (২৬) বাসায়। মঙ্গলবার ভোরে দুই বন্ধু মোটরসাইকেল নিয়ে হাতিরঝিলে বেড়াতে যান। একপর্যায়ে রামপুরা ব্রিজের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়লে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। তাঁদের মাথায় হেলমেট ছিল না।

বান্দরা থানার ওসি কাজী ওয়াজেদ আলী জানান, হেদায়েত ও হাবিবুল্লাহ কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একসঙ্গে লেখাপড়া করেছেন। হেদায়েত ঢাকায় চাকরিরত। হাবিবুল্লাহ থাকতেন গাজীপুরের কাপাসিয়ায়। চাকরির পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সোমবার ঢাকায় আসেন। এরপর মঙ্গলবার ভোর ৪টার দিকে দুজন মোটরসাইকেল নিয়ে হাতিরঝিলে বেড়াতে যান। ফাঁকা সড়কে খুব জোরে চলা মোটরসাইকেল হাতিরঝিলে ৪ নম্বর সেতুর কাছে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। ছিটকে পড়ে দুজনেরই মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। স্বজনদের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিলেট-তামাবিল মহাসড়কে গতকাল সকালে পীরেরবাজার এলাকায় ট্রাক ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। আগের রাতে একই সড়কে ট্রাকচাপায় দুজন মারা যান। গতকাল সকালে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক হেলাল উদ্দিন গুরুতর জখম হন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আগের রাতে রাত সাড়ে ৯টার দিকে দাসপাড়া নামক স্থানে একটি ট্রাক টমটম গাড়িকে চাপা দিলে দুজন মারা যায়। তারা হলো মৌলভীবাজার উপজেলার রাজনগরের বাসিন্দা মুজিব আহমদ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার জাকির আহমদ।

শাহপরান থানার ওসি আখতার হোসেন জানান, ট্রাক জব্দ করা হলেও চালক পালিয়ে গেছে।

এ ছাড়া যশোরের মণিরামপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত আটজন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে যশোর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের চালকিডাঙ্গা মোড় নামক স্থানে যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের চারজন আহত হয়। বেশাখী হোসেন ও মফিজুর রহমান নামে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। একই সময় মণিরামপুর-রাজগঞ্জ সড়কের চণ্ডীপুর মোড় নামক স্থানে ইট্টিবোঝাই ভ্যান উল্টে গিয়ে চালক জাহাঙ্গীর হোসেন গুরুতর জখম হন। তাহেরপুর এলাকায় দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক সন্তোষ দাস, আরোহী কালীদাসী দাস ও পথচারী সাইফুল হক আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে মণিরামপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

সমকাল | বৃহস্পতিবার ২৪ মে ২০১৮

সড়কে ঝরল ১৮ প্রাণ

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : ঢাকা থেকে সিলেটগামী ট্রাকের চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে এ দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে প্রায় ১ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) : কুমিল্লাহাড়িতে দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁওগামী একটি কাভার্ডভ্যান ও বিপরীত দিকে থেকে আসা মোটরসাইকেল আরোহীর সংঘর্ষ হয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী রাজু আহম্মেদের মৃত্যু হয়। রাজু দিনাজপুর জেলার বিরল থানার টেগেরা ইউনিয়নের উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা।

জামালপুর : মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে দুর্ঘটনায় নিহত নিজাম উদ্দিন জামালপুর সদর উপজেলার বামুনপাড়া এলাকার আবদুল কুদ্দুসের ছেলে। তিনি ময়দার মিলের শ্রমিক ছিলেন। বাইসাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় জামালপুরগামী একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়।

দক্ষিণ চট্টগ্রাম : গতকাল সকালে দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তি হলেন লোহাগাড়া উপজেলার কলাউজান এলাকার মোহাম্মদ ইসা (৩৫)। আহতরা হলো সাদিয়া (১৫) ও আকলিমা (১৬)।

সিলেট : নগরীর সোবহানীঘাট এলাকার ছালিম ম্যানশনের ব্যবসায়ী সালমান আহমদ গতকাল বিকেলে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এর আগে দুপুরে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। বাসস্ট্যান্ডের পাশে মোটরসাইকেল পার্ক করে রাস্তা পারাপারের সময় একটি বাস তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৪ মে ২০১৮ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

সখীপুর (টাঙ্গাইল) : সখীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় শাহ আলম নামের এক অটোভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার কচুয়া-বহেড়াতৈল সড়কের ফালুরচালায় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। শাহ আলম উপজেলার কালিয়া ইউনিয়নের কচুয়া গ্রামের মধু মিয়ার ছেলে।

TUESDAY MAY 22, 2018,

The Daily Star

Bapa official dies in Savar road accident

OUR CORRESPONDENT, *Savar*

An official of Bangladesh Poribesh Andolon (Bapa) died as a bus hit him while he was crossing Dhaka-Aricha highway in Hemayetpur area of Savar yesterday, said police.

Uttam Kumar Devnath, 40, was on way to his office in Dhaka, said family.

He was the programme coordinator of Bapa, its Joint Secretary Sharif Jamil confirmed to The Daily Star.

The bus was yet to be identified, said Savar Model Police Station Officer-in-Charge Mohshinul Kadir.

"Once we identity the vehicle, we will seize it," he added.

Abdul Motin, general secretary of Bapa, said Uttam Kumar worked for the environment with Bapa for the last 18 years.

He alleged that the driver's negligence caused the accident.

Orobindu Shaha, brother-in-law of Uttam, said Uttam used to worry about the future of his two children. "Now I wonder how my sister will provide for the kids."

Uttam commuted to his office in Dhaka everyday from his house in Shingair upazila, he said.

বৃহস্পতিবার ৩ মে ২০১৮ ২০ বৈশাখ ১৪২৫ | **যুগান্তর**

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

উখিয়ায় কক্সবাজার জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জনের প্রাণহানি হয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার বিকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে কক্সবাজারের উখিয়ায় ডাম্পার গাড়ির সঙ্গে সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে কক্সবাজার জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সিরাজুল হক বিএ নিহত হয়েছেন। এ সময় বিএনপির আরও দুই নেতা আহত হন। ঝিনাইদহে ট্রাকের চাপায় ৪ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য স্থানে দুর্ঘটনায় বাকিরা মারা গেছেন। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

উখিয়া (কক্সবাজার) : উখিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় কক্সবাজার জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ সিরাজুল হক বিএ নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন জেলা বিএনপির সদস্য সিরাজুল হক ডালিম ও রাজাপালং দক্ষিণ ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি সাইফুল সিকদারসহ ৩ জন। আহতদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের উখিয়ার জাদিমুরা এলাকায় বুধবার ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিএনজি অটোরিকশায় সাংগঠনিক কাজে যাচ্ছিলেন বিএনপি নেতারা। এ সময় একটি ডাম্পার গাড়ির সঙ্গে সিএনজি অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ঝিনাইদহ : বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে লাউদিয়া দরগাহর সামনের রাস্তায় আলু বোঝায় ট্রাকের চাপায় ইজিবাইকো চালকসহ ৪ যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৫ যাত্রী। নিহতরা হলেন— ঝিনাইদহ সদর থানার লাউদিয়া গ্রামের ইজিবাইকচালক মাহবুবুর রহমান, ট্রাকের হেল্পার কালাম, একই গ্রামের হাজেরা বেগম ও আসলাম। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে এক শিশুসহ দুই মহিলার অবস্থা গুরুতর।

গাইবান্ধা : পলাশবাড়ি উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নের জুনদহ এলাকায় মঙ্গলবার রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাদশা মিয়া (৬৫) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। তিনি ওই ইউনিয়নের রাইগ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে।

টাঙ্গাইল : বুধবার সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বাসাইলে উপজেলার পাটিথাওড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালকের এক সহকারী নিহত হয়েছেন। তার নাম আবদুল মান্নান (২৩)। বাড়ি বগুড়া জেলায়। বাবার নাম সাইফুল ইসলাম।

কেশবপুর (যশোর) : কেশবপুরে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে মঙ্গলবার রাতে মোটরসাইকেল আরোহী সীমা খাতুন (১৬) সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। নিহত সীমা চুকনগর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন।

সাঁথিয়া (পাবনা) : মঙ্গলবার রাতে সাঁথিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় নসিমন আরোহী আশরাফ (৩৫) নিহত ও মানিক (৩৪) নামে আরেকজন আহত হয়েছেন। নিহত আশরাফ সাঁথিয়া পৌরসভাধীন বোয়াইলমারী গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। তিনি কাঠের দরজা-চৌকি বিক্রেতা ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন | মঙ্গলবার ৮ মে ২০১৮

সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত, আহত ৩১

প্রতিদিন ডেস্ক

গোপালগঞ্জে ধানবোঝাই পিকআপ উল্টে তিন ধান কাটা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও নারায়ণগঞ্জে সড়কে প্রাণ গেছে আরও চারজনের। গতকালের এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩১ জন। প্রতিনিধিদের খবর— **গোপালগঞ্জ :** ধানবোঝাই পিকআপ উল্টে তিন শ্রমিক নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পাথালিয়া নামক স্থানে গতকাল এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— মাইনুল মুন্না ও কামরুল। **সিরাজগঞ্জ :** হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় গতকাল দুপুরে বাসচাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ও এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিন অটোযাত্রী। নিহতরা হলেন— সলঙ্গার চড়িয়া কালিবাড়ি অটোচালক জহুরুল ইসলাম (৪০) ও আগরপুরের মুজাফর আলীর ছেলে বিপুল (৩০)। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘাতক বাসটি জব্দ করেছে পুলিশ। **বাগেরহাট :** ফকিরহাটে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালক রইস মোল্লা (৩৮) নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন ২০ যাত্রী। **রূপগঞ্জ :** নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ট্রাক চাপায় সুমন মিয়া (৩৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সোমবার বিকেলে উপজেলার রূপসী-কাঞ্চন সড়কের রূপসি সিটি মিলের সামনে ঘটে এ দুর্ঘটনা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩ মে, ২০১৮

সড়ক দুর্ঘটনায় এসআইসহ পাঁচ জেলায় নিহত ১২

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গত দুদিনে পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। এরমধ্যে গতকাল বুধবার ঝিনাইদহে ট্রাক ইজিবাইক সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত ও চারজন আহত হন। মঙ্গলবার যশোরের ঝিকরগাছায় মারা গেছেন একজন পুলিশের এসআই। ব্যুরো অফিস, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর-

ঝিনাইদহ : **সদর** উপজেলার লাউদিয়ায় গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে ট্রাক-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। এরা হলেন, ইজিবাইক চালক মাহবুব হোসেন (৪০), লাউদিয়া গ্রামের হাজেরা খাতুন (২৩), যশোর সদর উপজেলার আসলাম (৩৩)। অপর দু'জনের পরিচয় জানা যায়নি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস (ঝিনাইদহ সার্কেল) জানান, ইজিবাইকটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ট্রাকটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে উল্টে যায়। চালক পালিয়ে যায়।

সিলেট : **সিলেট**-তামাবিল সড়কের দাসপাড়া বাজারে মঙ্গলবার রাতে ট্রাক চাপায় টমটমের চালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এরা হলেন, রাজনগরের মুজিব আহমদ ও কিশোরগঞ্জের জাকির আহমদ। ট্রাকটি আটক করা হলেও চালক পালিয়ে যায়।

ঝিকরগাছা (যশোর) : **উপজেলার** যশোর-বেনাপোল সড়কে নবিবনগরে সোমবার বিকালে একটি কভার্ডভ্যানের চাপায় আহসান উল্লাহ (৩৫) নামে পুলিশের এক এসআই নিহত হয়েছে। আহসান কেশবপুর উপজেলার চিংড়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি শ্বশুরবাড়ি নবিবনগর থেকে কর্মস্থলে ফিরছিলেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলা সদরের চর আব্দুল্লাহপুর গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাঈমুর রহমান জানান, তিনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছিলেন। বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা একটি কভার্ডভ্যান তাকে চাপা দিলে তার মৃত্যু হয়।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : **ভালুকায়** মঙ্গলবার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হবিরবাড়ি ড্রাইভারপাড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ তিনজন নিহত ও কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। ময়মনসিংহগামী একটি

সড়ক দুর্ঘটনায়

২০ পৃষ্ঠার পর

ট্রাকের পেছনে সৌখিন পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিলে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- ঈশ্বরগঞ্জের মালঘাট এলাকার ফারুক (৩২), বাসের হেলপার রাসেল আহমেদ রুবেল (২৪) ও অজ্ঞাতপরিচয় নারী (২৬)।

পাংশা (রাজবাড়ী) : মঙ্গলবার উপজেলার মাঝবাড়ী ইউনিয়নের কালুখালী-বালিয়াকান্দি সড়কে ট্রাক চাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এরা হলেন- উপজেলার বিষ্ণুপুর এলাকার নজরুলের ছেলে রকি (১৭) ও একই এলাকার হেলালের ছেলে তুহিন (১৮)।

সমকাল
বুধবার
৩০ মে ২০১৮

চার জেলায় প্রাণ গেল ৭ জনের

■ সমকাল ডেস্ক

শেরপুর, ফেনী, যশোরের শার্শা এবং গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

শেরপুর : শেরপুর-বারমারী সড়কের আমবাগান বাজারে সোমবার রাতে ট্রলি উল্টে মো. হুমায়ুন নামে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। সে নালিতাবাড়ীর বাতকুচি গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে।

সড়ক দুর্ঘটনা

ফেনী : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর সিলোনীয়ায় মঙ্গলবার দুপুরে ট্রাক, লেগুনা ও পিকআপ ভ্যানের ত্রিমুখী সংঘর্ষে তিনজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। দুপুর ১২টার দিকে একটি ট্রাক অপর একটি লেগুনাকে ধাক্কা দেয়। এ সময় অপর একটি পিকআপ ভ্যান লেগুনার ওপর এসে পড়লে ঘটনাস্থলে তিনজন নিহত হয় ও পাঁচজন আহত হন।

বেনাপোল : যশোরের শার্শায় বাস-ভটভটি মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'জন নিহত ও গুরুতর আহত হয়েছেন সাতজন। মঙ্গলবার ভোর রাতে শার্শা উপজেলার নাভারন ত্রিমোহিনী মোড় নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সেহরির পর আম পাড়তে কয়েকজন ভটভটিতে বাগানে যাওয়ার সময় শ্যামলাগাছিতে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে ঝিকরগাছা উপজেলার জগনন্দকাটি গ্রামের জাহিদ হোসেন ও কুমরী গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম নিহত হন।

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) : কোটালীপাড়া উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নালু মোল্লা নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাধাগঞ্জ এলাকায় নিজের ইঞ্জিনচালিত ভ্যানগাড়ি উল্টে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের বাড়ি কোটালীপাড়া উপজেলার দিঘলিয়া গ্রামে। কোটালীপাড়া-রাজৈর সড়কের রাধাগঞ্জ এলাকায় নালু মোল্লা ভ্যানগাড়ি উল্টে আহত হন। তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো শনিবার, ৫ মে ২০১৮,

পল্টনে সড়ক দুর্ঘটনায় তরুণ নিহত

রাজধানীর পল্টন এলাকায় মুরগিবাহী পিকআপের ধাক্কায় এক পানিবিক্রেতা নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম শাওন (১৮)। তাঁর বাবার নাম লিটন মিয়া। বাসা ফকিরাপুল এলাকায়। শাওনকে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাঁর বন্ধু সিদ্দিক। তিনি জানান, রাস্তা পার হওয়ার সময় মুরগিবাহী একটি পিকআপ শাওনকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে আনার পর দিবাগত রাত তিনটার দিকে শাওনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সমকাল
বৃহস্পতিবার ১৭ মে ২০১৮

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

■ সমকাল ডেস্ক

মৌলভীবাজার, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, গাইবান্ধা ও হবিগঞ্জ এই ছয় জেলায় গতকাল বুধবার এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যা ও রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে আটজন। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর-

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) : শ্রীমঙ্গল উপজেলার সিন্দুরখান বাজারের এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে পার্শ্ববর্তী জাম্বুরাছড়া এলাকার লতিফ মিয়ার একটি জিপ গাড়ি বেপরোয়া গতিতে বাজার অতিক্রমের সময় জসিম মিয়ার লেপের দোকানের সামনে পথচারী সাবিত্রী দাসকে চাপা দেয়। তিনি সিন্দুরখান ইউনিয়নের কুঞ্জবন গ্রামের সুনীল দাসের স্ত্রী।

এদিকে ভূনবীর ইউনিয়নের বাসিন্দারা জানান, বিকেল ৪টার দিকে কোদালীপাড়া এলাকার কৃষক লাল মিয়া রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি নোহা গাড়ি তাকে চাপা দেয়। গাড়িটির চালক শমশেরনগরের রাধানগর গ্রামের মো. তারেককে গাড়িসহ আটক করেছে পুলিশ।

গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সদর উপজেলার গোপীনাথপুরে টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাসের চাপায় অংশু বিশ্বাস (৩০) নামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৮ মে ২০১৮

সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজ শিক্ষকসহ নিহত ৫

প্রতিদিন ডেস্ক

সিরাজগঞ্জ, মাগুরা ও টাঙ্গাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় এক কলেজশিক্ষকসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া রংপুরের বদরগঞ্জে ট্রাক্টর-অটোরিকশা সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১০। প্রতিনিধিদের খবর— সিরাজগঞ্জের তাড়াশে বাস-পিকআপ ভ্যান সংঘর্ষে কলেজশিক্ষকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক যাত্রী। হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের খালকুলা এলাকায় গতকাল এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার রবীন্দ্রনাথ সরকারের ছেলে ও শাহজাদপুর মহিলা কলেজের প্রভাষক গোপীন্দ্রনাথ সরকার (৪৫), তাড়াশ উপজেলার ঘরগ্রামের দুলালের ছেলে সোহাগ (২৮) ও আমবাড়িয়ার মান্নানের স্ত্রী রেনুকা বেগম। **মাগুরা :** জেলা শহরের একতা কাচা বাজার এলাকায় জয়নাল হোসেন (৩০) নামে এক নছিমনচালক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। তিনি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সাত গাছিয়া গ্রামের মোতালেব হোসেনের ছেলে। **টাঙ্গাইল :** টাঙ্গাইল-ভূঞাপুর সড়কের কালিহাতীতে গতকাল পিকআপচাপায় আলিম (৩৫) নামে এক ধানকাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আলিম সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের রহিজ উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় আসাদ নামের আরেক শ্রমিক আহত হয়েছেন। **বদরগঞ্জ :** রংপুর-বদরগঞ্জ সড়কে গতকাল ট্রাক্টর ও অটোরিকশা সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও প্রাইম মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার ■ মে ৮, ২০১৮ ■ বৈশাখ ২৫,

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। গতকাল গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও লক্ষ্মীপুরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

গোপালগঞ্জ : সদর উপজেলার পাথালিয়ায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ধান বোঝাই ট্রাক উল্টে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হন ১২ জন।

নিহতরা হলেন— খুলনার বটিয়াঘাট উপজেলার নোয়ালতলা গ্রামের মো. ইউনুস শেখের ছেলে মাহামুদুল হাসান শেখ (৪০), তালগুনিয়া গ্রামের মিজানুর রহমান মজুন শেখের ছেলে মঈনুদ্দিন শেখ (৪২) ও মৃত ইউসুফ শেখের ছেলে মো. কামরুল ইসলাম শেখ (৪২)।

গোপালগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সিরাজুল ইসলাম জানান, হতাহতদের সবার বাড়ি খুলনার বটিয়াঘাট উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে। ১০-১৫ দিন আগে তারা খুলনা থেকে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার বাকাল গ্রামে ধান কাটতে যান। গতকাল ভোরে তারা পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত ধানসহ ট্রাকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে পাথালিয়ায় ট্রাকটি উল্টে গেলে মাহামুদুল হাসান শেখ ও মঈনুদ্দিন শেখ ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির পর মো. কামরুল ইসলাম শেখেরও মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে আজিজুল গাজী (৩০), শাহাদত (২৫), খলিল শেখ (৩৫) ও আনিস সরদারকে (৩০) চিকিৎসার জন্য খুলনায় পাঠানো হয়েছে। বাকিরা গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সিরাজগঞ্জ : সলঙ্গায় হাটিকুমরুল-বনপাড়া সড়কে বাসের চাপায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় আরো তিনজন আহত হন। তবে হতাহতদের কারো নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ওহেদুজ্জামান জানান, রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী গ্রামীণ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস গতকাল দুপুরে সলঙ্গা মোড় এলাকায় একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানের দুই আরোহী নিহত এবং তিনজন আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাসটি আটক করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। তবে হতাহতদের কারো পরিচয় জানা যায়নি।

বাগেরহাট : ফকিরহাট উপজেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালক রইস মোল্লা (৩৮) নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে ঢাকা-বাগেরহাট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হন অন্তত ২০ জন। রইস মোল্লা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চর বয়রা গ্রামের আলাউদ্দিন মোল্লার ছেলে।

কাটাখালী হাইওয়ে থানার এসআই জামাল শেখ বলেন, টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের বাসটি ঢাকা থেকে ৪১ জন যাত্রী নিয়ে খুলনা যাচ্ছিল। পথিমধ্যে কাকডাঙ্গায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই বাসের চালক মারা যান। এ সময় বাসের ২০ যাত্রী আহত হন। তাদের উদ্ধার করে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর : সদর উপজেলার হাজিরহাট বাজার এলাকায় ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে শাহজাহান নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহজাহান চাঁদপুরের মতলব উপজেলার শমশের আলীর ছেলে। দুর্ঘটনায় নিহতের স্ত্রী ঝুমুর বেগমও আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানায়, গতকাল সকালে শাহজাহান ও ঝুমুর বেগম মজু চৌধুরীরহাট থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে লক্ষ্মীপুরে যাচ্ছিলেন। হাজিরহাট বাজার এলাকায় অটোরিকশাটির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে শাহজাহান ও ঝুমুর দুজনই আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসক শাহজাহানকে নোয়াখালী হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। তবে নোয়াখালী হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

লক্ষ্মীপুর সদর থানার ওসি মো. লোকমান হোসেন জানান, মরদেহ লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

The Daily Star
SUNDAY MAY 20, 2018

3 die as car hits auto rickshaw

OUR CORRESPONDENT, *Brahmanbaria*

Three people, including a CNG-run auto-rickshaw driver were killed as a car hit an auto-rickshaw in Brahmanbaria on the Dhaka-Sylhet highway.

The accident took place at around 5:30 am on Saturday at Malihata area of Brahmanbaria Sadar Upazila on the highway, said Sarail Bishwaroad highway police OC Hossain Sarkar.

The OC said a Dhaka-bound car rammed into the battery-run autorickshaw, the victims were inside the autorickshaw.

He identified three victims as 20-year-old Saidul Mia, the auto-rickshaw driver and son of Rukku Mia of Chor-Chartola village in Ashuganj upazila, 19-year-old Nasor Mia, son of Khurshed Mia and 18-year-old Arman Mia, son of Faruk Mia, of the same village.

According to the highway police, auto-rickshaw driver Saidul went to Sarail Bishwaroad CNG filling station with two of his friends Arman and Nasor to get gas for his vehicle around 5:00am. On their way back, a Dhaka-bound speeding car hit the auto-rickshaw face to face in Malihata Bazar area. It is not known exactly which car hit the auto-rickshaw because there is no eyewitness. The auto-rickshaw passenger Nasor died on the spot.

Later, locals rescued the injured Arman and Saidul and took them to Bhairab Upazila Health Complex. They died hours later while receiving treatment at the hospital.

OC Sarkar also said, bodies of the two victims were handed over to their families without an autopsy as the family members did not lodge any complaints.

সমকাল
সোমবার
২৮ মে ২০১৮

সড়ক দুর্ঘটনা

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) : বোয়ালমারী-ফরিদপুর সড়কের সাতৈর ইউনিয়নের কানখড়দি ব্রিজের পাশে রোববার ভোরে পাথর বোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে খাদে পড়ে গেলে ট্রাকের হেলপার মো. মিলন শেখ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তিনি বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলার আশিকপুর গ্রামের মো. খালেক শেখের ছেলে।

নওগাঁ : নওগাঁর সাপাহারে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় **মাদারীপুর :** মাদারীপুরের ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ঘটকচর এলাকায় রোববার সকালে একটি ট্রাক-ভ্যান গাড়ি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে আলেফ সরদার (৩০) নামে একজন নিহত হয় ও দু'জন আহত হন। ঘটকচর পেট্রোল পাম্পের সামনে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে ভ্যান গাড়ির যাত্রী কেন্দুয়া ইউনিয়নের তালতলা এলাকার রহমান সরদারের ছেলে আলেফ সরদার নিহত হন। এ সময় আহত হন আলেফ সরদারের স্ত্রী চায়না বেগম ও সদর উপজেলার কাউয়াকুড়ি এলাকার ভ্যানচালক ইউসুফ হোসেন।

The Daily Star
DHAKA TUESDAY MAY 29, 2018, JAI

Road accidents kill four

Five injured

STAR REPORT

At least four persons were killed and five injured in road accidents across the country yesterday.

In Gopalganj, housewife Rajia Begum, 55, died after a car ran over a rickshaw-van in Kashiani upazila on Dhaka-Khulna highway, said police.

The accident injured Rajia and the rickshaw puller, who were both taken to a local hospital where the she was declared dead, police said adding that the driver was taken to Gopalganj General Hospital."

In Jamalpur, an unidentified man aged around 65 died and four others were injured after a CNG-run autorickshaw carrying them collided head-on with a human-haulier on Jamalpur-Mymensingh road, reports our local correspondent.

The five injured were rushed to a local hospital where the victim died, police said.

In Jessore, human haulier driver Jahidul Islam, 35, was killed on the spot after he lost control of the vehicle and it overturned in Chowgacha-Narayanpur road, witnesses said.

Meanwhile, in Panchagargh, motorcyclist Abdul Matin, 28, died after he lost control of the bike and hit a roadside tree in Boda upazila, reports our correspondent.

The incident left him critically injured and he was taken to a local hospital where doctors declared him dead.

The Daily Star SATURDAY MAY 5, 2018,

One killed, 13 injured in Dhaka road crashes

Teenager dies in Dinajpur

STAFF CORRESPONDENT

One person was killed and 13 others wounded in road accidents in the capital's Paltan and Jatrabari areas yesterday.

Mohammad Shaon, 18, caretaker of a building at Arambagh in Motijheel area, died when a pickup hit him in Paltan area while he was crossing a road, said Shaon's aunty Rupa Begum.

He was rushed to Dhaka Medical College Hospital where doctors declared him dead.

Inspector (Investigation) of Motijheel Police Station Golam Rabbani said the pickup driver managed to flee.

Meanwhile, 13 passengers of a human haulier were injured at Mridha Bari in Jatrabari area when it hit a parked wrecker after its driver lost control over the vehicle, said Jatrabari Police Station Officer-in-Charge Azizur Rahman.

Seven of the injured took treatment at local clinics and hospitals while the rest at Dhaka Medical College Hospital.

The OC said they seized the vehicle but the driver fled.

Our Dinajpur correspondent reports, a teenage boy was killed as a bus hit him while he was crossing Kaharol-Pirganj road in Joynandh village of Kaharol upazila yesterday, said police. The dead is Shamim, 17, son of Kusmat Ali from village Dudia in Kaharol.

বুধবার, ১৬ মে ২০১৮, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ প্রথম আলো

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জের তরা সেতু এলাকায় গতকাল মোটরসাইকেলকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যাওয়া যাত্রীবাহী বাস। বাসটিকে মহাসড়ক থেকে সরানোর চেষ্টা। ছবি : প্রথম আলো

সড়কে ঝরল আরও ১৮ জনের প্রাণ

সড়ক দুর্ঘটনা

- হবিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জে নিহত ৭
- সাভার ও ময়মনসিংহে নিহত ৪
- ৪৫০ দিনে নিহত ৪১০৮ জন

প্রথম আলো ডেস্ক

সড়ক-মহাসড়কে প্রাণহানি থামছেই না। যানবাহনের বেপরোয়া গতি, নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে গত সোমবার রাত থেকে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত সড়কে ঝরেছে আরও ১৮টি প্রাণ। এর মধ্যে হবিগঞ্জে বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন এবং মানিকগঞ্জে বাস উল্টে নিহত হয়েছেন তিনজন। ঢাকার সাভারে দুজন ও ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় প্রাণ গেছে দুজনের। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকা এবং অপর চার জেলায় নিহত হয়েছেন আরও সাতজন।

এ নিয়ে গত ৪৫০ দিনে দেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৪ হাজার ১০৮ জন। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত নিয়ে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের মাধবপুরের হরিতলায় গতকাল সকালে যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে বেপরোয়া গতির কংক্রিটবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে নিহত চারজনের মধ্যে তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন সুনামগঞ্জের ছাতকের আবদুর রহমান (৪০), চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের শ্যামল কুমার সাহা (৪০) ও নরসিংদীর রায়পুরার মো. ফরহাদ মিয়া (৩৮)। দুর্ঘটনার পর ওই মহাসড়কে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জের ঘিওরের তরা সেতু এলাকায় বিকেলে একটি মোটরসাইকেলকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে যাত্রীবাহী একটি বাসের। এরপর বাসটি মহাসড়কে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত তিনজনের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গার মিজানুর রহমান (৪৮) ও নগরকান্দার রানা মিয়া (৩০)।

ঢাকার সাভারের বলিয়ারপুরে রাত সোয়া নয়টার দিকে পেছন থেকে একটি ট্রাক একটি মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর একজন ছানোয়ার হোসেন (৩৫) ঘটনাস্থলেই মারা যান। অপরজন মেহেদি হাসানকে (২৪) সাভারের একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ট্রাকটি পালিয়ে গেছে। নিহত দুজনের বাড়ি মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার আলীনগর গ্রামে। তাঁরা ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলেন।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার গাবতলী ডিগ্রি কলেজের সামনে দুপুরে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে কাটওলার মোস্তাফিজুর রহমান (৪৫) ও খাজুলিয়ার জালাল উদ্দিন (৩২) নিহত হন। তাঁরা অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার জয়রামপুর কুঠিপাড়ায় সকালে ট্রাকচাপায় নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী আহসান হাবিব (৪২)। এ ছাড়া দর্শনা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সামনে দুপুরে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হন পাওয়ার টিলারের আরোহী রুহুল আমিন (৩৫)। সদর উপজেলার কাথুলিতে দুপুরে সড়ক পার হওয়ার সময় তটভটির ধাক্কায় নিহত হন সুফিয়া বেগম (৪৫)।

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরের হোসেনপুর বাজারে বিকেলে লরি ও অটোরিকশার সংঘর্ষে চর বিষ্ণনাথপুরের মো. মনির উদ্দিন (৬০) নিহত হন।

নাটোরের বড়াইগ্রামের মহিষভাঙ্গায় দুপুরে কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চালক জামালপুরের সরিষাবাড়ীর মানিক হোসেন (৩৬) নিহত হন।

রাজধানীর শ্যামলীতে সোমবার রাতে বাসের গেটে ঝুলে গন্তব্যে যাওয়ার সময় পাশ দিয়ে যাওয়া হিউম্যান হলারের ধাক্কায় নিহত হন মোহাম্মদপুরের মাংস ব্যবসায়ী ফাইজুল ইসলাম (৪০)। একই রাতে রাজবাড়ী শহরের শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় নিহত হন সাইকেল আরোহী বরকত আলী শেখ (৫৫)।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো

৫ জেলায় বজ্রপাতে ছয়জনের মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক

পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে গতকাল মঙ্গলবার নারী, শিশুসহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৪ দিনে বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে অন্তত ১৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ, পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে দুপুরে বজ্রপাতে শিশুসহ দুজন মারা গেছে। শিশুটির নাম মো. আবদুল্লাহ (৭)। উপজেলার চান্দলায় আবদুল গনির ছেলে আবদুল্লাহ বজ্রপাতের সময় বাড়ির উঠানে খেলা করছিল। নিহত অপরজনের নাম সেলিম (৩০)। বজ্রপাতের সময় তিনি মাঠে কাজ করছিলেন। তিনি উপজেলার শিমলা গ্রামের মযেদ আলীর ছেলে।

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার শাহেদল ইউনিয়নের নামা শাহেদল এলাকায় বিকেলে বজ্রপাতে এখলাছ মিয়া (১৪) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার পাইস্কা ইউনিয়নের পাইটকা গ্রামে বিকেলে বাড়ির উঠানে কাজ করার সময় বজ্রপাতে নুরজাহান বেগমের (৫০) মৃত্যু হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার চান্দুরা ইউনিয়নের আমতলী এলাকায় সন্ধ্যায় বজ্রপাত হলে নিপা আক্তার (১৬) নামে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী মারা গেছে।

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার সাওদকান্দি গ্রামে সন্ধ্যায় মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে আবদুল হেকিম (৪৫) নামে এক কৃষক মারা গেছেন।

সমকাল | শনিবার ১৯ মে ২০১৮

চার জেলায় প্রাণ গেল ৪ জনের

■ সমকাল ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রাম, বগুড়ার আদমদীঘি, নেত্রকোনার কেন্দুয়া ও নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে চারজন নিহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম নগরীর জিইসি মোড়ে ট্রাকচাপায় ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজে দায়িত্ব পালন করা বেসরকারি জননী সিকিউরিটিজ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাকর্মী জয়নাল আবেদিন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘাতক ট্রাক চালক ও ট্রাকটি আটক করতে পারেনি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা লালখান বাজার ফ্লাইওভার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ম্যাক্সের সিকিউরিটি অফিসার এমকে রায় জানান, সাদিয়াস কিচেনের সামনে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে জয়নাল আবেদিন নামে ওই সিকিউরিটি গার্ডের মৃত্যু হয়েছে।

আদমদীঘি (বগুড়া) : বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কের আদমদীঘির অদূরে মুরইল ভাঙা সেতুর কাছে শুক্রবার ট্রাকের ধাক্কায় নুর ইসলাম নামের এক অটো ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। তিনি আদমদীঘির চাটখইর গ্রামের ছামছুদ্দিনের ছেলে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বুধবার
২৩ মে ২০১৮

সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত

প্রতিদিন ডেস্ক

বাগেরহাট, হবিগঞ্জ ও লালমনিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল এ সব দুর্ঘটনা ঘটে। **বাগেরহাট :** সদর উপজেলার সিএন্ডবি বাজার এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাবেক ইউপি সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন। **হবিগঞ্জ :** নবীগঞ্জ উপজেলার মতেল বাজার নামক স্থানে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে এক চালক নিহত হয়েছেন। **লালমনিরহাট :** হাতীবান্ধার মিলনবাজার এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় শাহিন আলম নামে এক ভটভটি চালকের মৃত্যু হয়েছে।

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ১ মে ২০১৮,

বজ্রপাতে মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জে ৪ জনসহ ৯টি জেলায় বজ্রপাতে গতকাল সোমবার ১৫ জনের প্রাণহানি হয়েছে। তাঁদের নয়জনই কৃষক। আহত হয়েছেন সাতজন। গত রোববার বজ্রপাতে ১০ জেলায় ১৭ জনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে বজ্রপাতে দুই দিনে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩২।

পুলিশ, পরিবারের সদস্য ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে প্রথম [illegible] নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁয় বজ্রপাতে তিন কৃষক ও এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। দুপুরে রূপগঞ্জের টাওড়া এলাকার রফিকুল ইসলাম (৩৪) এবং ভোলাব মোল্লাবাড়ির হাসেম মোল্লা (১৭) জমিতে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মারা গেছেন। একই সময়ে তারাব পৌরসভার তেতলাবোয় বাড়ির পাশে মাছ ধরতে গিয়ে ফরহাদ শেখ (১৪) নামে এক স্কুলছাত্র মারা যায়। এর আগে সকালে সোনারগাঁর মুছারচর গ্রামে বাড়ির পাশের খেতে ধান কাটার সময় ওবায়দুল (৩০) মারা গেছেন।

রাজশাহীর পুঠিয়ায় নওপাড়া গ্রামে সকালে খেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে কৃষক ইয়াকুব আলী (৪০) মারা যান। প্র[illegible]একই সময়ে গোদাগাড়ীর জোতজয়রাম গ্রামে কৃষক [illegible]ল শেখ (৩৮) মারা গেছেন।

সুনামগঞ্জের দক্ষিণ সুনামগঞ্জের একটি হাওরে ধান কাটা শ্রমিক ইয়াহিয়া আহমদের (৪২) মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাড়ি সিলেটের কানাইঘাটের রায়পুর গ্রামে।

হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ের দক্ষিণ তেলকুমার হাওরে দুপুরে শামসুল হক (৪০) [illegible] এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের লাখাইছড়া চা-বাগানে দু[illegible] কাজ করার স[illegible] অজয় গোয়ালা (২২) নামের এক [illegible] একই সময়ে জেলার কমল[illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মৃত্যু হয়েছে। [illegible] মারা যায়।

[illegible]পুরের সরিষাবাড়ী[illegible] শ্যামেরপাড়া গ্রামে সকালে বাড়ির পাশে ধান কাটতে গিয়ে হাবিবুর রহমান (৪০) মারা গেছেন। কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের উজিয়ারা গ্রামে দুপুরে বাড়ির উঠানে কাজ করার সময় হাজেরা বেগম (৪৫) নামের এক নারী মারা গেছেন। তিনি ওই গ্রামের মনির হোসেনের স্ত্রী। একই সময়ে জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার কাশিনগর ইউনিয়নের শ্রীফলতলায় কৃষক ভুলু মিয়া (৪০) মারা গেছেন। তিনি নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার ভাঙাপাড়া গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে।

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নে পাটখেতে কাজ করার সময় আবদুল মতিন মণ্ডল (৪৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। তাঁর বাড়ি ওই ইউনিয়নের ঝাউডাঙ্গী গ্রামে।

সমকাল | বৃহস্পতিবার ৩ মে ২০১৮

বজ্রপাতে ১১ জেলায় ১৮ জনের মৃত্যু

■ সমকাল ডেস্ক

বজ্রপাতে দেশের ১১ জেলায় গত দুই দিনে ১৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন। এর মধ্যে সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ, সদর উপজেলা ও বিশ্বম্ভরপুরে কৃষকসহ চারজন, হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও নবীগঞ্জে তিনজন, গাইবান্ধার সাঘাটায় মা-ছেলে, সিলেটের কানাইঘাটে দুই কিশোর, রাজশাহীর পবায় এক কৃষি শ্রমিক, পঞ্চগড় ও টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দুই গৃহবধূ এবং বগুড়ার শিবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, গাজীপুরের কাপাসিয়া ও শেরপুরে চার কৃষক বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন। ব্যুরো, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর–

আহত অন্তত ১৬ জন

সুনামগঞ্জ : জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার ফেনারবাক ইউনিয়নের খুঁজারগাঁও গ্রামের হাওরে কাজ করার সময় গত মঙ্গলবার বজ্রপাতে কৃষক কমলাকান্ত তালুকদারের (৬০) মৃত্যু হয়। আহত হন তার ছেলে প্রিন্স তালুকদার ও সৈকত তালুকদার এবং একই গ্রামের জ্ঞান তালুকদার। একই সময় উপজেলার ভীমখালি ইউনিয়নের কলকতখা গ্রামে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় কৃষক হিরন মিয়ার (৩০)। এ ছাড়া সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাপাড়া ইউনিয়নে আবদুর রশিদ (৪৫) এবং বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার করচার হাওরে মো. আলম (৫০) বজ্রপাতে মারা যান। করচার হাওরে মো. আলমগীর, ওসমান মিয়া ও হারুন মিয়া নামে তিন কৃষক আহত হন।

এদিকে গতকাল বুধবার জামালগঞ্জের পাগনার হাওর ও হালির হাওরে বজ্রপাতের পৃথক ঘটনায় ফেনারবাক ইউনিয়নের ভাটি দৌলতপুরের কৃষক সেতু সরকার এবং সদর ইউনিয়নের উমেদপুরের আক্তার হোসেন আহত হন।

হবিগঞ্জ ও বানিয়াচং : বানিয়াচং উপজেলা সদরের বাসিয়াপাড়া ইসলামপুর মহল্লার কৃষক করিম উল্লাহ (৬৩) বুধবার মকা হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মারা যান। একই সময় উপজেলার গুনই হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে বড়ইউড়ি গ্রামের কৃষক শাহিন মিয়ার (২৫) মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় শাহিনের ভাতিজা জাহেদ মিয়া আহত হন। এ ছাড়া নবীগঞ্জ উপজেলার রোকনপুর গ্রামের হাওরে বজ্রপাতে কৃষক আবদুল জব্বারের (৫৫) মৃত্যু হয়।

সাঘাটা (গাইবান্ধা) : সাঘাটা উপজেলার জুমারবাড়ি ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামে মঙ্গলবার বজ্রপাতে বিলকিছ বেগম (৪০) ও তার ছেলে সোহেল মিয়ার (১৮) মৃত্যু হয়। এ সময় বিলকিছের স্বামী আবদুস ছালাম, আরেক ছেলে আবু তারেক এবং গোলজার নামে আরেকজন গুরুতর আহত হন।

কানাইঘাট (সিলেট) : কানাইঘাট উপজেলার বড়চতুল ইউনিয়নের উপরবড়াই গ্রামে মঙ্গলবার বজ্রপাতে তোফায়েল আহমদ তুহিন ও সালমান আহমদ নামে দুই কিশোরের মৃত্যু হয়।

রাজশাহী : জেলার পবা উপজেলার দামকুড়া থানা এলাকার বিন্দারামপুর গ্রামে বুধবার মরিচের জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মোজাফফর মণ্ডল (৬৫) নামে এক কৃষি শ্রমিক মারা যান। আহত হন ফারুক হোসেন নামে আরও একজন।

পঞ্চগড় : সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়নের শিংরোড প্রধানপাড়া এলাকায় মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতে গৃহবধূ মর্জিনা আক্তারের (৩৫)

বুধবার ৯ মে ২০১৮
২৬ বৈশাখ ১৪২৫ | যুগান্তর

বজ্রপাতে ১২ জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

বজ্রপাতে সুনামগঞ্জে পাঁচজনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জে কৃষক ও নারীসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া কুমিল্লায় এক, ময়মনসিংহের গৌরীপুরে দুই, বরিশালের আগৈলঝাড়ায় এক, হবিগঞ্জে এক, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে এক এবং নেত্রকোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জে মঙ্গলবার বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, দোয়ারাবাজার, দিরাই ও জামালগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাত হয়। এতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার দক্ষিণ বাদাঘাট ইউনিয়নের পুরানগাঁওয়ের হযরত আলীর স্ত্রী শাহানা বানু (৩৫), একই উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের ক্ষিরদরপুর গ্রামের আবদুর রহমানের মেয়ে সুরমা বেগম (২২), তাহিরপুর সদর ইউনিয়নের ভাটি তাহিরপুর গ্রামের মুক্তল হোসেনের ছেলে কৃষক নূর হোসেন (২২), দোয়ারাবাজার উপজেলার মান্নারগাঁও ইউনিয়নের ডুববন্ধ গ্রামের আরশাদ আলীর ছেলে ফেরদৌস (১২) এবং দিরাই উপজেলার ৯ নম্বর কুলঞ্জ ইউনিয়নের টংগর গ্রামের মৃত ফজর আলীর ছেলে মুসলিম উদ্দিনের (৭৫) মৃত্যু হয়।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) : গৌরীপুর উপজেলার সহনাটি ইউনিয়নের খামারজানি গ্রামের কৃষক আবুল কাসেম (৬৫) মঙ্গলবার বজ্রপাতে মারা যান। এ ছাড়া সোমবার গৌরীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ শালীহর জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন রুস্তম আলী মুনশী (৭০) ধান কাটার সময় নিহত হন। দু'জনের পরিবারকে ২০ হাজার করে টাকা দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

কিশোরগঞ্জ : বাজিতপুরে নিহত মাদ্রাসাছাত্র ফাহিম মিয়া (১২) মঙ্গলবার সকালে সরারচর ইউনিয়নের মজলিশপুর এলাকায় বজ্রপাতের শিকার হয়। বৃষ্টির সময় সে লিচু পাড়ছিল। এ সময় আহত হয় আরেক শিক্ষার্থী জুনায়েদ। এ ছাড়া নিকলীর কুর্শা এলাকায় কৃষক আজিব মিয়া আহত হন।

কুমিল্লা : কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে নিহত গৃহবধূর নাম রেহেনা বেগম। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার রায়কোট দক্ষিণ ইউনিয়নের পূর্ব বামপাড়া গ্রামে পুকুর পাড়ে আম কুড়াতে গিয়েছিলেন রেহেনা।

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) : আগৈলঝাড়ায় খোকন প্রামানিক (২৮) মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে চেঙ্গুটিয়া গ্রামের কৃষি ক্ষেতে কাজ করছিলেন। এ সময় বজ্রপাত হলে গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি কুষ্টিয়ার খোকসা থানার গঙ্গরগাঁও গ্রামের আলতাফ প্রামাণিকের ছেলে।

হবিগঞ্জ : বানিয়াচংয়ে বজ্রপাতে জোবায়ের মিয়া (৩২) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। তিনি মঙ্গলবার দুপুরে হাওরে ধান কাটছিলেন। জোবায়ের উপজেলার মুরাদপুর গ্রামের বাসিন্দা।

নেত্রকোনা : খালিয়াজুরী উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের পাঁচগাঁও গ্রামে ইসলাম উদ্দিন (৫৫) হাওরে ধান কাটছিলেন। মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান।

যুগান্তর
রোববার ৬ মে ২০১৮ • ২৩ বৈশাখ

বজ্রপাতে সুনামগঞ্জে ২ কলেজ শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন স্থানে নিহত ৮

ঝিনাইদহে দু'জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

বজ্রপাতের শিকার হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা ও ছাতকে দুই কলেজ শিক্ষার্থীসহ মারা গেছে তিনজন। ঝিনাইদহে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এছাড়া কুমিল্লায় দুইজন ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জে নিহত দুই কলেজ শিক্ষার্থী হল— সদর উপজেলার ইসলামপুর ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী মো. এখলাসুর রহমান ও একা রানী দাস। এখলাসুর গৌরারং ইউনিয়নের ভাটি শাফেলা গ্রামের মৃত আবদুল খালেকের ছেলে এবং একা রানী একই গ্রামের রাধিকা রঞ্জন দাসের মেয়ে। শনিবার বিকালে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে তারা বজ্র পাতের শিকার হন। অপরদিকে ছাতকের গয়ার হাওরে বজ্র পাতে খেলু মিয়া (৪০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি কাজীহাটা গ্রামের মৃত আনকার আলীর ছেলে।

ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহে নিহতরা হল হরিণাকুণ্ডুর ভালকী গ্রামের কৃষক মানোয়ার হোসেন (৪২) ও মহেশপুরের বাথানগাছী গ্রামের কাঠমিস্ত্রি নির্মল কুমার শর্মা (৪৭)। শনিবার ভালকী মাঠের মধ্যে বজ্র পাতের শিকার হন মনোয়ার। তিনি ওই গ্রামের মৃত ভরসা আলী মণ্ডলের ছেলে। অপরদিকে মহেশপুর উপজেলার বাতানগাছি গ্রামের নির্মল কুমার শর্মা ঝড়ের সময় বটগাছের নিচে থাকা অবস্থায় বজ্র পাতের শিকার হয়। তিনি মদন কুমার শর্মার ছেলে।

কুমিল্লা : শুক্রবার সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের পাশাকোট গ্রামে বজ্র পাতে নিহত কৃষি শ্রমিকের নাম অমল (৩০)। তিনি লালমনিরহাটের আদিতমারি উপজেলার মহিসাশহর এলাকার বারি কান্তির ছেলে। অমল পাশাকোট গ্রামের জাহাঙ্গীরের জমিতে কাজ করছিলেন। বজ্র পাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এছাড়া চান্দিনায় রহমত আলী নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি গল্লাই উত্তর পাড়া গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে।

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) : চুনারুঘাটের তাউশি গ্রামে শুক্রবার সন্ধ্যায় বজ্র পাতে মারা যান হেনা আক্তার (৩০) নামে এক গৃহবধূ। তিনি ওই গ্রামের কাতার প্রবাসী সোহেল মিয়ার স্ত্রী।

প্রথম আলো রোববার, ৬ মে ২০১৮,

বজ্রপাতে পরীক্ষার্থীসহ ছয়জনের মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক

চার জেলায় গতকাল শনিবার বজ্রপাতে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ঝিনাইদহে দুজন এবং সুনামগঞ্জে এক এইচএসসি পরীক্ষার্থীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। অপর দুজনের মৃত্যু হয়েছে রাজবাড়ী ও ফরিদপুরে।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে প্রথম আলোর **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর :

ঝিনাইদহের মহেশপুর ও হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মহেশপুরের বাথানগাছি গ্রামের কাঠমিস্ত্রি নির্মল কর্মকার (৪৫) দুপুরে মান্দারবাড়িয়া ইউনিয়নের মির্জাপুর বাজারে গিয়ে বৃষ্টি শুরু হলে বটগাছের নিচে আশ্রয় নেন। তখন বজ্রপাতে তিনি মারাত্মক আহত হন। লোকজন তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান।

অপরদিকে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভালকী গ্রামের মানোয়ার হোসেন (৪২) বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মাঠে ধান আনতে গিয়েছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে তাঁর শরীরে আগুন ধরে যায়। মাঠের কৃষকেরা উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি ওই গ্রামের ভরসা আলীর ছেলে।

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নে বজ্রপাতে এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী ও এক কৃষক মারা গেছেন। ইউনিয়নের উজান সাফেলা গ্রামের রাধিকা রঞ্জন দাশের মেয়ে একা রানী দাশ (১৮) দুপুরে বাবার জন্য ভাত নিয়ে ধান মাড়াইস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে বৃষ্টি শুরু হলে তিনি পথের পাশের একটি গাছের নিচে দাঁড়ান। পাশেই ধান মাড়াইয়ের কাজে ছিলেন কৃষক এখলাছ মিয়া (৫৫)। তিনিও ওই গাছের নিচে আসেন। হঠাৎ বজ্রপাতে দুজনই গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুজনই মারা যান। একা রানী এলাকার ইসলামগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন।

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের চর মজলিশপুর গ্রামের মো. খোরশেদ ব্যাপারী (৬৫) নামের এক কৃষক দুপুরে নিজ এলাকায় বজ্রপাতে মারা গেছেন।

ফরিদপুর সদরের নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের কানু মাতুব্বরের ডাঙ্গি এলাকায় বিকেলে বজ্রপাতে খোরশেদ ব্যাপারী (৫৮) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। তাঁর বাড়ি মাতুব্বরের ডাঙ্গি গ্রামে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন শনিবার
১২ মে ২০১৮।

বজ্রপাতে তিন প্রাণহানি

কুড়িগ্রাম ও ফেনী প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী ও নাগেশ্বরী উপজেলায় বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন— নাগেশ্বরীর কালিগঞ্জ ইউনিয়নের আজিজুল হক (৪৯) ও ফুলবাড়ীর ভাঙ্গামোড় ইউনিয়নের আব্দুল আউয়াল (২৫)। জানা যায়, শুক্রবার সকালে জমিতে ধান কাটার সময় বজ্রপাতের মারা যান আজিজুল। এছাড়া বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রাহত হন আব্দুল আউয়াল। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ভোরে তার মৃত্যু হয়।

ফেনীতে স্কুলছাত্রী : ফেনী প্রতিনিধি জানান, ফুলগাজীতে বজ্রপাতে তাহমিনা (১২) নামে এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছেন। ফুলগাজীর দরবারপুর ইউনিয়নের জগতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সে ওই গ্রামের আবুল বাশারের মেয়ে ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবারের ক্রোড়পত্র
৩ মে ২০১৮, ২০ বৈশাখ ১৪২৫

দুই দিনে ১৫ কৃষকসহ ১৯ জন নিহত

১২ জেলায় বজ্রপাত

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রতিদিন ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত হচ্ছে। বজ্রপাতে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে তুলনামূলক বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর শিকার হচ্ছেন কৃষকেরা। গত মঙ্গলবার ও গতকাল বুধবার ১২ জেলায় বজ্রপাতে নিহত ১৯ জনের মধ্যে ১৫ জনই কৃষক। তাঁদের মধ্যে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জেরই ৭ জন। গাইবান্ধায় প্রাণ গেছে মা ও ছেলের।

এ নিয়ে গত চার দিনে বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৫১। পুলিশ, পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক, আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও নবীগঞ্জে গতকাল খেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে তিন কৃষক মারা গেছেন। বানিয়াচংয়ের বড়ইউড়ি গ্রামে বজ্রপাতে একই গ্রামের তাহির মিয়ার ছেলে শাহীন মিয়া (২৫) এবং বাসিয়াপাড়া গ্রামের করিম উল্লা (৬৫) নিহত হন। নবীগঞ্জের রুকনপুরে বজ্রপাতে মারা গেছেন আবদুল জব্বার (৫০)।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের শুকনাপাড়ায় গতকাল দুপুরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে সোনারুল ইসলাম (৪৫) নামের এক কৃষক নিহত হন। তিনি একই গ্রামের এরফান আলীর ছেলে। এ সময় মো. লট (৫০) নামের আরেক কৃষক সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

রাজশাহীর পবা উপজেলার শিতলাই গ্রামে গতকাল দুপুরে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় বজ্রপাতে মোজাফফর হোসেন (৬৫) নামের এক ব্যক্তি মারা যান।

নওগাঁর মান্দার ভারশো ইউনিয়নের উত্তরাইল বিলে গতকাল বিকেলে ধান কাটার সময় নাজমুল হক (৩০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই ইউনিয়নের মহানগর গ্রামের সাইফুদ্দীনের ছেলে।

সিলেটের কানাইঘাটের হারাতৈল দক্ষিণ হাওরে গতকাল দুপুরে বজ্রপাতে দুই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলো বরচতুল ইউনিয়নের উপরবড়াই গ্রামের করিম আলীর ছেলে তোফায়েল আহমদ (১৫) এবং একই গ্রামের ফখরুল ইসলামের ছেলে সালমান আহমদ (১৬)।

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের হাড়ভাঙা গ্রামে দুপুরে বজ্রপাতে সখিনা বেগম (৪৫) নামের এক নারী মারা গেছেন। তিনি ওই গ্রামের হেলাল উদ্দিনের স্ত্রী।

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরের মনসুরনগর ইউনিয়নের চর ছিন্না গ্রামে গতকাল সকালে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে ছানোয়ার হোসেন (২৯) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়। তিনি ওই গ্রামের আবদুল হকের ছেলে।

কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার দামপাড়া হাওরে গতকাল দুপুরে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. আলী আকবর (৩৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়। তিনি শেখ নবীনপুর গ্রামের নীল মামুদের ছেলে।

এর আগে গত মঙ্গলবার দুপুরে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে চার কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা হলেন জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার খুজারগাঁও গ্রামের কমলাকান্ত তালুকদার (৬০), একই উপজেলার কলকতা গ্রামের ছিদ্দিন মিয়া (২২), সদর উপজেলার মোল্লাপাড়া গ্রামের আবদুর রশিদ (৪৫) ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মেরুয়াখলা গ্রামের আলম মিয়া (৬০)।

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার কামারপাড়া গ্রামে মঙ্গলবার দুপুরে ধান কাটার সময় মারা গেছেন বিলকিছ বেগম (৪০) ও তাঁর ছেলে সোহেল মিয়া (১৮)। এ সময় বিলকিছের স্বামী আবদুস ছালাম ও আরেক ছেলে আবু তারেক গুরুতর আহত হন।

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের মেঘাখোর্দ গ্রামের কৃষক তমেদুল ইসলাম (৪৮) মঙ্গলবার সকালে খেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে নিহত হন।

ওই দিন দুপুরে শেরপুর সদর উপজেলার বড়ইতার গ্রামে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে হোসাইন মিয়া (২৮) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। তিনি উপজেলার চান্দেরনগর চকারপাড়া গ্রামের ছমির উদ্দিনের ছেলে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার ■ মে ২৪, ২০১৮ ■ জ্যৈষ্ঠ ১০

ময়মনসিংহ ও বগুড়ায় বজ্রপাতে ৩ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ময়মনসিংহ ও বগুড়া

ময়মনসিংহ ও বগুড়ায় গতকাল বজ্রপাতে তিনজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন জেলে ও দুজন কৃষক। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ময়মনসিংহ: দুপুরে মুক্তাগাছা উপজেলার কলাকান্দা গ্রামের রৌয়াবিলে ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার কাষ্টয়া সিরামপুর নাত্তাকুড়ি বিলে বজ্রপাতে এক জেলে ও এক কৃষক মারা যান। এর মধ্যে কলাকান্দা গ্রামের রৌয়াবিলে মাছ ধরতে গিয়ে জেলে এরশাদ (২৬) ও প্রায় একই সময়ে নাত্তাকুড়ি বিলে মারা যান কৃষক আব্দুল সেকাব (৬৩)।

বগুড়া: ধুনটে বজ্রপাতে জাহিদুল ইসলাম (৪৬) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল ১০টায় উপজেলার কালেরপাড়া ইউনিয়নের ধুলাউড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জাহিদুল ধুলাউড়ি পশ্চিমপাড়া এলাকার ছানোয়ার প্রামাণিকের ছেলে।

নিহতের পরিবার জানায়, জাহিদুল মাঠে ধান কাটতে গেলে বজ্রপাতে আহত হন। তাকে উদ্ধার করে ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
Monday 14 May 2018

নারায়ণগঞ্জ ও ফরিদপুরে

বজ্রপাতে ২ কৃষকের মৃত্যু

সংবাদ ডেস্ক

গতকাল নারায়ণগঞ্জ ও ফরিদপুরে বজ্রপাতে ২ কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এতে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বজ্রপাতে আদম আলী (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আড়াইহাজার থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপরে উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের শ্রীনিবাসদী এলাকায় নিজের জমি থেকে ধান কাটার সময় হালকা বৃষ্টি হয়। এ সময় আচমকা বজ্রপাতে আদম আলী নামে এক কৃষক আহত হয়। পরে আশেপাশের কৃষকগণ এ ঘটনা দেখে তাকে উদ্ধার করে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার আশরাফুল আলম তাকে মৃত ঘোষণা করে। নিহত কৃষক শ্রীনিবাসদী এলাকার সাহাবুদ্দিনের ছেলে । অপরদিকে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গার পাচুড়িয়া ইউনিয়নের ধুলজুড়ী গ্রামে ধান ক্ষেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মারা গেছে কৃষক। গতকাল সকালে বৃষ্টির মধ্যে এ বজ্রপাতের এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই কৃষকের নাম মো. ইউনুচ শেখ (৪৫)। সে একই গ্রামের মৃত ইজাহার উদ্দিনের পুত্র। পাচুড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এসএম মিজানুর রহমান জানান, সকালে ওই কৃষক ধান ক্ষেতে কাজ করার সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার
২১ মে ২০১৮।

বজ্রপাতে তিন প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

তিন জেলায় গতকাল বজ্রপাতে কৃষকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বরগুনা : বরগুনার আয়লাপাতাকাটা ইউনিয়নের কাঠের পুল গ্রামে গতকাল বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন রশিদ মুন্সি (৬০) নামে এক কৃষক। **গলাচিপা (পটুয়াখালী) :** গলাচিপায় বজ্রপাতে আবু বকর (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আবু বকর উপজেলার গোলখালী ইউনিয়নের বড় গাবুয়া গ্রামের শাহআলম মোল্লার ছেলে।

The Daily Star
FOUNDER EDITOR
LATE S. M. ALI
DHAKA SATURDAY MAY 26, 2018, *JAISHTHA 12, 1425 BS*

Man killed by lightning in Dinajpur

OUR CORRESPONDENT, *Dinajpur*

A man was killed by lightning in Paikpara village of Kaharol upazila of Dinajpur yesterday.

The deceased is Shafiqul Islam, 52, son of late Nasim Uddin of village Hatisha in the upazila.

Paikpara village residents said a thunderbolt struck Shafiqul while he was guarding a litchi orchard.

He died on the spot, said Upazila Nirbahi Officer Nasim Ahmed.

কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১ মে ২০১৮ | ১৮ বৈশাখ ১৪২৫

বজ্রপাতে ১০ জেলায় আরও ১৩ জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

কালবৈশাখী ও বজ্রপাতের তাণ্ডব চলছেই। সোমবারও বজ্রপাতে দেশের দশ জেলায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগের দিন রোববার মারা গেছেন ১৮ জন। এ নিয়ে দু'দিনে অকালে প্রাণ হারালেন ৩১ জন।

দু'দিনে প্রাণ হারালেন ৩১ জন

সোমবার সকাল থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড় ও ভারি বর্ষণের সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন মানুষ। বিভিন্ন স্থানে গাছপালা, ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আম ও লিচুসহ উঠতি ফসলের। এদিন রূপগঞ্জে বজ্র পাতে স্কুলছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাসহ তিনজন মারা গেছেন।

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জামালপুরের ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ীতে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এ ছাড়া অন্যান্য জেলায় বজ্রপাতে বাকিরা মৃত্যুবরণ করেছেন। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : পৃথক স্থানে বজ্রপাতে হাসেম মোল্লা (১৭), স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম (৩৩) ও ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ফরহাদ শেখের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও চার জন। সোমবার দুপুরে উপজেলার ভোলাব বন্দের বাড়িতে ও তেতলাবো এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে। নিহত হাসেম মোল্লা ভোলাব বন্দের বাড়ি এলাকার কামাল মোল্লার ছেলে, রফিকুল ইসলাম একই এলাকার নুরুল হকের ছেলে ও ফরহাদ তেতলাবো এলাকার জলিল মিয়ার ছেলে। ফরহাদ তেতলাবো আদর্শ বিদ্যানিকেতনের ছাত্র। এছাড়া নিহত রফিকুল ইসলাম ভোলাব ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রচার সম্পাদক।

সরিষাবাড়ী ও ইসলামপুর : সোমবার জামালপুরের সরিষাবাড়ী ও ইসলামপুরে বজ্রপাতে ২ জন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। সকালে সরিষাবাড়ীতে ধান কাটতে গিয়ে হাবিবুর রহমান (৩২) নামে এক কৃষক বজ্রপাতে মারা গেছেন। ইসলামপুরের চিনাডুলী গ্রামের বকুলসহ (২৫) দু'জন বাজারে যাওয়ার সময় তাদের ওপর বজ্রপাত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান বকুল। এ সময় তার সঙ্গে থাকা অপর ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

রাজশাহী ও পুঠিয়া : সকাল সোয়া ৮টায় শুরু হয় কালবৈশাখী। এই ঝড় পাঁচ মিনিট স্থায়ী ছিল। এতেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সবকিছু। বিশেষ করে আম ও লিচুসহ উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া পবা, গোদাগাড়ী, বাঘা-চারঘাটসহ বিভিন্ন উপজেলার গ্রামাঞ্চল থেকে গাছপালা ভেঙে পড়া এবং কাঁচা ঘর-বাড়ির টিনের চালা উড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ঝড়ের সময় বজ্রপাতে পুঠিয়া উপজেলার নওপাড়া গ্রামে বেগুনের ক্ষেতে বিষ দিতে গিয়ে ইয়াকুব আলী (৪০) নামে এক কৃষক নিহত হন।

হবিগঞ্জ : সোমবার দুপুরে বানিয়াচংয়ে সুটকী নদীর তীরবর্তী হাওরে বজ্রপাতে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। তার নাম সামছুল হক (৩০)। তিনি উপজেলা সদরের জাতুকর্ণপাড়া গ্রামের গাজী রহমানের ছেলে।

ঈশ্বরদী (পাবনা) : পাকশীর পদ্মা নদীর পন্টুনঘাটে সোমবার সকালে বজ্রপাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পাকশী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জানান, তার পরিচয় জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৩২ বছর। তার পোশাক দেখে মনে হয় তিনি ভেড়ামারা সোলায়মান শাহর মাজারের কোনো ভক্ত।

সুনামগঞ্জ : দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার দরগাপাশা ইউনিয়নে জামখলার হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মো. ইয়াহিয়া (৪২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত শ্রমিকের বাড়ি সিলেটের শানাইঘাটা থানায়। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) : দুপুরে কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের উত্তরভাগ গ্রামে ঝড়বৃষ্টির সময় বজ্রপাতে দুই সন্তানের জনক এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। তার নাম তমিজ উদ্দীন (২৫)। তিনি উত্তরভাগ গ্রামের হাজী আবদুল মতলিবের ছেলে। তিনি কিছুদিন আগে ছুটিতে দেশে এসেছিলেন। বজ্রপাতের ঘটনায় ৪টি গরুও মারা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা : দুপুরে সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে বজ্রপাতে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হাসিবুল ইসলাম গ্রামের মাজেদুল ইসলামের ছেলে। এ সময় মাজেদুল ইসলামও আহত হন। হাসিবুল এমএর ছাত্র ছিল।

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) : সকালে বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের ঝাউডাঙ্গী গ্রামের মোতাই শেখের ছেলে মতিন শেখ (৪৫) বজ্রপাতে মারা গেছেন। এ সময় তিনি বাড়ির পাশের মাঠে ঘাস কাটছিলেন।

মির্জাপুর : রোববার দুপুরে রান্নার জন্য লাকড়ি আনতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান সাদ্দাম হোসেন (২৭) নামে এক ব্যক্তি।

সোনারগাঁ : সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে ওয়াদুল হক (২৭) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের মুছারচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওয়াদুল হক মুছারচর গ্রামের আবদুল কুদ্দুসের ছেলে। এছাড়াও সাদেক নামের অপর একজন আহত হয়েছেন।

কালের কণ্ঠ | সোমবার। ১৪ মে ২০১৮

বজ্রপাতে নিহত ৩ আহত ১৪

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বজ্রপাতে চার জেলায় তিনজন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে মেহেরপুরে একজন, ফরিদপুরে একজন ও নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে একজন রয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর :

মেহেরপুরের গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষক জিয়ারুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। উপজেলার করমদি গ্রামের বহালপাড়া মাঠে ধান কাটার সময় তিনি নিহত হন। গতকাল রবিবার সকালের এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন। নিহত জিয়ারুল উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে। আহতরা হলেন একই গ্রামের আবুল হোসেন, লালন হোসেন ও সাইদুর রহমান এবং উপজেলার ধলা গ্রামের আলাউদ্দিনের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন ও সোহরাব হোসেনের স্ত্রী রওজা খাতুন।

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার পাঁচুড়িয়া ইউনিয়নের ধুলজুড়ি গ্রামে মাঠে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে কৃষক মো. ইউনুস শেখ (৪৫) নিহত হয়েছেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। তিনি ওই গ্রামের মৃত ইজাহার উদ্দিনের ছেলে। এ ছাড়া সদরপুর উপজেলায় একটি বিদ্যালয়ে বজ্রপাতে এক শিক্ষিকাসহ ছয় ছাত্রী আহত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে দুপুরে মাঠে ছাগল চরানোর সময় বজ্রপাতে আদম আলী (৪৬) নামের এক পাওয়ারলুম ব্যবসায়ী নিহত ও এক পথচারী আহত হয়েছেন। দুপুরে উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের শ্রীনিবাসদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক

বজ্রপাতে সাত জেলায় ৯ জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বজ্রপাতে গত মঙ্গলবার বেলা দুইটা থেকে গতকাল বুধবার পর্যন্ত সাত জেলায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ব্যুরো অফিস, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর-

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় বিজয়নগর উপজেলায় আব্দুল লতিফ মিয়ার মেয়ে দাউদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী নিপা আক্তার (১৬) বজ্রপাতে মারা গেছে।

কিশোরগঞ্জ : গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অষ্টগ্রাম উপজেলার কদমচাল বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় বজ্রপাতে ওমর ফারুকের স্ত্রী স্বরূপা আক্তার (৪৫) মারা গেছেন।

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) : গত মঙ্গলবার বিকালে বজ্রপাতে এখলাছ মিয়া (১৪) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। সে শাহেদল গ্রামের মো. হাবিবুর রহমানের ছেলে।

গোদাগাড়ী (রাজশাহী) : মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে মোহনপুর ও গোদাগাড়ী ইউনিয়নে বজ্রপাতে আব্দুল গনির ছেলে শিশু আব্দুল্লাহ (৭) এবং সেলিম (৩০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

মেলান্দহ (জামালপুর) : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার পূর্ব আদ্রা গ্রামের বাসিন্দা মিয়ার উদ্দিন (৭০) বজ্রপাতে মারা গেছেন।

খুলনা : গতকাল দিঘলিয়া উপজেলার লাখোহাটি উত্তর বিলে বজ্রপাতে মুজিবর রহমান (৫০) নামে এক কৃষক মারা গেছেন।

দশমিনা (পটুয়াখালী) : গতকাল উপজেলার চর বোরহান ইউনিয়নে বজ্রপাতে মো. আয়েস উদ্দিন সরদার (৬০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) : গতকাল টিকিকাটা ইউনিয়নের উত্তর ভেচকী গ্রামের নির্মাণ শ্রমিক ইউনুস দর্জির ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ইয়াসীন (৯) বজ্রপাতে মারা গেছে।

বৃহস্পতিবার, ১৭ মে ২০১৮

বাংলাদেশ প্রতিদিন | রবিবার ২৭ মে ২০১৮।

বজ্রপাতে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

সিলেট সদর উপজেলার মোগলগাঁও ইউনিয়নে বজ্রপাতে আপন দুই ভাইসহ তিন শিশু-কিশোর নিহত হয়েছে। শনিবার বিকালে ইউনিয়নের মীরেরগাঁওয়ের ঝিলকার হাওর এলাকায় এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো- মীরেরগাঁওয়ের বদর উদ্দিন ছেলে বাবুল মিয়া (১৮) ও ইমন মিয়া (১০) এবং বেলাল মিয়ার ছেলে আল আমিন (১৬)। **নীলফামারীতে জেলে নিহত** : নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে বিলে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে লিটন বৈধ্য (২৫) নামে এক জেলে নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে উপজেলার পুটিমারী ইউনিয়নে পড়াকোট গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত লিটন পোড়াকোট জেলেপাড়া গ্রামের মুকুল বৈধ্যের ছেলে। **জামালপুরে কৃষক** : জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে মুলুক মিয়া (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকালে দেওয়ানগঞ্জের চর আমখাওয়া ইউনিয়নের নবীনাবাদ এলাকায় জিঞ্জিরাম নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুলুক মিয়া নবীনাবাদ গ্রামের আজগর আলীর ছেলে।

সমকাল | রোববার ৬ মে ২০১৮

কুমিল্লায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

কুমিল্লার চান্দিনায় বজ্রপাতে রহমত আলী নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার উপজেলার গল্লাই ইউনিয়নের উত্তর গল্লাই ও মীরাখোলা গ্রামের ধান কাটা অবস্থায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রহমত আলী গল্লাই উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে। স্থানীয় বাসিন্দা বশির আহমেদ জানান, শনিবার বিকেলে ঝড়-বৃষ্টির সময় ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় তার।

চান্দিনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ আলী মাহমুদ জানান, বিষয়টি শুনেছি। বিস্তারিত জানি না। পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন | ৮ মে ২০১৮।

বজ্রপাতে আরও ১০ জনের মৃত্যু

হবিগঞ্জ : বানিয়াচংয়ে বজ্রাঘাতে দুই কৃষক নিহত হয়েছেন। উপজেলার তেলঘড়ি হাওরে গতকাল এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— দৌলতপুর গ্রামের অধীর বৈষ্ণব ও বসু বৈষ্ণব। **মৌলভীবাজার** : শ্রীমঙ্গলের বরুণা গ্রামের ইসলাম মিয়ার ছেলে মফিজ গতকাল দুপুরে স্থানীয় হাইল হাওরে মাছ ধরতে যান। ফেরার পথে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। **সুনামগঞ্জ**: শাল্লা উপজেলার ছায়ার হাওরে ধান মাড়াই করার সময় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত নবকুমার দাস (৬৫) উপজেলার নিয়ামতপুর গ্রামের বাসিন্দা।

বাংলাদেশ প্রতিদিন সংবাদ
মঙ্গলবার
১৫ মে ২০১৮

বজ্রপাতে গেল তিন প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঝালকাঠিতে বজ্রপাতে দুই কৃষকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বজ্র পাতের এ ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা : উপজেলার ভারেরা এলাকায় বিকালে নিজ সবজি খেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে রুহুল আমিন নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ভারেরা মিয়াজী বাড়ির আবদুল মান্নানের ছেলে (৪৫)।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : আখাউড়ায় বজ্রাঘাতে মারা গেছেন এক কৃষক। নিহত সোহেল মিয়া (৩৫) কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার ভাটিয়ারা গ্রামের আবু কালামের ছেলে। জানা যায়, সন্ধ্যায় উপজেলার চান্দপুর গ্রামে জমি থেকে কাটা ধান নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সোহেল। এ সময় বজ পাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঝালকাঠি : রাজাপুর উপজেলার পুথরীজানা গ্রামে ভোরে মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত নর জালাল (৪৪) ওই এলাকার আশরাফ আলীর ছেলে। পেশায় তিনি ইলেকট্রনিক্স মিস্ত্রি ছিলেন।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২৭ মে ২০১৮

সিলেটে বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু

সিলেট অফিস ▷

সিলেট সদর উপজেলার মোগলগাঁও ইউনিয়নে বজ্রপাতে তিন কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে দুই সহোদর রয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার মীরেরগাঁও গ্রামের জিলকার হাওর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো মীরেরগাঁও গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে বাবল মিয়া (১৮) ও ইমন মিয়া (১০) এবং একই গ্রামের বেলাল মিয়ার ছেলে আব্দুল আমোন (১৬)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যার দিকে তীব্র ঝড় শুরুর সময় তারা জিলকার হাওরে মাছ ধরছিল। এ সময় ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

সিলেট মহানগর পুলিশের জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বজ্রপাতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শুক্রবার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Friday 25 May 2018

ধুনটে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, বগুড়া

বগুড়া ধুনট উপজেলায় বজ্রপাতে জাহিদুল ইসলাম প্রামাণিক (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় কালেরপাড়া ইউনিয়নের ধুলাউড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহিদুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত সারোয়ার হোসেন প্রামাণিকের ছেলে। কালেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নজরুল ইসলাম জানান, বুধবার সকাল ৯টায় কৃষক জাহিদুল ইসলাম বাড়ির অদূরে ধান ক্ষেতে কাজ করছিল। সকাল সাড়ে ১০টায় হঠাৎ ঝড়ো বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। এক পর্যায়ে বজ্রপাতে কৃষক জাহিদুল ইসলামের মৃত্যু হয়।

The Daily Star MAY 3, 2018,

Six killed in lightning

STAR COUNTRY DESK

A woman and her son, among six people, were killed by lightning in Bogura, Rajshahi, Tangail and Chapainawabganj yesterday, report our correspondents.

A thunderbolt struck a woman and her son, leaving them dead in Bogura's Sonatola upazila.

The deceased were Bilkis Begum, 40, and her son Md. Sohel Rana, 15, of the area.

The two were killed wher they were hit by thunderbolt near a paddy field in the area during rain.

Meanwhile, a farmer was killed by lightning in Shibganj upazila when he was working in his vegetable field.

The victim was Md Tamidul Islam, 45, son of Md Tabibar Sheikh of Meghakharda village, said police.

In Rajshahi, a caretaker of a mango orchard was killed and another injured by lightning at Modhupur village in Damkura upazila.

The deceased was Mozaffar Hossain, 60.

Injured Faruk Hossain, 38, son of orchard owner Akbar Ali, was admitted to a hospital.

In Tangail, a woman was killed in lighting strike in Mirzapur upazila.

The deceased was Sakihna Begum, 50, wife of Helal Uddin of Harbhanga village.

In Chapainawabganj, Sonardi Ali, 47, of Sadar upazila, was killed by lightning during a storm.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার
৫ মে ২০১৮

আট জেলায় বজ্রপাতে ৯ প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের আট জেলায় বজ্রপাতে তিন শিশুসহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিভিন্ন সময় এ সব বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে।

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় খেতে বাবার জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় লাবণী আক্তার (১১) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার বরমচাল ইউনিয়নের নন্দনগর গ্রামের বাবুল মিয়ার মেয়ে ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। **জামালপুর** পৌর শহরের বাগেরহাটা বটতলা এলাকায় বজ্রপাতে জান্নাতী (১৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জান্নাতী পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাজুরামপুর উপজেলার পাঠামারা গ্রামের জিতু মিয়ার ছেলে মনির হোসেন গতকাল দুপুরে বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন। মনির উপজেলার ছলিমাবাদ স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল। **নারায়ণগঞ্জের** আড়াইহাজারে মারা গেছেন কলেজছাত্র অনয় দেবনাথ। উপজেলার সিংগারপুর এলাকায় গতকাল দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। স্বজনরা জানান, খেত থেকে ধান কেটে বাড়ি ফেরার সময় অনয়ের ওপর বাজ পড়ে। হবিগঞ্জে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে নারীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। **বানিয়াচং** উপজেলার মুড়ারআন্দা গ্রামে রনধীর চন্দ দাস (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত রনধীর মুড়ারআন্দা গ্রামের মৃত যতীন্দ্র চন্দ দাশের পুত্র। বাহুবল উপজেলার পুটিজুরীতে ধান কাটার সময় কাজী আবুল কালাম (৪২) নামের এক ধান কাটা শ্রমিক নিহত হয়েছে। গুজিয়াজুরি হাওরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক পুটিজুরী ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর গ্রামের কাজী সনজব উল্লাহর ছেলে। চুনারুঘাটে বজ্রপাতে মেনা বেগম (৩৪) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার উবাহাটা ইউনিয়নের তাউসী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হেনা বেগম ওই গ্রামের কাতার প্রবাসী সোহেল মিয়ার স্ত্রী। **ময়মনসিংহ** সদর উপজেলার শম্ভুগঞ্জ এলাকায় নিজ বাড়িতে বজ্রপাতে শান্তা সরকার (৩২) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। শান্তা ওই গ্রামের রুবেল সরকারের স্ত্রী।

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার যাদুকাটা নদীতে বালু উত্তোলনের সময় জাফর মিয়া (৪১) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। জাফর মিয়ার বাড়ি উপজেলার বরহাটি গ্রামে। **কুড়িগ্রামের** রৌমারী উপজেলায় গতকাল দুটি বজ্র পাতের ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন। তারা হলেন— দুর্গাপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিনের পুত্রবধূ মিরা বেগম, নাতনি বৃষ্টি আক্তার, আলগার চর গ্রামের সবুজ মিয়া, আব্দুস সামদ ও আবদুল খালেক। আহতরা কুড়িগ্রাম সদর ও রাজিবপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

প্রথম আলো শুক্রবার, ১১ মে ২০১৮,

বজ্রপাতে আরও ১৩ জনের মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক

১১ জেলায় বজ্রপাতে তিন কিশোর-কিশোরীসহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার ও গতকাল বৃহস্পতিবার এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

এ নিয়ে গত ১১ দিনে বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল অন্তত ১২৫। পুলিশ, পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলায় গতকাল দুপুরে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের একজন তারিন বেগম (১৫)। উপজেলার সুজাতপুর ইউনিয়নের শতমুখা গ্রামে নিজ বাড়িতে বজ্রপাতের সময় সে মারা যায়। জাহির মিয়ার মেয়ে তারিন সুজাতপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়ত। একই উপজেলার দৌলতপুর হাওরে দুপুরে ধান কাটার সময় মারা গেছেন ওই এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমান (৫২)।

কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার বায়রা গ্রামে দুপুরে ইসহাক মিয়া (৫৫) নামে এক ইউপি সদস্য মারা গেছেন।

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার হরিপুর গ্রামে সকালে ফিরোজ হোসেন (৩২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কুচপুকুর এলাকায় দুপুরে সহিদুল্লাহ (১১) নামে এক মাদ্রাসাছাত্র মারা গেছে।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের হেলু জোয়ারদার (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার পানাগাড়ি চরের কৃষক সমাতুল্লাহ হোসেন (৫০) দুপুরে মারা গেছেন।

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার ধনারামা গ্রামে দুপুরে বজ্রপাতে মো. মোস্তফা মিয়া (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

নেত্রকোনার বারহাট্টার অতিথপুর গ্রামে নিজের বাড়ির সামনে মিতু আক্তার (১৪) নামে এক কিশোরী মারা গেছে। তার বাবার নাম হাবিবুর রহমান।

কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার গোড়াদিঘা গ্রামে দুপুরে ভুট্টা শুকাতে গিয়ে মোমেনা খাতুন (৩৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

এর আগে গত বুধবার দুপুরে মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলায় তারুল হোসেন (৫৫) ও সেলিম হোসেন (৩২) নামে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার ধামশ্বর ইউনিয়নের গালা গ্রামে দুপুরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যাওয়ার পর থেকে তাঁরা নিখোঁজ ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার পত্তন ইউনিয়নের বড় পুকুরপাড়ে বুধবার সন্ধ্যায় বজ্রপাতে সাইফুল ইসলাম (৩৫) নামে পল্লী বিদ্যুতের এক লাইনম্যানের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে।

প্রথম আলো শনিবার, ১৯ মে ২০১৮,

বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক

বজ্রপাতে গতকাল শুক্রবার আরও চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে বান্দরবানে দুই বোন, সাতক্ষীরায় এক গৃহবধূ ও নড়াইলে একজন কৃষক মারা গেছেন।

এই চারজনসহ গত ১৭ দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে অন্তত ১৪৪ জনের মৃত্যু হলো। প্রত্যক্ষদর্শী, পরিবার ও পুলিশের বরাত দিয়ে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বান্দরবান জেলা সদর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে রাজবিলা ইউনিয়নের উদালবনিয়া এলাকায় গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে নিহত হন দুই বোন সুজলা তঞ্চঙ্গ্যা (১৬) ও কমল দেবী তঞ্চঙ্গ্যা (২৬)। কমল দেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার ফকরাবাদ গ্রামে বেলা আড়াইটার দিকে বজ্রপাতে ষষ্ঠী কুণ্ডু (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ফকরাবাদ গ্রামের শ্যামল কুণ্ডুর স্ত্রী। দুপুরে ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে ষষ্ঠী কুণ্ডু তাঁর বাড়ির পাশে একটি বাগানে আম কুড়াতে গিয়েছিলেন।

নড়াইলের লোহাগড়ার কামারগ্রামে বেলা ১১টার দিকে বজ্রপাতে বাবুল শেখ (২৫) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। তিনি কামারগ্রামের মান্নান শেখের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক শনিবার, ২২ ৫ মে ২০১৮

বজ্রপাতে দুই ছাত্রসহ সাত জন নিহত

রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে ঝড়-বৃষ্টি

ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল শুক্রবারও দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঝড় ও বৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ের সময় বজ্র পাতে সাত জেলায় সাতজন নিহত হয়েছেন।

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি জানান, কলার পাতা কাটতে গিয়ে বজ্র পাতে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলায় আব্দুস সাত্তার (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ভাংনামারী ইউনিয়নের খেলারআলগী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও নিহতের ছেলে জাহাঙ্গীর ইত্তেফাককে জানান, সাত্তার গতকাল দুপুরে বাড়ির অদূরে রাস্তার ধারে কলাপাতা কাটতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ বজ্রবৃষ্টি শুরু হলে তিনি দৌড়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি আকাশমনি গাছের নিচে আশ্রয় নেন। সেই গাছেই বিকট শব্দে বজ্রপাত হয়। এতে সাত্তারের শরীরের একাংশ পুড়ে যায়। ঝড় থেমে গেলে জাহাঙ্গীর ও বাড়ির অন্য লোকজন তাকে খুঁজতে বের হলে সেই গাছের নিচে তাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বজ্রপাতে অনয় দেবনাথ (২০) নামে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের সিংগারপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত অনয় দেবনাথ ওই এলাকার জয় দেবনাথের ছেলে এবং সরকারি সফর আলী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। নিহতের পরিবারের বরাত দিয়ে হাসপাতাল জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রুপালী জানান, শুক্রবার কলেজ ছুটি থাকায় দুপুরে বাড়ির পাশের চক থেকে ধান কেটে বাড়িতে ফেরার সময় অনয় দেবনাথ হঠাৎ বজ্রপাতে আক্রান্ত হন। এ সময় আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে বজ্রপাতে জাফর আহমদ (৪২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নন্দন কান্তি ধর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শুক্রবার নিহত জাফর যাদুকাটা নদীতে বালিপাথর উত্তোলনের জন্য যান। সেখানে আকস্মিক বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হলে তাকে স্থানীয় বাদাঘাট বাজারে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে স্থানীয় ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত জাফর তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট এলাকার বাসিন্দা।

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, হবিগঞ্জের বাহুবলে বজ্রপাতে এক কৃষি শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি উত্তর ভবানীপুর গ্রামের সনজু মিয়ার ছেলে মোঃ আবুল কালাম (৩৫)। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যলয় সূত্র জানায়, বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী জমিতে তিনি ধান কাটছিলেন। এ সময় ঝড় ও বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বাসাইল (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা জানান, শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার কাঞ্চনপুর ঢংপাড়া গ্রামের লিপন মিয়া (২৮) নামে এক ব্যক্তি বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন। তার পিতার নাম আকমত আলী।

নিহত লিপন মিয়ার পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকাল ১১টার দিকে লিপন গৃহপালিত গরুর জন্য ঘাস কাটার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী চাপড়া বিল এলাকায় যান। হঠাৎ করে ঝড় শুরু হলে তিনি কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে না গিয়ে চাপড়া বিলেই অবস্থান করতে থাকেন। সেখানেই বজ্রপাত তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বজ্রপাতে তার শরীরের অর্ধেকটা পুড়ে যায়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

৩ মে ২০১৮।

বজ্রপাতে গেল আরও

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ও শিবগঞ্জে তিনজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন সোনাতলা উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নের শালিখা গ্রামের আবদুস ছালামের স্ত্রী বিলকিছ বেগম (৩৮) ও তাদের ছেলে স্থানীয় শালিখা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সোহেল রানা (১৪) এবং শিবগঞ্জ উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের মেঘাখর্দ্দ গ্রামের তবিবর রহমানের একমাত্র ছেলে কৃষক অমেদুল ইসলাম (৪৫)। জানা গেছে, সোনাতলা উপজেলায় ধান খেতে ধান কাটার কাজে থাকা ছেলেকে ভাত খাওয়াতে গিয়ে বজ্র পাতে মা ও ছেলের মৃত্যু হয়। শিবগঞ্জ উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের মেঘাখর্দ্দ গ্রামের অমেদুল ইসলাম সকালে করলার জমিতে কাজ করছিলেন। এ সময় বজ্র পাতের ঘটনা ঘটে। **কিশোরগঞ্জ** : কিশোরগঞ্জের নিকলীতে বজ্র পাতে আলী আকবর (৪৪) নামে এক কৃষক নিহত ও আরও দুইজন আহত হয়েছেন। নিহত আলী আকবর আতঁলিয়াপাড়া গ্রামের মৃত নীল মামুদের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ির পাশে জমিতে কাজ করছিলেন তারা। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্র পাত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই আলী আকবরের মৃত্যু হয়। **সুনামগঞ্জ** : কালবৈশাখী ঝড়ের সময় ধান কাটতে গিয়ে বজ্র পাতে সুনামগঞ্জে ৪ কৃষক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর, জামালগঞ্জ ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় এ বজ্র পাতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন জামালগঞ্জ উপজেলার পঞ্চারগাঁও গ্রামের কমলাকান্ত তালুকদার, ভীমখালী ইউনিয়নের খলকা গ্রামের হিরন মিয়া, সদর উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের আবদুর রশিদ ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ধনপুর এলাকার মো. আলম। বজ্র পাতের ঘটনায় জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর ও সদর উপজেলায় আহত হয়েছেন ৪ কৃষক ও ২ বালু শ্রমিক। **হবিগঞ্জ** : হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও নবীগঞ্জের হাওরে বজ্র পাতের ঘটনায় ৩ কৃষক নিহত ও ২ আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন উপজেলা সদরের বাসিয়াপাড়া এলাকার তৈয়ম উল্লাহর ছেলে করিম উল্লাহ (৬৫) ও বড়ইউড়ি গ্রামের তাহির মিয়ার ছেলে শাহীন মিয়া (২৫)। আহত হয়েছেন বড়ইউড়ি গ্রামের নুর হোসেনের ছেলে জাহেদ মিয়া (৩০) ও নবীগঞ্জ উপজেলার রুকনপুর গ্রামের আবদুল জব্বার। বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোজাম্মেল হক জানান, বেলা ১১টার দিকে বড়ইউড়ি গ্রামের শাহীন মিয়া ও তার ভাতিজা জাহেদ মিয়া পার্শ্ববর্তী গুণই হাওরে কৃষি কাজের জন্য যান। এ সময় বজ্র পাত ঘটলে তারা এর শিকার হন। অপরদিকে একই উপজেলার বাসিয়াপাড়া গ্রামের করিম উল্লাহ মকার হাওরে ধান কাটতে হাওরে গেলে তার ওপর বজ্র পাত ঘটে। **গাইবান্ধা** : গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার জুমারবাড়ি ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামে দুপুরে বজ্র পাতে মা বিলকিছ বেগম (৪০) ও তার ছেলে সোহেল মিয়া (১৬) মারা যান। এ সময় তার স্বামী আবদুস ছালাম ও ছেলে আবু তারেক এবং গোলজার রহমান গুরুতর আহত হন। জানা গেছে, আবদুস ছালাম তার স্ত্রী, দুই ছেলে ও কয়েকজনকে নিয়ে বাড়ির পাশে জমিতে বোরো ধান কাটছিলেন। এ সময় বজ্র পাত ঘটে। **সিরাজগঞ্জ** : সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার চরাঞ্চলে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে আনোয়ার হোসেন (২৯) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় রফিকুল (৪৫) ইসলাম নামে আরেক কৃষক আহত হয়েছেন। উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নের ছিনার চর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আনোয়ার হোসেন ওই গ্রামের আবদুল হকের ছেলে ও আহত রফিকুল ইসলাম একই গ্রামের আবদুস সাত্তারের ছেলে। **টাঙ্গাইল** : টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বজ্র পাতে সখিনা বেগম (৫০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলার মহেড়া ইউনিয়নের হাড়ভাঙ্গা গ্রামে এ বজ্র পাতের ঘটনা ঘটে। নিহত সখিনা বেগম হাড়ভাঙ্গা গ্রামের হেলাল উদ্দিনের স্ত্রী। জানা গেছে, বৃষ্টির সময় বাড়ির পাশে খোলা জমিতে ধান শুকানোর উঠান তৈরির কাজ করার সময় বজ্র পাতের ঘটনা ঘটে। **সিলেট** : সিলেটের কানাইঘাটে বজ্র পাতে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বিকালে উপজেলার বড়চতুল ইউনিয়নের উপরবড়াই গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপরবড়াই গ্রামের করিম আলীর ছেলে ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী তোফায়েল আহমদ তামীম (১৩) ও তার চাচাতো ভাই ফখরুল আহমদের ছেলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী সালমান আহমদ (১১)। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মাওলানা আবুল হোসাইন জানান, শিশু দুইটি বাড়ির পাশে একটি হাওরে ধান কাটার শ্রমিকদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় বজ্র পাতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

রবিবার
৬ মে ২০১৮।

বজ্রপাতে গেল আরও পাঁচ প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও কুমিল্লায় গতকাল বজ্রাঘাতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দুই কলেজছাত্র রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর— **সুনামগঞ্জ** : জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের সময় গতকাল কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাতে দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। তারা হলেন— সদর উপজেলার ইসলামগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী এখলাসুর রহমান ও একা রাণী দাস। এখলাসুর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের ভাটি শাফেলা গ্রামের আবদুল খালেকের ছেলে এবং একা রাধিকা রঞ্জন দাসের মেয়ে। **ঝিনাইদহ** : হরিণাকুণ্ডু ও মহেশপুর উপজেলায় গতকাল বজ্র পাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন— হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভালকি গ্রামের ভরস আলীর ছেলে মানোয়ার (৪০) ও মহেশপুর উপজেলার বাথানগাছি মিস্ত্রিপাড়ার মদন মিস্ত্রির ছেলে নির্মল (৪৫)। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পুকুরে মাছের খাবার দেওয়ার সময় বজ্র পাতে ঘটনাস্থলেই মনোয়ারের মৃত্যু হয়। নির্মল উপজেলার মির্জাপুর বাজারে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বজ্র ঘাতে আহত হন। যশোর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। **কুমিল্লা** : চান্দিনায় বজ্র পাতে রহমত আলী নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার উত্তর গল্লাই গ্রামে ধান কাটার সময় গতকাল এ ঘটনা ঘটে। রহমত আলী গল্লাই উত্তরপাড়া গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে।

যুগান্তর

শুক্রবার ১১ মে ২০১৮।
E-mail: anandona

বজ্রপাতে বিভিন্ন স্থানে ১৪ জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃহস্পতিবার বজ্রপাতে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লায় সাবেক ইউপি সদস্যসহ ৪, সাতক্ষীরায় ৩, হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে স্কুলছাত্রীসহ ২, ময়মনসিংহের নান্দাইলে ১ কৃষক, নেত্রকোনার বারহাট্টায় ১ কিশোরী, নওগাঁর পত্নীতলায় ১ কৃষক, মেহেরপুরের গাংনীতে ১ কৃষক, কিশোরগঞ্জের নিকলীতে ১ নারী রয়েছেন। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা ও মুরাদনগর : কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে বজ্র পাতে মো. ইসহাক মিয়া নামে সাবেক এক ইউপি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার ঢালুয়া ইউনিয়নের বায়রা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এছাড়া মুরাদনগরে মাঠে কাজ করতে গিয়ে বজ্র পাতে তিন জনের প্রাণহানি ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যা থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— উপজেলার যাত্রাপুর গ্রামের মৃত ফিরোজ মিয়ার ছেলে সেলিম মিয়া একই গ্রামের হামিদ মিয়ার ছেলে ইমন মিয়া, কড়ইবাড়ী গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে রুবেল মিয়া।

সাতক্ষীরা : বজ্রপাতে সাতক্ষীরা ও শ্যামনগরে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কুচপুকুর গ্রামের আমের আলীর ছেলে সাঈদুর রহমান বাড়ির ছাদে খেলার সময় বজ্রপাতে মারা যায়। একই দিনে ও প্রায় একই সময়ে শ্যামনগর উপজেলার কাশিমাড়ি ও গাংআটি গ্রামে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এ সময় আবদুল মাজেদের ছেলে আশরাফ হোসেন ও আবদুস সাত্তার শেখের ছেলে আমিনুর রহমান মারা যান। এ ঘটনায় আহতরা হলেন মিজানুর রহমান ও আজহারুল ইসলাম।

হবিগঞ্জ ও বানিয়াচং : বানিয়াচংয়ে বজ্রপাতে এক স্কুলছাত্রীসহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। বাড়ির আঙিনায় রান্না করার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় স্কুলছাত্রী তারিন। সে উপজেলার সুজাতপুর ইউনিয়নের সতমুখা গ্রামের জাহির মিয়ার মেয়ে এবং সুজাতপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। এছাড়া একই উপজেলার দৌলতপুর হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মারা যান ওই গ্রামের রহিম বক্সের ছেলে শ্রমিক মিজানুর রহমান।

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) : নান্দাইলে বজ্রপাতে মোস্তফা নামে এক কৃষক মারা গেছেন। উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়নের পংকরহাটি (ধনারামা পূর্বপাড়া) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

বারহাট্টা (নেত্রকোনা) : বারহাট্টা উপজেলার সদর ইউনিয়নের অতিথপুর গ্রামে বজ্রপাতে হাবিবুর রহমানের মেয়ে মিতু আক্তার, ছেলে রাকিব ও তার শাশুড়ি শহর বানু গুরুতর আহত হন। তাদের মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মিতু আক্তারকে মৃত ঘোষণা করেন।

পত্নীতলা (নওগাঁ) : পত্নীতলায় বজ্রপাতে ফিরোজ হোসেন নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার আমাইড় ইউনিয়নের হরিপুর মাঠে ধান কাটার সময় এ ঘটনা ঘটে। ফিরোজ হরিপুর গ্রামের নেজাই মণ্ডলের ছেলে।

মেহেরপুর : গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহম্মদপুর গ্রামের ফকিরপাড়ায় বজ্রপাতে ফেলা জোয়ার্দার নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। ভাটপাড়া গ্রামে রুপানামে একজনের শরীর ঝলসে গেছে বজ্রপাতে। সদর উপজেলার তেরঘরিয়া গ্রামে দেয়ালচাপায় ঘটনাস্থলেই বাছিরন নেছা মারা গেছে। বাছিরন গ্রামের ফকির আলীর স্ত্রী।

কিশোরগঞ্জ : নিকলী উপজেলায় বজ্রপাতে মারা গেছেন মোমেনা খাতুন নামে এক নারী। সিংপুর ইউনিয়নের গোড়াদীঘা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি গোড়াদীঘা গ্রামের কালু মিয়ার মেয়ে।

কাউনিয়া (রংপুর) : কাউনিয়া উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের ধর্মেশ্বর ড্রাইভার পাড়া গ্রামে বজ্রপাতে হারুন অর রশিদের পুকুরে থাকা ১২টি হাঁস ও শত শত মাছের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা হারুন অর রশিদের স্ত্রী মরিয়ম বেগম আহত হয়েছেন।

সমকাল | শনিবার ১৯ মে ২০১৮

গৃহকর্মে গিয়ে নির্যাতিত

সৌদিতে অবরুদ্ধ ৯ বাংলাদেশি নারী

■ সমকাল ডেস্ক

ভাগ্য ফেরাতে সৌদি আরব গিয়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার ৯ বাংলাদেশি নারী শ্রমিককে দেশে ফিরতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তারা এখন দাম্মামের খোবার এলাকায় একটি ক্যাম্পে রয়েছেন। দেশে ফিরতে চাইলেও সে দেশের গৃহকর্তা ও দালালরা তাদের বাধা দিচ্ছেন।

এর আগেও এমন অভিযোগ উঠেছে, তবে তথ্যপ্রমাণের অভাবে বিষয়টি ধোঁয়াশাই থেকে যায়। তবে নির্যাতিত নারীরা সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী সোনিয়া দেওয়ান প্রীতির মাধ্যমে কিছু তথ্য-উপাত্ত সৌদি আরবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে পাঠিয়েছেন। ফলে এবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। খবর বাংলা ট্রিবিউনের।

রিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর (শ্রম) সারওয়ার আলম বলেন, ওই নারী শ্রমিকদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছে। তাদের তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে।

হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড হেলথ ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক প্রীতি ও ভিকটিমদের পরিবারের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, ঢাকার লালবাগের সুমাইয়া কাজল (২৬) সৌদি আরব যান ২৩ এপ্রিল। কয়েকদিনের মাথায় তার ঠাঁই হয়েছে দাম্মাম শহরের আল খোবার এলাকার এক নম্বর ক্যাম্পে। গাইবান্ধা জেলার সাথী (২৪) সৌদি আরব গেছেন ২০ এপ্রিল। বাসাবাড়িতে কাজ শুরু করার তিন দিন পর শারীরিক নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকেও ওই ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে গত আড়াই মাসে ৯ বাংলাদেশি নারী শ্রমিকের ঠাঁই হয়েছে সেখানে। সবার পরিবার থেকেই অভিযোগ করা হয়েছে নির্যাতনের শিকার হয়ে ক্যাম্পে স্থান হয়েছে তাদের। হাসপাতালে চিকিৎসার পর কেউ কেউ সুস্থ হলেও অনেকেই এখনও অসুস্থ। তারা দেশে ফিরতে চাইলেও তাদের ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না।

সুমাইয়া কাজল ও সাথীর মতো ভোলার রিনা, ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুরের মাজেদা ও তার মেয়ে বিলকিস, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরের নূরজাহান, মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর পিংকী, নওগাঁর লতাসহ মোট ৯ নারী গত সাড়ে তিন মাসে সৌদি আরব গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং পরে ওই ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

মানবাধিকার কর্মী প্রীতি বলেন, নির্যাতিত পিংকী তার বাসায় কৌশলে ফোন দিয়ে জানান, সৌদি আরবে এক বাসায় কাজ পাওয়ার পরদিন থেকেই তাকে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছিল। শুধু তিনি নন, তার মতো আরও ৯ জন নির্যাতনের শিকার। সবাই অসুস্থ হওয়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই তাদের নেওয়া হয়েছে একটি ক্যাম্পে। বাংলাদেশি শ্রমিকদের সহায়তায় তাদের চিকিৎসা করা হয়েছে।

প্রীতি বলেন, বিষয়টি জানার পর নিশ্চিত হতে সৌদি আরবে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে যোগাযোগ করি। ভিকটিমদের স্বজনদের মাধ্যমে সেখানকার ভিডিও, ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করি। সংগ্রহ করা ভিডিও, ছবি ও তথ্য কনস্যুলেট অফিসে পাঠালে ভিডিও দেখে সেখান থেকে নিশ্চিত করা হয় দাম্মামের খোবার ক্যাম্পে রয়েছেন ওই নারীরা।

ঢাকার লালবাগের সুমাইয়ার ছোট ভাই কাজল বলেন, 'গত ২৩ এপ্রিল আমার বোন সৌদি আরব গেছে। একটি বাসায় কাজ শুরু করার পর তাকে নির্যাতন করা হয়। শারীরিক নির্যাতনে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে দাম্মামের একটি ক্যাম্পে আছে। বাড়ি আসতে চায়, কিন্তু আসতে দেওয়া হচ্ছে না।'

ময়মনসিংহের ফুলপুরের নারী শ্রমিক মাজেদা ও তার মেয়ে বিলকিস দুইজনই রয়েছেন ক্যাম্পে। শারীরিক নির্যাতনের কারণে তারা অসুস্থ। মাজেদার স্বামী আমিনুল বলেন, এক বাসায় গিয়ে তিন দিন কাজ করার পর আমার মেয়েকে মারধর করা হয়। তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্যাতনের শিকার হয়ে তার মাও ওই ক্যাম্পে রয়েছেন।

গাইবান্ধার সাথীর বাবা জাজ্জার মিয়া বলেন, আমার মেয়ে সারাক্ষণ কান্নাকাটি করে। তার নাকে-মুখে ব্ল্যাক টেপ লাগানো হয়েছিল। সে এখনও অসুস্থ। দেশে ফিরতে পারছে না। মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর নারী শ্রমিক পিংকীর বাবা বলেন, আমার মেয়েকে মারধর করা হয়েছিল। সে কারণে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করে ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট।

প্রীতি বলেন, এই নারী শ্রমিকদের পাঠিয়েছে মনসুর আলী ওভারসিজ অ্যান্ড ট্রাভেলস এজেন্সি। তাদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। বরং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগের পর ভিকটিমদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে যায়। দালালরা ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের নজরে রাখতে শুরু করে।

কালের কণ্ঠ | মঙ্গলবার। ১৫ মে ২০১৮।

রূপগঞ্জে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে স্বামীর হাত-পা বেঁধে তাঁর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় স্ত্রী বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে পুলিশ এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

রূপগঞ্জ থানার পরিদর্শক শহিদুল আলম জানান, স্বামীর বাড়ি কুড়িগ্রামের কছাকাটা থানা এলাকায়। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একটি মেলামাইন কারখানায় কাজ করেন এবং তারাব পৌর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। গত ৬ মে ওই দম্পতি গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যান। গ্রামের বাড়ি থেকে ১০ মে রূপগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেন। ১১ মে ভোরে রূপগঞ্জের বরাব বাস স্টেশনে নামেন তাঁরা। পরে দিঘীবরাব থেকে বৌবাজার যাওয়ার জন্য রিকশা বা বেবিটেক্সি না পেয়ে হেঁটে রওনা হন। বৌবাজারে পৌঁছামাত্র মোগরাকুলের মৃত কুদ্দুস আলীর ছেলে আবুল হাসেম ও দিঘী বরাব বৌবাজারের জীন ইসলামের ছেলে সালাউদ্দিন দুজনের পথ রোধ করে। একপর্যায়ে স্বামীর হাত-পা বেঁধে ফেলেন। ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বধূর ওপর যৌন নির্যাতন করে তারা। শুধু তাই নয়, গণধর্ষণের ভয় দেখিয়ে স্বর্ণের নাকফুল ও দুটি মোবাইল ফোনসেট লুটে নেয়। একপর্যায়ে তাঁদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

পরিদর্শক শহিদুল বলেন, 'সালাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন। আরেক আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।'

ভেজাল ব্লিচিং পাউডার বিক্রি করায় তিনজনের ছয় মাসের জেল

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ব্লিচিং পাউডারের নামে চক পাউডার বিক্রির অভিযোগে তিনজনকে আটকের পর ছয় মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ দণ্ড দেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলো কুমিল্লার মুরাদনগর থানার নারোরার আবুল কাশেমের ছেলে মনির হোসেন (২৮), চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার আল করম রোডের এনথনি রোজারিওর ছেলে হেনরি কামাল (৪২), সুনামগঞ্জের দক্ষিণ সুরমা থানার হাসানবাগের মোছাদ্দর আলীর ছেলে মোকাদ্দত হোসেন।

সমকাল | সোমবার ২৮ মে ২০১৮

নির্যাতিত আরও ৪০ নারী সৌদি থেকে ফিরলেন

■ সমকাল প্রতিবেদক

সৌদি আরবে কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার ৪০ নারী গতকাল রোববার রাতে দেশে ফিরেছেন। রাত ৯টার দিকে 'এয়ার অ্যারাবিয়া'র উড়োজাহাজে তারা পৌঁছান। এর আগে গত ১৮ ও ১৯ মে নির্যাতিত ৮৯ বাংলাদেশি নারী কর্মী ফিরে আসেন।

ব্র্যাক অভিবাসনের কর্মকর্তা আলামিন নয়ন জানিয়েছেন, ৪০ নারী কর্মী একসঙ্গে দেশে ফিরেছেন। তাদের অনেকেই শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার। বেশির ভাগই বেতন পাননি। নির্যাতন সইতে না পেরে সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই নিয়েছিলেন তারা। ৪০ নারীর তিনজন ফিরেছেন ব্র্যাকের আবেদনে।

দেশে ফেরা নারীরা জানিয়েছেন, ভালো বেতনে কাজের আশায় তারা সৌদি আরব যান। কিন্তু দেশটিতে যাওয়ার পর নির্যাতন, নিপীড়ন শুরু হয়। যেসব রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে গিয়েছিলেন, তারা দায়দায়িত্ব নেয়নি। তাই পালিয়ে দূতাবাসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। গত বছর প্রায় চার হাজার নারী কর্মস্থলে নির্যাতনের শিকার হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে আসেন।

সমকাল | ২১ মে ২০১৮ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

প্রাইভেটকার চালককে উত্তরায় ছুরিকাঘাতে হত্যা

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর উত্তরায় ছুরিকাঘাতে রূপচান আলী নামে এক প্রাইভেটকার চালক নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরে রাস্তার পাশে তাকে হত্যা করা হয়।

রূপচানের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার জয়রামপুরে। তবে তিনি থাকতেন উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরে। তার স্ত্রী শিরিন আক্তার জানান, শনিবার সকালে বাসা থেকে বের হন প্রাইভেটকার চালানোর উদ্দেশে। এরপর রাত ১০টার দিকে তিনি পুলিশের মাধ্যমে খবর পান তার স্বামী খুন হয়েছেন।

উত্তরা পশ্চিম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুর রাজ্জাক বলেন, শনিবার রাতে ১০ নম্বর সেক্টরের বেড়িবাঁধে মুইসগেটের পাশে রূপচানকে ছুরিকাঘাত করা হয়। রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। সুরতহাল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহতের বুকে, পাঁজরে, পেটে ও হাতে কোপের চিহ্ন রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৫ মে ২০১৮

বিভিন্ন স্থানে ১১ হত্যাকাণ্ড

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে ১১ জন খুন হয়েছেন। **হবিগঞ্জ প্রতিনিধি জানান,** জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার সাদুল্লাপুর গ্রামে লন্ডন প্রবাসীর স্ত্রী ও মাকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। রবিবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গতকাল সকালে পাঁচজনকে আটক করেছে নবীগঞ্জ থানা পুলিশ। নিহতরা হলেন নবীগঞ্জ উপজেলার কুর্শি ইউনিয়নের সাদুল্লাপুর গ্রামের মালা বেগম (৫০) ও লন্ডন প্রবাসী আকলাক চৌধুরী ওলজারের স্ত্রী রুমি বেগম। **ভোলা প্রতিনিধি জানান,** জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই এবং ছোট ভাইয়ের শ্যালক খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার রাতে সদর উপজেলার বাস্তা ভোটেরঘর এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে। স্থানীয়রা জানান, জমি নিয়ে ওই এলাকার মামুন ও তার ছোট ভাই মাসুমের বিরোধ চলছিল। এর জেরে ধরে রবিবার রাত ১১টার দিকে মামুন তার লোকজন নিয়ে মাসুমের ওপর হামলা চালায়। এ সময় শ্যালক জাহিদ মাসুমকে বাঁচাতে এলে দুর্বৃত্তরা চাকেও কুপিয়ে হত্যা করে। **গোপালগঞ্জ :** জেলায় ভাতিজা আমির ফকিরের হাতে চাচা দাউদ ফকির (৬০) খুন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সদর উপজেলার উলপুর আন্ধারকোটা গ্রামে গতকাল ভোরে এ ঘটনা ঘটে। **মাদারীপুর :** কালকিনি উপজেলার ডাসার থানায় শেফালী বাড়ৈ (৪৫) নামে এক মহিলা খুন হয়েছেন। **চুয়াডাঙ্গা :** দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রাম সংলগ্ন ভাইমারার খালের কাছে অজ্ঞাত পরিচয় যুবককে জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। **বগুড়া :** শাজাহানপুরে উপজেলার আড়িয়া কাঁটাবাড়িয়া উত্তরপাড়ায় ভুট্টা ক্ষেতের পাশ থেকে গতকাল মকবুল হোসেন (২৭) নামে এক ট্রাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। **বরিশাল :** সদর উপজেলা চাঁদপুরার হিজলতলা গ্রামে রানু (৪৫) নামে এক গৃহবধূ খুন হয়েছেন। রবিবার রাতে এ খুনের ঘটনা ঘটে। **সুনামগঞ্জ :** সুনামগঞ্জে এক যুবককে প্রকাশ্যে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। **বিশ্বম্ভরপুর** উপজেলার বাঘাবেড় বাজারে গতকাল এ হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম জাবেদ আলী (৩০)। **নারায়ণগঞ্জ :** সদর উপজেলার ফতুল্লায় রোমানা আক্তার (২৪) নামে এক গৃহবধূ খুন হয়েছেন। গতকাল সকালে ফতুল্লার পশ্চিম দেলপাড়া এলাকার আহসান উল্লহর ভাড়াটিয়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্বামী রাজু আহমেদ রাতুলকে (৩০) আটক করেছে পুলিশ।

যুগান্তর
শুক্রবার ঢাকা ১৮ মে ২০১৮
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

রূপগঞ্জে উদ্ধার লাশের পরিচয় মিলেছে

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

রূপগঞ্জ উপজেলার কান্দাপাড়া এলাকা থেকে অজ্ঞাত যুবকের লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে। এর আগে গত বুধবার বিকালে উপজেলার কান্দাপাড়া এলাকা থেকে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার লাশটি তারাবো পৌরসভার ঐরাবো এলাকার আবুল হাসেমের ছেলে ওসমান গনির (৩৩)। বৃহস্পতিবার দুপুরে অজ্ঞাত ওই যুবকের লাশের পরিচয় নিশ্চিত করে পুলিশ।

রূপগঞ্জ থানার ওসি মনিরুজ্জামান মনির বলেন, স্ত্রী খুশি ও চার বছরের মেয়ে উর্মীকে নিয়ে দক্ষিণ মাসাবো এলাকায় বসবাস করত। ওসমান গনি পেশায় একজন দিনমজুর ছিল। এর আগে, উপজেলার কান্দাপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে একটি জঙ্গল থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওসমান গনির লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। শারীরিক নির্যাতন করে ওসমান গনিকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ ধারণা করছে।

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ২৯ মে ২০১৮

বাংলাদেশের নারীরা ভালো নেই

সৌদি আরব থেকে রোববার ফিরলেন ৫৯ নারী

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সৌদি আরবে নিপীড়নের শিকার হয়ে গত ২৮ দিনে দেশে ফিরেছেন ২২৯ নারী শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে গত রোববার ফিরেছেন ৫৯ জন। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান। ফিরে আসা নারী শ্রমিকেরা অভিযোগ করেছেন, দেশটিতে তাঁরা শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া রয়েছে বেতন না পাওয়া আর খাবারের কষ্ট।

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তা মো. তানভীর হোসেন বলেন, রোববার আসা ৫৯ জনের মধ্যে ৪০ জন ফিরেছেন সন্ধ্যায় এয়ার অ্যারাবিয়ার একটি ফ্লাইটে। অন্য ১৯ জন ফিরেছেন রাতে সৌদি এয়ারলাইনসের আরেকটি ফ্লাইটে।

ফিরে আসা নারী শ্রমিকদের কয়েকজন প্রথম আলোকে বলেন, সৌদি আরবে গৃহকর্মীর কাজে যাওয়া বাংলাদেশের নারীরা ভালো নেই। অনেকেই দেশে ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, গত ৯ দিনে তাঁর জানামতে মোট ১৪৬ জন নারী কর্মী দেশে ফিরেছেন। এর মধ্যে ১৯ মে ৬৬ জন, ২০ মে ২১ জন এবং সর্বশেষ ২৭ মে ৫৯ জন নারী শ্রমিক দেশে ফিরে এসেছেন। এ ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবেও আরও অনেক নারী শ্রমিক দেশে ফিরেছেন।

নারীপক্ষের বিবৃতি

নির্যাতনের শিকার হয়ে সৌদি আরব থেকে ফিরে আসা নারীদের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশ সরকার কী উদ্যোগ নিয়েছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে বেসরকারি সংগঠন নারীপক্ষ। সংগঠনটি গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছে, গৃহ স্থাতে কর্মী নিতে সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের করা চুক্তির আওতায় দেশের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো নারীদের সৌদি আরবে পাঠায়, তাই এর দায়দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ২২ মে ২০১৮

সৌদি থেকে নির্যাতিতের ঢল

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

ভাগ্য বদলের আশায় গৃহকর্মী হিসেবে সৌদি আরব গিয়ে শনিবার রাতে দুইল চেয়ারে ফিরে এসেছেন নারায়ণগঞ্জের জহুরা। টানা দুই বছর কঠোর পরিশ্রম করেও পাননি ন্যায্য পারিশ্রমিক। একটি পরিবারের জন্য কাজ করার কথা থাকলেও তিন স্থানে কাজ করতে হয়েছে তাকে। পেয়েছেন মাসে মাত্র ১২ হাজার টাকা। বেতন বাড়ানোর কথা বললেই হয়েছেন শারীরিক নির্যাতনের শিকার। শেষে সইতে না পেরে পালিয়ে বেঁচেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন দূতাবাসের সেফহোমে। চিকিৎসা শেষে এখনো হাঁটতে পারেন না। তাই বাধ্য হয়েছেন হুইল চেয়ারে বিমানে উঠতে।

তিন দিনে ফিরেছেন আড়াইশ
জানুয়ারি থেকে প্রতি মাসে
ফিরছেন গড়ে ২০০

শুধু জহুরা নয় সৌদি আরব থেকে শ্রমিকদের ফেরত নির্যাতিতা নারী আসার যেন ঢল নেমেছে। গত তিন দিনে দুই শতাধিক নির্যাতিত বাংলাদেশি নারী ফেরত এসেছেন অনিরাপদ সৌদি আরবের

সৌদি থেকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মক্ষেত্র থেকে। এর মধ্যে জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মাসে গড়ে প্রায় ২০০ জন করে নারী কর্মী সৌদি আরব থেকে ফিরে এসেছেন। তাদের অনেকেই ফিরে যৌন নির্যাতন থেকে শুরু করে নানা ধরনের শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন। ফেরত আসার আগে নিয়োগকর্তার বাড়ি থেকে পালিয়ে বা বিতাড়িত হয়ে তাদের প্রত্যেকেই এতদিন ছিলেন সেফহোমে। পাসপোর্টও ছিল না অনেকেরই। দূতাবাস থেকে দেওয়া ট্রাভেল আউটপাসে এসেছেন দেশে। ফেরত আসা মানসুরা বেগমের ভাষ্য, আমার পাসপোর্টসহ মান-সম্মান সব দিয়ে এসেছি। পালিয়ে এসে বাঁচতে পেরেছি এটাই বেশি। রবিবার ঢাকায় বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর হুইল চেয়ারে বসে জহুরা জানান, লাখ টাকা বেতনের কথা বলে আমাকে পাঠানো হলেও গিয়ে দেখি চক্রের কাছে আমাকে বিক্রি করা হয়েছে। এলাকার দালাল থেকে শুরু করে সৌদি আরবের কথিত নিয়োগকর্তা সবাই এর অংশে। সৌদি পৌঁছানোর পর থেকেই নির্যাতন শুরু হয়। আমাকে গরু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার আসা মহিমা জানান, সৌদি আরবে প্রতিনিয়ত তাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তাকে আটকে রেখে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার পাশাপাশি রড গরম করে ছেঁকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। ফেরতযাত্রিতে ফেরত আসা খুলনার পারভিনের বক্তব্য, দালালের সঙ্গে যে কাজের কথা বলে গিয়েছিলাম তার ধারেকাছেও কোনো কাজ দেওয়া হয়নি। মাত্র ৫০০ সৌদি রিয়াল বেতনে কাজ দেওয়া হয়। ঘুমের সময়টুকুও দেওয়া হয়নি। কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন কিন্তু তার কোনো চিকিৎসা করানো হয় না। অসহ্য হয়ে অনেকবার আত্মহত্যার কথাও ভাবেন তিনি। কিন্তু কলেজপড়ুয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনকে শক্ত করেন। আর ভাবেন সৌদিতে থাকলে আত্মহত্যার প্রয়োজন নেই, সে এমনিতেই মারা যাব। শেষে পালিয়ে আশ্রয় নেন দূতাবাসে। বিবিসি বাংলার খবরে বলা হয়, দুই বছরের চুক্তিতে গেলেও মাত্র ১১ মাস পরে গত শনিবার খালি হাতে (সৌদি আরব থেকে) দেশে ফিরে এসেছেন সুনামগঞ্জের তাসলিমা আক্তার। তাসলিমা বলেছেন, অনেক আশা নিয়ে ওই দেশে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম তেমন কিছু না। দালাল বলেছিল, সেখানে গেলে ২০ হাজার টাকা দেবে, মোবাইল দেবে, কথা বলতে দেবে, কাপড়-চোপড় সাবান তেল সবকিছু ফ্রি। কিন্তু আসলে তেমন কিছু না, ঠিকমতো বেতন দেয় না, নিজের গাঁট থেকে টাকা দিয়ে সবকিছু কিনতে হয়। তার ওপর আমার প্রায় আট মাসের বেতন বাকি। বেতন চাইলে বলে তোর আকামা হয়নি, আকামা করাতে আড়াই লাখ টাকা লাগবে। এ রকম অনেক কিছু বলে বোঝাত। তাসলিমা বলেন, আমি নিয়োগকর্তা মহিলাকে বলেছিলাম, সাত-আট মাস বাড়িতে টাকা পাঠাইনি, বেতন দেন। সে আমার গায়ে হাত তোলে। তখন আমি পুলিশকে ফোন করি। পুলিশ আমাকে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক মেয়ে। অনেককে মেরেছে, কারও হাত ভেঙেছে, কারও পা ভেঙেছে, কারও গায়ে গরম পানি দিয়েছে, অনেক রকম নির্যাতন করেছে। কোনো কোনো মেয়েকে নিয়োগদাতার ছেলেরা খারাপ নির্যাতন করেছে। কাউকে কাউকে এক দেড় বছর খাটিয়ে বেতন দেয়নি। আমি এগারো মাস থেকেছি, পরনের কাপড়টাও ঠিকমতো দেয়নি। তাসলিমা আক্তার বাংলাদেশ দূতাবাসে ছিলেন চার মাস। এখন দেশে ফিরেছেন।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

প্রথম আলো সোমবার, ২১ মে ২০১৮

সৌদি আরব থেকে ফিরেছেন নির্যাতিত ৮৪ নারী শ্রমিক

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সৌদি আরব থেকে গত দুই দিনে দেশে ফিরেছেন নির্যাতনের শিকার ৮৪ জন নারী শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে গত শনিবার ৭১ জন এবং গতকাল রোববার ১৩ জন ফিরেছেন।

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সহকারী পরিচালক মো. তানভীর হোসেন গতকাল রাতে প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান।

ফিরে আসা নারী কর্মীরা গণমাধ্যমকে বলেছেন, অন্তত ৩০০ নারী শ্রমিক এ মুহূর্তে রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নেওয়া অনেক নারী শ্রমিকের পাসপোর্ট আটকে রেখেছেন গৃহকর্তারা। আবার এক বছরের মতো কাজ করেও শ্রমিকদের কেউ কেউ বেতন পাননি।

রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৯ মার্চের পর এক মাসে অন্তত ৫০২ জন নারী শ্রমিক দেশে ফিরেছেন। শনিবার ফিরে আসা এক নারী শ্রমিক গণমাধ্যমকে বলেন, প্রতি মাসে ২২ হাজার টাকা বেতনের কথা বলে তাঁকে নেওয়া হয়েছিল। নেওয়ার পর মারধর করা হয়েছে, নানা রকম নিপীড়ন চালানো হয়েছে।

২০০৩ সাল পর্যন্ত নারী শ্রমিকদের বিদেশে যেতে বাধা দেওয়া হলেও ২০০৪ সালের পর থেকে তা শিথিল করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে এ হার ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ২০১৫ সালে এ হার মোট অভিবাসনের ১৯ শতাংশে পৌঁছায়। অবশ্য ২০১৭ সালে তা ১৩ শতাংশে নেমে আসে।

মূলত পারিবারিক সচ্ছলতার আশায় সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গৃহকর্মী হিসেবে যাচ্ছেন বাংলাদেশের নারীরা। ২০১৫ সালে সৌদি আরবের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে, তার আওতায় উল্লেখযোগ্য নারী শ্রমিক দেশটিতে যাচ্ছেন। যাওয়ার পর থেকেই নির্যাতনের অভিযোগ ওঠায় নারী শ্রমিক পাঠানো বন্ধের সুপারিশ এসেছিল দূতাবাস থেকে। তবে বাংলাদেশের বড় শ্রমবাজারটিকে ঘোলার কথা বিবেচনায় নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারকেরা সে সুপারিশ বিবেচনায় নেননি।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছরের প্রথম চার মাসে ৩৫ হাজার ৫৭৫ জন নারী শ্রমিক বিভিন্ন দেশে গেছেন। এঁদের মধ্যে সৌদি আরব গেছেন ৩০ হাজার ১০২ জন। নারী-পুরুষ মিলিয়ে এ বছরের প্রথম চার মাসে বিদেশে গেছেন ২ লাখ ৭৩ হাজার ৩০৪ জন বাংলাদেশি।

সংবাদ
রবিবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Sunday 27 May 2018

কলাপাড়ায় ড্রেজার শ্রমিকের মরদেহ

প্রতিনিধি, কলাপাড়া (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার ধানখালী লোন্দা এলাকায় অন্ধারমানিক নদ থেকে শাহজাহান প্রধান (৪৪) নামে এক ড্রেজার শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার সকালে নদীতে মৃতদেহ ভাসতে দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে উদ্ধার করে। মৃত শাহজাহানের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার গজালিয়া থানার আকলিমা গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পায়রা ১৩২০ মেঘাওয়াট বিদ্যুত কেন্দ্র সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদ ড্রেজারে কাজ করা সময় গত বুধবার শাহজাহান নদীতে পড়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার, ১৩ জৈ
২৭ মে ২০১৮

ডিজে শিল্পী কাজলরেখা শিশু গৃহকর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে!

■ জামিউল আহসান সিপু

রাজধানীর দক্ষিণখানে পুলিশ চেকপোস্টে তল্লাশিকালে লাগেজ থেকে এক শিশু গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় ডিজে শিল্পী কাজলরেখা পলাতক রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক কাজলরেখা গৃহকর্মী সাথী আক্তারকে (৮) নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। ঘটনার সময় যে রিকশায় লাশটি বহন করা হচ্ছিল, ওই রিকশার পিছনের রিকশায় ছিলেন কাজলরেখা। পুলিশ প্রথম রিকশাটিতে তল্লাশি চালালে কাজলরেখা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। লাশ বহনকারী শরীফ হেজুকে (৩৮) গ্রেফতার করে তাকে ২ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে শরীফ হত্যার ব্যাপারে এসব তথ্য জানিয়েছে বলে দক্ষিণখান থানার ওসি তপন চন্দ্র সাহা জানান।

গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণখানের আব্দুল্লাহপুরের কোর্টবাড়ি পুলিশ চেকপোস্টে একটি রিকশায় তল্লাশি করে মরদেহ ভর্তি একটি লাগেজ উদ্ধার করে পুলিশ। লাগেজের ভেতরে আট বছর বয়সী শিশু সাথী আক্তারের লাশ ছিল। এ ঘটনায় শরীফ নামে লাগেজ বহনকারী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

নিহত গৃহকর্মীর সুরতহালের বরাত দিয়ে দক্ষিণখান থানা পুলিশ জানায়, নিহত গৃহকর্মীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই ছিল নির্মম অত্যাচারের চিহ্ন। এমনকি পায়ের তালু-মাথায়ও ছিল জখমের চিহ্ন। এছাড়াও গলায় ছিল ফাঁসির দাগ। যা দেখে পুলিশের ধারণা, অমানবিক নির্যাতন করার পর গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে সাথীকে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে দক্ষিণখান থানার ওসি তপন চন্দ্র সাহা বলেন, হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা কাজলরেখা। তার ভাড়া বাসায় সাথী তিন মাস ধরে গৃহকর্মীর কাজ করে আসছিল। কাজলরেখা পেশায় একজন নাচনেওয়ালী। তিনি এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচ গান করতেন। মাঝে মধ্যে ডিজে পার্টিতেও তিনি নাচতেন বলে আমরা জেনেছি। থাকতেন দক্ষিণখান থানাধীন চালাবনের সিএনজি স্টেশন সংলগ্ন একটি বাড়িতে। কাজলরেখার সঙ্গে তার মা খোদেজা বেগম থাকতেন।

লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ জানতে পারে সাথী আক্তারের বাড়ি ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায়। পরে তার বাবা রহমতউল্লাহকে খবর দেওয়া হয়। পরে নিহত সাথীর বাবা বাদী হয়ে কাজলরেখা, তার মা খোদেজা বেগম ও শরীফকে আসামি করে দক্ষিণখান থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

দক্ষিণখান থানার ওসি আরো বলেন, ঘটনার পর চালাবনে কাজলরেখার ভাড়া বাসায় অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালানোর আগেই তারা পালিয়ে যায়। বরিশালের হিজলা উপজেলায় কাজলরেখার বাড়ি। সেখানেও অভিযান চালানো হয়েছে। তবে গ্রেফতার শরীফ রিমান্ডে বলেছে যে, কাজলরেখা শিশু সাথীকে হত্যার পর লাশ গুম করার জন্য তাকে দিয়ে বহন করছিল। ওই বাসায় তাকে নির্যাতন করে হত্যার পর লাশ লাগেজে ভরে শরীফকে ফেলে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। একটি গোলাপী রঙের লাগেজে লাশটি ভরে আব্দুল্লাহপুরের শ্যামলী বাংলা পরিবহনের বাস কাউন্টারের যাওয়ার জন্য একটি রিকশা ভাড়া করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ওই শ্যামলী বাংলা পরিবহনের একটি বাসে উঠে কাজলরেখা ময়মনসিংহ যাবেন। ময়মনসিংহ পৌঁছার আগেই কোনো একটি স্থানে তিনি লাগেজ না নিয়ে বাস থেকে নেমে যাবেন।

দক্ষিণখান জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মিজানুর রহমান বলেন, এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে শরীফ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও মূল হোতা কাজলরেখাকে গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ৩১ মে ২০১৮

ধানমন্ডিতে গৃহকর্মীর মৃত্যু গৃহকর্ত্রী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ধানমন্ডিতে রত্না বেগম (২৩) নামে এক গৃহকর্মীর মৃত্যু নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। গত মঙ্গলবার রত্না বেগম অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান।

পুলিশ বলেছে, গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে গৃহকর্মী রত্না গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে রত্নার গৃহকর্ত্রী আরজু মুন্নীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে গৃহকর্তা মহিউদ্দিনের পাশের বাড়ির এক প্রতিবেশী প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর ধারণা রত্নার শরীরে আগুন লাগিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে রত্না 'আমি রোজা রাখছি, আমারে মাইরেন না' বলে চিৎকার করছিলেন। ওই প্রতিবেশী বলেন মাঝেমধ্যেই ওই গৃহকর্মী এদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় এসে 'আল্লাহ আমার মরণ দেয় না কেন' বলে কান্নাকাটি করতেন। ওই ফ্ল্যাট থেকে মারধরের শব্দ এবং গৃহকর্মীর চিৎকার শুনতেন তাঁরা।

ধানমন্ডি থানার পুলিশ জানায়, রত্না ধানমন্ডি ৩/এ নম্বর সড়কে ৫০ নম্বর ভবনের চতুর্থতলার একটি ফ্ল্যাটে ব্যবসায়ী মহিউদ্দিনের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। মঙ্গলবার দুপুরে ওই বাসায় তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। এ সময় ওই বাসায় গৃহকর্তা মহিউদ্দিন, তাঁর স্ত্রী মুন্নীসহ সবাই বাসায় ছিলেন। বাড়ির লোকেরাই গুরুতর দগ্ধ রত্নাকে সাতমসজিদ রোডের সিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রত্না রাতে মারা যান।

ধানমন্ডি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) পারভেজ ইসলাম গতকাল বুধবার প্রথম আলোকে বলেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রত্না জবানবন্দিতে বলেছেন, তিনি সাত মাস আগে মহিউদ্দিনের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেন। ছয় মাস ধরে ওই বাড়ির লোকজন তাঁর ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন। ঘটনার দিন ২৯ মে বিকেলে তিনি রান্না করতে যান। রান্না খারাপ হওয়ায় অজুহাত দেখিয়ে গৃহকর্ত্রী মুন্নী বেতের লাঠি দিয়ে তাঁকে পিটিয়ে আহত করেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন।

রত্নার গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চরশিতায়। তাঁর বাবা জাহাঙ্গীর আলম পেশায় দিনমজুর। পুলিশ বলেছে, রত্নার জবানবন্দির ভিত্তিতে তাঁর বাবা মুন্নীর বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে মামলা করেছেন। রত্নার মৃত্যুর পর গৃহকর্তা মহিউদ্দিন, তাঁর স্ত্রী মুন্নী এবং ওই বাসার আরেক গৃহকর্মীকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মুন্নীকে গ্রেপ্তার এবং মহিউদ্দিন ও অপর গৃহকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

রত্নার সুরতহাল প্রতিবেদন করেন ধানমন্ডি থানার এসআই আহম্মদ আলী মোল্লা। প্রতিবেদনে বলা হয়, রত্নার শরীর ১০০ ভাগ পুড়ে গিয়েছিল।

সংবাদ
শুক্রবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Friday 18 May 2018

রাজধানীতে ফের দুই বাসের রেষারেষি

ধাক্কা মেরে ফেলে যুবকের বুকের ওপর দিয়ে যায় বাস

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দুই বাসের রেষারেষিতে এবার প্রাণ গেল নাজিম উদ্দিন (৩৫) নামে একটি ইংরেজি দৈনিকের বিজ্ঞাপন কর্মকর্তার। গতকাল সকাল ৯টায় যাত্রাবাড়ীর জনপথ মোড়ে হানিফ ফ্লাইওভারে মঞ্জিল ও শ্রাবণ পরিবহন একে অন্যকে ওভারটেক করতে গিয়ে নাজিম উদ্দিনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এরপর ফ্লাইওভারে সিটকে পড়া নাজিম উদ্দিনের বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে যায় শ্রাবণ পরিবহনের বাসটি। এতে মারাত্মক আহত নাজিম উদ্দিনকে হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় পুলিশ দুই বাস জব্দ করেছে। আটক করা হয়েছে ঘাতক বাসের চালক দুজনকে। ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর আগে বেপরোয়া বাসের প্রতিযোগিতায় গত ৩ এপ্রিল হাত হারিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৬ এপ্রিল তিতুমীর কলেজ ছাত্র রাজীব মারা যান। ২০ এপ্রিল পা হারানো গৃহপরিচারিকা রোজিনা ২৯ এপ্রিল মারা যায়। ৫ এপ্রিল ধানমন্ডি এলাকায় বিকাশ পরিবহনের দুই বাসের বেপরোয়া গতিতে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে চাপা দেয় আয়েশা খাতুন ও তার মেয়েকে। দুই বাসের চাপায় পড়ে স্কুলপড়ুয়া মেয়ে কোন রকমে বেঁচে গেলেও গৃহবধূ আয়েশা খাতুনের কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত থেতলে যায় এবং মেরুদন্ডের হাড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্তমানে পঙ্গু হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে আয়েশা খাতুন। ১৬ এপ্রিল উল্টোপথে চলাচলে বাধা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গাড়ির চালক চাপা দিলে পা হারায় ট্রাফিক পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের ইন্সপেক্টর দেলোয়ার। দেলোয়ার বর্তমানে আইসিউতে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন। তা একটি পা কেটে ফেলার উপক্রম হয়েছে। ১৭ এপ্রিল গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা বিপরীত দিক থেকে ট্রাক এসে বাসের সঙ্গে ধাক্কা দিলে বাসে ' যুবকের থাকা হৃদয় মিনার নামের যুবকের হাত বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গত ২৮ এপ্রিল গ্রিন লাইন পরিবহনের বাস চালক ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দিলে পা বিচ্ছিন্ন হয় মাইক্রোবাস চালক রাসেল সরকারের।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুই যুবক জানান, তারাও মোটরসাইকেলে করে গুলিস্তানের দিকে আসছিলেন। নাজিম উদ্দিন নামের ওই মোটরসাইকেল আরোহী জনপথ মোড় থেকে ফ্লাইওভারে উঠছিলেন। তার পিছনেই ছিল মঞ্জিল ও শ্রাবণ পরিবহনের দুটি বাস। খুবই বেপরোয়া গতিতে একটি বাস অন্য বাসটিকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিলেন। এক পর্যায়ে শ্রাবণ বাস এসে সামনে থাকা মোটরসাইকেল আরোহী নাজিম উদ্দিনকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন নাজিম উদ্দিন। তারা কিছু বলে ওঠার আগেই বাসটি সরাসরি নাজিম উদ্দিনের বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে চলে যায়। তারা দ্রুত এসে রক্তাক্ত অবস্থায় নাজিম উদ্দিনকে উঠিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখানে চিকিৎসকরা নাজিমউদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করে। নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে থাকা প্রেস লেখ আইডি কার্ড থেকে তারা নাজিম উদ্দিনের নাম পরিচয় জানতে পারেন। আইডি কার্ডের পরিচয় অনুযায়ী জানা যায় নাজিম উদ্দিন ঢাকা ট্রিবিউন নামের একটি ইংরেজি দৈনিকের বিজ্ঞাপন কর্মকর্তা।

ঢাকা ট্রিবিউনের সাংবাদিক রাব্বী রহমান জানান, নাজিম ঢাকা ট্রিবিউনের বিজ্ঞাপন বিভাগের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী ছিলেন। যাত্রাবাড়ীর শ্যামপুর এলাকায় নাজিমের বাসা। তিনি তিন দিন আগেই সন্তানের বাবা হয়েছেন। তার স্ত্রী এখনও অসুস্থ। এমন পরিস্থিতি তারা নাজিম উদ্দিনের মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারেন। পরে তাদের অফিসের লোকজন হাসপাতালে ছুটে যায়। নাজিম উদ্দিনের কয়েকজন বন্ধু জানান, ঢাকা ট্রিবিউনে চাকরির পাশাপাশি নাজিম উদ্দিন লালমোহন ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঢাকায় বিভিন্ন চাকরি ও কাজের সুবাধে থাকা লালমোহন উপজেলার লোকজনকে নিয়ে এ সংগঠন। তার গ্রামের বাড়ি ভোলার লালমোহন উপজেলার কালমা ইউনিয়নের বালুরচর গ্রামে। নাজিম উদ্দিনের বাবার নাম আলহাজ আনিচল হক। ৫ বোন ও ৩ ভাইয়ের মধ্যে নাজিম উদ্দিন ভাইদের বড়।

যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিজুর রহমান বলেন, বিজ্ঞপন কর্মকর্তা নাজিম উদ্দিনের মৃতুর ঘটনায় শ্রাবণ বাসের চালক ওহিদুল ও মঞ্জিল বাসের হেলপার কামালকে থানায় রাখা হয়েছে। বাস দুটিও জব্দ করা হয়েছে। নাজিম উদ্দিনের ভায়রা এ ঘটনায় বাদী হয়ে মামলা করেছেন। নাজিম উদ্দিনের মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে লাশ স্বজনদের বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

এদিকে গতকাল দুপুরে নাজিম উদ্দিনের মরদেহ দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছুটে যান ভোলা ৩ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন। এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মিজানুর রহমান, লালমোহন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতাকালীন সভাপতি লেখক কালাম ফয়েজী, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক হারুন অররশিদসহ অনেকেই হাসপাতালে যান। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এমপি শাওনসহ নাজিমউদ্দিনের সহকর্মী ও বন্ধুরা জানাজায় অংশ নেন। জানাজা শেষে তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি ভোলার লালমোহনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে নাজিম উদ্দিনকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করার কথা রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২৭ মে ২০১৮

সিদ্ধিরগঞ্জে হকারকে পিটিয়ে টাকা ছিনিয়ে নিল পুলিশ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল মোড়ে গতকাল শনিবার জেলা প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযানের সময় পত্রিকা হকারকে পিটিয়ে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের এক এএসআইয়ের বিরুদ্ধে। পত্রিকা স্টলটির মালিককেও মারধর করেছেন এএসআই। এ ঘটনায় লোকজনের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। পরে এএসআই ছিনিয়ে নেওয়া টাকার মধ্যে ৫০০ টাকা পত্রিকা স্টলের মালিকের হাতে দিয়ে সটকে পড়েন। অভিযুক্ত মিজানুর রহমান সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এএসআই। ঘটনাটি ঘটে গতকাল শনিবার দুপুরে শিমরাইল ফুটওভার ব্রিজের নিচে। এ ঘটনায় ক্ষোভ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও অভিযুক্ত মিজানের শাস্তি দাবি করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল থেকে শুরু হয় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল মোড়ের দক্ষিণ পাশের ফুটপাতে উচ্ছেদ অভিযান। দুপুর ১টার দিকে এএসআই মিজানুর রহমান ফুটওভার ব্রিজের নিচে দীর্ঘদিনের পুরনো পত্রিকার স্টলটি সরিয়ে নিতে বলেন। তখন দোকান কর্মচারী রফিক (১৫) বলে, 'স্যার আমি তো একা। এতগুলো পত্রিকা কিভাবে সরাব? একটু সময় দেন, সরিয়ে নিচ্ছি।' তখন মিজান রফিককে কয়েকটি চড়-থাপ্পড় ও স্টলে কয়েকটি লাথি মারেন এবং তার পকেট থেকে জোর করে পত্রিকা বিক্রির সব টাকা নিয়ে যান।

এদিকে উচ্ছেদের খবর পেয়ে পত্রিকা স্টলের মালিক মোতালেব মোল্লা (৪৮) ছুটে এসে টাকা নেওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন। পরে মোতালেব কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা মিজানের সামনে যান এবং নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোকের সামনে মোতালেবের চুলের মুঠি ধরে মিজান বেধড়ক মারধর করেন। এতে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মিজান ছিনিয়ে নেওয়া টাকার মধ্যে ৫০০ টাকা মোতালেবের হাতে দিয়ে চলে যান।

আহত মোতালেব সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি ২০-২৫ বছর ধরে এখানে পত্রিকা বিক্রি করি। কখনো কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি। শুধু জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম, টাকা নিয়েছেন কেন? এ জন্য আমাকে এভাবে মারল।' এরপর কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

অভিযুক্ত এএসআই মিজানুর রহমান বলেন, 'আমাদের মধ্যে একটু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল। পরে তার টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

সংবাদ
শনিবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Saturday 19 May 2018

নান্দাইলে চালককে হত্যা অটো ছিনতাই, ধৃত ১

প্রতিনিধি, নান্দাইল

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার অটো চালক মো. রানা ওরফে সিম্পনি (২৫)কে হাত-পা ও মুখ বাধা মৃত অবস্থায় গতকাল শুক্রবার নান্দাইল মডেল থানা পুলিশ উদ্ধার করে। জানা যায়, উপজেলার রাজগাতি ইউনিয়নের বড়াইল বাজার সংলগ্ন তাটুরির বিলের ধান ক্ষেতে হাত-পা ও মুখ বাধা এক যুবককে মৃত অবস্থায় এলাকাবাসী দেখতে পেয়ে থানা পুলিশকে জানায়। পরে নান্দাইল মডেল থানার ওসি মো. কামরুল ইসলাম ও এসআই আব্দুস ছাত্তার ঘটনাস্থলে পৌঁছে রানা (১৫)কে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। যুবক রানা নান্দাইল উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়নের মহাদেবপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের পুত্র। অটো চালিয়ে পরিবারের খরচ যোগাতো একমাত্র রানা। তার পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার অটো চালাতে গিয়ে রাতে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। অপরদিকে গত বৃহস্পতিবার রাতেই অটো ছিনতাইকারী কয়েকজন আঠারবাড়ী রায়েরবাজারে একটি অটো বিক্রি করতে গিয়ে একজন ধরা পড়ে জনতার হাতে। পরে অটোসহ তাকে আঠারবাড়ী পুলিশ ফাড়িতে আটক রাখা হয়েছে। নান্দাইল মডেল থানা পুলিশ আটককৃত একই গ্রামের নুরুল ইসলামের পুত্র ইমন (২০)কে ছিনতাইকৃত অটোসহ থানায় নিয়ে আসে।

শনিবার ১৯ মে ২০১৮
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
যুগান্তর দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ১৩ মে
২৭ মে ২০১৮

রমনায় কিশোরী গৃহকর্মীর আত্মহত্যা

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর রমনা থানা এলাকায় মনি (১৬) নামে এক কিশোরী গৃহকর্মী আত্মহত্যা করেছে। শুক্রবার সকালে কাকরাইলের একটি বাসা থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রমনা থানার এসআই ইমামুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, কাকরাইলের ৬৭/২ ই-ব্লকের ছয় তলা বাসায় এ ঘটনা ঘটে। সচিবালয়ের কর্মকর্তা দীপক কুমারের ওই বাসায় ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মেয়েটি কাজ করত। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যাই মনে হচ্ছে। তবে কী কারণে আত্মহত্যা করেছে সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ওই বাসায় দীপক কুমার ও তার স্ত্রী এবং তাদের দুই সন্তান থাকেন।

দেড় মাস ধরে ফিলিপাইনে আটক ১১ বাংলাদেশি নাবিক

■ আলাউদ্দিন চৌধুরী

ফিলিপাইনে গত দেড় মাস যাবৎ আটক রয়েছে বাংলাদেশের ১১ নাবিক। এমভি ডায়মন্ড-৮ নামের চীনা মালিকের জাহাজটিতে কাজ করতে গিয়ে ফেঁসে গেছেন বাংলাদেশের এই ১১ নাবিক। ভিয়েতনাম থেকে চাল নিয়ে জাহাজটি ফিলিপাইনে আসার পর চাল চোরাচালানের অভিযোগে জাহাজটি আটক করে ম্যানিলার নৌবাহিনী। দেশটিতে চাল আমদানি নিষিদ্ধ হওয়ায় তাদের আটক করা হয়। বর্তমানে জাহাজটি ফিলিপাইনের জামবোয়াঙ্গা উপকূলে আটক অবস্থায় নোঙ্গর করে আছে। এগারো বাংলাদেশী ক্রু ছাড়াও ক্যাপ্টেনসহ চার চীনা ক্রু এই জাহাজটিতে অবস্থায় করছেন। নিজেদের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত বাংলাদেশের এই ১১ নাবিক।

জানা গেছে, গত ১৪ এপ্রিল এই জাহাজটি আটক করে ম্যানিলা নৌবাহিনী। এতে ক্রু হিসেবে কাজ করা বাংলাদেশী নাবিকরা হচ্ছেন চীফ অফিসার মো. হাবিবুর রহমান (ঢাকা), সেকেন্ড অফিসার রফিকুল ইসলাম (টাঙ্গাইল), চীফ ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুস সালাম সরকার (লালমনিরহাট), থার্ড ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদুল হাসান (ভোলা), এবি মো. আমিনুল ইসলাম (চট্টগ্রাম), এবি মোহাম্মদ গোলামুর রহমান (কুমিল্লা), এবি খন্দকার জাহিদুল ইসলাম (টাঙ্গাইল), মটরম্যান মো. ফাহিম শাহজাদ (চাঁদপুর), ইঞ্জিন ক্যাডেট মোহাম্মদ ইসতিয়াক (লক্ষিপুর), ডেক ক্যাডেট আকিব আহম্মেদ (খাগড়াছড়ি) ও ফিডার মোহাম্মদ সাইদুর রহমান (চট্টগ্রাম)।

যোগাযোগ করা হলে জাহাজটিতে অবস্থান করা চীফ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সালাম সরকার ইত্তেফাকের এই প্রতিনিধিকে মোবাইল ফোনে বলেন, আটক হওয়ার পর বাংলাদেশী ক্রুরা বুঝতে পারেন তারা জাহাজের চীনা মালিক ও ক্যাপ্টেন দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনে

দেড় মাস ধরে ফিলিপাইনে

২০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশীদের তথ্য তারা গোপন করেছে। এতে করে বাংলাদেশী ক্রুগণ জাহাজের সাথে আটক অবস্থায় রয়েছে। এখন তাদের উদ্ধারে সহায়তা প্রয়োজন। আব্দুস সালাম জানান, আটকের পর এজেন্সি আয়ার শিপিং সার্ভিসেস এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এতদিনে দৃশ্যমান কোন ফল পাওয়া যায় নি। পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশে মেরিনদের সংগঠন মেরিনার্স সোসাইটির সাথে যোগাযোগ করেন।

সার্বিক বিষয় উল্লেখ করে জাহাজে অবস্থান করা চীফ অফিসার মো. হাবিবুর রহমান ইমেইলে জানান, মাত্র ১০ মাসের চুক্তিতে বাংলাদেশী নাবিকরা এই জাহাজে কাজ করতে আসেন। কিন্তু তারা জানতেন না এই জাহাজটি অবৈধ কাজের সাথে জড়িত। এখন তাদের দেশে ফেরাটাই অনিশ্চিত হয়ে পরেছে। দীর্ঘদিন আটক থাকার কারণে জাহাজে নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী ফুরিয়ে আসছে। ফিলিপাইনের নৌবাহিনী এবং জাহাজের এজেন্সি যোগাযোগ করে কিছু খাবার দিয়ে সেটি পর্যাপ্ত নয়।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ১৭ মে ২০১৮

পোশাকশ্রমিকসহ দুজন খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দক্ষিণখানের মৌসাইর থেকে গতকাল বুধবার সকালে আজিজা আক্তার (২৭) নামের এক পোশাকশ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিকে কামরাঙ্গীরচরের বেড়িবাঁধের পাশ থেকে এক ব্যক্তির (৪৫) বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

দক্ষিণখান থানার পুলিশ জানায়, আজিজা স্বামীসহ মৌসাইরে একটি টিনশেড ঘরে ভাড়া থাকতেন। তিনি স্থানীয় একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক ছিলেন। আর আজিজার স্বামী রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করেন। গতকাল রাতে ওই বাসা থেকে আজিজার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ শেরেবাংলা নগরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আজিজার স্বামী পলাতক।

প্রতিবেশীরা বলেছেন, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আজিজা রান্না করতেন। পরে কারখানায় যেতেন। গতকাল সকালে প্রতিবেশী এক পোশাকশ্রমিক আজিজাকে দেখতে না পেয়ে ডাকাডাকি করেন। তাঁর কোনো শব্দ না পেয়ে তিনি বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানান। পরে বাড়ির মালিক গিয়ে দরজার বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগানো দেখতে পান। তিনি ছিটকিনি খুলে খাটের ওপর আজিজার গলাকাটা লাশ দেখতে পান। পরে তিনি বিষয়টি দক্ষিণখান থানার পুলিশকে জানান।

দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তপন চন্দ্র সাহা প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রাতের কোনো একসময় আজিজাকে তাঁর স্বামী গলা কেটে হত্যা করে পালিয়ে গেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

আজিজার খালাতো বোন ছুম্মা আক্তার বলেন, আজিজার নামে একটি জমি আছে। ওই জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ার জন্য স্বামী তাঁকে চাপ দিচ্ছিলেন। ওই টাকা না দেওয়ায় আজিজাকে তাঁর স্বামী হত্যা করেছেন বলে তিনি সন্দেহ করছেন।

এদিকে গতকাল সকালে পুলিশ কামরাঙ্গীরচরের বেড়িবাঁধের প্রধান সড়কের পাশ থেকে এক ব্যক্তির বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, এক রিকশাচালক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘটনাস্থলের পাশের একটি ঘরে থাকেন। সকাল ১০টার পর ওই রিকশাচালকের স্ত্রী রাস্তার পাশে একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখেন। বস্তাটি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল ও মাছি ভন ভন করছিল। রিকশাচালক বিষয়টি কামরাঙ্গীরচর থানায় জানালে পুলিশ এসে বস্তা থেকে একটি লাশ উদ্ধার করে।

কামরাঙ্গীরচর থানার ওসি শাইন ফকির প্রথম আলোকে বলেন, বস্তা খুললে একটি লাশ বেরিয়ে আসে। লাশের মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রশি দিয়ে দুই পা বাঁধা ছিল। পরনে ছিল চেক লুঙ্গি। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর।

ওসি বলেন, অন্যত্র খুন করে লাশটি বস্তায় ভরে বেড়িবাঁধে ফেলে গেছে খুনিরা। আঙুলের ছাপ মিলিয়ে ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় কামরাঙ্গীরচর থানায় হত্যা মামলা হয়েছে।

সংবাদ
শনিবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Saturday 19 May 2018

বাঁশখালীতে নির্মাণ শ্রমিক নিখোঁজ

প্রতিনিধি, বাঁশখালী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার পৌর সদরের দক্ষিণ জলদী গ্রামের শ্যামল দাশ (২৯) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক ৩ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে। সে রন কান্তি দাশের ছেলে। এ ব্যাপারে গত বুধবার নিখোঁজ শ্রমিকের বাবা বাঁশখালী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছে। এদিকে নিখোঁজের ৪ দিন পরও শ্যামলের কোন সন্ধান না পাওয়ায় তার পরিবারের মাঝে চলছে শোকের মাতম। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্যামল কান্তি দাশ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাজমিস্ত্রী সহকারী হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করত। গত সোমবার সকালে যথারীতি কাজ করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয় সে। কিন্তু দিন শেষে বাড়ি ফিরে না আসায় তার পরিবারের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে পরিবারের লোকজন তার সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নেয়। কিন্তু কোথায় শ্যামলের সন্ধান না পাওয়াতে পরদিন বুধবার তার পিতা বাঁশখালী থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে। রন কান্তি দাশ কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, তার ছেলে বিভিন্ন এলাকায় রাজমিস্ত্রী সহকারী হিসেবে কাজ করত। প্রতিদিনের ন্যায় গত সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি সে। অনেক খোঁজাখুজি করছি কিন্তু এখনও আমার ছেলেকে পায়নি। শ্যামলের সন্ধান পেতে প্রশাসনসহ সকলের সহযোগিতা চান তার পরিবার।

প্রথম আলো বুধবার, ১৬ মে ২০

গুলশানে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গুলশান ১ নম্বর এলাকার একটি বাসা থেকে পুলিশ গত সোমবার রাতে রিপা আক্তার (১৬) নামের এক গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে।

গুলশান থানার পুলিশ বলেছে, রিপা গুলশান ১ নম্বরের ১২২ নম্বর সড়কের একটি বাড়ির ষষ্ঠ তলার বাসিন্দা মাহবুব আলমের বাসায় গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করত। সোমবার রাতে পুলিশ ওই বাসার মেঝে থেকে রিপার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়। তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার কাঁচপুর গ্রামে। বাবার নাম শাহাবুদ্দিন।

গুলশান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গৃহকর্তা মাহবুব আলম পুলিশকে বলেছেন সোমবার রাত আটটার দিকে রিপা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় পা ফসকে পড়ে যায়। তাকে শাহজাহানপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রিপা মারা যায়। পরে লাশ মাহবুব আলমের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে এটি দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।

সমকাল
বুধবার ১৬ মে ২০১৮

ফুলপুরে শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

■ ময়মনসিংহ ব্যুরো

ময়মনসিংহের ফুলপুরে জমির বোরো ধান কাটা নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে জমির মালিকের লোকজনের হামলায় একই পরিবারের এমদাদুল হক নামে এক শ্রমিক নিহত ও তাঁর দুই ভাইসহ চারজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ ছয়জনকে আটক করেছে।

পুলিশ জানায়, ফুলপুর উপজেলার পাঁচকাহনিয়া গ্রামের মোখলেছুর রহমান ৬০০ টাকা কাঠা হিসেবে পাঁচ কাঠা জমির বোরো ধান কাটার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তি করেন। শ্রমিকরা তিন দিন আগে তিন কাঠা জমির ধান কেটে তাদের মজুরি দাবি করেন। বাকি দুই কাঠা জমির ধান না কাটায় মোখলেছুর টাকা দিতে রাজি হননি। এ নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে তাদের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হন। পরে ময়মনসিংহ হাসপাতালে নেওয়ার পর শ্রমিক এমদাদুল হক মারা যান। এ ছাড়া গুরুতর আহত শহিদুলকে চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং মহিদুল ইসলাম, আলম মিয়াসহ তিনজনকে ফুলপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৩১ চৈ
১৪ মে ২০১৮

গাজীপুরে গুলি করে রবি ও বিকাশ এজেন্টের ১৫ লাখ টাকা ছিনতাই

২ জন গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে প্রকাশ্যে দিবালোকে গুলি করে রবি ও বিকাশ এজেন্টের ১৫ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রবিবার সকালে মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার উনিশে টাওয়ারের নিচে এ ঘটনা ঘটে। এসময় ছিনতাইকারীদের গুলিতে রবি ও বিকাশের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আসাদুর রহমান আসাদ (২৮) ও সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন (৩৯) গুলিবিদ্ধসহ তিনজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে আসাদ ও ইকবালকে প্রথমে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। পরে তাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ওই এজেন্টের মালিক মহিউদ্দিন জমাদ্দার জানান, রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চান্দনা চৌরাস্তা গ্রেটওয়াল হাউজিং সোসাইটির নিজ প্রতিষ্ঠান জমাদ্দার এন্টারপ্রাইজ থেকে আসাদ, ইকবাল ও সুমন রবি ও বিকাশের বিক্রিত ১৫ লাখ টাকা ইউসিবি ব্যাংক গাজীপুর চৌরাস্তা শাখায় জমা দিতে যান। বেলা ১১টার দিকে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে উনিশে টাওয়ারের ইউসিবি ব্যাংকের নিচে পৌঁছলে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা ছিনতাইকারীরা তাদের গতিরোধ করে। এসময় ছিনতাইকারীরা আসাদ ও ইকবালকে রিভলবার ঠেকিয়ে টাকার ব্যাগ দিতে বলে। পরে ব্যাগ নিয়ে টানাটানির একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা আসাদ ও ইকবালকে লক্ষ্য করে ৪-৫টি গুলি ছুড়ে। এসময় ছিনতাইকারীদের একজনকে জাপটে ধরার চেষ্টা করলে বিকাশের স্টোর ম্যানেজার সুমন মল্লিকও পায়ে সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরে আতঙ্ক সৃষ্টি করে টাকার ব্যাগ নিয়ে ছিনতাইকারীরা দুইটি মোটরসাইকেলযোগে ময়মনসিংহের দিকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে গাজীপুর সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তফাজ্জল হোসেন ও জয়দেবপুর থানা অফিসার ইনচার্জ আমিনুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ছিনতাইকারীদের ফেলে যাওয়া একটি রিভলবার ও ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। জয়দেবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আমিনুল ইসলাম জানান, ছিনতাইকারীদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।

এ ঘটনায় রবি ও বিকাশ এজেন্টের স্টোর ম্যানেজার সুমন মল্লিক বাদী হয়ে জয়দেবপুর থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার ১২ চৈ
২৬ মে ২০১৮

শ্রীপুরে নারী শ্রমিকের আত্মহত্যা

■ শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

শ্রীপুর পৌর এলাকার চন্নাপাড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জেরে শুক্রবার সন্ধ্যায় আজমিরা (২২) নামে এক শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

আজমিরা ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার বারইহাটি গ্রামের বাদল মিয়ার স্ত্রী। সে স্বামীসহ চন্নাপাড়া গ্রামের হুমায়ুন আহমেদের বাড়িতে ভাড়া থেকে স্থানীয় একটি সোয়েটার কারখানায় চাকরি করতো, তার স্বামী একজন নির্মাণ শ্রমিক। শ্রীপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবুল হাসান জানান, বিভিন্ন সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। এরই জেরে শুক্রবার ইফতারের পর নিজ ঘরের ফ্যানের সাথে ঝুলে আত্মহত্যা করে আজমিরা।

কালের কণ্ঠ শনিবার। ১২ মে ২০১৮

গুলশানে বয়স্ক গৃহকর্মী হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর গুলশানে একটি বাসা থেকে গতকাল শুক্রবার রাতে শাহেরা বানু (৭০) নামে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ৩৬ বছর ধরে ওই বাসায় পরিচারিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, একা বাসায় ছিলেন শাহেরা বানু। দুর্বৃত্তরা তাঁকে হত্যা করেছে। বাসা থেকে কিছু খোয়া গেছে কি না প্রাথমিকভাবে তা জানা যায়নি।

ডিএমপির গুলশান বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার আব্দুল আহাদ জানান, গতকাল রাত ৯টার দিকে গুলশান-২ নম্বরের ৬২ নম্বর সড়কের ৬ নম্বর বাসা থেকে গৃহকর্মী শাহেরা বানুর লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই বাসার কর্তা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। বাসায় শাহেরা বানু একা ছিলেন। দুর্বৃত্তরা বাসায় প্রবেশ করে তাঁর মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে তাঁকে হত্যা করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৯ মে ২০১৮
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

আশুলিয়ায় শ্রমিক ধর্ষণ কারখানা ভাংচুর : আটক ২

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানার ভেতরে এক নারী শ্রমিক (১৮) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় ওই কারখানার কর্মকর্তা শাহিনুর ও রুবেল নামের দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার দুপুরে আশুলিয়ার কাঠগড়া দুর্গাপুর এলাকায় পেনটা ফোর্ড অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও শ্রমিকরা জানায়, আশুলিয়ার কাঠগড়া দুর্গাপুর এলাকা পেনটা ফোর্ড অ্যাপারেলস নামের ওই কারখানায় বুধবার জরুরি শিপমেন্টের জন্য রাতে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হয়। ওই কারখানার চতুর্থ তলায় কাজ করার সময় এক নারী শ্রমিককে ধর্ষণ করে একই কারখানার ফিনিশিং ইনচার্জ শাহিনুর ও ফ্লোর ইনচার্জ রুবেল।

বিষয়টি সোমবার শ্রমিকরা জানতে পেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং ওই দুই কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের দাবিতে কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে সড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় ওই কারখানার ১০ জন শ্রমিক আহত হন। পরে আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়।

বিষয়টি আশুলিয়া থানা পুলিশ জানতে পেরে কারখানা থেকে ওই অভিযুক্ত দুই শ্রমিককে আটক করেছে। ঘটনায় কারখানাটি এক দিনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। এ বিষয়ে ওই কারখানার অ্যাডমিন ম্যানেজার জুয়েল জামাল জানান, ধর্ষণের শিকার ওই নারী শ্রমিককে উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ওসি (তদন্ত) জাভেদ মাসুদ বলেন, ধর্ষণের শিকার ওই শ্রমিককে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আশুলিয়া থানায় একটি ধর্ষণের মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৭ মে ২০১৮ ● ৩ ?

দক্ষিণখানে স্ত্রীকে হত্যা করে পালিয়েছে স্বামী

যুগান্তর রিপোর্ট

দক্ষিণখানে আদিজা নামে এক গার্মেন্টস কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় পুলিশ গার্মেন্টকর্মীর লাশ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে লাশ পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পর আদিজার স্বামী পালিয়ে গেছে।

দক্ষিণখান থানার ওসি তপন চন্দ্র সাহা যুগান্তরকে বলেন, আদিজা এবং তার স্বামী উভয়ে আগে একটি করে বিয়ে করেছেন। তাদের দু'জনের আগের ঘরে সন্তান থাকলেও সন্তানরা অন্যত্র থাকেন। দক্ষিণখানের বাসায় স্বামী-স্ত্রী দু'জন থাকতেন। মঙ্গলবার রাতে পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাড়িওয়ালা সেই ঝগড়া মিটিয়ে দেন। এর পর রাতে যে কোনো সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ওসি তপন চন্দ্র সাহা বলেন, লাশ উদ্ধারের সময় আদিজার পাশ থেকে একটি রশি উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রশি দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যার পর আদিজার গলা কাটা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিস্তারিত জানা যাবে। ওসি আরও বলেন, আদিজার স্বামী রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক আছেন। তাকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সংবাদ
?বার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Wednesday 23 May 2018

আশ্রয়ের জন্য দাঁড়ি... ধর্ষণের শিকার গার্মেন্টস শ্রমিক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গার্মেন্টস শ্রমিক ইতি (ছদ্মনাম)। পরিবারের সাথে রাজধানীর দক্ষিণখানে থাকে। প্রতিদিনের মতো গতকাল সকালে গার্মেন্টসে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে ওখানকার মধ্য ফায়দাবাদ ইউনুছের গলিতে আশ্রয় নেয় ইতি। এ সময় একই এলাকার আব্দুস ছালামের ছেলে মেহেদী হাসান তাকে একা পেয়ে মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে। গতকাল সকালের দিকে ঘটনাটি ঘটে। কিশোরীর মা জানান, পরে মেয়েটি বাসায় এসে তাকে ঘটনাটি খুলে বলে। সাথে সাথে তিনি দক্ষিণখান থানায় গিয়ে বিষয়টি জানান এবং তিনি বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলার পর শারীরিক পরীক্ষার জন্য কিশোরীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায় পুলিশ। দক্ষিণখান থানার এসআই হাবিবুর রহমান জানান, মেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১১ মে ২০১৮ ● ২৮ বৈশা...

ভোলায় এনজিও কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলায় 'হিড বাংলাদেশ' নামের একটি এনজিওর ফিল্ড অফিসার বিল্লাল হোসেনকে (৩২) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিস্তির টাকা আদায় করার সময় বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে আলীনগর বলাকা মহিলা দল সমিতিতে এ হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সমিতির অফিসসংলগ্ন বাসার হালিমা বেগম নামে এক নারীর কাছ থেকে নিহতের মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হলেও টাকার ব্যাগটি পাওয়া যায়নি। ব্যাগে লক্ষাধিক টাকা ছিল বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। সমিতির সদস্য দুলুজান (৫২) নামে এক নারীকে আটক করা হয়েছে।

ভোলা থানার ওসি ছগির মিয়া জানিয়েছেন, লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। ওসি ছগির মিয়া জানান, কারও একার পক্ষে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো সম্ভব নয়। তবে সমিতির সদস্য হালিমা জানান, বিল্লাল হোসেনকে রক্তাক্ত অবস্থায় তার ঘরের সামনে দৌড়ে আসতে দেখেন। ওই সময় বিল্লাল মোবাইল ফোনটি আমার হাতে দিয়েই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ওই সময় তার সঙ্গে কোনো টাকার ব্যাগ ছিল না। 'হিড বাংলাদেশ'-এর শাখা ব্যবস্থাপক যোগেশ মণ্ডল জানান, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবারও বিল্লাল হোসেন কিস্তির টাকা আদায় করার জন্য বের হন। বলাকা মহিলা সমিতিতে যাওয়ার পর তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার বাড়ি ভোলার ধনিয়া ও বাপ্তা ইউনিয়নের সীমানায় কানাইনগর এলাকায়। তার আট মাসের একটি সন্তান রয়েছে। ওসি ছগির মিয়া জানান, দুলুজানসহ সমিতির সদস্যদের অনেকেই এনজিও থেকে ২০ হাজার টাকা করে ঋণ নেন 'হিড বাংলাদেশ' থেকে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ মে ২০১৮

নালিতাবাড়ীতে দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যা

■ নালিতাবাড়ী (শেরপুর) সংবাদদাতা

নালিতাবাড়ী উপজেলার উত্তর কোন্নগর গ্রামে তুচ্ছ ঘটনায় নুরন্নবী নামে এক দিনমজুরকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে প্রতিবেশী প্রতিপক্ষ। ঘটনায় আহত হয় নিহতের স্ত্রী হাসিদা বেগম। নিহতের ছোট ভাই নুরন্নবী বাদি হয়ে নয়জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করেছে। ঘটনায় প্রধান আসামি আব্দুর রহমানের স্ত্রী বিথি ও রহমানের ছোট ভাই রমজান আলীর স্ত্রী ইয়াসমিন বেগমকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

পুলিশ এবং নিহতের পরিবার জানায়, উপজেলার মরিচপুরান ইউনিয়নের উত্তর কোন্নগড় গ্রামের আব্দুল বারেক এর পুত্রবধূ নুরুজ্জামানের স্ত্রী হাসিদা এবং প্রতিবেশী আবুল হোসেনের ছেলে রহমান মিয়ার মধ্যে বুধবার শিশুদের খেলা নিয়ে ঝগড়া বাধে। এ সময় উত্তেজিত হয়ে রহমান ও তার পিতা আবুল হোসেনসহ বাড়ির লোকজন একত্রিত হয়ে নুরুজ্জামানের স্ত্রী হাসিদাকে মারধর করে।

পরে আহত অবস্থায় হাসিদাকে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে নুরুজ্জামান প্রতিপক্ষের কাছে ঘটনার কারণ জানতে গেলে রহমান, আবুল হোসেন, রফিকুলসহ বাড়ির লোকজন মিলে নুরুজ্জামানকে নির্মমভাবে পিটিয়ে আহত করে।

এতে নুরুজ্জামান লুটিয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নালিতাবাড়ী ও পরে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থার অবনতি ঘটায় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে প্রেরণ করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার দুপুরে নুরুজ্জামানের মৃত্যু হয়।

থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই নজরুল ইসলাম জানান, মামলার আসামি দুই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। অন্য আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

The Daily Star
DHAKA THURSDAY MAY 10, 2018.

Rickshaw-puller hacked to death in Joypurhat

OUR CORRESPONDENT, *Dinajpur*

A rickshaw puller was hacked to death in Joypurhat municipality area early yesterday.

The victim was Santa Kumar Das, 23, son of Raghunath Das of Kundupara area of the municipality.

Police and family members said some unidentified criminals caught Santa in Kali temple area of the town around 12:30am and hacked him dead.

On information, police recovered the body and sent it to Joypurhat Modern Hospital for autopsy.

Joy Harijan 23, son of Bhadu Harijan of the town, was detained for interrogation, said Farid Hossain, officer-in-charge of Sadar Police Station.

A murder case was filed, said the OC.

দৈনিক ইত্তেফাক সোমবার, ৩১ ১৪ মে ২০১৮

সাভারে দু'ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে এক রিকশা চালকসহ দুই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রাতে সাভারের বিরুলিয়ার কমলাপুর ও কাউন্দিয়া এলাকায় থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে সাভার মডেল থানা পুলিশ।

পুলিশ জানান, বিরুলিয়ার কমলাপুর গ্রামের মোবারক মিয়ার ছেলে তিন সন্তানের জনক রিকশাচালক মোঃ চাঁন মিয়া (৪২)'র পরিবারে বেশ কিছুদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। রাতে পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চাঁন মিয়া বিষপান করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সাভার এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অপরদিকে সাভারের কাউন্দিয়া এলাকার সুলতান মিয়ার ছেলে স্থানীয় টেইলার্স দোকানী আব্দুল আলিমের (৩২) ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

সংবাদ

নিবার ২৯ বৈশাখ ১৪২৫
Saturday 12 May 2018

যশোরে চালককে খুন করে ইজিবাইক ছিনতাই

যশোর অফিস

যশোরে এক ইজিবাইক চালককে হত্যা করে ইজিবাইক নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত চালক তরান হোসেন (১৫) যশোর সদরের শাহাপুর আড়পাড়া এলাকার ইবানুল ইসলামের ছেলে। গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে শহরের খাজুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের পাশ থেকে তার লাশটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে তার কোন সন্ধান পাচ্ছিল না পরিবারের স্বজনরা।

যশোর কোতোয়ালি থানার ওসি কেএম আজমল হুদা মুঠোফোনে জানান, গতকাল দুপুরের দিকে এলাকার লোকজন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের দেয়ালের পাশে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পরে পুলিশ জানতে পারে তার নাম তুরান। সে ইজিবাইক চালাতো।

ওসি আরও জানান, নিহত ছেলেটির নাকে ও মুখে রক্ত রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে ইজিবাইক নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। পরে সদর উপজেলার ঘুরুলিয়া গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ইজিবাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ইজিবাইকের ব্যাটারি খুলে নেয়া হয়েছে। কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড, আর কারা এর সাথে জড়িত পুলিশ সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ৮ মে ২০১৮

উত্তরায় গৃহকর্মী ধর্ষণের অভিযোগ গ্রেপ্তার গৃহকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরে গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার আসামিকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গৃহকর্মী ঢাকা মেডিকেল কলেজের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে চিকিৎসাধীন আছে।

উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুস সেলিম গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, গৃহকর্তা একটি বায়িং হাউসে কাজ করেন। ১১ নম্বর সেক্টরের বাসায় সস্ত্রীক থাকেন। গৃহকর্মীটি ওই বাসায় কাজ নেয় গত ১১ এপ্রিল। বাসায় যৌন নির্যাতনের শিকার হলে মেয়েটি তার ভাইকে জানায়। ভাই থানায় এসে মামলা করলে পুলিশ গৃহকর্তাকে গ্রেপ্তার করে।

জানা গেছে, গৃহকর্মীটি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া ছেড়ে বাধ্য হয়ে গৃহকর্মীর কাজ করতে ঢাকায় আসে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের সমন্বয়ক বিলকিস বেগম প্রথম আলোকে বলেন, তিনি ঘটনার শিকার মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছেন। তার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রতিবেদন চূড়ান্ত হলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রথম আলো বুধবার, ৯ মে ২০১৮

ছুরি মেরে মোটরসাইকেল নিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাড়িতে ঢুকে নিরাপত্তাকর্মীকে ছুরিকাঘাত করে একটি মোটরসাইকেল নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার গভীর রাতে রামপুরার মহানগর প্রজেক্টে এই ঘটনা ঘটে।

আহত নিরাপত্তাকর্মী আলী আকবর (৫৮) স্থানীয় বেসরকারি একটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার গভীর রাতে গ্রিল কেটে তিন ডাকাত মহানগর প্রজেক্টের সি ব্লকের ৩ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে। রাত পৌনে তিনটার দিকে তারা একটি মোটরসাইকেলের তালা ভেঙে সেটি নিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তাকর্মী আলী আকবর ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। একপর্যায়ে তিনি এগিয়ে গেলে ডাকাতদের একজন তাঁকে ছুরিকাঘাত করেন। আলী আকবরের গলা ও হাতে ছুরির আঘাত লাগে।

এদিকে দুর্বৃত্তরা নিরাপত্তাকর্মীকে ছুরিকাঘাত করে মোটরসাইকেল নিয়ে গেলেও এই ঘটনায় রামপুরা থানা-পুলিশ চুরির মামলা নিয়েছে।

রামপুরা থানার ওসি প্রলয় কুমার সাহা বলেন, সবার অজান্তে চোরের দল গ্রিল কেটে গ্যারেজে ঢুকে পড়ে। নিরাপত্তাকর্মী হঠাৎ জেগে গেলে চোরেরা তাঁকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। ঘটনাটি চুরির। তাই এই ঘটনায় চুরির মামলা নেওয়া হয়েছে। চোরদের গ্রেপ্তার ও চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ৮ মে ২০১৮

দক্ষিণ বনশ্রীতে ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দক্ষিণ বনশ্রীতে ছুরিকাঘাতে জাকির নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে গুরুতর আহত অবস্থায় জাকির রাস্তায় পড়ে ছিলেন। পথচারীরা ধরাধরি করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) বাচ্চু মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ছুরিকাহত জাকিরকে যাঁরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন, তাঁদের একজন রাহিমা আকতার। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, তিনি দক্ষিণ বনশ্রীর ই ব্লকে এক তরুণকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। ওই তরুণকে ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা একটি অ্যাম্বুলেন্সকে দাঁড় করান। কিন্তু টাকা ছাড়া অ্যাম্বুলেন্সটি যেতে রাজি হচ্ছিল না। পরে তিনি দায়িত্ব নিয়ে ওই তরুণকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। অ্যাম্বুলেন্সে উঠে ওই তরুণ শুধু 'পানি খাব' এটুকুই বলেছেন। তিনি সারাক্ষণই ছটফট করছিলেন। তাঁর বুকের ডান পাশ থেকে রক্ত ঝরছিল।

জাকিরের স্ত্রী সোমা গতকাল রাতে হাসপাতালে এসে স্বামীর লাশ শনাক্ত করেন। জাকিরের বড় ভাই জয়নাল বলেন, জাকির আগে একটি ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। পরে গোড়ানে অটোরিকশাস্ট্যান্ডে তত্ত্বাবধায়কের কাজ নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে একটি পক্ষের ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। সে সময় একবার আহত হয়ে তিনি বেশ কিছুদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছিলেন। তবে পরে দুই পক্ষের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায়। কারা কেন তাঁর ভাইকে খুন করেছে, সে সম্পর্কে তিনি বুঝতে পারছেন না।

ওয়ারীতে নিরাপত্তারক্ষীর লাশ উদ্ধার

ওয়ারী থেকে বিল্লাল হোসেন (৬০) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার ভোরে নির্মাণাধীন একটি ভবনের নিচতলায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়।

ওয়ারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্বাস উদ্দীন প্রথম আলোকে বলেন, বিল্লাল ওয়ারীর একটি বাসায় একা ভাড়া থাকতেন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। যে প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করতেন, সেই প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হয় রোববার সন্ধ্যার পর থেকে তাঁরা বিল্লালকে খুঁজে পাচ্ছেন না। সোমবার ভোরে কেউ একজন ওয়ারী থানায় ফোন করে জানান নির্মাণাধীন ভবনের নিচে একটি লাশ পড়ে আছে। যে বাসায় বিল্লাল থাকতেন, সেখান থেকে ওই ভবনের দূরত্ব মিনিট পাঁচেকের। বিল্লালের ডান কানের নিচের অংশ থেকে রক্ত বের হচ্ছিল বলেও জানান আব্বাস উদ্দীন।

বিল্লাল কি খুন হয়েছেন? জানতে চাইলে আব্বাস উদ্দীন বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। তবে পুলিশ প্রাথমিক কিছু তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

বিল্লাল হোসেনের ভাতিজা নাহিদুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর জানামতে তাঁর চাচার কোনো রোগ ছিল না। দিন দুয়েক আগেও তাঁর সঙ্গে চাচার দেখা হয়েছিল। তখনো তিনি কোনো সমস্যার কথা জানাননি।

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ৮ মে ২০১৮,

ধানখেতে ৪ যুবকের গলাকাটা লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া এবং **প্রতিনিধি**, শিবগঞ্জ

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় চার যুবককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। উপজেলার আটমূল ইউনিয়নের ডাবইর বিলের একটি ধানখেত থেকে গতকাল সোমবার সকালে তাঁদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

গতকাল রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত নিহত চারজনের মধ্যে তিনজনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন শিবগঞ্জের কাঠগাড়া পূর্বপাড়ার আছির উদ্দিনের ছেলে শাহাবুল ইসলাম (৩২), একই গ্রামের চকপাড়ার জহুরুল ইসলামের ছেলে জাকারিয়া (৩২) এবং জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার পুনট পাঁচপাইকা গ্রামের আজহার আলী প্রামাণিকের ছেলে হেলাল উদ্দিন (৩০)। শাহাবুল মাঝেমধ্যে ঢাকায় রিকশা চালাতেন। বাড়ির পাশে ভাইয়ের পুকুর বাজারে একটি মুদিদোকানও রয়েছে তাঁর। জাকারিয়া মোটরগাড়ির ওয়ার্কশপে রংমিস্ত্রির কাজ করতেন। হেলাল ছিলেন বেকার। লাশগুলোর হাত বাঁধা ছিল। ওই ধানখেত কাঠগাড়া গ্রাম থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে।

বগুড়ার পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভূঞা প্রথম আলোকে বলেন, কারা, কী কারণে এবং কেন একই কায়দায় চারজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনে জেলা ও থানা-পুলিশ ছাড়াও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), পুলিশের জেলা বিশেষ শাখা (ডিএসবি), পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনসহ (পিবিআই) গোয়েন্দাদের মাঠে নামানো হয়েছে। নিহত চারজনের মধ্যে হেলালের বিরুদ্ধে জয়পুরহাটের কালাই থানায় একটি চুরির মামলা রয়েছে।

আটমূল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মোজাফফর হোসেন বলেন, চন্দনপুর-ডাবইর গ্রামের মধ্যবর্তী ডাবইর বিলের ধানখেতের আইলে গতকাল সকাল ৯টার দিকে এক কৃষক ঘাস কাটতে গিয়ে চারজনের গলাকাটা রক্তাক্ত লাশ দেখে অচেতন হয়ে পড়েন।

ধানখেতে ৪ যুবকের গলাকাটা লাশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি চন্দনপুর গ্রামের লোকজনকে বিষয়টি জানান। চন্দনপুর গ্রামের একজন মুঠোফোনে বিষয়টি তাঁকে (ইউপি চেয়ারম্যান) জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শিবগঞ্জ থানা-পুলিশকে জানান।

শিবগঞ্জ থানার পরিদর্শক (অপারেশন) জাহিদ হাসান বলেন, ইউপি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক বিষয়টি পুলিশ সুপারকে জানানো হয়। পুলিশ সুপার সেখানে পৌঁছার পর দুপুর ১২টার দিকে এলাকাবাসী শাহাবুল ও জাকারিয়ার পরিচয় নিশ্চিত করে। লাশ চারটি থানায় নেওয়ার পর পকেটে থাকা চিরকুটে লেখা মুঠোফোন নম্বরের সূত্র ধরে হেলালের পরিচয় পাওয়া যায়। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য লাশগুলো বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

জাহিদ হাসান আরও বলেন, নিহত শাহাবুলের পরনে খয়েরি রঙের ফুলহাতা শার্ট ছিল। নাইলনের রশি দিয়ে বাঁধা তাঁর হাতে পাউরুটির একটি প্যাকেট ছিল। জাকারিয়ার পরনে ছিল টি-শার্ট ও ট্রাউজার। হেলাল এবং অজ্ঞাতনামা যুবকের পরনে গেঞ্জি ও প্যান্ট ছিল।

নিহত যুবকদের বাড়িতে মাতম

দুপুরে কাঠগাড়ায় নিহত শাহাবুলের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, ছেলের শোকে মা সাহেরা বানু এবং বাবা আছির উদ্দিন আহাজারি করছেন। শাহাবুলের স্ত্রী কারিমা পারভীন নির্বাক বসে আছেন। আছির উদ্দিন বলেন, শাহাবুল রোববার রাত আটটার দিকে বাজারের দোকান থেকে বাড়ির দিকে রওনা হন। মায়ের জন্য পাউরুটি আর চিনি কিনেছিলেন। রাত ১০টার পর থেকে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ ছিল। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তিনি ধানখেতে ছেলের লাশ পড়ে থাকার খবর পান।

নিহত জাকারিয়ার ভাবি সাথী বেগম বলেন, রোববার জয়পুরহাটে রঙের কাজ করার কথা বলে সকালে বাড়ি থেকে বের হন জাকারিয়া। রাতে বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও ফেরেননি।

ইউপি চেয়ারম্যান মোজাফফর হোসেন বলেন, শাহাবুল ও জাকারিয়া দুজনই শ্রমজীবী। ইয়াবা সেবনের অভ্যাস ছিল তাঁদের।

হেলালের বাবা আজহার উদ্দিন বলেন, হেলাল তিন মাস আগে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হন। তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন। বাড়ির জিনিসপত্র চুরি করতেন। এসব কারণে স্ত্রীর সঙ্গে অনেক আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। হেলাল কোথায় থাকতেন, কী করতেন—কিছুই জানেন না।

যুগান্তর

বুধবার ৯ মে ২০১৮
২৬ বৈশাখ ১৪২৫

ডেমরায় নির্মাণ শ্রমিকের আত্মহত্যা

ডেমরা প্রতিনিধি

ডেমরায় মো. আজিজুল নামে এক নির্মাণ শ্রমিক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ বিষয়ে মৃতের বাবা খলিল হাওলাদার সোমবার রাতে ডেমরা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করেন। ওই রাতে টেংরা সারুলিয়ার জামাইয়ের মেসে এ ঘটনা ঘটে। তারা ওই মেসের ভাড়াটিয়া। তাদের বাড়ি পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া থানার তেলিখালী গ্রামে। মৃত আজিজুল ও তার বাবাসহ এক চাচা ডেমরায় ঢালাইয়ের কাজ করতেন। আজিজুল শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার
৩ মে ২০১৮।

ছুরিকাঘাত করে মোবাইল ছিনতাই
বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর কামরাঙ্গীচরে সুমন (১৮) নামে এক শ্রমিককে ছুরিকাঘাত করে টাকা ও মোবাইল নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। ওই শ্রমিককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার প্রতিবেশী শাকিল ঢামেকে জানায়, সন্ধ্যার দিকে কামরাঙ্গীচর লোহার ব্রিজের সামনে দিয়ে হেঁটে বাসায় ফেরার পথে ৩-৪ জন ছিনতাইকারী তাকে পথরোধ করে। এ সময় তারা সুমনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে তার কাছে থাকা একটি মোবাইল ফোন ও নগদ ২ হাজার ২০০ টাকা নিয়ে যায়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে পুরান ঢাকার বংশালে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জুতার কারখানার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম সৈয়দ (২৬)। পরে লাশ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়। তার গ্রামের বাড়ি শরিয়তপুরের পালং থানার মাদবরকান্দী গ্রামে। উদ্ধারকারী মনির হোসেন নামে তার এক সহকর্মী জানায়, বংশালের নাজিরাবাজার চৌরাস্তায় একটি জুতা তৈরির কারখানায় বৈদ্যুতিক প্লাগ লাগানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সৈয়দ। পরে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

NEW AGE

SUNDAY, MAY 13, 2018,

Easy bike driver found dead in Natore

United News of Bangladesh
Natore

POLICE recovered the body of an easy bike driver from Halsa area in Sadar upazila on Saturday. The deceased was identified as Asad Ali, a resident of Kamardiar area in Natore town. Moshiur Rahman, officer-in-charge of sadar police station, said locals spotted the body under the Choyana Bridge in the morning and informed police. Later, police recovered the body. The neck of the body was tied with a rope, said the OC. Asad went missing Friday afternoon after he went out of home along with his easy bike.

[সমকাল]

বৃহস্পতিবার ২৭ বৈশাখ ১৪২৫
Thursday 10 May 2018

টাঙ্গাইলে চালক হত্যা : আটক ২

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে ফরিদুল ইসলাম (১৬) নামের এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বেলা ১১টার দিকে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার পৌর শহরের বেড়াবুচনা এলাকায় ধান ক্ষেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ফরিদুল ইসলাম বেড়াবুচনার বৌবাজার এলাকার জুলহাস উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় পুলিশ দুই জনকে আটক করেছে।

যুগান্তর | বুধবার ৩০ মে ২০১৮
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

আশুলিয়ায় হাত-পা বাঁধা সাংবাদিক উদ্ধার

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় এশিয়ান টিভির প্রডিউসার আহসান মাহবুব ছিনতাইকারী কবলে পড়ে মোবাইল সেট, নগদ টাকা ও ভিসা কার্ড থেকে ২৫ হাজার টাকা খুইয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাকে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করেছে এলাকাবাসী। সোমবার রাত ১২টায় এশিয়ান টিভির গুলশান কার্যালয় থেকে গাড়িতে আশুলিয়ার নবীনগর এসে অপর একটি লোকাল গাড়িতে নয়ারহাট এলাকার নিজ বাড়িতে যাওয়ার পথে গাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আহসান মাহবুব জানান, সোমবার রাত ১০টায় গুলশান কার্যালয় থেকে একটি পরিবহনে আশুলিয়ার নবীনগর এসে নামেন। সেখান থেকে নয়ারহাট এলাকায় যাওয়ার পথে নবীনগর সংলগ্ন নিরিবিলি এলাকায় তাকে বহনকৃত গাড়িটি পৌঁছলে যাত্রীবেশে থাকা ৫-৬ জন ছিনতাইকারী তাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করেন। এ সময় ছিনতাইকারীরা তার ব্যবহৃত একটি মোবাইল সেট, ৩ হাজার টাকা এবং একটি ভিসা কার্ড হাতিয়ে নেয়। একপর্যায়ে ভিসা কার্ডের পিনকোড চাইলে সে না দেয়ায় তাকে ব্যাপক মারধর করে ছিনতাইকারীরা। পরে সে পিনকোড দিয়ে দেন। হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় ওই গাড়িতে তাকে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যান। সেখান থেকে ভিসা কার্ডের মাধ্যমে ২৫ হাজার টাকা তুলে নেন ছিনতাইকারীরা। পরে তাকে বাঁধা অবস্থায় জাবি ও পিএটিসি সংলগ্ন একটি ঝোপ ও ময়লার স্তূপের মধ্যে ফেলে দেয়। তার চিৎকারের শব্দ শুনে পিএটিসির নিরাপত্তা কর্মীরা ছুটে গিয়ে গতকাল ভোরে তাকে উদ্ধার করেন।

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ২২ মে ২০১৮

সেনানিবাসে এটিএম বুথে নিরাপত্তাকর্মী খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় একটি ব্যাংকের এটিএম বুথের নিরাপত্তারক্ষীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এ সময় দুর্বৃত্তরা এটিএমের ভল্ট ভাঙার চেষ্টা করলেও সেখান থেকে কোনো টাকা লুট করতে পারেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার সকালে সেনানিবাস পোস্ট অফিস-সংলগ্ন ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের (ইবিএল) এটিএম বুথের ভেতর থেকে নিরাপত্তাকর্মী শেখ তৌহিদুল ইসলাম ওরফে নুর নবীর (২০) গলাকাটা লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। বুথের ভেতরে থাকা ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরার ফুটেজ ধরে হত্যাকারীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

নিহত তৌহিদুল গ্লোব সিকিউরিটি সার্ভিস (জিএসএস) নামের একটি বেসরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠ নির্বাহী জামাল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, চলতি মাসেই সাড়ে আট হাজার টাকা বেতনে গ্লোব সিকিউরিটিতে যোগ দেন তৌহিদুল। গত রোববার রাত আটটা থেকে গতকাল সোমবার রাত আটটা পর্যন্ত ওই বুথে তাঁর দায়িত্ব ছিল।

পুলিশ জানায়, গতকাল সকালে দায়িত্ব বদলের সময় প্রতিষ্ঠানটির আরেক নিরাপত্তাকর্মী শুভ চন্দ্র বর্মন এসে তৌহিদুলের গলাকাটা লাশ দেখতে পান। এরপর তিনি প্রথমে মিলিটারি পুলিশকে (এমপি) বিষয়টি জানান। এমপির সদস্য থানায় খবর দেন।

ইবিএলের হেড অব ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশনস জিয়াউল করিম প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের এটিএম ভল্ট থেকে কোনো টাকা লুট হয়নি। তবে দুর্বৃত্তরা ভল্ট ভাঙার চেষ্টা চালিয়েছে।

পুলিশ বলছে, ঢাকায় এটিএম বুথের নিরাপত্তাকর্মী হত্যার দ্বিতীয় ঘটনা এটি। এর আগে ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর মোহাম্মদপুরে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বুথের বাইরে কর্মরত নিরাপত্তারক্ষী এনামুল হোসেনকে (২০) ছুরিকাঘাত করে এবং ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। তদন্তের পর পুলিশ এ ঘটনায় তিন তরুণ ও এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করে। ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে পুলিশ তখন জানিয়েছিল।

তবে এবারের ঘটনা নিয়ে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ বলছে, বুথ লুটের জন্যই তৌহিদুলকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে সাহ্‌রির পর থেকে সকাল আটটার মধ্যে যেকোনো সময়ে।

পুলিশ কর্মকর্তাদের একজন প্রথম আলোকে বলেন, একাধিক ব্যক্তি ওই হত্যায় যুক্ত ছিলেন বলে ধারণা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) ওবায়দুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বুথের ভেতর ওই নিরাপত্তারক্ষী খুন হয়েছেন। কী কারণে কেন তাঁকে খুন করা হয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পাওয়া গেলে এ সম্পর্কে তথ্য জানা যাবে।

আর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, বিষয়টি প্রাথমিকভাবে তারা জেনেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ২২
৫ মে ২০১৮

সাভারে নারী পোশাক শ্রমিককে গণধর্ষণ

আটক ৩

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে এক নারী পোশাক শ্রমিককে গণধর্ষণের ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। ধর্ষণের শিকার ওই নারীকে উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে সাভার পৌর এলাকার নামাগেন্ডা মহল্লার ময়লার মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই তিন জনকে আটক করে সাভার মডেল থানা পুলিশ। আটকরা হলেন- সোহাগ (৩২), বারেক (২৮) ও মামুন (৩০)।

ধর্ষণের শিকার ওই নারী শ্রমিক নামাগেন্ডা এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থেকে স্থানীয় আনলিমা গার্মেন্টসে সুইং অপারেটর হিসেবে কর্মরত। তার গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানার কদমতলী গ্রামে। গণধর্ষণের শিকার নারী শ্রমিকের বাবা বলেন, আমার মেয়ে বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় কারখানা ছুটির পর বাসায় ফিরছিল। পথে ওৎ পেতে থাকা ৮/১০ জন যুবক তার গতিরোধ করে। তারা তাকে ধরে পার্শ্ববর্তী একটি পরিত্যক্ত জমির বাউন্ডারির ভেতরে তুলে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। আমার মেয়ে বারেক নামে একজনকে চিনতে পেরে তাকে বাঁচানোর আকুতি জানায়। এ ঘটনায় বারেক পরবর্তীতে তাকে মোবাইল করে ডাকলেই সে যেন চলে আসে এমন শর্তে ছেড়ে দেয়। এছাড়া বিষয়টি কাউকে জানালে তাকে ও পরিবারের লোকজনকে হত্যার হুমকি দেয়।

সাভার মডেল থানার উপ-পরিদর্শক সেলিম রেজা বলেন, তিন বখাটেকে আটক করা হয়েছে। জড়িত অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার । ১ মে ২০১৮

সাভারে 'এসিডে ঝলসানো' দোকান কর্মচারীর লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার (ঢাকা) ▷ সাভারে এসিডে ঝলসানোসদৃশ এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। গত রবিবার রাত ১০টার দিকে সাভার এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য গতকাল সোমবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃত যুবকের নাম মনোরঞ্জন সরকার (৪২)। তিনি টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার গুহলী গ্রামের গোবিন্দলাল সরকারের ছেলে। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

মনোরঞ্জনের ভাই সত্যরঞ্জন সরকার জানান, মনোরঞ্জন হেমায়েতপুর ঋষিপাড়া মহল্লায় উত্তম শীলের মালিকানাধীন একটি জুয়েলারি দোকানে কাজ করতেন। বছরখানেক আগে মজুরি দেওয়া নিয়ে বিরোধ হলে দোকানটি থেকে চাকরি ছেড়ে চলে যান মনোরঞ্জন। উত্তম কয়েক দিন আগে মনোরঞ্জনকে বুঝিয়ে আবার তাঁর দোকানে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেন। রবিবার সকাল ১১টার দিকে মনোরঞ্জনকে কে বা কারা অসুস্থ অবস্থায় এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এনে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন রবিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে হত্যা শেষে এসিড পান করানো হতে পারে বলে সত্যরঞ্জনের ধারণা। বিষয়টি তদন্তের দাবি জানান তিনি।

সাভার মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) সওগাতুল আলম বলেন, খবর পেয়ে রাতেই শরীরের ওপরাংশ এসিডে ঝলসানোসদৃশ মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
৭ মে ২০১৮

ধামরাইয়ে কৃষকদের ওপর হামলা

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার ধামরাইয়ে একেএইচ গ্রুপের জমিতে ধান কাটতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন কয়েক কৃষক। গত দুই দিন ধরে থেমে থেমে এ হামলার ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা গেছে, ধামরাইয়ের গাঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের পারুহালা মৌজার আরএস ১৫৫৮ দাগে ৪৪ শতাংশ জমি দক্ষিণ হাতকোড়া গ্রামের বাহার উদ্দিনের ছেলে আব্দুল হকের কাছ থেকে ক্রয় করে একেএইচ গ্রুপ। পরে ওই জমিতে স্থানীয় কৃষকরা ইরি ধান রোপণ করে। গত শনি ও রবিবার ওই ধান কাটতে গেলে চাঁদা চেয়ে স্থানীয় আবদুল জলিল, আমজাদ হোসেন, জাহাঙ্গীর, ইউসুফ, জব্বার বাধা দেয়। এতে তর্কের একপর্যায়ে লাঠিসোটা নিয়ে কৃষকদের ওপর হামলা করে। খবর পেয়ে ধামরাই থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তারা পালিয়ে যায়। ধামরাই থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক এসআই ভজন রায় জানান, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে এ ঘটনায় ধামরাই থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

যুগান্তর
বুধবার ৯ মে ২০১৮
২৬ বৈশাখ ১৪২৫

আড়াইহাজারে স্পিনিং মিলের নারী শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগ

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

আড়াইহাজারে পরিত্যক্ত ইটভাটায় এক স্পিনিং মিলের শ্রমিককে আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার ওই নারী ধর্ষক আল-আমিনকে আসামি করে থানায় মামলা করে। থানার ওসি এমএ হক এ তথ্য জানান। পুলিশ জানায়, ওই নারী শ্রমিক বিনাইরচর হাবেব আলী স্পিনিং মিলে কাজ করেন। প্রতিদিনের মতো গত শিফটির ডিউটিতে যাওয়ার জন্য সাথী সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় আল-আমিন তাকে জোরপূর্বক রিকশায় তুলে বাঘানগর খোরশেদ হাজীর পরিত্যক্ত ইটভাটায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি পরিত্যক্ত কক্ষে আটকে রেখে একাধিকবার ধর্ষণ করে। পথচারীরা ভিকটিমের চিৎকার শুনে ইটভাটায় এগিয়ে গেলে ধর্ষক আল-আমিন পালিয়ে যায়। পরে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ওসি এমএ হক জানান, মামলা আসামি আল-আমিনকে গ্রেফতারে পুলিশ মাঠে কাজ করছে।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৩ মে ২০১৮।

চা শ্রমিকদের দৈনিক ৯০ টাকা মজুরি দিতে সম্মত মালিকপক্ষ

চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২৩০ টাকা করার দাবি

আবদুল হামিদ মাহবুব, মৌলভীবাজার ▷

চা শ্রমিকরা তাদের দৈনিক মজুরি দাবি করেছে ২৩০ টাকা। আর মালিকপক্ষ দিতে চায় ৯০ টাকা। মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে করা চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৬ মাস আগে। শ্রমিকপক্ষ দ্রুত নতুন চুক্তি করার জন্য মালিকপক্ষকে অবিরাম চাপ দিচ্ছে। এরই মধ্যে উভয় পক্ষ ১৭টি সভা করেছে। অন্যান্য বিষয়ে ঐকমত্য হলেও মজুরির বিষয়টি ফয়সালা হয়নি। নতুন মজুরি চুক্তি সম্পাদনের দাবিতে পর্যায়ক্রমে এ পর্যন্ত দেশের ১২৫টি চা বাগানে শ্রমিকরা দুই ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করেছে। দেশে চা বাগানের সংখ্যা ১৫৬টি। এর মধ্যে মৌলভীবাজার জেলায়ই চা বাগান হচ্ছে ৯২টি। এসব চা বাগানে কর্মরত নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় এক লাখ। চা বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশীয় চা সংসদ। শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য একটি মাত্র সংগঠন; সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন। শ্রমিকদের ভোটের মাধ্যমে শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তারা নির্বাচিত হন। প্রতি দুই বছর পরপর এই দুই সংগঠনের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকদের মজুরিসহ সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশীয় চা সংসদ ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে করা সর্বশেষ চুক্তির মেয়াদ ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে; কিন্তু মালিকপক্ষের টালবাহানায় চুক্তির মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার ১৬ মাস পরেও নতুন কোনো চুক্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। কার্যত কোনো ধরনের চুক্তি ছাড়াই ১৬ মাস ধরে শ্রমিকরা কাজ করে যাচ্ছেন। সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী বর্তমানে শ্রমিকরা দৈনিক মজুরি পান ৮৫ টাকা।

নতুন চুক্তিনামার দাবিতে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দৈনিক মজুরি ৮৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৩০ টাকা নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। মজুরি বৃদ্ধির পক্ষে শ্রমিকদের যুক্তি হচ্ছে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা মাসিক ন্যূনতম মজুরি পান ছয় হাজার টাকা; কিন্তু চা শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঠকানো হচ্ছে। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যে দাম সে তুলনায় তাদের উত্থাপিত মজুরি আরো বেশি হওয়ার কথা থাকলেও চা শিল্পের কথা ভেবে তারা এই দাবি করছেন।

গত ১৬ এপ্রিল বাংলাদেশীয় চা সংসদ ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যকার সভায় মালিকপক্ষ ৯০ টাকা দৈনিক মজুরি দিতে সম্মত হন। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যৌক্তিক মজুরি নির্ধারণের দাবি জানায়।

বাংলাদেশ চা শ্রমকি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাম ভজন কৈরী বলেন, মালিকপক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনার জন্য দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে। তিনি বলেন, দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করে অবিলম্বে চা বাগান মালিকরা নতুন চুক্তি করে সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। যত বিলম্ব হবে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকবে। বাংলাদেশীয় চা সংসদ থেকে জানানো হয়, চা শ্রমিকদের দাবির মধ্যে ১১০ দফা রয়েছে। এত দফা থাকায় আলোচনা করে সেগুলো উভয় পক্ষ চূড়ান্ত করতে বছর পেরিয়ে গেছে। মজুরির বিষয়টিও চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই নতুন চুক্তি করতে বিলম্ব হচ্ছে। নতুন চুক্তি করে তা বাস্তবায়নের দাবিতে এ পর্যন্ত দেশের ১২৫টি চা বাগানে শ্রমিকরা দুই ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করেছে।

সমকাল
শনিবার
১৯ মে ২০১৮

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা করার দাবি

■ **সমকাল প্রতিবেদক**

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বোর্ডের কার্যক্রম বিলম্বিত না করে ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র। গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে সংগঠনটি এ দাবি জানায়।

সংগঠনের সভাপতি মন্টু ঘোষের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার, কার্যকরী সভাপতি কাজী রুহুল আমীন, কেন্দ্রীয় নেতা সাদেকুর রাহমান শামীম, ইকবাল হোসেন, মঞ্জুর মইন, আশিয়ানা গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শাহানাজ প্রমুখ।

সমাবেশে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা ছাড়াও ২০ রমজানের মধ্যে বেসিকের সমান ঈদ বোনাস ও বকেয়া পরিশোধের দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া মজুরি আন্দোলন দমনে শ্রমিক ও গার্মেন্ট টিইউসি নেতাদের নামে দায়ের করা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার এবং কারাবন্দি আশিয়ানা গার্মেন্ট শ্রমিক রাসেল ও মুন্নার মুক্তির দাবিও জানানো হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার
১১ মে ২০১৮

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

দিনাজপুর প্রতিনিধি

পানি নিষ্কাশন বন্ধ হয়ে বোরো ধান তলিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে ফুলবাড়ীর লক্ষ্মীপুর বাজার মোড়ে, দিনাজপুর-ঢাকা মহাসড়কের গাছ কেটে গতকাল অবরোধ করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। অবরোধের ফলে সড়কের দুই ধারে অর্ধ শতাধিক যানবাহন আটকা পড়ে। পরে উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ খুরশিদ আলম মতি ও ইউএনও আবদুস সালাম চৌধুরী পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

প্রথম আলো রোববার, ১৩ মে ২০১৮

বেতনের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

বকেয়া বেতনের দাবিতে মিরপুরে গতকাল শনিবার দিনভর রাস্তা অবরোধ করে রাখেন একটি গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকেরা। পরে রাতে নিজেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মারামারি শুরু করলে পুলিশ তাঁদের ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চলতি মাসে সময়মতো বেতন না হওয়ায় গত কয়েক দিন ধরেই বিক্ষোভ করে আসছিলেন মিরপুর ২ নম্বরে অবস্থিত আনিকা গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল সকালে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে এসে তাঁরা রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান নেন। একপর্যায়ে মালিকপক্ষ ১৫ মে বেতন দিতে সম্মত হয়। তখন এর পক্ষে ও বিপক্ষে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেন শ্রমিকেরা। পুলিশের মিরপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) মুহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, শ্রমিকেরা গার্মেন্টসের সামনে রাস্তায় আগুন ধরিয়ে দেন। পুলিশ বাধা দিলে তাঁরা পুলিশের ওপরও চড়াও হন। রাত নয়টার দিকে পুলিশ তাঁদের ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংবাদ
শনিবার ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Saturday 26 May 2018

জামালপুরে

গার্মেন্টস কর্মী হত্যার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ : গাড়ি ভাঙচুর

প্রতিনিধি, জামালপুর

জামালপুরের মেলান্দহে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে জাকির হোসেন (৩৭) নামে এক গার্মেন্ট কর্মীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার নাংলা গ্রামে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত মামুনের শ্যালক রবিন মাহমুদকে (৩৮) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। আবুল কাশেমের ছেলে নিহত জাকিরের বাড়ি মেলান্দহের চরবানী পাকুরিয়া ইউনিয়নের উত্তর চর পলিশা গ্রামে। গার্মেন্ট কর্মী জাকির হত্যার প্রতিবাদ, খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার দুপুর ১২টায় জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়ক ৩ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে এলাকাবাসী। এ সময় ৬-৭টি গাড়ি ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধ জনতা। নিহতের খালাতো ভাই শাহিন মিয়া জানিয়েছে, নিহত জাকির ও তার স্ত্রী চায়না বেগম নারায়ণগঞ্জের মডেল গার্মেন্টেসে কাজ করতো। দুই দিন আগে বাড়িতে বেড়াতে আসে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মামুন তাকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যায়। তারপর আর বাড়ি ফিরে আসেনি। সকাল আমার খবর পাই মেলান্দহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে লাশ পড়ে আছে। রাতে খুনিরা জাকিরের মৃতদেহ হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যায়। কর্তব্যরত ডা. মোহাম্মদ মাঈনুদ্দিন বলেন, রাতে কিছু লোক জাকিরকে নিয়ে আসলে আমরা ডেডবডি গ্রহণ করি। নিহতের গলায় ও হাতে আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। নিহত জাকিরের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেছে। বিক্ষোভরত এলাকাবাসী জানায়, মামুন ৬ মাস আগেও জাকিরের ওপর হামলা করে রক্তাক্ত জখম করেছিল। এ ব্যাপারে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মামুন জাকিরকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যায়। তারা অভিযোগ করেন, কোন তদন্ত ও লাশের ময়না তদন্ত ছাড়াই পুলিশ কিভাবে অপমৃত্যুর মামলা নেয়? খুনিদের বাঁচতে হত্যাকাণ্ডটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করছে মেলান্দহ থানার ওসি। মেলান্দহ থানার ওসি আজিজুর রহমান বলেন, হত্যাকাণ্ডের নিয়মিত মামলা ও খুনিদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় এলাকাবাসী। অভিযুক্ত মামুন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। জাকিরকে অতিরিক্ত মাদক সেবন করিয়ে হত্যা করে বলে প্রাথমিক ধারণা করেছেন তিনি।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার
২৪ মে ২০১৮ । ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

বকেয়া বেতনের দাবি

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বকেয়া বেতন ভাতার দাবিতে পুরান ঢাকার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা বন্ধ করে কর্মবিরতি পালন করেছেন সেখানকার চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ড বয় ও কর্মচারীরা। গতকাল সকাল ১০টা থেকে দুপুর পর্যন্ত চলা তাদের এই আন্দোলনে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ রোগীদের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, হাসপাতালের সব ফটক বন্ধ করে নিচতলায় নার্স ও কর্মচারীরা মাথায় 'বেতন চাই' লেখা কাপড় পরে বসে কর্মবিরতি পালন করেন। এ সময় তারা দাবি আদায়ে নানা স্লোগান ও বক্তব্যও দেন। কর্মবিরতি চলাকালীন সময়ে ফটক বন্ধ দেখে ফিরে গেছেন চিকিৎসাসেবা নিতে আসা প্রায় দেড় শতাধিক রোগী। বকেয়া বেতন না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত সব কাজ বন্ধ করে আন্দোলন করবেন বলেও ঘোষণা দেন হাসপাতাল-কর্মীরা। আন্দোলনরতদের অভিযোগ, গত ৩-৫ মাস ধরে হাসপাতালটিতে কর্মরত ৫৭৩ জন চিকিৎসক, নার্স ও কর্মচারীর বেতন বকেয়া। কেউ কেউ দেড় বছর ধরেও নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না।

সংবাদ
সোমবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Monday 21 May 2018

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি

আল্টিমেটামের শেষ দিন আজ ফটকের সামনে শ্রমিকদের অবস্থান-বিক্ষোভ

দুই জিএমসহ ১৪ জনকে আসামি করে মামলা

আশরাফ পারভেজ, (ফুলবাড়ী) দিনাজপুর

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর পার্শ্ববর্তী বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি শ্রমিক ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা ১৯ দফা দাবিতে অষ্টম দিনের মতো গতকালও কয়লাখনির প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ-সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন। এতে কয়লাখনির স্বাভাবিক কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৫ মে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে খনি কর্মকর্তাদের সংঘর্ষ ঘটনায় খনি কর্তৃপক্ষের দায়ের করা দুইটি মামলার পর আন্দোলনরত শ্রমিকদের সংগঠন বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান বাদী হয়ে গতকাল খনির মহাব্যবস্থাপক-জিএম (পিএন্ডপি) এবিএম কামরুজ্জামান ও মহাব্যবস্থাপক-জিএম (প্রশাসন) মো. আবুল কাশেম প্রধানীয়াসহ ১৪ জনকে আসামি করে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন। খনি কর্তৃপক্ষের দাবি, আন্দোলনকারীদের কারণে খনির অভ্যন্তরে অবস্থানরত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ তাদের পরিবার পরিজন অবরুদ্ধ হয়ে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছেন। পুলিশের হেফাজতায় পরিবারগুলোর জন্য খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। একই অবস্থায় রয়েছেন খনিতে অবস্থানকারী ৩০০ জন বিদেশি খনি বিশেষজ্ঞ। এদিকে সংঘাত এড়ানোসহ খনি এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে খনির বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আন্দোলনরত শ্রমিকদের সংগঠন বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান, ক্ষতিগ্রস্ত ২০ গ্রামের সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক মশিউর রহমান বুলবুল ও মিজানুর রহমান মিজান বলেন, আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে কর্তৃপক্ষ হামলা, মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুইতেই আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা বাড়ি ফিরবে না। বরং আন্দোলনের ধারাকে আরো তীব্রতর করা হবে। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলাসহ মারপিট ঘটনায় খনির দুই জিএমসহ ১৪জনকে আসামি করে আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। খনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী হাবিব উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, খনির কার্যক্রমকে অচলাবস্থায় ফেলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতেই একটি মহলের উসকানিতে এই অযৌক্তিক আন্দোলন চালানো হচ্ছে। আন্দোলনকারী শ্রমিকরা চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তারা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দাবি নিয়ে কথা না বলে বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষকে জিম্মি করে দাবি আদায়ের অপকৌশল চালাচ্ছে।

সমকাল
সোমবার
২১ মে ২০১৮

তেঁতুলিয়া হাইওয়ে ওসির প্রত্যাহার দাবি

পঞ্চগড়ে আজ থেকে পরিবহন ধর্মঘট

■ পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া হাইওয়ে থানা পুলিশের ওসি এনামুল হকের অপসারণসহ ৫ দফা দাবিতে সোমবার সকাল ৬টা থেকে যৌথভাবে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে মোটর মালিক ও শ্রমিকদের পাঁচটি সংগঠন। রোববার সন্ধ্যায় জেলা মোটর মালিক সমিতি কার্যালয়ে এক জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে জেলার সব ক'টি রুটে বাস, ট্রাক, কোচসহ সব প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানান মোটর মালিক ও শ্রমিক নেতারা। তিন দিন আগে শহরে মাইকিং করে তারা এই ধর্মঘটের আলটিমেটাম দেন।

এ নিয়ে রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে জরুরি বৈঠক আহ্বান করে জেলা প্রশাসক মো. জহিরুল ইসলাম। বৈঠকে তেঁতুলিয়া হাইওয়ে থানার ওসি এনামুল হকের বিরুদ্ধে ট্রাকে পাথর ও বালু ওভার লোডিংয়ের নামে গাড়ি চালকদের হয়রানির অভিযোগ এনে তাকে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ গোলাম আজম বলেন, আমরা তাদের পবিত্র রমজান উপলক্ষে হলেও ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু তারা আমাদের কোনো কথা না মেনে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

জেলা মোটর মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আপেল মাহমুদ বলেন, ওসি এনামুল হক অবৈধ সুবিধা নিয়ে ট্রাকচালকদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। আমরা তাকে প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রাখব।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৭ ১০ মে, ২০১৮

পটুয়াখালী: বরগুনায় ৭১ টিভির সাংবাদিকের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন —ইত্তেফাক

বরগুনায় সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদ

■ পটুয়াখালী প্রতিনিধি

বরগুনায় ৭১ টিভির জেলা প্রতিনিধি মো. ইমরান হোসেন টিটুর ওপর দুর্বৃত্তদের হামলার প্রতিবাদ ও হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বুধবার পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করা হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীসহ বিভিন্ন স্তরের লোকজন এতে অংশগ্রহণ করেন।

পটুয়াখালী প্রেসক্লাব ও ৭১ টিভি দর্শক ফোরামের আয়োজনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শৈলেন চন্দ, প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া হুদয়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জালাল আহাম্মেদ, সাবেক সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস, শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চন্দ, ৭১ টিভির পটুয়াখালী জেলা প্রতিনিধি আহসানুল কবির রিপন প্রমুখ।

বরগুনা (উত্তর) প্রতিনিধি জানান, একাত্তর টেলিভিশনের বরগুনা প্রতিনিধি ইমরান হোসেনের ওপর হামলার প্রতিবাদে বরগুনায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন হয়েছে। বরগুনা জেলা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের উদ্যোগে এবং বরগুনা প্রেসক্লাব ও বরগুনা জেলা অনলাইন সাংবাদিক ফোরামের সহযোগিতায় বুধবার এ কর্মসূচি পালন হয়। মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য দেন, বরগুনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন মনোয়ার, বরগুনা জেলা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মো. জাফর হোসেন হাওলাদার, বরগুনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, জেলা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সোহেল হাফিজ, বরগুনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হাসানুর রহমান ঝন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফা কাদের প্রমুখ।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Thursday 17 May 2018

কালিয়াকৈরে বকেয়ার দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের অবস্থান

প্রতিনিধি, কালিয়াকৈর (গাজীপুর)

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচকা শিল্পাঞ্চলের হাইড্রোস্কাইড নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের দাবিতে গত মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কারখানার সামনে শ্রমিকরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। এ সময় শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করলে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে ঘটনাস্থলে শিল্প-পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শিল্প-পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকরা জানান, গত ৪ এপ্রিল বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ ২ শতাধিক শ্রমিক ছাঁটাই করে। এছাড়া ৫৭ জনের নাম উল্লেখ করে আড়াই শতাধিক শ্রমিকদের মামলা দায়ের করেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। ২২ এপ্রিল বিজিএমই'র কর্মকর্তা, কারখানা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে শ্রম আইন অনুযায়ী ১৫ মে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের সমস্ত পাওনা পরিশোধের সমঝোতা হয়। সমঝোতা অনুযায়ী মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় গেটে পাওনাদি নেয়ার জন্য আসে। গেটে এসে পাওনা পরিশোধ হবে না জানতে পারে তারা।

কালের কণ্ঠ রবিবার। ৬ মে ২০১৮

নান্দাইলে শিক্ষকের মৃত্যুর প্রতিবাদে মানববন্ধন

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ ▷

সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল শিক্ষকের মৃত্যুর প্রতিবাদে ময়মনসিংহের নান্দাইলে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা প্রায় দুই ঘণ্টা নান্দাইল-তাড়াইল সড়ক অবরোধ করে রাখে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি পালন করে।

গত বৃহস্পতিবার ওই সড়কে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মৃত্যু হয় নান্দাইল রোড উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (৪৫)। ওই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নান্দাইল-তাড়াইল সড়কে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। কারণ হিসেবে তারা বলে, ওই সড়কে অনেকেই বেপরোয়া গতিতে অটোরিকশা, পাওয়ার ট্রলি ও নছিমন চালায়। এতে করে গত দুই মাসে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। শিক্ষার্থীদের দাবি, ওই সড়কে ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে। এদিকে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে রাখায় গতকাল ওই সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়।

সংবাদ
Wednesday 23 May 2018

বকেয়া বেতনের দাবিতে সিদ্ধিরগঞ্জে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ কর্মবিরতি

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সিদ্ধিরগঞ্জের পুল এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে প্যাপিলন নিট কম্পোজিট লি. নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ, নারায়ণগঞ্জ-আদমজী-ডেমরা সড়ক অবরোধ ও কর্মবিরতি পালন করেছেন। শ্রমিকরা গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষের লোকজন বকেয়া বেতন দেয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়। পুলিশ ও শ্রমিকরা জানায়, সিদ্ধিরগঞ্জ পুলের এমএস টাওয়ারে অবস্থিত প্যাপিলন নিট কম্পোজিট লি. কারখানার ইউনিট-২ এ ২৮০ শ্রমিক কাজ করছে। শ্রমিকদের এপ্রিল-২০১৮ইং মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। এ বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা সকাল ৮টায় কারখানায় এসে কাজে যোগ না দিয়ে কর্মবিরতি পালন শুরু করে। পরে শ্রমিকরা বেতন পাওয়ার আশ্বাস না পেয়ে সকাল সাড়ে ১০টায় নারায়ণগঞ্জ-আদমজী-ডেমরা সড়কে গিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও থানা পুলিশ ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশের কর্মকর্তারা শ্রমিকদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে কারখানার ভেতরে নিয়ে গেলে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। বেলা ১টায় মালিক পক্ষের লোকজন পুলিশের উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বেতন দেয়ার আশ্বাস দেন। পরে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন। নারী শ্রমিক শাহনাজ বেগম জানান, সর্বশেষ ১৫ মে আমাদের বকেয়া বেতন দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্তও বেতন পরিশোধ করা হয়নি। ফলে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি। আমরা এক ঘণ্টা রাস্তায় অবস্থান করেছি। প্যাপিলন নিট কম্পোজিট লি. কারখানার পরিচালক (মার্কেটিং ও অপারেশন) ফারুক হোসেন জানান, শ্রমিকদের এক মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। আমাদের ফ্যাক্টরি স্থাপনের ৪ বছরেও এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নজরুল ইসলাম জানান, শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তারা অল্প কিছু সময় রাস্তায় ছিল। পরে আমরা তাদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফ্যাক্টরির ভেতরে নিয়ে আসি। মালিকপক্ষ বৃহস্পতিবার বকেয়া বেতন দেয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা শান্ত হয়ে কাজে যোগ দেয়।

NEW AGE MONDAY, MAY 7, 2018,

HAWKER'S DEATH IN EVICTION DRIVE

Compensation, punishment of the accused demanded

Staff Correspondent

BANGLADESH Hawker Sangram Parishad on Sunday demanded Tk 50 lakh as compensation for the hawker who died during an eviction drive by Dhaka South City Corporation at the north gate of Baitul Mukkaram National Mosque in the capital on Saturday.

Leaders of the Parishad, a platform of 18 hawkers' organisations, also demanded exemplary punishment of the accused or they would launch tougher movement.

The Parishad convener, Abul Hosen, came up with the demands from a rally in front of National Press Club protesting at the death of Jamal Hossain, 65, of village Shikarikanda under Kotwali police station in Mymensingh.

Jamal who used to sell sherbet at the north gate of the mosque died on the spot while the city corporation ran an eviction drive against the street vendors in the area.

The Parishad leaders claimed that victim Jamal was one of their leaders who died about 1:00pm as he was hit by the city corporation's bulldozer while he was trying to save his goods.

Police, however, said that Jamal fell sick while he was trying to save his goods and was declared dead as he was taken to Dhaka Medical College Hospital.

The city corporation authorities declined to make any comment on the issue.

The mayor cancelled his scheduled cleaning drive in the Baitul Mukarram area without any notice although DSCC public relations office on Saturday had told the reporters about the programme.

The Parishad convener Abul Hosen from the rally asked why the city corporation had brought bulldozer to evict hawkers on a holiday.

He said that the responsibility of the government was to identify the perpetrators and ensure justice.

He criticised the Dhaka south city mayor Khokon for doing nothing for rehabilitating the evicted hawkers even after a year although he had promised to do so.

He declared that as the mayor failed to rehabilitate the hawkers, they would run the business on the city walkways during Ramadan.

Member secretary of the organisation Sekendar Hayat, alleged that the city corporation killed Jamal under the wheel of bulldozer in a planned way.

He said Sayeed Khokon was never a city mayor, rather a killer of the city's poor business people.

Its leader Kamal Siddiky and Iman Uddin among others spoke.

Immediately after the death of Jamal the vendors at Gulistan and Paltan areas brought out a protest procession.

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ১০ মে ২০১৮,

শেভরনের বিরুদ্ধে বিনা নোটিশে কর্মী ছাঁটাইয়ের অভিযোগ

সিলেট অফিস

তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়নে নিয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেভরন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিনা নোটিশে নিরাপত্তাকর্মীদের চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে সিলেট প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন চাকরিচ্যুত নিরাপত্তাকর্মীরা। লিখিত বক্তব্যে চাকরিচ্যুত নিরাপত্তা পর্যবেক্ষক মো. জুবের আহমদ বলেন, নিরাপত্তাকর্মীদের শেভরন বাংলাদেশ কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য বারবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দিলেও তারা নানা টালবাহানা করতে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বছরের পর বছর বিষয়টি ঝুলন্ত থাকার পর ২০১৬ সালে ১৮ ডিসেম্বর সিলেটের লাক্কাতুরায় শেভরনের মূল ফটকের সামনে ১১ দফা দাবি নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। কিন্তু দাবি না মানায় ২২১ জন কর্মী শ্রম আদালতের শরণাপন্ন হন।

আদালত শুনানি শেষে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ২২১ জনের কাউকে বদলি বা চাকরিচ্যুত না করার নির্দেশ দেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে শেভরন কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতে আবেদন করলে আদেশটি স্থগিত করা হয়। পরে বাদীপক্ষের আবেদনে একবার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলেও পরবর্তী সময়ে আবারও তা পুনর্বহাল করা হয়। এই অবস্থায় শেভরন কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তাকর্মীদের ছাঁটাই শুরু করেছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহালসহ ১১ দফা দাবি বাস্তবায়ন এবং মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আর কাউকে চাকরিচ্যুত না করার দাবি জানানো হয়।

এদিকে, সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরা অভিযোগের বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে শেভরন বাংলাদেশের জনসংযোগ ব্যবস্থাপক শেখ জাহিদুর রহমান বলেন, অভিযোগকারীরা কেউই স্থায়ী কর্মী ছিলেন না। তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে তাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছিল।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। ১৯ মে ২০১৮। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
২ রমজান ১৪৩৯। বর্ষ ৯। সংখ্যা ১২৮

বকেয়া বেতন-ভাতা দাবি

রূপগঞ্জে শ্রমিক বিক্ষোভ

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে ফেব্রিমার্ক বিডি নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। উত্তেজিত শ্রমিকরা মিছিল ও রাস্তা অবরোধ করে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কাঞ্চন দক্ষিণ বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও এলাকাবাসী জানায়, পাঁচ বছর আগে কাঞ্চন দক্ষিণ বাজার এলাকায় পোশাক তৈরি কারখানা 'ফেব্রিমার্ক বিডি' গড়ে ওঠে। কারখানায় প্রায় ১৭৫ জন শ্রমিক কাজ করে আসছে। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল হাসান মিরাজসহ মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন 'দেই-দিচ্ছি' বলে টালবাহানা করে আসছে।

গতকাল বিকেলে মালিকপক্ষ কারখানার মেশিনপত্র পিকআপ ভ্যানে করে নিয়ে যেতে থাকে। শ্রমিকরা খবর পেয়ে পেয়ে ভ্যানটি আটকে দেয়, বিক্ষোভ করে রাস্তা অবরোধ করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে শান্ত করে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২১ মে ২০১৮।

পাওনা পরিশোধের দাবি

কালিয়াকৈরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনসহ সব পাওনা পরিশোধের দাবিতে পোশাক শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। গতকাল রবিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ এলাকার আয়মন টেক্সটাইল অ্যান্ড হোসিয়ারি লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা এ কর্মসূচি পালন করে। শ্রমিকদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ কারখানার মালিকানা অন্য মালিকের কাছে গোপনে হস্তান্তর করার পর থেকে তাদের পাওনা পরিশোধ নিয়ে টালবাহানা করছে।

শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পল্লী বিদ্যুৎ এলাকার আয়মন টেক্সটাইল অ্যান্ড হোসিয়ারি লিমিটেড বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে—এমন খবরে কয়েক দিন ধরে কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ চলে আসছে। এরই মধ্যে কারখানার ডায়িং ও নিটিং সেকশন চালু থাকলেও গার্মেন্ট সেকশন বন্ধ রাখা হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি, গার্মেন্ট সেকশনও চালু রাখতে হবে। দুই মাস ধরে শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে না। এ ছাড়া শতাধিক কর্মকর্তার এক বছরের বেশি সময়ের বেতন বাকি রয়েছে বলে অনেকেই জানিয়েছে। গতকাল হঠাৎই কারখানা গেটে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ টাঙিয়ে দেয়। সকালে কারখানায় যথারীতি কাজে যোগ দিতে এসে বন্ধের নোটিশ পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শ্রমিকরা। পরে কারখানার ভেতরে-বাইরে শ্রমিকরা জড়ো হয়ে দুই মাসের বকেয়া বেতন ও শ্রম আইন অনুযায়ী সব পাওনা পরিশোধের দাবিতে অবস্থান ও বিক্ষোভ শুরু করে। ঘটনাস্থলে শিল্প পুলিশ ও থানা পুলিশ পৌঁছে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দিলে দুপুর ২টার দিকে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তবে কারখানা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল। কারখানার ভেতরে-বাইরে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে কারখানায় গিয়ে কোনো কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়নি। তাঁদের মোবাইল ফোন নম্বরও বন্ধ পাওয়া যায়।

শ্রমিক বকুল, হালিম ও ফরিদা বলেন, তাঁরা শুনেছেন মালিক কারখানা বিক্রি করে দিয়েছেন। তবে কারখানার ডায়িং ও নিটিং সেকশন চালু রয়েছে, বন্ধ রাখা হয়েছে গার্মেন্ট সেকশন। শ্রমিকদের চলতি মাসসহ দুই মসের বেতন, ঈদ বোনাস, বেসিক বেতন ও কারখানা বন্ধ করে দিলে নিয়ম অনুযায়ী ১২০ দিনের বেতন পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা দিচ্ছে না।

শিল্প পুলিশ গাজীপুর-২-এর সহকারী পুলিশ সুপার মকবুল হোসেন বলেন, কারখানা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে কি না জানা নেই। মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করা হবে।

এ প্রতিবেদন পাঠানো পর্যন্ত কারখানার সামনে শ্রমিকদের অবস্থান করতে দেখা গেছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Dhaka : Friday 25 May 2018

৬ দফা দাবিতে রংপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জনসভা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিড়ি শিল্পকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণাসহ ছয় দফা দাবি নিয়ে রংপুরে শ্রমিক সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। সংগঠনের সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসির সভাপতিত্বে গতকাল দুপুরে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে শ্রমিকদের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন সমাবেশের প্রধান অতিথি রংপুর সিটি মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা। তিনি বলেন, বিড়ি শিল্প বন্ধ হলে দেশের ৩০ লাখ মানুষ বেকার হয়ে যাবে, রংপুরের শ্রমিক ভাই-বোনেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সরকার মানুষের অধিকার নিশ্চিৎ করতে চায়, তাদের মেরে ফেলতে নয়, এদেশে সিগারেট শিল্প থাকলে বিড়ি শিল্পও থাকবে। গতকাল ফেডারেশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এ সময় বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এমকে বাঙালি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হেরিক হোসেন, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মণ্ডল, জেলা জাতীয় পার্টির সিনিয়র সহ-সভাপতি শামছুল আলম, কেন্দ্রীয় শ্রমিক নেতা শামিম হোসেনসহ অন্য নেতারা।

ছয় দফা দাবিগুলো হলো- ১. দেশে সিগারেট যতদিন থাকবে, বিড়ি শিল্পও ততদিন থাকবে। ২. প্রতি হাজার বিড়ি তৈরি মজুরি ১০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। ৩. প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪১ সালের আগে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বিড়ি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বন্ধ করা যাবে না, ২০ লাখ বিড়ি শ্রমিক ও ১০ লাখ তামাক চাষিকে বেকার করা চলবে না। ৪. ভারতের ন্যায় বিড়ি শিল্পকে 'কুটির শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। ৫. ভারতের ন্যায় প্রতি হাজার বিড়িতে শুল্ক ১৪ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। ৬. যেসব বিড়ি কারখানা ২০ লাখ শলাকার কম উৎপাদন করে তাদের করমুক্ত রাখতে হবে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৭ মে ২০১৮
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

কারখানা বন্ধের প্রতিবাদ

রূপগঞ্জে শ্রমিকদের অবরোধ

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে নোটিশ ছাড়া গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে মিতা স্পিনিং মিল নামে একটি কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বুধবার বিকালে উপজেলার সাওঘাট কাতরারচক এলাকায় এ শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। স্থানীয় এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাওঘাট কাতরারচক এলাকার মিতা স্পিনিং মিলে প্রায় শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। কারখানার মালিক শ্রমিকদের মঙ্গলবার রাতে বেতন-ভাতা পরিশোধ করে দেন। কিন্তু বুধবার সকালে শ্রমিকরা কাজে এসে দেখে স্পিনিং মিলের গেটে তালা ঝুলছে। এরপর শ্রমিকরা প্রথমে ম্যানেজার বাবুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এতে কোনো উত্তর দেননি। এতে শ্রমিকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরে বুধবার বিকালে শ্রমিকরা রাস্তায় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সাওঘাট-আড়াইহাজার রোডে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শ্রমিকরা অভিযোগ করে জানান, তারা অনেকেই মিল মালিক পক্ষের কাছে বকেয়া ও বেতন-ভাতা ও হাজিরা বোনাস পান। এসব বকেয়া ও বেতন-ভাতা ও হাজিরা বোনাস পরিশোধ না করে পরিকল্পিতভাবে মিল বন্ধ করে দেয়। তুলতা ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর এইচএম জসিম উদ্দিন জানান, তিনি মালিকপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শ্রমিকদের সমন্বয়তো হাজিরা ও বেতন দেয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল বন্ধ করে দেন। পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত রয়েছে বলেও জানান তিনি। স্পিনিং মিলের মালিক নজরুল ইসলাম জানান, কোনো কাঁচামাল না থাকায় মিলটি বন্ধ রাখা হয়েছে। মাল এলেই চালু করা হবে।

প্রথম আলো
শনিবার, ১২ মে ২০১৮

ন্যায্য মজুরির দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

রি-রোলিং ও স্টিল মিল শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবিতে সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের ২ নম্বর পাগলা ভাঙ্গারপুল এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয়।

রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট পাগলা শিল্পাঞ্চল শাখার সভাপতি মো. মোস্তফার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম, জেলা কমিটির সভাপতি জামাল হোসেন, পাগলা আঞ্চলিক শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রব্বানী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সহসভাপতি এম এ মিল্টন প্রমুখ।

সমাবেশে আবু নাঈম বলেন, রি-রোলিং ও স্টিল মিলে শ্রমিকেরা এখনো ৮০-১২০ টাকা দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন। তাঁদের কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট নেই। সাপ্তাহিক ছুটি, সরকারি ছুটি নেই। ২০১১ সালে সর্বশেষ মজুরিকাঠামো ঘোষিত হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি। আইন অনুযায়ী পাঁচ বছর পর নতুন মজুরিকাঠামো ঘোষণা হওয়ার কথা থাকলেও এ বিষয়ে সরকার বা মালিকদের কোনো উদ্যোগ নেই। বর্তমান সময়ের দ্রব্যমূল্য আর জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করে নতুন মজুরিকাঠামো দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঘোষণা করা প্রয়োজন।

আবু নাঈম বলেন, রি-রোলিং ও স্টিল মিলের কাজ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় প্রায়ই শ্রমিকেরা দুর্ঘটনার শিকার হন। কিন্তু শ্রমিক নিয়োগ-পরিচয়পত্র না থাকায় ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হন ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকেরা। মালিকেরা কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ রাখেননি। অবিলম্বে রি-রোলিং মিল শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিয়োগপত্র, কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২
১০ মে ২০১৮

গাজীপুর: বুধবার বিকালে গাজীপুরে বিড়ি শিল্প রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন —ইত্তেফাক

গাজীপুরে বিড়ি শিল্প রক্ষায় মানববন্ধন

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বিড়ি শিল্প রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে ঘন্টাব্যাপি এ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচি শেষে বিক্ষোভকারীরা জেলা প্রশাসকের বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মানববন্ধনে গাজীপুর বিড়ি শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ মজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মমিনুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আকরাম হোসেন এবং সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তামাক ও বিড়ি শিল্পের সাথে লাখ লাখ শ্রমিক জড়িত। বিড়ি শিল্প যুগ যুগ ধরে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। কিন্তু এই শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। তাই আমাদের বাচাঁতে হলে বিড়ি শিল্পকে বাচাঁতে হবে। আগামি দিনে ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষে বিড়ি শিল্প বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে তারা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

সমকাল
শনিবার
১২ মে ২০১৮

সব প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকরের দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানে বেতনসহ ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকরসহ পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছেন নারীরা। মা দিবস উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম আয়োজিত সমাবেশে তারা এ দাবি জানান।

অন্যান্য দাবি হলো– নারী ও শিশু নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যা বন্ধ করতে হবে, গৃহস্থালি কাজের মূল্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, প্রতিষ্ঠান ও এলাকাভিত্তিক ডে কেয়ার সেন্টার চালু করতে হবে এবং বয়স্ক অসহায় মায়েদের জন্য সরকারি উদ্যোগে জেলায় জেলায় পরিচর্যাকেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বাড়ছে। বৃদ্ধা, মা বা শিশুকন্যা কারও রেহাই মিলছে না। এর কারণ সমাজে নারীর সঠিক মর্যাদা নেই। যেখানে নারীই মর্যাদা পাচ্ছে না, সেখানে একজন মা কীভাবে সম্মানীত হবেন? ঘরের কাজেও মায়ের অবদানের কোনো মূল্যায়ন নেই। সন্তান ধারণ, সন্তানের শিক্ষা, বিয়েসহ কোনো বিষয়ে পরিবারে মায়ের মতামতের গুরুত্ব দেয় না।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সভাপতি রওশন আরা রুশোর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক শম্পা বসু, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা শামসুন নাহার জোছনা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মুক্তা বাড়ৈ প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১৮ মে ২০১৮।

চার দফা দাবিতে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের স্মারকলিপি

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে চার দফা দাবি নিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। শ্রমিক-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে গত বুধবার এনবিআর চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা। ফেডারেশনের সভাপতি আমিন উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক এম কে বাঙালি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক হেরিক হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এর আগে সকালে এনবিআর কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতারা। এ সময় বক্তারা আসন্ন ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে তাঁদের চার দফা দাবি বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেন। দাবিগুলো হলো দেশে সিগারেট যত দিন থাকবে, বিড়িশিল্পও তত দিন রাখা, ভারতের মতো বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণা, প্রতি হাজার বিড়িতে শুল্ক ১৪ টাকা নির্ধারণ এবং যেসব বিড়ি কারখানা ২০ লাখ শলাকার কম উৎপাদন করে তাদের করমুক্ত রাখা।

মানববন্ধনে আমিন উদ্দিন বলেন, ১৫ বছর ধরে বিড়িশিল্প বৈষম্যের শিকার। নদীভাঙন এলাকা, মঙ্গা অধিভুক্ত এলাকা যেখানে বেলে মাটিতে তামাক ছাড়া অন্য ফসল হয় না সেখানকার চাষি, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদক এম কে বাঙালি বলেন, দেশে বিড়ি বন্ধ করলে পাশের দেশ ভারত ও মিয়ানমার হতে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে বিড়ি ঢুকবে, এতে সরকার রাজস্ব হারাবে।

প্রথম আলো শুক্রবার, ২৫ মে ২০১৮,

তৈরি পোশাকশিল্প

২০ রোজার মধ্যে শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মূল মজুরির সমপরিমাণ ঈদ বোনাস এবং জুন মাসের অর্ধেক মজুরি ২০ রোজার মধ্যে দেওয়ার দাবি করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি।

সাভারে রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় দায়ী ভবনমালিক সোহেল রানাসহ সংশ্লিষ্ট সবার শাস্তির দাবিতে প্রতি মাসের ২৪ তারিখ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি। গতকাল বৃহস্পতিবার সাভারে ধসে যাওয়া ভবনের সামনে সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা মানববন্ধনে সোহেল রানাসহ সংশ্লিষ্ট সবার শাস্তির পাশাপাশি ২০ রোজার মধ্যে ঈদ বোনাস, জুন মাসের অর্ধেক মজুরি পরিশোধ এবং ১৬ হাজার টাকা নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করার দাবি করেন।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি সাভার শাখার নেতা আলম মাতব্বরের সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, দপ্তর সম্পাদক কলিমুল্লাহ, সাভার শাখার সংগঠক সেলিনা আক্তার প্রমুখ। সংগঠনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

শ্রমিকনেতারা অভিযোগ করে বলেন, রমজান মাস হলেও শ্রমিকদের ভোর ৬টা থেকে রাত ৮-৯টা পর্যন্ত কাজ করানো হচ্ছে। সাপ্তাহিক ছুটিও জুটছে না শ্রমিকদের।

মজুরির বিষয়ে শ্রমিকনেতারা বলেন, পোশাকশিল্পের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তবে প্রথম বৈঠক করার পরেই ঝুলে গেছে বোর্ডের কার্যক্রম। এখন পর্যন্ত মালিক বা শ্রমিক—কোনো পক্ষই প্রস্তাব উত্থাপন করেনি। তাঁরা বলেন, অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার ও শিল্পের উৎপাদনশীলতার বিকাশের স্বার্থেই শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা করতে হবে।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ৩১ মে ২০১৮,

নারায়ণগঞ্জ

শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জে বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে রিতীকা নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছেন। পরে তাঁরা জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দেন। গতকাল সকালে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান করেন শ্রমিকেরা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, শহরের টানবাজার এলাকার রিতীকা নিটওয়্যার লিমিটেডের মালিক শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে হঠাৎ ৭ মে থেকে কারখানাটি বন্ধ করে দিয়েছেন।

সংবাদদাতা, নারায়ণগঞ্জ

প্রথম আলো রোববার, ২০ মে ২০১৮,

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক

সীতাকুণ্ডে ওজন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম ও*
প্রতিনিধি, *সীতাকুণ্ড ও দাউদকান্দি*

প্রথমে এক ট্রাকচালক ও সহকারীকে মারধর। পরে পরিবহনশ্রমিকের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে ভাঙচুর। এরপর টোল আদায়কারীদের সঙ্গে পরিবহনশ্রমিকদের সংঘর্ষ। সব মিলে সাড়ে তিন ঘণ্টা বন্ধ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক।

ঘটনাস্থল: ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার বড় দারোগাহাট এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন (পণ্যবাহী গাড়ির ওজন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র)।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনে এক ট্রাকচালক ও সহকারীকে

ট্রাকচালককে মারধরের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ পরিবহনশ্রমিকেরা ওজন স্কেলের বক্স অফিস ভাঙচুর করছে। গতকাল দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ডের বড়দারোগাহাট এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনে। ছবি : প্রথম আলো

সীতাকুণ্ডে ওজন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মারধর করেন টোল আদায়কারীরা। এতে একজন পরিবহনশ্রমিকের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ পরিবহনশ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে গাড়ির ওজন মাপার বক্স অফিস, কম্পিউটারসহ সরঞ্জামাদি ভাঙচুর করেন। এ সময় টোল আদায়কারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে গেলে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে পরিবহনশ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ।

পরে শ্রমিকদের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠক করে স্থানীয় পুলিশ। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় মহাসড়কে আবার যান চলাচল শুরু হয়। তবে মহাসড়কের এই অংশে জট ছাড়তে আরও দুই ঘণ্টা লেগে যায়। বেলা আড়াইটার দিকে ওই অংশটি যানজটমুক্ত হয়।

গতকালের সংঘর্ষে ট্রাকচালক হুমায়ুন কবির ও সহকারী মোহাম্মদ সজীব আহত হন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সকালে সংঘর্ষ শুরু হলে পরিবহনশ্রমিকেরা মহাসড়কের বড় দারোগাহাট অংশে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। ফলে মহাসড়কে আবার যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) মশিউদ্দৌলা রেজা ও সীতাকুণ্ড সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শম্পা রানী সাহাসহ পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে পরিবহনশ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে।

আহত চালক হুমায়ুন কবির প্রথম আলোকে বলেন, তিনি গাড়ি চালিয়ে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। টোল আদায়কারীদের একজন এসে তাঁকে ওজন পরিমাপের লাইন দিয়ে যেতে বলেন। এ সময় তিনি টোল আদায়কারীকে বলেন, নির্ধারিত ওজনের চেয়ে কম মালামাল ট্রাকে নেওয়া হয়েছে। তাই ওই লাইনে যেতে হবে না। এরপর তাঁর কাছে ৫০০ টাকা দাবি করেন টোল আদায়কারী। টাকা দিতে না চাইলে আনসার ও টোল আদায়কারী লোকজন তাঁকে মারধর করেন।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের চট্টগ্রামের নির্বাহী প্রকৌশলী জুলফিকার আহমেদও দুই পরিবহনশ্রমিক প্রথমে মারধরের শিকার হন বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ট্রাকচালক মারা যাওয়ার গুজবে টোল কার্যালয় ভাঙচুর হয়। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা হবে।

গুজবে হামলা

মারধরের ঘটনায় হুমায়ুন কবির মারা গেছেন বলে গুজব ছড়িয়ে পড়লে পরিবহনশ্রমিকেরা মহাসড়কে আড়াআড়ি করে গাড়ি রেখে অবরোধ সৃষ্টি করেন। ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা মহাসড়কের উভয় দিকের টোল বক্স অফিস, চারটি কম্পিউটারসহ আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মহাসড়ক থেকে গাড়ি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। পরে পুলিশ কর্মকর্তারা পরিবহনশ্রমিকদের নিবৃত্ত করেন।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইফতেখার হাসান প্রথম আলোকে বলেন, টোল আদায়কারীদের সঙ্গে পরিবহনশ্রমিকদের সংঘর্ষ হওয়ার খবরে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে পরিবহনশ্রমিকদের সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

মালামাল পরিবহন ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছীন মোহাম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনে ব্যাপক অনিয়ম চলছে। সেখানে কিছু গাড়ি আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনে না ঢুকে চলে যাচ্ছে। আবার কিছু গাড়ির মালামাল ১০ কেজি ওজন বেশি হলে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দিচ্ছে। কিন্তু জরিমানার অর্থ রসিদমূলে হয় না, যা সরকারের কোষাগারে যাচ্ছে না। গতকাল পরিবহনশ্রমিকদের ওপর হামলার জন্য টোল আদায়কারী ও আনসার সদস্যদের দায়ী করেন তিনি।

পরিবহনশ্রমিকদের অভিযোগ প্রসঙ্গে সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী জুলফিকার আহমেদ বলেন, কেউ এ ধরনের অভিযোগ তাঁর কাছে করেনি। চালকেরা চাইলে ফোন করে অভিযোগ দিতে পারেন। অভিযোগ বাক্সেও লিখিত অভিযোগ দেওয়া যেতে পারে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সুরক্ষায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ গত ১ ডিসেম্বর থেকে পণ্যবাহী গাড়ির সর্বোচ্চ ওজনসীমা বেঁধে দেয়। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ছয় চাকার মোটরযানে গাড়ি, মালামালসহ সর্বোচ্চ ওজনসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ২২ টন। গাড়ির ওজন বাদে ছয় চাকার গাড়িতে সর্বোচ্চ ১৩ টন পণ্য পরিবহন করা যায়। ওজনসীমা কার্যকরের আগে ছয় চাকার গাড়িতে ১৮ থেকে ২০ টন পণ্য পরিবহন করা হতো। নির্ধারিত ওজনসীমার বেশি পণ্য পরিবহন করা হলে জরিমানা দিতে হচ্ছে গাড়ি পরিচালনাকারীদের।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৩ মে ২০১৮

আশুলিয়ায় মে দিবস
১৬ হাজার টাকা মজুরি দাবি শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার (ঢাকা) ▷

অবিলম্বে পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ১৬ হাজার টাকা মজুরি প্রদান, ইপিজেডসহ সব সেক্টরে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারা বাতিল করে শ্রম আইন সংশোধন ও বাস্তবায়ন, কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও সাভারে আব্বাস অ্যাপারেলসের তিন মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। 'তারুণ্যের শক্তি ও সৃষ্টিশীলতা শুষে নিচ্ছে কারখানার পরিবেশ ও উৎপাদনব্যবস্থা'—এই স্লোগান সামনে রেখে মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত পথসভায় তাঁরা এ দাবি জানান। আশুলিয়ার বাইপাইল করিম সুপারমার্কেটের সামনে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় সংগঠনটির আশুলিয়া থানা প্রধান বাবুল হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, সাধারণ সম্পাদক জুলহাসনাইন বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম শামা, সাভার থানা গণসংহতি আন্দোলনের নেতা মাসুম রানাসহ স্থানীয় নেতারা।

কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, 'গার্মেন্টিশিল্পে যে ৪৪ লাখ শ্রমিক কাজ করছে তাদের গড় বয়স ২০ থেকে ২৫ বছর। গার্মেন্ট খাত ছাড়াও যে শ্রমশক্তি বাংলাদেশের অর্থনীতি চালু রেখেছে তারাও এই বয়সী। তারাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু আমাদের এই তরুণরা অকালবার্ধক্যে উপনীত হচ্ছে খেয়ে না খেয়ে এবং চরম পুষ্টিহীনতায়। তারুণ্য মানে শুধু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। শ্রমিক-তরুণদের বাদ দিয়ে আমরা কোনোভাবেই দেশকে এগিয়ে নিতে পারব না।' বক্তারা বলেন, গার্মেন্ট শিল্পের শ্রমিকরা ১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে আন্দোলন করছে গত দুই বছর ধরে। এই আন্দোলন দমন করার জন্য গার্মেন্ট মালিকরা ছাঁটাই করেছেন প্রায় দুই হাজার শ্রমিক এবং মামলা করেন বাতিল হয়ে যাওয়া ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে। এ ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন করে কোনোভাবেই মজুরির আন্দোলনকে দমন করা যাবে না এবং বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী কোনোভাবেই ১৬ হাজার টাকার নিচে মজুরি নির্ধারণ করা যাবে না। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে হারে বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রেখেই ১৬ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে। একই সময় বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে আশুলিয়ার জামগড়া থেকে এক লাল পতাকা শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি ডিইপিজেড রোড প্রদক্ষিণ করে আশুলিয়া প্রেস ক্লাবের সামনে একটি সমাবেশে মিলিত হয়।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ১৬ মে ২০১৮

বকেয়া দেওয়ার দাবি
গাজীপুরে দুটি গার্মেন্টে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ

আঞ্চলিক ও কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরে দুটি পোশাক কারখানায় বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুটি কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে একটি কারখানার শ্রমিকরা।

বিকেলে শ্রীপুরের মুলাইদ এলাকার ইউনিয়ন গার্মেন্ট লিমিটেড নামের একটি কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানিয়ে প্রায় আধাঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। প্রায় আধাঘণ্টা ধরে তারা সেখানে বিক্ষোভ করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার পাশের এমসিবাজার এলাকায় জড়ো হওয়ার একপর্যায়ে মহাসড়কে নেমে আসে। এতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বকেয়া বেতন পরিশোধের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়। মাওনা মহাসড়ক থানার উপপরিদর্শক হরিদাস এ তথ্য জানিয়েছেন।

এদিকে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কালিয়াকৈরের মৌচাক এলাকার হাইড্রোজাইড নিটওয়্যার লিমিটেড নামের অন্য একটি কারখানার সামনে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে ছাঁটাই করা শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩ ১৭ মে ২০১৮

নোটিস ছাড়া গেটে তালা
রূপগঞ্জে স্পিনিং মিলে শ্রমিক অসন্তোষ

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নোটিস ছাড়া গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে মিতা স্পিনিং মিল নামে একটি কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাওঘাট কাতরারচক এলাকার মিতা স্পিনিং মিলে প্রায় শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। কারখানার মালিক শ্রমিকদেরকে গত মঙ্গলবার রাতে বেতন ভাতা পরিশোধ করে দেন; কিন্তু বুধবার সকালে শ্রমিকরা কাজে এসে দেখেন স্পিনিং মিলের গেটে তালা ঝুলছে। এরপর শ্রমিকরা প্রথমে ম্যানেজারকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি এর কোনো উত্তর দেয় নি। এতে করে শ্রমিকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরে বুধবার বিকালে শ্রমিকরা রাস্তায় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এক পর্যায়ে সাওঘাট-আড়াইহাজার রোডে সকল ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

শ্রমিকরা অভিযোগ করে জানান, তারা অনেকেই মিল মালিক পক্ষের কাছে বকেয়া ও বেতন ভাতা এবং হাজিরা বোনাস পান। এসব পরিশোধ না করে পরিকল্পিতভাবে মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভুলতা ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর এইচ এম° জসিম উদ্দিন জানান, তিনি মালিক পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে শ্রমিকদের সময়মত হাজিরা ও বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা শান্ত হন। পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত রয়েছে। স্পিনিং মিলের মালিক নজরুল ইসলাম জানান, কোনো কাঁচামাল না থাকায় মিলটি বন্ধ রাখা হয়েছে। মাল আসলেই চালু করা হবে।

যুগান্তর
সোমবার ৭ মে ২০১৮

সাভারে গার্মেন্টে তিন শ্রমিক অসুস্থ সড়ক অবরোধ
তিন দিনের ছুটি

যুগান্তর রিপোর্ট, *সাভার*

সাভারে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করার সময় তিন শ্রমিক অসুস্থ হওয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে কারখানাটি তিন দিনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। রোববার দুপুরে সাভারের উলাইল এলাকায় প্রাইড গ্রুপের এইচআর টেক্সটাইল গার্মেন্টসে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, শনিবার বিকালে ওই পোশাক কারখানায় ছুটি না পাওয়ার পরে রাশেদুল নামের এক শ্রমিক কারখানার ভেতরে মৃত্যুবরণ করেন। পরে শ্রমিকরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক প্রায় সাড়ে ৫ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। এ সময় মালিকপক্ষ ওই শ্রমিকের পরিবারকে ৮ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলে শ্রমিকরা ৫ ঘণ্টা পর মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন। পরে রোববার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশ করে উৎপাদন শুরু করলে দুপুরে বিথি খাতুন (১৮), সুমি খাতুন (২২) ও পারুল খাতুন (৩০) নামের তিন শ্রমিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে শ্রমিকরা দুপুরের বিরতির পর কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করলে সংঘর্ষের আশঙ্কায় মালিকপক্ষ কারখানা তিনদিনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ সময় শ্রমিকরা কারখানা থেকে মিছিল নিয়ে বের হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ শ্রমিকদের ধাওয়া দিয়ে রাস্তার সামনে থেকে সরিয়ে দেয়। পরে অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

যুগান্তর
। ৩১ মে ২০১৮। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

সাভারে ঈদের আগে বেতন-বোনাস দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার (ঢাকা) ▷

সাভারে সব শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও ঈদ বোনাস ঈদের আগে পরিশোধের দাবিতে সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সাভার উপজেলার উদ্যোগে সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ডে এ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

পার্টির উপজেলা কমিটির সম্পাদক শ্রমিক নেতা কমরেড রফিকুল ইসলাম সুজনের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগর ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি কমরেড আবুল হোসাইন। সমাবেশে বক্তব্য দেন সুমাইয়া ইসলাম, আবুল কাশেম, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

সমাবেশে নেতারা বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিকরা পবিত্র ঈদুল ফিতরের উৎসব উদযাপন করতে পারবে কি না তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। অনেক গার্মেন্ট মালিক শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।

শ্রমিক নেতারা বলেন, বেসিকের সমপরিমাণ ঈদ বোনাসসহ ২৫ রোজার মধ্যে শ্রমিকের সব বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে হবে। ছাঁটাই-নির্যাতন বন্ধসহ ছাঁটাই করা শ্রমিকের পুনর্বহাল এবং বন্ধ কারখানা চালু করতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২১ মে ২০১৮

মজুরি বৃদ্ধির দাবি

চা শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সিলেটে গতকাল বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে সমাবেশে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা করার দাবি জানানো হয়। রত্না বৈষ্ণবের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'চা শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। চালের মূল্য যখন ৪৫ টাকা কেজি তখন চা শ্রমিকদের মজুরি মাত্র ৮৫ টাকা।' —**নিজস্ব প্রতিবেদক,** সিলেট

যুগান্তর
শনিবার ২৬ মে ২০১৮
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

আশুলিয়ায় বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের মানববন্ধন

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়া জামগড়া এলাকায় ফ্যান্টাসি কিংডমের সামনে শুক্রবার বিকালে পোশাক শ্রমিকরা মানববন্ধন করেছেন। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেছেন বাংলাদেশ শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের আশুলিয়া থানা শাখার সভাপতি ইসমাইল হোসেন ঠান্ডু, প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন, সাধারণ সম্পাদক সুমাইয়া ইসলাম প্রমুখ। শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস ২০ মে'র মধ্যে পরিশোধের জন্য সব শিল্প-কারখানার মালিকদের আহ্বান জানান।

NEW AGE
TUESDAY, MAY 15, 2018,

Barapukuria coalmine workers' indefinite strike continues

United News of Bangladesh · Dinajpur

THE workers and staff of Barapukuria Coal Mine Company continued their indefinite strike for the second consecutive day on Monday to press home their 13-point demand, including payment of nine months arrears.

Over a thousand workers started their strike from 6:00am on Sunday.

The coal workers staged demonstrations in front of the company's entrance in the morning.

Workers' leaders said that they had given an ultimatum to the authorities on April 26 and started the strike as the authorities paid no heed to their demands.

The 13-point demands included permanent employment of outsourced workers as per the company's organogram, payment of over nine months' unpaid wages, introduction of profit bonus and others.

The other demands were introduction of gratuity bonus, a reduced six-hour working shift for underground workers, rehabilitation of families whose homes were damaged due to mine operations, compensating the family members in the form of employment at the mining company etc.

Managing director of Barapukuria Coal Mine Company Habib Uddin Ahmed said that the other activities of the coal mine were running as usual and the strike would not hamper the coal supply at the power plant.

They were also trying to resolve the issues with the workers as soon as possible, he said.

সমকাল
শনিবার
২৬ মে ২০১৮

২০ রোজার মধ্যে বেতন ভাতা পরিশোধের দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঈদের বোনাস ও বকেয়া বেতন-ভাতা ২০ রমজানের মধ্যে পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ দাবিতে মানববন্ধন ও মিছিল-সমাবেশ করে গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্ট ও জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশন।

গার্মেন্ট শ্রমিকদের মানববন্ধন

গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্টের মানববন্ধন থেকে সব কারখানায় ২০ রোজার মধ্যে শ্রমিকদের মূল বেতনের সমান ঈদ বোনাস, ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণ এবং কালক্ষেপণ বন্ধ করে জুলাইয়ের মধ্যে মজুরি বোর্ডের সুপারিশ ঘোষণার দাবি জানানো হয়।

ফ্রন্টের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুলের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, সহসভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সৌমিত্র কুমার দাস, অর্থ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শরীফ প্রমুখ।

একই সময় একই স্থানে পৃথক মানববন্ধন ও সমাবেশ করে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। এ সময় সংগঠনটির সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, ঈদ বোসান কোনো দয়া বা প্রথা নয়, এটি শ্রমিকদের আইনত অধিকার। তাই ২০ রোজার মধ্যে শ্রমিকদের ঈদ বোনাস এবং বকেয়া বেতনভাতা পরিশোধ করতে হবে।

টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

এদিকে টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের আয়োজনে মানববন্ধনে ২৫ রোজার আগে পোশাক শ্রমিকদের ঈদ বোনাস এবং বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া রাজধানীর তুরাগ থানায় অবস্থিত বন্ধ থাকা মাসটেক্স কারখানা চালু করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

মঙ্গলবার ১ জৈষ্ঠ্য ১৪২৫
Tuesday 15 May 2018

ময়মনসিংহে সাংবাদিকদের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

১৮ মে বৃহত্তর সমাবেশ

জেলা বার্তা পরিবেশক, ময়মনসিংহ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধের খবর সংগ্রহ করার সময় এটিএন বাংলার সাংবাদিক শাহ আলম উজ্জ্বল ও যমুনা টিভির ক্যামেরাপারসন দেলোয়ার হোসেনের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের হামলাকারী শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবিতে ময়মনসিংহে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। সমাবেশ থেকে আগামী ১৮ মে বৃহত্তর ময়মনসিংহের সাংবাদিকদের নিয়ে ময়মনসিংহে প্রতিবাদ সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয়। ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব, সাংবাদিক ইউনিয়ন, টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, রিপোর্টার্স ইউনিটি, সাংবাদিক বহুমুখী সমবায় সমিতি, সিটি প্রেসক্লাব ও ইয়থ জার্নালিস্ট ফোরাম যৌথভাবে ওই কর্মসূচির আয়োজন করে। বিকেলে ময়মনসিংহ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউল করিমের সভাপতিত্বে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় জেলা প্রশাসক ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস ও পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের প্রতি সমবেদনা জানান। তারা দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। প্রতিবাদ সভা ও দেড় ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ, ময়মনসিংহ রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সাংবাদিক বহুমুখী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মীর গোলাম মোস্তফা, ময়মনসিংহ সিটি প্রেসক্লাবের সভাপতি আইয়ুব আলী, টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিত রায় ও সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ মো. মুসা, আলোকচিত্র শিল্পী সংসদের সাধারণ সম্পাদক এএইচএম মোতালেব দৈনিক স্বদেশ সংবাদের সম্পাদক জগদীশ চন্দ্র সরকার, প্রবীণ সাংবাদিক জিয়াউদ্দিন আহমদ, বিএফইউজে'র নেতা রবীন্দ্রনাথ পাল, এমইউজে'র সাবেক সভাপতি এজেডএম ইমামউদ্দিন মুক্তা, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন, ইয়থ জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি রাকিবুল হাসান রুবেল, যমুনা টিভির সাংবাদিক হোসাইন শাহিদ, প্রমুখ। কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি মোমতাজ উদ্দিন, কারিগরি শিক্ষা কল্যাণ সমিতির সভাপতি নাজমুল ইসলাম, বাংলাদেশ সংবাদপত্র এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক ও বিভাগীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম। বক্তারা সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারীরা গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের খবর বর্জন ও আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়া হয়। ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে গত রোববার পরিবহন শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনায় গত সোমবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সদর উপজেলার বেলতলীতে গাছের গুঁড়ি ফেলে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বেলা একটা পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। এ সময় শিক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে পিস্তল, রামদা, লাঠিসোটা নিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সড়কের পাশের জমিতে আধাপাকা ধান ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতিসাধান করে। ও আশাপাশের ঘরবাড়ি ও দোকানপাঠ ভাঙচুর করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩১ মে ২০১৮

যশোরে বিড়ি শিল্প রক্ষায় মানববন্ধন

■ যশোর অফিস

বিড়ি শিল্প রক্ষার জন্য চার দফা দাবিতে যশোরে মানববন্ধন কর্মসূচি ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন বিড়ি শ্রমিকরা। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন দক্ষিণাঞ্চলের আয়োজনে বুধবার দুপুরে যশোর কাস্টমস কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

মানববন্ধনে কয়েক হাজার বিড়ি শ্রমিক অংশ নিয়ে বিড়ি শিল্প রক্ষার দাবিতে বিভিন্ন শ্লোগান দেন। পরে যশোর কাস্টমস কমিশনারের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর এ ব্যাপারে ৪ দফা সম্বলিত স্মারকলিপি দেয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, সিগারেট যতদিন থাকবে, বিড়িও ততদিন থাকবে; ভারতের ন্যায় বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণা ও প্রতি হাজারে শুল্ক ১৪ টাকা করতে হবে এবং বছরে ২০ লাখ শলাকার কম উৎপাদনকারী বিড়ি ফ্যাক্টরি থেকে শুল্ক নেয়া যাবে না।

মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের আহ্বায়ক ফজলুর রহমান, শ্রমিক নেতা আলমগীর হোসেন, নূর এ আযম, মায়া খাতুন, খোদেজা খাতুন প্রমুখ। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিদেশি সিগারেট কোম্পানির শুল্ক কম ধরে দেশি বিড়ি শিল্প ধ্বংস করার জন্য বিড়ির ওপর অতিরিক্ত শুল্ক ধরা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বৈষম্যমূলক এই শুল্ক নীতি প্রত্যাহারেরও দাবি জানান।

ইত্তেফাক - ৩১শে ২০১৮

মেলান্দহ (জামালপুর): সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন —ইত্তেফাক

সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে মেলান্দহে সমাবেশ মানববন্ধন

■ মেলান্দহ (জামালপুর) সংবাদদাতা

সরিষাবাড়ি উপজেলার যুগান্তর প্রতিনিধি জহুরুল ইসলাম ঠান্ডুর ওপর সন্ত্রাসী হামলাসহ দেশ-বিদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল বুধবার উপজেলা পরিষদ গেইটে সাংবাদিকদের এক সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। রিপোর্টার্স ইউনিটির আয়োজনে ভোরের কাগজের প্রবীণ সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক কর্মী রেজাউল করিম লেবু মাস্টার কর্মসূচির উদ্বোধন করেন

ইউনিটির সভাপতি ইত্তেফাক সংবাদদাতা মো. শাহ্ জামালের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, ডিবিসি-যায়যায়দিনের জেলা প্রতিনিধি শুভ্রমেহেদী, দৈনিক সংবাদের প্রবীণ সাংবাদিক আলমগীর আহম্মেদ শাহজাহান, ইত্তেফাকের ইসলামপুর সংবাদদাতা শফিকুল ইসলাম ফারুক, সাংবাদিক ফজলুল করিম, আ: হাই, ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক মাসুদ রানা, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক জিল্লুর রহমান রতন, ছামিউল ইসলাম, শাহীন আলম, রুহুল আমিন রাজু, সাইদ আহমেদ হীরা, মোমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

NEWAGE
SUNDAY, MAY 27, 2018,

RMG workers demand salary, bonus before 20th Ramadan

United News of Bangladesh
Dhaka

LEADERS of Bangladesh Garments Workers Unity Council on Saturday demanded the RMG factory owners pay their workers' wages and festival bonus before the 20th Ramadan.

They came up with the demand at a human chain programme in front of the Jatiya Press Club.

Leaders of the BGWUC, the apex body of different registered garment workers' federations, also urged the prime minister to take necessary steps so that they can get their wages and the bonus in time.

The protesters said it seems the RMG factory owners remain under so much stress during Ramadan that they hardly get time to pay their workers' wages and bonus.

'Workers can do their shopping smoothly and return home ahead of Eid with joy if they're paid their wages and bonus before then 20th Ramadan,' said BGWUC president Mahatab Uddin Shahid.

Otherwise, he warned, the RMG workers will not be allowed to celebrate the Eid smoothly. 'The workers' will encircle the factory owners' houses, if it is necessary.'

Bangladesh Garments Workers Federation president Towhidur Rahman, Bangladesh Revolutionary Garments Workers Federation president Salauddin Swapan, National Workers Federation president Amirul Haq Amin, among others, spoke at the human chain.

প্রথম আলো শুক্রবার, ১৮ মে ২০১৮

পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, গাজীপুর

গাজীপুরের কোনাবাড়ী বিসিক শিল্পনগরীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রায় এক হাজার শ্রমিক বিক্ষোভ করেন।

কারখানা ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, বিসিক শিল্পনগরীতে নাইটিঙ্গেল ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের এপ্রিল মাসের বেতন ১০ মে পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা পরিশোধ করতে পারেনি। তবে শ্রমিকেরা প্রতিবাদ করলে ১৫ মে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেয় কর্তৃপক্ষ। ওই দিনও বেতন পরিশোধ করা হয়নি। গত বুধবার বিকেলে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশ লাঠিপেটা করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শ্রমিকেরা কারখানার ভেতরে ও মূল ফটকে বিক্ষোভ করেন।

কারখানার শ্রমিক মাহফুজুর রহমান বলেন, 'ভাড়া বাসায় থেকে কারখানায় কাজ করি। প্রতি মাসের ১০ তারিখে বাসা ভাড়া দিতে হয়। এখনো বেতন পাইনি, তাই বাসা ভাড়া দিতে পারিনি। ঘরে চালও নেই।'

শিল্প পুলিশের এএসআই সোহেল রানা জানান, কারখানার স্টাফসহ সবার বেতন পরিশোধ করতে প্রায় এক কোটি টাকা প্রয়োজন। কিন্তু কারখানার কর্তৃপক্ষ ৪০ লাখ টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছে। গতকালই ওই শ্রমিকদের কিছু টাকা দেওয়ার কথা। বাকি টাকা আগামী বুধবার পরিশোধ করবে কর্তৃপক্ষ।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ২৯ মে ২০১৮
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

ডামুড্যায় নির্মাণ শ্রমিক হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ

ডামুড্যা (শরীয়তপুর) প্রতিনিধি

দারুল আমান ইউনিয়নের রাম রায় কান্দি গ্রামের নির্মাণ শ্রমিক মোস্তফা হত্যাকারীদের বিচার দাবিতে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী। সোমবার বিক্ষোভকারীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে ডামুড্যা বন্দরের বিভিন্ন সড়কে প্রদক্ষিণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে সমবেত হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা মোতালেব সরদার, হানিফ হাওলাদার প্রমুখ।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩ মে ২০১৮ | ২০ বৈশাখ ১৪২৫

সাভারে বেতনের দাবিতে ঢাকা আরিচা মহাসড়ক অবরোধ

যুগান্তর রিপোর্ট, সাভার

বকেয়া তিন মাসের বেতনের দাবিতে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ড অবরোধ করে রাখে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এ সময় হাজার হাজার যানবাহন আটকা পড়ে মহাসড়কে। তীব্র যানজটে যাত্রীরা পড়েন চরম দুর্ভোগে।

পুলিশ জানায়, সাভারের আড়াপাড়া এলাকায় আব্বাস অ্যাপারেলস পোশাক কারখানার ছয় শতাধিক শ্রমিক বকেয়া জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বেতনের দাবিতে গত কয়েকদিন ধরে গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে আসছিল। মঙ্গলবার শ্রমিকদের বেতন দেয়ার কথা থাকলেও মালিকপক্ষ বেতন দিতে পারেনি। পরে শ্রমিকরা সকালে কারখানার সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে এসে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে।

সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে মহাসড়ক অবরোধ থাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। চরম দুর্ভোগে পড়েন বাসযাত্রীরা। মহাসড়ক অবরোধ থাকার কারণে যাত্রীরা পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছান। বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মোহসিনুল কাদির বলেন, আমরা বেতন দেয়ার জন্য মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে মালিক পক্ষ বলছে, কারখানার লস-ওয়ায় আগামী ৮ তারিখের আগে বেতন দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সমকাল | মঙ্গলবার ২৯ মে ২০১৮

বাস ভাংচুরের প্রতিবাদ

ময়মনসিংহে ৩০ মে থেকে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক

■ ময়মনসিংহ ব্যুরো

তুচ্ছ ঘটনায় অন্তত ৪০টি বাস ভাংচুরের সঙ্গে জড়িত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার দাবিতে আগামী ৩০ মে থেকে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে উত্তরাঞ্চলীয় পরিবহন মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ। গতকাল সোমবার দুপুরে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের আহ্বায়ক ও ঢাকা বিভাগীয় পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব আমিনুল হক শামীম এ ঘোষণা দেন। এ সময় পরিষদের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে আমিনুল হক শামীম বলেন, গত ১৩ মে ত্রিশালের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসের সঙ্গে অপর একটি ট্রাকের ধাক্কা লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে কমপক্ষে ৪০টি বাস ভাংচুর ও শ্রমিকদের বেধড়ক মারধর করে। এ ঘটনায় কোতোয়ালি মডেল থানা ও ত্রিশাল থানায় পৃথক তিনটি মামলা হয়েছে। দোষী শিক্ষার্থীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার দাবিতে গত ১৫ মে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হলেও এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে ৩০ মে থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের সড়ক-মহাসড়কে যান চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সংবাদ সম্মেলনে জেলা মোটর মালিক সমিতির মহাসচিব মাহবুবুর রহমান, সহ-সভাপতি মুসা সরকার, শ্যামল দত্ত, মঞ্জুরুল হক তালুকদার, কোচ বিভাগের সম্পাদক বিকাশ রায়, বাস বিভাগের সম্পাদক শামসুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল | রোববার ৬ মে ২০১৮

রাজীবপুরে ওসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

■ রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

রাজীবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রবিউল ইসলাম থানার সামনে রাজীবপুর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের জায়গায় মার্কেট নির্মাণে বাধা দেওয়ায় ওসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শ্রমিকরা। পরে ঘটনাটি মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে থানা মোড়ে এসে শেষ হয়।

এ সময় ইমারত শ্রমিক সভাপতি আবদুল আজিজের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন, ইমারত শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, উপজেলা ভূমিহীন সংগঠনের সভাপতি আবদুর রশিদ সরদার প্রমুখ। ৪ মে ওসি রবিউল ইসলাম থানা মোড়ে হাইস্কুল মার্কেট নির্মাণে বাধা দেন আবদুল্লাহ নামে এক শ্রমিককে। এ সময় কাজ বন্ধ করতে দেরি হওয়ায় ওই শ্রমিকের ওপর চড়াও হন ওসি।

রাজীবপুর থানার ওসি রবিউল ইসলাম বলেন, থানার সামনে রাস্তা দখল করে হাইস্কুল মার্কেটের একটি দোকানঘরে কাজ করছিলেন রাজমিস্ত্রি। আমি গিয়ে তাকে কাজ করতে নিষেধ করলে আমার ওপর চড়াও হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। এর আগে রাজীবপুর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি জানিয়েছি।

দৈনিক ইত্তেফাক

সাভারে বকেয়া বেতনের দাবিতে দুই কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে নির্ধারিত তারিখে বেতন না দেওয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে তারা কারখানার সামনে অবস্থান নেয়। এ ঘটনায় বিরুলিয়া মিরপুর সড়ক আধা ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকে। গতকাল সোমবার বিকালে সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের সামরাইর গ্রামে সার্ক নীটওয়্যার লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

শ্রমিকরা জানায়, সার্ক নীটওয়্যার লিমিটেড গার্মেন্টসে কাজ করে প্রায় এক হাজার শ্রমিক। গত ১০ মে শ্রমিকদের এপ্রিল মাসের বেতন দেওয়ার কথা ছিল মালিকপক্ষের। কিন্তু মালিকপক্ষ নানা অজুহাতে শ্রমিকদের বেতন দেয়নি। ফলে ১০ মে থেকে শ্রমিকরা কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রেখে কর্মবিরতি পালন করে আসছিল। গতকালও বেতন পরিশোধ না করায় শ্রমিকরা কারখানার ভিতরে বিক্ষোভ শুরু করে। বেতন না পাওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থানে থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে সার্ক নীটওয়্যার লিমিটেড কারখানার অ্যাডমিন ম্যানেজার বিএম মিরাজ হোসেন বলেন, আমরা শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এদিকে বকেয়া চার মাসের বেতনের দাবিতে সাভারের আড়াপাড়া এলাকায় আব্বাস এ্যাপারেলস গার্মেন্টস কারখানার সামনে ছয় শতাধিক শ্রমিক অবস্থান নিয়েছে। সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশও রয়েছে। শিল্প পুলিশ-১ এর ইন্সপেক্টর হারুনুর রশিদ বলেন, শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থানে রয়েছে। মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। যেকোন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ৭ মে ২০১৮
২৪ বৈশাখ ১৪২৫

বকেয়া বেতনের দাবি

সাভারে পোশাক কারখানায় ভাংচুর

যুগান্তর রিপোর্ট, সাভার

বকেয়া চার মাসের বেতনের টাকা না পেয়ে রোববার রাতে সাভারে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ সদস্যরা শ্রমিকদের ভাঙচুরে বাধা দিলে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। পরে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে কারখানা থেকে সরিয়ে দেয়। এ সময় ২৫ জন শ্রমিক আহত হন। তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাত সাড়ে ৯টায় সাভারের আড়াপাড়ায় আব্বাস অ্যাপারেলস লিমিটেড গার্মেন্টে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, আব্বাস অ্যাপারেলস গার্মেন্টে কাজ করে আসছিলেন প্রায় ছয় শতাধিক শ্রমিক। রোববার শ্রমিকদের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল এই চার মাসের বকেয়া বেতন দেয়ার কথা ছিল মালিকপক্ষের। শ্রমিকরা সকাল থেকে না খেয়ে রাত পর্যন্ত কারখানার ভেতরে অবস্থান নিলে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন দিতে আসেনি। পরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রাতে কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩
১৭ মে, ২০১৮

জুনের মধ্যে গার্মেন্টসে মজুরি ঘোষণা না হলে শ্রম অসন্তোষের শঙ্কা

জাতীয় নির্বাচন বয়কটের হুমকি শ্রমিক নেতাদের

ইত্তেফাক রিপোর্ট

গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ড নিয়ে টালবাহানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন শ্রমিক নেতারা। তারা মনে করেন, সরকারের যোগসাজশে মালিকপক্ষ মজুরি ঘোষণা নিয়ে কালক্ষেপণ করছে। আগামী জুনের মধ্যে এ খাতের জন্য ১৬ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরির ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানিয়ে শ্রমিক নেতারা বলছেন, অন্যথায় গার্মেন্টস খাতে শ্রম অসন্তোষের আশঙ্কা রয়েছে। আলোচা সময়ের মধ্যে মজুরি ঘোষণা না হলে পরবর্তীতে শ্রমিকরা অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন বর্জন করবে বলেও হুমকি দিয়েছেন তারা। এসব দাবিতে আগামী রমজানের পর শ্রমিকদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন তারা। গতকাল মঙ্গলবার ছয়টি শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ের গঠিত জোট এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেছে। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) মহাসচিব তৌহিদুল ইসলাম।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, গার্মেন্টস শ্রমিক শিল্প রক্ষা জাতীয় মঞ্চ, গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলন, গার্মেন্টস শ্রমিক মজুরি আন্দোলন এবং গার্মেন্টস শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের নেতারা এতে উপস্থিত ছিলেন।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য গত জানুয়ারিতে নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের কথা থাকলেও তা গঠন হয় ফেব্রুয়ারিতে এসে। মজুরি বোর্ড এ পর্যন্ত একটি বৈঠক করতে পেরেছে। শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন, মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ও বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান দেশে থাকতে পারবেন না বলে বৈঠকের সময় পেছানোর জন্য আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সভার দিনক্ষণও এখন পর্যন্ত ঘোষিত হয়নি। এর পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে ইত্তেফাককে জানিয়েছেন শ্রমিক নেতা তৌহিদুর রহমান।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নেতারা বলেন, মজুরি বোর্ডে মালিক পক্ষের প্রতিনিধির অসহযোগিতায় বোর্ডের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে আছে। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বোর্ডের গত বৈঠকে বিজিএমইএ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। মালিক পক্ষ চায় সময়ক্ষেপণ করে এবছর পার করে দিতে। এর ফলে নতুন মজুরি অনিশ্চয়তায় পড়তে পারে।

বর্তমানে গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৫ হাজার ৩শ' টাকা। প্রতিবেশী দেশের মজুরি পরিস্থিতি ও দেশে মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে মজুরি ১৬ হাজার টাকা করার দাবি শ্রমিক সংগঠনগুলোর। গতকাল এ দাবি তোলার পাশাপাশি বর্তমান ৭টি গ্রেডের পরিবর্তে ৫টি গ্রেড এবং যৌক্তিক সময়ের পর সব গ্রেডের শ্রমিকদের পদোন্নতির দাবিও তোলে তারা।

এসময় জোট নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইবিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান আমিরুল হক আমিন, অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রাহমান ইসমাইল, মহতাব উদ্দিন শহীদ, আবুল হোসেন, বাহারানে সুলতান বাহার প্রমুখ।

শোভন কাজ

মঙ্গলবার
১ মে ২০১৮ ১৮ বৈশাখ ১৪২৫ | সমকাল

মে দিবস

আজ মহান মে দিবস। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দিবস। রাজশাহীর দরগাপাড়ার এ নির্মাণ শ্রমিকরা রোদে পুড়ে কাজ করছেন শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে। মে দিবস কী, তা হয়তো তারা জানেনই না
■ শরিফুল ইসলাম তোতা

শ্রম আদালত নেই চার বিভাগে

■ আবু সালেহ রনি

রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার একটি বিড়ি কারখানার শ্রমিক জরিনা বানু। টানা ১৫ বছর কাজ করার পর ২০১৫ সালে সাত মাসের বেতন ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করেই চাকরিচ্যুত করা হয় পঞ্চাশোর্ধ্ব এই শ্রমিককে। পরে ওই বছরের নভেম্বরে তিনি শ্রম আইন অনুসারে পাওনা আদায়ে রাজশাহীতে গিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু আড়াই বছরেও মামলাটির বিচার শেষ হয়নি। অথচ নিয়মানুসারে ৬০ দিনের মধ্যে তার মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার কথা।

মামলা ঝুলে থাকা এবং এক বিভাগের বাসিন্দা হয়ে দীর্ঘপথ যাতায়াত করে অন্য বিভাগে গিয়ে মামলা চালানোর ভোগান্তি শুধু জরিনার নয়; রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের অধিকারবঞ্চিত সব শ্রমিকের। শ্রম আদালত বাড়াতে শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও প্রায় ছয় কোটি শ্রমিকের এই দেশে শ্রম আদালত রয়েছে মাত্র সাতটি; যার তিনটিই ঢাকায়। অন্যগুলোর মধ্যে দুটি চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে রয়েছে একটি করে। বছর ঘুরে মে দিবস আসে যায়। কিন্তু বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দিনের পর দিন ধরনা দিতে হয়।

আজ পহেলা মে, মহান মে দিবস। বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবীদের অধিকার নিশ্চিতের অঙ্গীকার নিয়ে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৬ কোটি শ্রমজীবী রয়েছে। তাদের শ্রম-ঘামে ঘুরছে দেশের অর্থনীতির চাকা। উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জন, তা থেকে উত্তরণ ও সরকারের ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের স্বপ্ন পূরণ করতে হলে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত ও শক্তিশালী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব বিভাগীয় শহরগুলোতে শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি।

অবশ্য ২০১৩ সাল থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা দেশের সব বিভাগীয় শহরে শ্রম

শ্রমিকদের ভোগান্তি বাড়ছে

আদালত স্থাপনের ঘোষণা দিলেও তা এখনও কার্যকর হয়নি। সংশ্লিষ্ট দুই মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রংপুর, বরিশাল ও সিলেটে নতুন তিনটি শ্রম আদালত স্থাপনের একটি প্রস্তাব শ্রম মন্ত্রণালয়ের রয়েছে। তবে এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।

বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুসারে, বাংলাদেশে শ্রমশক্তির পরিমাণ ৫ কোটি ৬৭ লাখ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩ কোটি ৯৫ লাখ ও নারী ১ কোটি ৭২ লাখ। তবে বর্তমানে এ সংখ্যা ছয় কোটি ছাড়িয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ। শ্রম আদালতে শ্রমিকদের ভোগান্তি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি সমকালকে বলেন, শ্রমঘন সব অঞ্চলেই শ্রম আদালত স্থাপন করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক চুন্নু সমকালকে বলেন, শ্রমিকদের ন্যায় বিচারপ্রাপ্তি সহজ করতে আমরা আরও তিনটি লেবার কোর্ট (শ্রম আদালত) বাড়াচ্ছি। এ ছাড়া ঢাকার তিনটি শ্রম আদালত নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে স্থানান্তর করার (শিফট) চিন্তাভাবনা চলছে।

জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, 'শ্রমজীবী মানুষের আইনি সেবাপ্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে তিনটি শ্রম আদালত স্থাপন করা হবে। তবে তার আগে শ্রম মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন হয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে আসতে হবে।' আইন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নতুন তিনটি আদালত স্থাপনের বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব ইতিমধ্যে অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন হয়েছে। আরও কিছু প্রক্রিয়া শেষে নতুন তিনটি আদালত স্থাপনের গেজেট জারি হবে।

বিদ্যমান সাতটি শ্রম আদালতের দেওয়া আদেশ ও রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষের করা আপিল নিষ্পত্তির জন্য ঢাকায় একটি শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালও রয়েছে। এই ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, গত মার্চ পর্যন্ত দেশের সাতটি শ্রম আদালতে ১৭ হাজার ৩০৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। শ্রম আদালতে মামলাজট নিয়ে জানতে চাইলে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. আবদুল হাই সমকালকে বলেন, 'আগের চেয়ে শ্রম আদালতে মামলা নিষ্পত্তি হার অনেক বেড়েছে। আইন সংশোধন করেও শ্রমিকদের কীভাবে আরও সুবিধা দেওয়া যায়, তা নিয়েও আলোচনা চলেছে।

শোভন কাজ

The Daily Star
DHAKA TUESDAY MAY 1, 2018

Garment sector saw highest industrial disputes in 2017

REFAYET ULLAH MIRDHA

About half of the industrial disputes that took place last year were in the garment sector, according to the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS).

A total of 181 industrial disputes took place in 2017, 91 of which were in the garment sector, making it the clear frontrunner, according to a survey that was launched yesterday ahead of the May Day.

The next highest incidence of industrial disputes was seen in the transport sector (36), followed by tobacco (7), agriculture (6), sugar (5) and waterways transports (5), according to the Labour Situation Report 2017 of the BILS.

The paper was prepared using reports published in different national newspapers last year.

Some 40 percent of the disputes took place over arrears, 25 percent over rights and other claims, 10 percent for closure of the factories, 8 percent for beating workers, 4 percent for overtime allowance and 4 percent for compensation.

A total of 68 demonstrations, 21 human chains, 18 strikes, 15 road blocks and 12 gatherings were seen last year, the study found.

Some 784 workers, including 21 females, were killed in differer workplace-related accidents las year.

Of the total, 307 were killed i the transport sector, making it th deadliest sector, followed by cor struction at 131.

Moreover, a total of 517, includ ing 109 female, workers wer injured in their workplaces las year.

Of the number, 158 were in th garment sector, which is the high est, followed by construction at 91.

Since the garment sector is th largest in the country, the number c disputes is bound to be higher tha the other sectors, said Siddiqu Rahman, president of th Bangladesh Garment Manufacture and Exporters Association.

Some 4.4 million workers ar directly employed in the appar sector in more than 4,000 activ garment factories.

And if the backward and forwar linkage industries are included, th number would surpass one cror he said.

"So, industrial disputes can tak place among these workers."

But the BGMEA has strong di pute resolution measures, he sai citing the arbitration cell that rea ised crores of taka from factor owners to settle disputes.

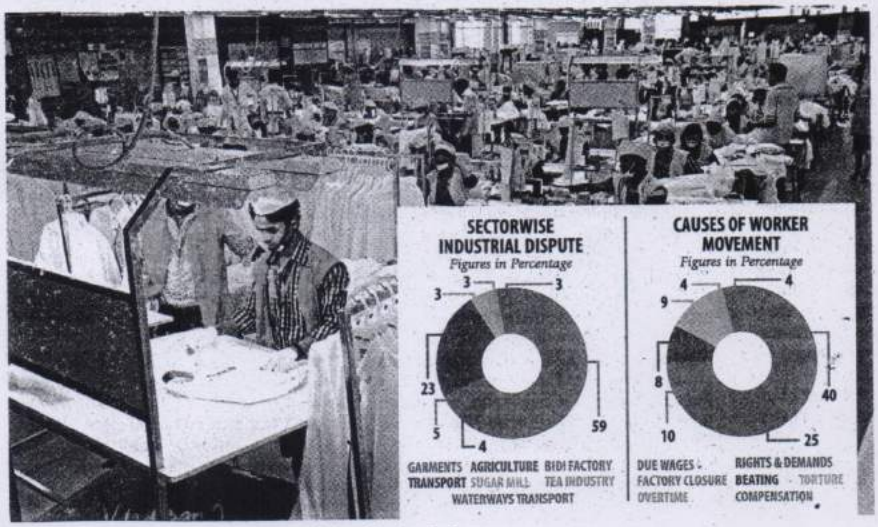

"We have settled hundreds of disputes from the BGMEA arbitration cell over the years," Rahman said, adding that the workers themselves have been going to the labour courts for resolving disputes.

However, the BILS in its survey did not mention how many dispute cases were settled either by the BGMEA arbitration cell or by the labour courts, he said.

The BILS also did not mention how much money was realised by the arbitration cell and by the labour courts so far to settle the disputes in the garment sector.

The Department of Labour, which is responsible for industrial dispute resolution, cannot act independently for different reasons, said Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of BILS.

In many cases, workers are not aware of the dispute mechanism or they do not know where to go for settling disputes.

He acknowledged the efficacy of the BGMEA arbitration cell.

"But it has been settling disputes at the individual level and not at the national level. Besides, dispute mechanism in the BGMEA arbitration cell despite being well recognised has no legal base."

Subsequently, he called for making the labour directorate effective such that workers of all industries can turn to for dispute

শোভন কাজ

The Financial Express Sunday | May 13, 2018

Rights activists demand protection of vulnerable migrant workers

FE Report

Trade union leaders and rights activists have demanded to protect the Bangladeshi migrant workers who are vulnerable to different kinds of exploitation and tortured in many ways at home and abroad.

They said though migrant workers are contributing to the economies of both, the countries of their destinations and origin with their labour, skills and earnings, they are deprived of their basic rights worldwide.

The migrant rights campaigners made the observations at a national consultation on 'Involvement of Trade Unions in Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration', jointly organised by Solidarity Centre Bangladesh and Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) at the BILS seminar hall in the capital on Saturday.

BILS adviser and Bangladesh Labour Federation president Shah Mohammad Abu Jafar who presided over the programme said over 11 million Bangladeshis went abroad with jobs so far, but many of them were forced to work as slaves, especially in the Middle East countries.

"The migrant workers can't enjoy their basic rights," he said, adding that all the rights activists should raise their voices to ensure their rights.

In the opening remarks, Dr Lily Gomes, senior programme officer of Solidarity Centre Bangladesh, said trade unions would have to be involved with the Global Compact on Migration to help ensure safe, orderly and regular overseas jobs for the country's thousands of workers.

The process of global compact started in April last year and it would be finalised by December this year, she said.

The role of trade union is important to ensure decent works for the workers, she observed.

BILS advocacy coordinator Nazrul Islam and Socialist Labour Front general secretary Razequzzaman Ratan presented separate papers at the consultation.

BILS joint secretary general Dr Wazedul Islam Khan said all labour rights organisations should set up new committees on migrations so that they can properly put forward recommendations to the global compact on migration.

BILS executive director Syed Sultan Ahmed, who moderated the consultation, said trade unions would have to play a 'rapid and specific role' in protecting the rights of the country's migrants who were suffering inhuman treatment abroad.

BILS secretary general Nazrul Islam Khan, WARBE Development Foundation chairman Syed Saiful Haque, Awaj Foundation director Anisur Rahman Khan and Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation president Babul Akhter and BOMSA director Sumaiya Islam, were present at the consultation, among others.

arafat_ara@hotmail.com

The Financial Express Thursday | May 17, 2018

RMG workers demand minimum monthly wage of Tk 16,000

FE Report

Labour rights activists have demanded Tk 16,000 as minimum monthly wage and 10 per cent annual increment for the garment workers of the country.

They also called on the government to meet their demand by next month.

Six labour rights organisations placed the demand at a press conference at Dhaka Reporters Unity on Wednesday.

Secretary General of IndustriALL Bangladesh Council, a platform of the readymade garment sector workers' federations, Md Towhidur Rahman read out a written statement at the press conference.

He said the government formed the wage board in January following the demand raised by the labour rights bodies and that the board would finalise the minimum wage by June.

He, however, expressed dissatisfaction, saying that the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) was not cooperating with the board properly in completing its job.

He feared that the wage board might not finalise the wage structure by June, as the government would remain busy with upcoming elections and other stakeholders may take more time to submit their observations.

The minimum wage of Tk 16,000 is necessary to ensure proper environment for production and the development of the industry as well as meeting the basic needs of workers, the rights activists said.

They also demanded immediate announcement of the new wage structure.

Amirul Haque Amin, Abul Hossain, Ad. Mahbubur Rahman Ismail, Md. Bahar, Sultan Bahar and Salauddin Swapan attended the press conference.

The six labour rights bodies are Bangladesh Garment Workers' Unity Council, Garments Workers and National Manch for Industrial Safety, Rights Movement for Garments Workers, Garment Workers' Wage Movement, and Garments Workers Coordination Council.

nsrafsaniu@gmail.com

শোভন কাজ

The state must protect workers' rights

SYED SULTAN UDDIN AHMMED

I can recall there was an advertisement published in a renowned English daily sometime last year for employment for the training academy of a government department. The contractor's condition in supplying workforce was such that the employees supplied by the contractor would be compelled to work anytime as per the wish of the concerned officer; otherwise the contract would be terminated. It was revealed in the survey of Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) on workplace grievances conducted in 2017 that 33 percent of grievances were over the issue of payment of overtime bill. Overtime is the extra hours that a worker works beyond eight hours of normal working time and the survey suggested that workers were compelled to do so because the normal wage was not enough for them to meet their family needs.

While the incident mentioned above happened in a government department, the survey paints a picture of the private sector that follows the law of the land. Bangladesh has been observing May Day for quite some time and while all government officials enjoy this holiday, workers of the country have no choice but to work extra hours and have to even struggle to receive payment for that work. It is unfortunate to see that the government nowadays employs through contractors instead of permanent employment. Moreover, such employment is conditional that there would be no specific working hours. Eighty percent of workers remain outside the purview of any legal binding. There are no specific working hours for them, there are no standards for determining the wage, and neither are they protected by any social safety programme.

Recently, as part of the internship programme of BILS, a few students from Jagannath University gathered information on marginal workers—one of whom was from a factory that makes scented sticks (*agarbati*) in Shayampur. The monthly wage of a female worker in that factory was Tk 1,400–1,500. We couldn't believe this at first but this is the harsh reality. There are a number of City Corporations and Pourashavas where there are cleaning staff who work on a daily basis and many of them get Tk 50–70 per day (except a few exceptions). The minimum wage of workers of the 43 government sectors, except for two or three, is one-third of the minimum wage determined by the pay commission for government employees.

Almost 80 percent of the workers, including agricultural and domestic workers, are outside the purview of the labour law of Bangladesh. The wage of a domestic worker is determined by how much the neighbour is paying. The domestic worker has to remain on high alert even when sleeping in case the youngest child of the house asks for water. Unfortunately, after 47 years of independence and despite the brave participation of workers in the movement for independence, untold sufferings of the working class continue. The Constitution, which is a result of that struggle, also has a provision for workers' rights in Article 15.

Over the past 10–15 years, around 2,000 branch-level workers of Grameen Bank have been working day and night. They are guards during the night, cleaning staff in the morning and work as delivery men (for documents, letters, etc.) in the day. They have been protesting against this for quite some time; they even went on hunger strike but in vain.

Bangladesh's youth are involved in businesses and industries as probationary officers, supervisors and junior officers. A huge number of the educated youth are outside of all types of legal safeguards. Many of them have to deposit their original certificates to the employers and sign a bond to work at least for five years. Despite being staff, due to their designations, many of them remain outside the purview of the labour law. For example, a cashier of a bank is called cash officer, or junior officer in garments. On the other hand, modification of definitions of workers and employers is done in such a manner in each of the amendments of the labour law that an ordinary employee because of his/her designation is left out of the purview of the labour law. They also don't have any rights to get organised.

The arena of permanent/regular employment is being made smaller by outsourcing, employment through contractors and artificial designations. In many of the multinational companies of the country, the number of master-role employees is higher than that of the permanent ones, and they have no other option but to work in uncertainty for years. If they raise their voice, they can be fired.

The construction industry is currently one of the most labour-intensive sectors. But there is not a single labourer under any of the big builders in this sector, rather there are only contractors. The owner of a renowned construction company, in a roundtable organised by *Daily Prothom Alo*, agreed to the fact that contractors deduct Tk 200 per head from female workers and Tk 100 per head from male workers out of the money allocated by builders. This way, two groups of people—employers and suppliers—are making profit through the employment of one worker.

There are no social safety net programmes for seven crore working class people. Those who work within the purview of the labour law go to work taking their life in hands, which is worth one lakh taka only. The owner of Tampaco Factory gave away Tk 1 lakh to the families of each of the ill-fated 40 workers who lost their lives in the 2016 fire incident in that factory. Nobody remembers the workers who lose their lives on a regular basis extracting stones in Sylhet because as per the law, they are not workers.

The only mechanism for working class people to build resistance against all this is trade unions. Despite being legal, it is almost impossible for a group of ordinary workers to form trade unions by overcoming all the hurdles. At present, industrial police and, in some cases, the thana police in the industrial areas seem more active than the labour department in resolving labour unrest, which is contradictory to the spirit of peaceful and sustainable industrial relationship development.

Moreover, in line with the pledge of May Day and in accordance with the directives of our Constitution, we have to ensure decent work, i.e. eight hours of work, rest, recreation, social safety and the ILO standard for decent work including the right to form trade union, which is at the same time a part of the country's international commitment. Our government has to remember that Bangladesh is a member state of ILO and a signatory of International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR), which were mainly formed to implement the underlying message of May Day.

Syed Sultan Uddin Ahmmed is the executive director of Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS). Email: ssultanua@yahoo.com

The Daily Star
TUESDAY MAY 1, 2018

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ২৪ মে ২০১৮

আইএলওর আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন উপলক্ষে সভা

শ্রমিক নির্যাতন বন্ধে ক্রেতাদের যুক্ত করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শ্রমিক নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধে দেশীয় নিয়োগদাতাদের পাশাপাশি সরবরাহ ব্যবস্থায় থাকা বিদেশি ক্রেতাদের যুক্ত করতে হবে। তবেই তারা তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমে নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করবে। এতে সুফল মিলবে।

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ওপর হয়রানি এবং নির্যাতন প্রতিরোধ-বিষয়ক এজেন্ডার ওপর আয়োজিত এক পরামর্শ সভায় বক্তারা এই সুপারিশ করেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১০৭তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (আইএলসি) সামনে রেখে আয়োজিত এই সভায় নির্যাতন ও হয়রানির সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং আইএলওর মানদণ্ড অনুযায়ী দেশে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন তাঁরা। জেনেভায় ২৮ মে ১০৭তম আইএলসি শুরু হবে।

রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় দি ডেইলি স্টার সেন্টারের এ এস এম মাহমুদ কনফারেন্স হলে গতকাল বুধবার এই সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) ও কেয়ার বাংলাদেশ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খন্দকার মোস্তান হোসাইন। সভায় বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান ও সাংসদ শিরীন আখতার সভাপতিত্ব করেন। সঞ্চালনা করেন বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ।

সম্মেলনে কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ওপর হয়রানি এবং নির্যাতন প্রতিরোধের মানদণ্ড নির্ধারণে আলোচনা হবে। এতে বাংলাদেশ সরকার, মালিক ও শ্রমিকনেতাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেবে। দেশের প্রতিনিধিদলের কাছে শ্রমিক সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থার কিছু সুপারিশ তুলে ধরতেই গতকালের সভাটি হয়।

এতে মূল প্রবন্ধে কেয়ার বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন-বিষয়ক পরিচালক হুমায়রা আজিজ বলেন, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও নির্যাতন প্রতিরোধে সব খাতের নারী ও পুরুষ শ্রমিক বা কর্মীকে নির্দিষ্টভাবে আইএলওর সনদে থাকতে হবে। তা ছাড়া শ্রম সংগঠনের ভূমিকার বিষয়টি সেখানে স্পষ্ট থাকা দরকার। বিদেশি ক্রেতাদেরও দায়দায়িত্বের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

শ্রমিকনেতা রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসার সময়ে হয়রানির শিকার হলে ক্ষতিগ্রস্তরা কোথায় যাবে, সেটি নির্দিষ্ট করা দরকার।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশ হলে আইএলওর অনেক কনভেনশন বাস্তবায়নে অগ্রগতি দেখাতে হবে। নতুন করে হয়রানি ও নির্যাতন-বিষয়ক কনভেনশন হলে সেটি বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব আরও বাড়বে।

শ্রমিকনেত্রী তাহমিনা বলেন, পোশাক কারখানায় নারী শ্রমিকের পাশাপাশি পুরুষ শ্রমিকেরাও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। নারীদের জোর করে রাতে কাজ করানো হয়। এসব বন্ধ করতে হলে আগে শ্রমিকদের বোঝাতে হবে। তাঁরা হয়রানি ও নির্যাতন পরিষ্কার বোঝেন না।

বিলসের সম্পাদক রওশন জাহান বলেন, দিনে দিনে নির্যাতন ও হয়রানির নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে সমাজের নিম্ন মানসিকতাই ফুটে উঠছে।

স্কপের যুগ্ম সমন্বয়কারী শুকুর মাহমুদ বলেন, শিল্পপতিরা আইন বুঝতে চান না। তাঁরা আইনও মানতে চান না। তিনি বলেন, 'আইএলসির সভায় আমরা কী বলব, তা মালিকেরা ঠিক করে দিতে চান।

বুধবার, ১৬ মে ২০১৮, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ প্রথম আলো

সিপিডি আয়োজিত সংলাপে বক্তব্য দিচ্ছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক। গতকাল রাজধানীর গুলশানের একটি রেস্তোরাঁয়। ছবি : প্রথম আলো

জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে শ্রমমানের উন্নতি দরকার

সিপিডির সংলাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক উত্তরণ ঘটবে ২০২৪ সালে। পরের তিন বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পণ্য রপ্তানিতে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা বা জিএসপি পাবে বাংলাদেশ। তারপরই দেশের রপ্তানি খাত চাপের মুখে পড়বে। তখন শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে হলে জিএসপি প্লাস লাগবে। এই সুবিধা অর্জনে সব খাতের শ্রমমানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সে জন্য শ্রম আইনের সংস্কার ও তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যাশিত শ্রম মানদণ্ড' শীর্ষক এক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর গুলশানের একটি রেস্টুরেন্টে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক। সংলাপ সঞ্চালনা করেন সিপিডির বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান।

মূল প্রবন্ধে সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, জিএসপি প্লাস অর্জন করতে হলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২৭টি কনভেনশনে অনুসমর্থন লাগবে। ইতিমধ্যে ২৬টি কনভেনশনই অনুসমর্থন করা আছে। বাকি একটি (কনভেনশন ১৩৮) করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া শ্রম আইনের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারবে না, যা আইএলও কনভেনশনের সঙ্গে মিল নেই। বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকারের সব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় ও জোর তদারকি থাকতে হবে। ভালো হয় যদি এসডিজির ছাতার নিচে কাজগুলো করা যায়। কারণ, দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হলেও জিএসপি প্লাস অর্জনের শর্ত ও এসডিজির ৮ নম্বর লক্ষ্যের সঙ্গে শ্রমমানের মিল আছে। তবে এসডিজিতে নতুন বিষয় যোগ করতে হবে।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, 'শ্রম ও ইপিজেড আইন সংশোধনের কাজ চলছে। আমরা ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য কারখানার ৩০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতা কমিয়ে ২০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তা ছাড়া, ইপিজেডের কারখানায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শনের বিধানও রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর শ্রম অধিকারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা সংলাপ হয়। মানসিকতার এই পরিবর্তন বড় অর্জন।

বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমদ বলেন, শ্রম আইনে এখনো সব খাতের শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। ৪৩ খাতের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা দেশের মাত্র ১৫-২০ শতাংশ খাতের শ্রমিককে কিছুটা সুরক্ষা দিচ্ছে। ফলে শ্রম অধিকার নিয়ে অনেক কাজ বাকি।

লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি মো. নাহিদ খান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনার মন্ত্রণালয় উদ্যোক্তাদের হয়রানি করে। কাগজপত্র না থাকলেই মামলা দেয়। কিন্তু টাকা দিলেই মামলা উঠে যায়। দুর্নীতি বন্ধ করুন, তাহলেই শ্রমমানের উন্নতি হবে।' এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, মালিকেরা অনেক নিয়মকানুন মানেন না। সে জন্য কর্মকর্তারা সুযোগ পান। দোষ পারস্পরিক।

সংলাপে আরও বক্তব্য দেন বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, আইএলওর ঢাকা কার্যালয়ের উপপরিচালক গগন রাজভান্ডারি, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, শ্রমিকনেতা ওয়াজেদ-উল ইসলাম খান ও মনু ঘোষ।

NEW AGE - May 18, 2018

Govt sets Tk 5,710 as minimum wage for cotton textile workers

Staff Correspondent

THE government has set Tk 5,710 as gross monthly minimum pay for the cotton textile sector workers increasing it from Tk 3,302 which was set in 2011.

Earlier, the minimum wage board formed for the sector in January this year finalised its proposal recommending Tk 5,710 as minimum wage and it had been sent to the labour ministry on March 2018.

The labour ministry has recently announced the wage structure which was proposed by the minimum wage board.

According to the labour ministry gazette notification the government incorporated 10 grades in the wage structure for the cotton textile sector workers and minimum monthly wage for the workers in grade-10 would be Tk 5,710.

The amount includes basic pay Tk 3,600 for upazila town areas, 35 per cent of the basic pay (Tk 1,260) as house rent, Tk 550 as medical allowance and Tk 300 as travel allowance.

Grade 10 workers in the district towns and divisional cities would receive house rents more than 40 per cent and 70 per cent respectively of the basic pay.

The government has set the monthly minimum wage for the workers in grade-9 at Tk 6,061, for grade-8 Tk 6,250, for grade-7 Tk 6,520, for grade-6 Tk 6,763, for grade-5 Tk 7,033, for grade-4 Tk 7,303, for grade-3 Tk 7,924, for grade-2 Tk 8,275 and for grade-1 Tk 8,977.

The government has also incorporated 6 grades for the employees of the sector and set the same amount (Tk 5,710) as minimum pay for the employee of the grade-6.

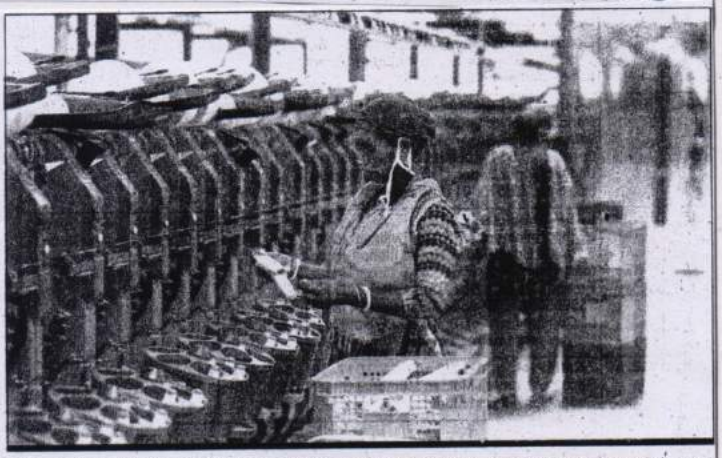

A file photo shows workers busy at a spinning mill located in Manikganj. The government has set Tk 5,710 as gross monthly minimum pay for the cotton textile sector workers increasing it from Tk 3,302 which was set in 2011. — New Age photo

The amount includes basic pay Tk 3,600 for upazila town areas, 35 per cent of the basic pay (Tk 1,260) as house rent, Tk 550 as medical allowance and Tk 300 as travel allowance.

The wages have been set for the employee in grade-5 at Tk 6,169, for grade - 4 Tk 6,871, for grade-3 Tk 8,275, for grade-2 Tk 9,679, and for grade-1 Tk 11,785.

The ministry announced Tk 4,100 as the monthly pay for both the apprentice workers and employee with the six-month period of apprenticeship.

As per the government announcement, the wages would be applicable for both the export-oriented and local textile mills across the country and both the workers and employers would be entitled for 5 per cent wage hike every year.

According to the sector people, there are some 7,000 textile factories under the sector across the country and 50 lakh people are working in the units.

সমকাল | শুক্রবার ১১ মে ২০১৮

কূটনীতিকদের ব্রিফিং

সংস্কার হচ্ছে শ্রম ও ইপিজেড আইন

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

শ্রম ও ইপিজেড আইন সংস্কার বিষয়ে ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও উন্নয়ন সহযোগীদের অবহিত করেছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই কূটনৈতিক ব্রিফিংয়ে অংশ নেন ফ্রান্স ও সুইডেনের রাষ্ট্রদূত, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী এবং আইএলওর অফিসার ইনচার্জ। এ ছাড়া ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নেদারল্যান্ডস, জাপান এবং নরওয়ের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তাদের যৌথভাবে ব্রিফিং করেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও সংসদবিষয়ক সচিব মোহাম্মদ শহীদুল হক এবং পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক।

প্রায় সোয়া দুই ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার ব্রিফিং শেষে আইন ও সংসদবিষয়ক সচিব মোহাম্মদ শহীদুল হক সাংবাদিকদের জানান, শ্রম ও ইপিজেড আইনে কয়েকটি সংশোধনী ও সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ নিয়ে বহুদিন ধরে উন্নয়ন সহযোগী বিদেশিদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ ছিল। শ্রম আইনে যেসব সংশোধনী বা সংস্কার আনা হচ্ছে তা হলো– প্রথমত, এখন থেকে কারখানাগুলোতে ২০ শতাংশ শ্রমিকের মতামত নিয়েই ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। বর্তমান আইনে ট্রেড ইউনিয়ন অনুমোদনের পূর্বশর্ত হিসেবে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের মতামত গ্রহণ এবং তার পক্ষে ডকুমেন্ট প্রদর্শনের বাধ্যবাধ্যকতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বা বিশেষায়িত রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার ভেতরে থাকা কারখানাগুলোতেও শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে বার্গেনিং এজেন্ট বা ট্রেড ইউনিয়ন থাকার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। সেখানেও বাইরের কারখানাগুলোর মতো ২০ শতাংশ শ্রমিকের মতামত নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা যাবে। এ ছাড়া এতদিন ইপিজেডের বাইরের কারখানাগুলোতে নিয়মতান্ত্রিক পরিদর্শনের সুযোগ ছিল। প্রস্তাবিত সংশোধনীর ফলে এখন সেখানকার কারখানাগুলো দেশি-বিদেশি পরিদর্শক সংস্থার পরিদর্শনের সুযোগ উন্মুক্ত হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র আরও জানায়, আইনের সংস্কারের পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য সরকার আরও যেসব নতুন সুযোগ-সুবিধা এবং কারখানার কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তাও কূটনীতিকদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ৩০ মে ২০১৮

ঈদে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস

চট্টগ্রামে শতাধিক 'দুর্বল' কারখানা নিয়ে শঙ্কা

রাশেদুল তুষার, চট্টগ্রাম ▷

তৈরি পোশাক (আরএমজি) ও নন-আরএমজিসহ সব ধরনের কারখানা মিলে বৃহত্তর চট্টগ্রামে শিল্প-কারখানা আছে ১০৯৫টি। এর মধ্যে প্রায় শখানেক 'দুর্বল' কারখানাকে চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে শিল্প পুলিশ, চট্টগ্রাম অঞ্চল। তাদের মতে, আসন্ন ঈদ-পূর্ববর্তী বেতন ও বোনাস নিয়ে যদি কিছু বিশৃঙ্খলার শঙ্কা থাকে তবে এই দুর্বল কারখানাগুলোর কারণেই হতে পারে।

এদিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গতকাল এক বৈঠক শেষে শ্রমিকদের মে মাসের বেতন ১০ জুনের মধ্যে এবং বোনাস ১৪ জুনের মধ্যে পরিশোধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের গোয়েন্দা সূত্র জানায়, তিন পার্বত্য জেলা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামে সর্বমোট কারখানা আছে ১০৯৫টি। এর মধ্যে আরএমজি ৬৪৪টি (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমইএ), নন-আরএমজি ৪৪৩ এবং সরকারি জুটমিল আছে আটটি। এর মধ্যে আরএমজি কারখানায় চার লাখ ৪৪ হাজার ১৪৩ জন, নন-আরএমজিতে ৯৯ হাজার ১৮৫ জন, শিপব্রেকিং ইয়ার্ডে আট হাজার ১৪৫ জন এবং সরকারি জুটমিলে আট হাজার ৭৮০ জনসহ সর্বমোট পাঁচ লাখ ৬০ হাজার ২৫৩ জন শ্রমিক কাজ করে। এর মধ্যে ৪০টি শিল্প-কারখানা এখনো এপ্রিল মাসের বেতনও পরিশোধ করেনি বলে জানালেন শিল্প পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ মমতাজ। তিনি বলেন, 'প্রতিদিনই কোনো না কোনো গার্মেন্ট তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করছেন। আশা করছি এই মাসের মধ্যেই বাকি কারখানাগুলোও তাদের বেতন পরিশোধ করে ফেলবেন।'

কারখানা মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চাঁদের ওপর নির্ভর করে এবার ঈদের সম্ভাব্য তারিখ ১৬ অথবা ১৭ জুন। শিল্প-কারখানায় সাধারণত মাসের বেতন পরিশোধ করা হয় ১০ তারিখের মধ্যে। সে ক্ষেত্রে বেতন এবং বোনাস প্রায় একই সময় পরিশোধ করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। এ ছাড়া জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঈদ হওয়ার কারণে চলতি মাসের বেতনের একটা অংশ দেওয়ার চাপও থাকতে পারে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত হয় সে ক্ষেত্রে কারখানা কর্তৃপক্ষের ওপর ভীষণ চাপ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন তাঁরা। যদিও শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি।

সূত্র জানায়, নির্বাচনের বছরের পাশাপাশি শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। এ কারণে তৃতীয়পক্ষ ঈদপূর্ববর্তী বেতন ও বোনাস পরিশোধের সময় ঝামেলা সৃষ্টির সুযোগ নিতে পারে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তৎপর রয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে চট্টগ্রামের শিল্প-কারখানাকে ১০টি জোনে ভাগ করে মনিটর করছে শিল্প পুলিশ। ১০৯৫টি শিল্প-কারখানার পাঁচ লাখ ৬০ হাজার শ্রমিককে নিরাপত্তা দিতে তৎপর শিল্প পুলিশ, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাত্র ৭০০ সদস্য। বিশেষ করে দুর্বল কারখানাগুলোকে নজরদারিতে রেখে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে যথাসময়ে বেতন-বোনাস পরিশোধের কৌশল নিয়েছে শিল্প পুলিশ।

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে চট্টগ্রামের শিল্প-কারখানাকে ১০টি জোনে ভাগ করে মনিটর করছে শিল্প পুলিশ। ১০৯৫টি শিল্প-কারখানার পাঁচ লাখ ৬০ হাজার শ্রমিককে নিরাপত্তা দিতে তৎপর শিল্প পুলিশ

The Export Leader
CROWN CEMENT
FOR SOLID FOUNDATION

বেতন বকেয়া থাকা কারখানাগুলো নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে শিল্প পুলিশের উপপরিচালক তোফায়েল আহমেদ মিয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এখনো কিছু কারখানা এপ্রিল মাসের বেতন পরিশোধ করেনি। তাদের জন্য অল্পদিনের ব্যবধানে আরো একটি বেতন ও বোনাস পরিশোধ করার চাপ তো থাকছেই। এ কারণে হয়তো কিছুটা ঝামেলা হতে পারে। এ ছাড়া বেতন পরিশোধে অতীত রেকর্ড খারাপ এমন কিছু কারখানাও আছে। কিন্তু তার পরও আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর রয়েছে।'

বেতন-বোনাস নিয়ে ঝামেলা এড়াতে এক মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছে বিজিএমইএ। এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ পরিচালক আ ন ম সাইফুদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের কিছু দুর্বল কারখানা আছে। সেগুলোসহ গত চার দিনে সব গার্মেন্ট-কারখানার তালিকা করে যথাসময়ে বেতন-বোনাস পরিশোধে তাগাদা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এখন কারখানা কর্তৃপক্ষও আগের চেয়ে সচেতন। তাঁরা জানে যেকোনো পরিস্থিতিতে ঈদ বোনাস ও বেতন পরিশোধ করতে হবে। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। আমরা আশা করছি, গত বছরের মতো এবারও শ্রমিকদের ঈদ হবে শান্তিপূর্ণ।'

যুগান্তর
শুক্রবার ১১ মে ২০১৮
২৮ বৈশাখ ১৪২৫

যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা

অ্যাকর্ড থাকছে আরও ৬ মাস

যুগান্তর রিপোর্ট

তৈরি পোশাক খাতের সংস্কার তদারকিতে আরও ৬ মাস থাকছে 'অ্যাকর্ড'। ক্রেতাজোট অ্যাকর্ড ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাড়তি সময় পাচ্ছে। ৩০ মে বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত এ ক্রেতাজোটের নির্ধারিত পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারের বিজিএমইএ কার্যালয়ে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সময় বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সম্মেলনে তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র পক্ষে সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান, সহ-সভাপতি ফারুক হাসান, মাহমুদ হাসান খান এবং অ্যাকর্ডের পক্ষে বাংলাদেশ প্রধান রব ওয়েজসহ স্টিয়ারিং কমিটির ১৩ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সম্প্রতি সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সরকার, মালিক-শ্রমিক এবং অ্যাকর্ড স্টিয়ারিং কমিটির প্রতিনিধিদের সর্বসম্মতিতে এ সিদ্ধান্ত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, অ্যাকর্ডের সময় বাড়ানো হয়েছে, এটা ঠিক। সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি সরকারের। ব্যবসার স্বার্থে আমরা সেটি মেনে নিয়েছি। তবে এরই মধ্যে সরকার কর্তৃক অ্যাকর্ডের বিকল্প হিসেবে নিয়মিত মান যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠন করেছে, যার কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা ৬ মাসের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ডে উন্নীত করার কাজ চলছে। আমরা আশা করছি, আরসিসি যথাসময়ে কারখানা পরিদর্শন অধিদফতরের সঙ্গে একীভূত হয়ে পোশাক শিল্পকারখানায় নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তখন আর অ্যাকর্ডের থাকার প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া অ্যাকর্ড হচ্ছে ব্র্যান্ড ক্রেতাদের একটি জোট। এদেশে তারা থাকছে নিজেদের অর্থ খরচ করে। এখন পর্যন্ত ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ১০ শতাংশ শেষ হলে দায়িত্ব বুঝে দিয়ে তারা চলে যাবে। তখন নিশ্চয়ই ব্যান্ড ক্রেতারা অযথা নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে এদেশে অ্যাকর্ডকে আরও বাড়তি সময় ধরে রাখবে না।

তবে অ্যাকর্ড স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ও তৈরি পোশাকের ব্র্যান্ড এলসি ওয়াইকিকি'র প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা অ্যাডওয়ার্ড ডেভিড সাউথহল অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আরসিসি সক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত বাংলাদেশে অ্যাকর্ডের নিরাপত্তামান যাচাইয়ের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে। আরসিসি সক্ষমতা অর্জন করলে দায়িত্ব বুঝে দেয়ার পর অ্যাকর্ড বাংলাদেশে বিলুপ্ত হবে।

এদিকে লিখিত বক্তব্যে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, অ্যাকর্ড বাংলাদেশের পোশাক খাতে নিরাপত্তামান নিশ্চিত করার জন্য ৫ বছর মেয়াদের ঘোষণা দিয়ে কাজ শুরু করেছিল। যার মেয়াদ চলতি মাসেই শেষ হয়ে যাবে। তবে তারা যেহেতু বাংলাদেশে দীর্ঘদিন কাজ করেছে এবং তাদের কাজ বুঝে নেয়ার জন্য বর্তমানে ডিরেকশন ডি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইকুইপমেন্ট টু এডুকেটিভের (ডিআইএফই) প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে রয়েছে, তাই এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার আরও ছয় মাসের জন্য এদেশে তাদের কাজ করার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। এ ছয় মাস কার্যক্রম চালানোর জন্য সম্প্রতি সরকার ট্রানজিশন মনিটরিং কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটিতে সরকার, ব্র্যান্ড, শ্রমিক প্রতিনিধি, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ'র প্রতিনিধিরা রয়েছেন। যারা আরসিসির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। একই সঙ্গে অ্যাকর্ড চলে যাওয়ার পর এই সেল কারখানার সংস্কার কাজ নিয়মিতভাবে যাচাই করবে এবং কমপ্লায়েন্স লেভেল যথাযথ পর্যায়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ৩০ মে ২০১৮।

শ্রম অধিকারে অগ্রগতি

আইএলওর নজরদারির তালিকা থেকে বাদ বাংলাদেশ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ▷

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) গতকাল মঙ্গলবার তার নজরদারির তালিকা থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা বিপর্যয়ের পর থেকে পাঁচ বছর বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি জেনেভাভিত্তিক ওই সংস্থাটিসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিবিড় দৃষ্টিতে ছিল।

জানা গেছে, স্বাধীন বিশেষজ্ঞ দল 'কমিটি অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অব স্ট্যান্ডার্ডস (সিএএস)' বাংলাদেশে শ্রম পরিস্থিতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করে নজরদারির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন সংস্কার এবং শ্রমিক সংগঠন করার বিষয়টি আরো সহজীকরণ। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি শ্রম অধিকার বিষয়ে সংস্কারের বড় উদ্যোগ নেয়। আগে শ্রমিক সংগঠন করতে হলে প্রতিষ্ঠানের অন্তত ৩০ শতাংশ কর্মীর সমর্থন প্রয়োজন হতো। এখন তা ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।

এ ছাড়া ইপিজেড আইন সংস্কারের ফলে শ্রম পরিদর্শকরা ইপিজেডের যেকোনো কারখানা পরিদর্শনের এখতিয়ার রাখেন। আগে এ সুযোগ ছিল না।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, রানা প্লাজা বিপর্যয়ের পর বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক চাপও বড় ভূমিকা রেখেছে। রানা প্লাজা ধসের পর যুক্তরাষ্ট্র তার বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা (জিএসপি) স্থগিত করে।

সংবাদ
বুধবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Wednesday 30 May 2018

সৌদিতে গৃহকর্মী নির্যাতন
নারী গৃহকর্মী পাঠানো বন্ধ করুন

সৌদি আরব থেকে নারী শ্রমিকরা শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফেরত আসছেন। সৌদি আরব থেকে এখন প্রতি মাসে প্রায় ২০০ নারী গৃহকর্মী দেশে ফিরে আসছেন। তাদের সবারই অভিজ্ঞতা একই রকম। শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, এমনকি যৌন নির্যাতন চলেছে দিনের পর দিন। মোটা অঙ্কের বেতনের লোভ দেখিয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির দালালরা শহর এবং গ্রামের নিরীহ নারীদের গৃহকর্মীর কাজে সৌদি আরবে পাঠায়। নির্যাতন সইতে না পেরে স্থানীয় পুলিশ, বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্বদেশি প্রবাসী পুরুষদের সহযোগিতায় দেশে ফিরে আসছেন তারা। প্রতিদিনই বাংলাদেশ দূতাবাসের সেফ হোম ও সৌদি ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে আশ্রয় নিচ্ছেন নারীরা। এ নিয়ে সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সৌদি ফেরত নারীকর্মীরা জানান, হাতেগোনা কিছু বাড়ির কর্মী ছাড়া অধিকাংশ নারীকর্মীই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন সৌদি আরবে। নির্যাতন সইতে না পেরে পালিয়ে আসছেন, আবার অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন। গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে অনেক দেশ সৌদিতে নারীকর্মী পাঠানো বন্ধ করেছে। এক সময় বন্ধ করলেও বাংলাদেশ আবার নতুন করে গৃহকর্মী পাঠাচ্ছে সৌদি আরবে।

ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়া সৌদি আরবে গৃহকর্মী পাঠানো নিষিদ্ধ করার পরও বাংলাদেশ থেকে নারী গৃহকর্মী পাঠানো শুরু হয়। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে সেই দেশগুলো এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে সেটা হয়তো আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ভেবে দেখেনি। এসব দেশ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার ছিল না। জানা গেছে, ফিলিপাইনের একটি প্রতিনিধি দল ২০১১ সালে সে দেশের নারী কর্মীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে সৌদি আরব গিয়েছিল। সেই তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে বলেছিল, 'আমরা আমাদের মেয়েদের ধর্ষিত বা নির্যাতিত হওয়ার জন্য সৌদি আরবে পাঠাতে পারি না।

অন্যান্য দেশ যেখানে আরও আগেই গৃহকর্মী পাঠানো বন্ধ করেছিল সেখানে বাংলাদেশ সরকার কেন গৃহকর্মী পাঠানো চালু করল? মধ্যপ্রাচ্যে গৃহকর্মী নির্যাতন কোন নতুন ঘটনা নয়। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা অনেকদিন ধরেই এর প্রতিবাদ করে আসছে– এই বিষয়টি বেশ গুরুত্ব সহকারে জনসম্মুখে তুলে ধরে। জর্ডান, লেবানন, ওমান, কাতার, দুবাই ও আবুধাবিতে এমন নির্যাতনের অভিযোগ আছে।'

যারা গিয়েছিলেন তারা শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার তো হয়েছিলেনই, সেই সঙ্গে নিঃস্ব হয়ে দেশে ফেরত এসেছেন এবং আসছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার কি সৌদিতে পাঠানো নারী গৃহকর্মীদের পরিণতির দায় গ্রহণ করবে না।

শোভন কাজ

সমকাল
রোববার
২৭ মে ২০১৮

ঈদ সামনে রেখে পোশাক তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন দর্জিরা। ছবিটি শনিবার রাজধানীর কেরানীগঞ্জ থেকে তোলা ■ ফোকাস বাংলা

আইনের খসড়া নিয়ে আইএলও সম্মেলনে যাচ্ছে বাংলাদেশ

■ আবু হেনা মুহিব

গত বছর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর সম্মেলনে শ্রমিক অধিকার উন্নয়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়। সম্মেলন শেষ হওয়ার পরই এসব উদ্যোগের আইনি কাঠামো দেওয়া এবং বাস্তবায়নের শর্ত দেওয়া হয়। গত এক বছরে সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি। আইএলওর এবারের সম্মেলনে শ্রম আইন ও রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) আইন সংশোধনের খসড়া নিয়ে সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে বাংলাদেশ।

সম্প্রতি বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু এবং এই তিন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সমন্বয়ে এক সভায় ইপিজেড আইন এবং শ্রম আইন সংশোধনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। এতে পোশাক কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন দেওয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা আনা হয়েছে। কারখানার ২০ শতাংশ শ্রমিকের সই থাকলেই ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। বর্তমান আইনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সই থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইএলওর অন্য দাবি ছিল, সারাদেশের কারখানা পরিদর্শনের মতো ইপিজেডেও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) পরিদর্শকদের পরিদর্শনের আওতায় আনতে ইপিজেড আইনে সংশোধনী আনতে হবে। এ আইন সংশোধনের খসড়ায় সেই সুযোগ রাখা হয়েছে।

আগামীকাল সোমবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় শ্রম সম্মেলন শুরু হচ্ছে। আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল ৩ জুন সম্মেলনে যোগ দেবে। শ্রম প্রতিমন্ত্রী, বিজিএমইএ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিরাও থাকছেন প্রতিনিধি দলে।

শ্রম আইনের পাশাপাশি ইপিজেড আইনেও পরিবর্তন আসছে

CROWN READY MIX CONCRETE
YOUR CONCRETE EXPERT

ক্রাউন রেডি মিক্স কংক্রিট নিশ্চিত করে আপনার স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় ও কাঙ্ক্ষিত Strength

আইএলওর সম্মেলনে বাংলাদেশের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে আইনমন্ত্রী এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রী গত বৃহস্পতিবার আবারও বৈঠকে বসেন। এর আগে গত বুধবারও বিজিএমইএ এবং কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠক করেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী। ওই বৈঠকেও ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইপিজেড আইনের চূড়ান্ত খসড়া নিয়ে তাদের মতামত নেওয়া হয়। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ১০ শতাংশ শ্রমিকের সই রাখার পক্ষে মত দেন তারা। অন্যদিকে মালিকরা ২৫ শতাংশের নিচে নামতে চাননি। শেষ পর্যন্ত ২০ শতাংশের বিষয়ে দুই পক্ষ সম্মত হয়।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু সমকালকে বলেন, গত আইএলও সম্মেলনে বাংলাদেশ নিয়ে প্রধান আপত্তি ছিল ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে কারখানার অন্তত ৩০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষর থাকার বাধ্যবাধকতা নিয়ে। সেটা কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হচ্ছে। এক বছরের মধ্যেও পূর্ণাঙ্গ আইন না করে শুধু নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সমস্যা হবে কি-না জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আইন সংশোধনে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটির প্রক্রিয়াগত কিছু কারণে দেরি হয়েছে। তবে সম্মেলন চলাকালেই শ্রম আইন ও ইপিজেড আইন সংশোধনের খসড়া মন্ত্রিসভায় উঠবে। সুতরাং এ নিয়ে সমস্যা হবে না।

আইএলওর গত সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ অন্য বিষয়ের মধ্যে ছিল, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে আশুলিয়া এলাকার শ্রম অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যেসব শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া এবং ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা প্রত্যাহার করা।

বিজিএমইএর শ্রমবিষয়ক পরিচালক আ ন ম সাইফুদ্দিন সমকালকে বলেন, আইএলওর গতবারের সম্মেলন এবং সম্মেলনের পরে বিশেষজ্ঞ কমিটি যেসব বিষয়ে আপত্তি দিয়ে সংশোধনের সুপারিশ করেছে মোটামুটি সেসব বিষয় চূড়ান্ত করেই এবারের সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন তারা। এর মধ্যে তিন বছর আগে আশুলিয়া এলাকার শ্রম অসন্তোষকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারখানা মালিকদের পক্ষ থেকে করা সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। একটি মাত্র মামলা আছে যেটা সরকারের পক্ষ থেকে একজন সংবাদকর্মীর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে করা হয়। এ বিষয়ে বিজিএমইএর করার কিছু নেই।

শোভন কাজ

প্রথম আলো সোমবার, ২৮ মে ২০১৮

ক্ষতিপূরণ তলানিতেই রয়ে যাচ্ছে

শ্রম আইন সংশোধন

ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষর নেওয়ার বাধ্যবাধকতা হ্রাস করে ২০ শতাংশ করা হচ্ছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

শিল্প-দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনায় শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের হার শেষ পর্যন্ত তলানিতে থাকছে। শ্রমিক সংগঠনের দাবি উপেক্ষা করে শ্রম আইনের সংশোধনীর খসড়ায় শ্রমিক-মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ ১ লাখ টাকা বৃদ্ধি করে ২ লাখ করা হয়েছে। আর পঙ্গু শ্রমিকের বেলায় ক্ষতিপূরণ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হচ্ছে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

শ্রম আইন সংশোধনের জন্য ৯ সদস্যের একটি কমিটি গত বুধবার খসড়া বিল তৈরি করেছে। মূলত আজ সোমবার জেনেভায় শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১০৭তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (আইএলসি) সামনে রেখে বিলটি চূড়ান্ত করেছে শ্রম মন্ত্রণালয়। আইএলসিতে এই বিল উপস্থাপনের মাধ্যমেই শ্রম অধিকার বিষয়ে অগ্রগতি দাবি করবেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা।

আইন সংশোধনে গঠিত ৯ সদস্যের কমিটির একজন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, 'ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণে শ্রমিকের হারানো আয় বিবেচনায় নেওয়ার জন্য আমরা লিখিত প্রস্তাব দিয়েছিলাম। বিকল্প হিসেবে সর্বনিম্ন ১৫ লাখ টাকা করার কথাও আমরা বলেছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত শুনলাম, মৃত ও আহত শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণ যথাক্রমে ২ লাখ ও ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। আমরা বৈঠকে এটির বিরোধিতা করেছি। আশ্চর্যজনকভাবে মালিকপক্ষ প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।'

বর্তমান শ্রম আইন অনুযায়ী, কোনো শিল্প-দুর্ঘটনা ঘটলে নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ১ লাখ টাকা। আর দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারালে কিংবা অঙ্গহানি হলে সে জন্য শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। তবে সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর আইএলওর উদ্যোগে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এতে একজন নিহত শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা পান সর্বোচ্চ ৭৮ লাখ টাকা। ২৫ লাখ টাকা করে পান ৬১ নিহত শ্রমিকের পরিবার। নিহত শ্রমিকের পরিবার সর্বনিম্ন ১০ লাখ টাকা করেও পেয়েছেন। আর আহত শ্রমিকেরাও বিভিন্ন অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণ পান।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, 'বর্তমান সময়ে একজন শ্রমিকের জীবনের দাম ২ লাখ টাকা হবে, এটি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়-বিষয়ক সংসদীয় কমিটি ও সাংসদদের চিঠি দেব। প্রয়োজনে আইএলওকে জানাব।'

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, 'আমরা বলেছিলাম ক্ষতিপূরণের একটি সর্বনিম্ন পরিমাণ ধার্য করা হোক। তারপরে শিল্প-মালিকের গাফিলতি ও ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করে আদালত আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ করবেন। সেটিকে বিমার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আমরা বলছি না যে দেশের সব মালিক ১০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন। কিন্তু সহজলভ্য বিমা করলে সব মালিকের পক্ষেই এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব। ইউএস-বাংলার বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকে ৫০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবেন। কিন্তু ইউএস-বাংলাকে কোনো টাকা দিতে হবে না।'

অবশ্য জানতে চাইলে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক গতরাতে প্রথম আলোকে বলেন, 'ক্ষতিপূরণসহ অনেকগুলো বিষয়ে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ একমত হতে পারেননি। তাই শ্রম আইন সংশোধনের খসড়া নিয়ে আবার বসতে হবে। খসড়া চূড়ান্ত করার পর সেটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য যাবে। তারপর যাবে সংসদে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আগামী সংসদ অধিবেশনে বিলটি ওঠানো যাবে না।'

ক্ষতিপূরণের হার কম কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলটি আসেনি। তবে ২ লাখ হলেও তো ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সব মালিকের সক্ষমতা তো সমান না। সব খাতের কথা ভেবেই ক্ষতিপূরণের হারটি নির্ধারণ করা হচ্ছে।'

২০১৬ সালের আইএলসিতে বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়। এতে বলা হয়, শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপের ঘাটতি ও ব্যর্থতা অত্যন্ত উদ্বেগের। এ ক্ষেত্রে শ্রম আইন-২০১৩ তে সংশোধনী আনা, ইপিজেড আইনে সংগঠিত হওয়ার অধিকার পুরোপুরি নিশ্চিত করা, ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্যের তদন্ত করা এবং ইউনিয়নের নিবন্ধন স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে করার মতো চারটি প্রসঙ্গ ওই অনুচ্ছেদে এসেছে। এসব কারণেই বাংলাদেশের জিএসপি-সুবিধা অব্যাহত রাখার বিষয়টি যাচাই করতে চাইছে ইউরোপীয় কমিশন। সর্বশেষ গত জুনের আইএলসিতে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্যমূলক আচরণ ও সহিংসতা বন্ধের জন্য বাংলাদেশকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

জানা যায়, সংশোধিত শ্রম আইনে কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষর নেওয়ার বাধ্যবাধকতা হ্রাস করে ২০ শতাংশ করা হচ্ছে। তা ছাড়া উৎসব ভাতার সংজ্ঞা যুক্ত করা হচ্ছে। এ ছাড়া ইপিজেডের শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) পরিদর্শনের আওতায় আনা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার, ১৩ ২৭ মে ২০ ১৮

'নারী কর্মীদের হয়রানি করছে গ্রামীণফোন'

সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে ১৩ নারী কর্মীকে ঢাকার বাইরে বদলি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোনে নারী কর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে গ্রামীণফোন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (জিপিইইউ)। একই সঙ্গে কোম্পানিটিতে গণচাকরিচ্যুতির আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। জিপিইইউ সংবাদ মাধ্যমে লিখিতভাবে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে অফিস সময়ের পরে ই-মেইল দিয়ে কোম্পানির ১৩ জন নারী কর্মীকে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়। ঈদুল ফিতরের আগেই তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানের আদেশ জারি করে গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘদিন কোম্পানির জন্য কাজের এই মূল্যায়নে নারী কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।

জিপিইইউয়ের প্রচার সম্পাদক রফিকুল কবির স্বাক্ষরিত অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সবচেয়ে নারীবান্ধব প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করলেও নারীদের হয়রানি শুরু করেছে গ্রামীণফোন। বিষয়টি অবগত হয়ে রাতে এক বিশেষ জরুরি সভায় মিলিত হয় জিপিইইউ। সভায় গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষের এই ধরনের একতরফা সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। জিপিইইউয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, নারী কর্মীদের প্রতি কোম্পানির এই সিদ্ধান্ত অসম্মানজনক। জিপিইইউ নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, কোম্পানির এই সিদ্ধান্তকে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে, তাকে স্বেচ্ছা অবসরের নামে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হতে পারে। কোম্পানিটি কর্মীদের উন্নয়নে কাজ না করে শুধু মুনাফার দিকে নজর দিচ্ছে। নেতারা মনে করেন, এ ধরনের কাজ কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদে লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই অবিলম্বে এই বদলির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে একটি যৌক্তিক সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তারা।

গ্রামীণফোন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের এই পত্রের প্রেক্ষিতে পাল্টা অভিযোগ করে শনিবার গ্রামীণফোনের হেড অব কমিউনিকেশনস সৈয়দ তালাত কামাল স্বাক্ষরিত একটি মেইল গণমাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। মেইলে বলা হয়েছে, কোম্পানির ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে আনা নারী কর্মীদের হয়রানি এবং গণছাঁটাইয়ের অভিযোগ ঠিক নয়। গ্রামীণফোন ১৭ জন নারীসহ তার ৪১ জন কর্মীকে নতুন কর্মসংস্থানের প্রস্তাব দিয়েছে। দুই বছর আগে আমাদের কল সেন্টারের কার্যক্রম একটি বিশেষজ্ঞ বিপিও অপারেটরের কাছে স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়। এই সময় ৪৮৮ জন নিয়মিত কর্মী কোম্পানিতে নতুন পদে যোগ দেন অথবা স্বেচ্ছা অবসর প্যাকেজ গ্রহণ করেন। বাকি ৯৮ জনের মধ্যে ৯১ জন একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেন এবং কমার্শিয়াল টিমের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ৪১ নারী ও পুরুষকে কোম্পানিতে নতুন কাজ দেওয়া হয়। কর্মীদের এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গ্রামীণফোন খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে বলে দাবি করা হয়।

তালাত কামালের দাবি, গ্রামীণফোন কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগে বিশ্বাসী এবং কোম্পানিতে নারী-পুরুষের অনুপাতে সমতা আনতে চেষ্টা করছে। কোনো প্রমাণ ছাড়া নারী হয়রানির ইঙ্গিত দেওয়া শুধু মানহানিকর নয়, অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ।

এদিকে জিপিইইউ দাবি করেছে, ২০১০ সালে কোম্পানিটি প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করলেও ২০১৭ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা। অথচ এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র স্থায়ী জনবল কাঠামোতে কর্মী সংখ্যা কমিয়েছে প্রায় তিন হাজার। কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বললেও প্রতিনিয়ত জনবল কমানোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে প্রতিষ্ঠানটি, যার প্রভাব পড়ছে দেশের কর্মসংস্থানে।

শোভন কাজ

প্রথম আলো বুধবার, ৩০ মে ২০১৮,

১০ এজেন্সির চক্র ভাঙে না অভিবাসন ব্যয়ও কমে না

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানো নিয়ন্ত্রণ করছে ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সির চক্র। এ কারণে বৈধ এজেন্সিগুলো বঞ্চিত হচ্ছে।

সামছুর রহমান, *ঢাকা*

- সরকার নির্ধারিত ব্যয় সাড়ে ৩৭ হাজার টাকা।
- বাস্তবে দিতে হচ্ছে কমপক্ষে তিন লাখ টাকা।
- বৈধ এজেন্সি আছে ৭৫০-এর বেশি, তারা বঞ্চিত।
- ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় গেছেন ৯৯ হাজার ৭৮৭ জন

সরকারি হিসাবে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর খরচ সাড়ে ৩৭ হাজার টাকা। বাস্তবে দিতে হচ্ছে তিন লাখ টাকা। মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানো নিয়ন্ত্রণ করছে ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সির চক্র। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, এ কারণে বৈধ এজেন্সিগুলো বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে অভিবাসন ব্যয়ও কমছে না।

মালয়েশিয়া বর্তমানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় গেছেন ৯৯ হাজার ৭৮৭ জন। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই মালয়েশিয়ায় গেছেন ৩৮ হাজার ৮৬৫ জন।

সিন্ডিকেটের কবলে শ্রমবাজার

বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির অন্যতম বাজার মালয়েশিয়া ২০০৯ সালে কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দেয়। ২০১২ সালে সরকারিভাবে কর্মী পাঠাতে দুই দেশ চুক্তি করে। এরপর আড়াই বছরে আট হাজার কর্মী যান। তবে সাগরপথে অবৈধভাবে বিপুলসংখ্যক লোক মালয়েশিয়ায় যান। ২০১৫ সালের মে মাসে থাইল্যান্ডে এবং পরে মালয়েশিয়ায় গণকবর পাওয়ার পর বিশ্বজুড়ে হইচই হলে আবারও বাংলাদেশ থেকে বেসরকারিভাবে কর্মী নেওয়ার প্রস্তাব দেয় মালয়েশিয়া।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুই দেশের মধ্যে জি টু জি প্লাস (সরকারি-বেসরকারি) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই মালয়েশিয়া বলে, এই মুহূর্তে তারা আর কর্মী নেবে না। এতে কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া ঝুলে যায়। এরপর ২০১৬ সালের নভেম্বরে মালয়েশিয়ার মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে আসে। ওই বৈঠকে আবার কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের এক বছর পর ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানো শুরু হয়।

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সদস্য, এমন অন্তত পাঁচটি এজেন্সির মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জি টু জি প্লাস চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী, কর্মী নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া হয় অনলাইনে। এ কাজের জন্য সিনারট্রান্সক নামে একটি কোম্পানিকে নিয়োগ দেয় দেশটির সরকার। মালয়েশিয়ান কোম্পানি সিনারট্রান্সক্রের সঙ্গে বর্তমানে কর্মী পাঠানো ১০টি এজেন্সি সিন্ডিকেট করে। তাদের দাবি, সিন্ডিকেটের ফলে একদিকে অন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো কর্মী পাঠানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগে শ্রমিকদের কাছ থেকে বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে মালয়েশিয়ায় লোক পাঠাতে পারছে যে ১০টি এজেন্সি, সেগুলো হলো ব্যারিয়ার ওভারসিজ, এইচএসএমটি হিউম্যান রিসোর্স, সানজারি ইন্টারন্যাশনাল, রাব্বী ইন্টারন্যাশনাল, প্যাসেজ অ্যাসোসিয়েটস, ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল, ইউনিক ইস্টার্ন প্রাইভেট লিমিটেড, আমিন ট্রেরস অ্যান্ড ট্রাভেলস, প্রান্তিক ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরিজম ও আল ইসলাম ওভারসিজ। এই ১০ এজেন্সির মধ্যে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের মালিক বায়রার বর্তমান কমিটির মহাসচিব মো. রুহুল আমিন। রাব্বী ইন্টারন্যাশনালের মালিক বায়রার ওয়েলফেয়ার সম্পাদক মোহাম্মদ বশির। প্রান্তিক ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরিজমের মালিক সাবেক কমিটির সভাপতি মো. গোলাম মোস্তফা। এ ছাড়া এসব এজেন্সির সঙ্গে বায়রার প্রভাবশালী একাধিক নেতা জড়িত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

১০ এজেন্সির অন্যতম প্রান্তিক ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী ও বায়রার সাবেক সভাপতি মো. গোলাম মোস্তফা প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশের সহস্র এজেন্সি মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি করতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। শ্রমিক পাঠানোর প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলা আনতেই নির্দিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির বাইরে অন্য কাউকে শ্রমিক পাঠানোর সুযোগ দিতে চায় না মালয়েশিয়ার সরকার। প্রবাসীকল্যাণ সচিব নমিতা হালদার বলেন, 'বাংলাদেশ অংশে সিন্ডিকেটের বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমরা ৭৫০টির বেশি বৈধ এজেন্সির তালিকা পাঠিয়েছিলাম। মালয়েশিয়া সরকার এই ১০ এজেন্সিকে অনুমতি দিয়েছে।'

নিয়ন্ত্রণহীন অভিবাসন ব্যয়

২০১৬ সালে জি টু জি প্লাস সমঝোতায় মালয়েশিয়ায় কর্মী যাওয়ার খরচ নির্ধারণ করা হয় সাড়ে ৩৭ হাজার টাকা। ২০১৭ সালের জুন মাসে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় এক অফিস আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে পুরুষ কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করে দেয়। ওই অফিস আদেশে বলা হয়, জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়ায় নির্মাণ বা কারখানাশ্রমিকদের জন্য অভিবাসন ব্যয় ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং কৃষিশ্রমিকের জন্য ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা নির্ধারণের জন্য জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে। মন্ত্রণালয় ও বায়রা সূত্রে জানা যায়, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় মালয়েশিয়ায় পুরুষ শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় বাড়ানোর বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। ফলে সরকারের হিসাবে মালয়েশিয়া শ্রমিক পাঠানোর নির্ধারিত খরচ সাড়ে ৩৭ হাজার টাকা রয়েছে।

তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। বায়রা, মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কর্মকর্তা এবং মালয়েশিয়া যাওয়া কর্মীর স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত টাকার সাত থেকে নয় গুণ বেশি টাকা দিতে হচ্ছে।

সম্প্রতি মালয়েশিয়া গিয়েছেন, এমন চারজন কর্মীর পরিবারের সদস্যের সঙ্গে প্রথম আলোর কথা হয়। তাঁরা বলেছেন, বাস্তবে ২ লাখ ৮০ থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগছে। অথচ সরকারি নথিতে সাড়ে ৩৭ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হচ্ছে।

সার্বিক বিষয়ে অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা সংস্থা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সবার জন্য উন্মুক্ত করতে এবং অভিবাসন ব্যয় কমাতে সরকারের সদিচ্ছা জরুরি।

The Daily Star

DHAKA SUNDAY MAY 27, 2018,

9th wage board gazette likely next week: Inu

BSS, *Dhaka*

Information Minister Hasanul Haq Inu said the much anticipated "dearness allowance" (DA) for journalists, as recommended by the Wage Board, is likely to be gazetted next week.

He made the announcement at a meeting at the Dhaka Reporters Unity auditorium yesterday.

The minister said all necessary formalities have been completed in this regard.

The meeting was also addressed by Iqbal Sobhan Chowdhury, the media adviser of Prime Minister Sheikh Hasina.

সংবাদ

বৃহস্পতিবার ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

Thursday 17 May 2018

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ৪ কোটি টাকা দিল অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

প্রথমবারের মতো অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ৪ কোটি ৪ লাখ ২২ হাজার ৪৪০ টাকা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করেছে।

গতকাল সচিবালয়ে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোবারক আলী'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হকের হাতে গত চার বছরের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশের একটি চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. আনিসুল আওয়াল, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এর নির্বাহী পরিচালক তানভীর আলী, সামাদ মীর আলী, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক কাজী তৌহিদুজ্জামান এবং মহাব্যবস্থাপক মাজাহারুল হাসান খান এবং সত্য রঞ্জন মণ্ডলসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চেক প্রদান অনুষ্ঠানে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ শ্রম আইন মেনে প্রতিটি কোম্পানিকে লাভের নির্দিষ্ট অংশ ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণে এবং একই সঙ্গে লাভের ৫ শতাংশের এক দশমাংশ অর্থ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রদান করার আহ্বান জানান।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ১৭ মে ২০১৮,

ভোগান্তি পুরান ঢাকার ইমামগঞ্জের সড়কে কাদা ও ইট-সুরকির কারণে মালামাল পরিবহনে ভোগান্তিতে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। গতকাল ইমামগঞ্জের পানঘাট এলাকায়। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

অ্যাকর্ডের মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে নতুন জটিলতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এ দেশে অ্যাকর্ডের কার্যক্রমের মেয়াদ বাড়ানোর ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা তিন মাস বাড়িয়েছেন হাইকোর্ট। দেশের পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশের উন্নয়নে পাঁচ বছরের জন্য কর্মরত অ্যাকর্ডের চলতি মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩০ মে।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও অ্যাকর্ডের স্টিয়ারিং কমিটি গত বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, চলতি সপ্তাহে অ্যাকর্ডের কার্যক্রমের মেয়াদ নতুন করে ছয় মাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় উদ্যোগে গঠিত সংস্কারকাজ সমন্বয় সেল (আরসিসি) সক্ষমতা অর্জন না করলে ছয় মাস করে অ্যাকর্ডের মেয়াদ বাড়বে। আরসিসি সক্ষম হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন তদারক কমিটি (টিএমসি)। এতে সরকার, ব্র্যান্ড, শ্রমিক প্রতিনিধি, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর প্রতিনিধি রয়েছেন।

অ্যাকর্ডের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের স্মার্ট গ্রুপের দায়ের করা রিট পিটিশনের শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি মো. সেলিমের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল এই জোটের কার্যক্রমের মেয়াদ বাড়ানোর ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা তিন মাস বাড়ানোর আদেশ দেন। গত ৪ এপ্রিল শুনানিতে আদালত ১৬ মে পর্যন্ত অ্যাকর্ডের মেয়াদ না বাড়ানোর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। গতকালের শুনানিতে সেটি তিন মাস বৃদ্ধি করেন আদালত।

বিষয়টি নিশ্চিত করে স্মার্ট গ্রুপের আইনজীবী ইউসুফ আলী প্রথম আলোকে বলেন, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আদালতকে জানান যে সরকার অ্যাকর্ডের মেয়াদ বাড়ানোর কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তারপরই আদালত অ্যাকর্ডের মেয়াদ বাড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। একই সঙ্গে আগামী শুনানিতে আরসিসি কত দূর এগিয়েছে এবং টিএমসির বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে নির্দেশ দেন। ২৮ মে পরবর্তী শুনানি হবে।

ইউসুফ আলী বলেন, সরকার ও অ্যাকর্ডের আইনজীবীরা আদালতে উপস্থিত থাকলেও স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিতর্ক তুলে ধরেননি।

স্মার্ট গ্রুপের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী জিনাত হক। গতকাল সন্ধ্যায় যোগাযোগ করা হলে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়। অন্যদিকে জানতে চাইলে অ্যাকর্ডের আইনজীবী কে এস সালাউদ্দিন আহমেদ আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০১৬ সালের মে মাসে কারখানা ভবনের কংক্রিটের শক্তিমত্তা পরীক্ষার ফলাফলের মিথ্যা সনদ দেওয়ার অভিযোগ এনে চট্টগ্রামের স্মার্ট গ্রুপের চার পোশাক কারখানার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করে অ্যাকর্ড। ফলে জোটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ব্র্যান্ডের পোশাকের ক্রয়াদেশ থেকে বঞ্চিত হয় কারখানাগুলো। পরে গত বছর অ্যাকর্ডের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেন স্মার্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুস্তাফিজুর রহমান। তিনি অভিযোগ করেন, অ্যালায়েন্স তার গ্রুপের তিন কারখানাকে নিরাপদ হিসেবে চিহ্নিত করলেও অ্যাকর্ড ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কাজের মধ্যে সমন্বয় না থাকা এবং তাদের ওপর সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দেশের অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ধ্বংসের মুখে পড়ছে বলেও মামলায় অভিযোগ করেন স্মার্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান।

পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে গত বছরের ১৩ নভেম্বর অ্যাকর্ড সব ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়ে স্মার্ট গ্রুপের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশের উন্নয়নে ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স গঠিত হয়। অ্যাকর্ড ১ হাজার ৬২০টি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেছে। এসব পোশাক কারখানার ত্রুটি সংস্কারের কাজ প্রায় ৮৫ শতাংশ শেষ হয়েছে। তবে সংস্কারকাজে সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখাতে না পারায় এখন পর্যন্ত ১০৯টি কারখানার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে অ্যাকর্ড।

গত বৃহস্পতিবার অ্যাকর্ড ও বিজিএমইএর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে জানতে চাইলে বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'সরকার অ্যাকর্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। ফলে আদালতের বিষয়টিও সরকার দেখবে।' অবশ্য গতকাল রাতে মুঠোফোনে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৭ মে ২০১৮

চার মাস বেতন নেই ৮৬২ কর্মীর

জয়শ্রী ভাদুড়ী

৬৫ বছর ধরে রাজধানীবাসীকে সুনামের সঙ্গে সেবা দিয়ে আসছে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। কিন্তু চার মাস ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়েছে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবনযাত্রা। সারা জীবন এই হাসপাতালে সেবা দিয়ে চাকরি শেষে তারা পাচ্ছেন না প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির অর্থটুকুও।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে গত মঙ্গলবার থেকে আজ পর্যন্ত এক ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করছেন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সসহ সব কর্মচারী। কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণকারী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চিকিৎসক জানান, প্রথমে মাসের মাঝামাঝি বেতন দেওয়া শুরু হলো, এরপর আস্তে আস্তে শেষের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। এখন আমাদের চার মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। এর আগে গত বছর এপ্রিলে বেতন-ভাতা এবং অষ্টম বেতন স্কেলের দাবিতে এরকম কর্মবিরতি পালন করা হলে ১১ জনকে বদলি করে কর্তৃপক্ষ। আন্দোলন বন্ধ করতে ১১ জনকে রাজশাহী, দিনাজপুর, নেত্রকোনা এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বদলি করা হয়। এখন পর্যন্ত এই হাসপাতালে বাস্তবায়ন করা হয়নি অষ্টম বেতন স্কেল। হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঠিক সময়ে বেতন পেলেও বেতন পাই না আমরা।

মুখ থুবড়ে পড়েছে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে কর্মরতদের জীবনযাত্রা

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৯১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই পাল্টে যায় হাসপাতালের সেবার চিত্র। দলীয় ব্যক্তিকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই ব্যক্তি নিজ এলাকার পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনকে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেন। পরবর্তী সব সরকারের সময় দলীয়।

চার মাস বেতন

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ব্যক্তিদের দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। ৫২৮ শয্যার এ হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৮৬২। কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অন্তত ৩০০ জনবল রয়েছে। এই জনবলকে কাজে লাগাতে ২০০০ সালে স্থাপন করা হয় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ। পরিকল্পনা ছিল হাসপাতালের অতিরিক্ত জনবলকে কাজে লাগানো হবে মেডিকেল কলেজে। কিন্তু আবারও নিয়োগ দিয়ে জনবল সেই একই রেখেছে কর্তৃপক্ষ। গত এক বছরের হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, হাসপাতালে দিনে সর্বোচ্চ ৩০০ রোগী ভর্তি ছিলেন। গড়ে অর্ধেক শয্যা ফাঁকা থাকে। হাসপাতালের গড় আয় তিন কোটি টাকার কিছু বেশি। এর মধ্যে দুই কোটি টাকা প্রয়োজন মাসিক বেতন বাবদ। বেতনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আয় হলেও বিনা বেতনে বর্তমান উচ্চ দ্রব্যমূল্যের বাজারে সেবা দিতে হচ্ছে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্য লুৎফর রহমান চৌধুরী হেলাল বলেন, মেডিকেল কলেজে পুরনো চিকিৎসক চলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে রোগী কিছুটা কমেছে। প্রায় সময়ই অর্ধেক শয্যা ফাঁকা থাকে। এই আয়ে অতিরিক্ত জনবলকে বেতন দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। আগামী সপ্তাহে কর্তৃপক্ষের সভা আছে, সেখানে তাদের এই বকেয়া বেতনের ব্যাপারে আলোচনা হবে।

সমকাল
সোমবার
২৮ মে ২০১৮

ব্রিটিশ হাইকমিশনে শ্রমিক ছাঁটাই

পাওনার হিসাব চেয়ে পাঠানো চিঠির জবাব মেলেনি

■ সমকাল প্রতিবেদক

ব্রিটিশ হাইকমিশনের ছাঁটাই হওয়া ১৪ জন আবাসিক নিরাপত্তা রক্ষীর (গার্ড) পাওনা পরিশোধের হিসাব চেয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ নিয়ে রাজধানীর বারিধারায় হাইকমিশনের অফিসে কয়েক দফা চিঠিও পাঠানো হয়। সর্বশেষ গত বছরের ৯ নভেম্বর পাঠানো চিঠির আজও জবাব দেয়নি হাইকমিশন কর্তৃপক্ষ।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক শামসুল আলম খান সমকালকে বলেন, ব্রিটিশ হাইকমিশনের ওইসব শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের সব পাওনা পরিশোধে আইনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। আইনি প্রক্রিয়ায় সব পাওনা পরিশোধের জন্য হাইকমিশন বরাবরে অধিদপ্তর থেকে একাধিকবার চিঠি পাঠানো হয়েছে। তারা সেসব চিঠির জবাবও দিয়েছে। তবে সর্বশেষ চিঠি পাঠানো হয়েছে গত বছরের ৯ নভেম্বর। এই চিঠির কোনো জবাব দেয়নি তারা। অধিদপ্তর চিঠির জবাবের অপেক্ষায় আছে।

সূত্র জানায়, গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরকে দেওয়া হাইকমিশনের পরিচালক (করপোরেট সার্ভিস) মার্ক ফরেস্টার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়, ওই ১৪ শ্রমিকের

পাওনার হিসাব চেয়ে পাঠানো

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পাওনা যথাযথভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। তাদের কাছে শ্রমিকদের আর কোনো পাওনা নেই।

আর অধিদপ্তরের সর্বশেষ চিঠিতে বলা হয়, ওই ১৪ জনের নিয়োগপত্রের ২নং শর্তে তাদের কর্মঘণ্টা সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা উল্লেখ করা হয়েছে, যা শ্রম আইন-২০০৬ এর ১০০নং ধারার লঙ্ঘন। তাদের দৈনিক ১২ ঘণ্টা হিসেবে সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা কাজ করানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ওভারটাইম বাবদ কোনো ভাতা দেওয়া হয়নি। এতে শ্রম আইনের ১০৮ ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে। শ্রমিক ছাঁটাই-সংক্রান্ত নোটিশের কপিগুলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক বরাবরে না পাঠিয়ে আইনের ২০ (খ) ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে বলেও মনে করে অধিদপ্তর।

শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন কোন খাতে কত টাকা করে পরিশোধ করা হয়েছে আলাদাভাবে তার কোনো হিসাব অধিদপ্তরকে জানানো হয়নি। একই সঙ্গে ওই ১৪ জনের পাওনা পরিশোধের দাবির বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না।

অধিদপ্তর সূত্র জানায়, হাইকমিশনকে দেওয়া সর্বশেষ চিঠির সঙ্গে ওই ১৪ শ্রমিকের পাওনার আলাদা হিসাব হাইকমিশন কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ১৪ শ্রমিকের মোট পাওনা ২ কোটি ৪৫ লাখ ৮৪ হাজার ৫০৩ টাকা। এর মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে ৩৮ লাখ ২৭ হাজার ৩৫৫ টাকা। বাকি রয়েছে ২ কোটি ৭ লাখ ৫৭ হাজার ১৪৮ টাকা। গত দুই বছরেও এই টাকা পরিশোধ করা হয়নি।

ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে চাকরিচ্যুত ১৪ শ্রমিক হলেন– আঞ্জেলো ক্রুজ, অশেষ রাকসাম, জর্জ রোজারিও, শহিদুল ইসলাম, মহেন্দ্র রাজবংশী, মাইন উদ্দিন, শেখ মো. মশিউর রহমান তপন, মো. শহিদুল ইসলাম, বিপ্লব ভিক্টর প্যারিস, মধু বাহাদুর, নুরুল হক, শাহাজুল ইসলাম, সিদুল কান্তি বড়ুয়া ও হ্যাপিসন নেংওয়া।

অন্য একটি সূত্র জানায়, ওই ১৪ শ্রমিক তাদের পওনা আদায়ের জন্য ব্রিটিশ হাইকমিশনকে বিবাদী করে মামলা করতে পারেন। এর আগে শ্রমিকরা আইনজীবীর মাধ্যমে হাইকমিশনে উকিল নোটিশ পাঠাতে পারেন।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ২৩ মে ২০১৮

শ্রমিককল্যাণ তহবিলে ৮ কোটি টাকা দিল বিএটি বাংলাদেশ

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

দেশের শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিককল্যাণ তহবিলে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি বাংলাদেশ) আট কোটি ৮২ লাখ সাত হাজার টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেছে। গত রবিবার শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হকের কাছে এই চেক হস্তান্তর করেন বিএটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান গোলাম মাইনুদ্দিন ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান রুমানা রহমান।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রম আইন মোতাবেক ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ শুরু থেকেই এই ফান্ডে অর্থ জমা রাখছে। বর্তমানে এই ফান্ডে ৩০০ কোটি টাকা জমা আছে। যদি কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হয় তবে এই ফান্ড থেকে তার পরিবারকে দুই লাখ টাকা দেওয়া হয়। এ ছাড়া শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়।

এ সময় রুমানা রহমান বলেন, 'শ্রমিকরাই একটি কম্পানির মূল চালিকাশক্তি। বিএটি বাংলাদেশ শ্রম আইন ও আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে থাকে। এর সাথে শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।'

বণিকবার্তা
মে ৩০, ২০১৮ ▪ জ্যৈষ্ঠ ১৬, ১৪২৫ ▪ বুধবার

জামদানি শিল্পনগরী

প্রকৃত তাঁতিদের প্লট দিতে নির্দেশ শিল্পমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▪

জামদানি শিল্পনগরীর সব প্লটে গুণগত মানের জামদানি শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের নজরদারি ও পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এ শিল্পনগরীতে জামদানি তাঁতি ছাড়া অন্য কারো নামে কোনো প্লট বরাদ্দ থাকলে তা দ্রুত বাতিলের মাধ্যমে প্রকৃত তাঁতিদের মাঝে প্লট বরাদ্দ দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সতর্ক করেন তিনি।

গতকাল জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে ১০ দিনব্যাপী জামদানি প্রদর্শনী ২০১৮-এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিসিক চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহা. ইফতিখারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম, সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. এনামুল হক বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর যৌথভাবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। এতে ৩৫টি জামদানি শাড়ি ও বস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমির হোসেন আমু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় জামদানি শিল্প আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের জামদানি শিল্প এখন ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত। দেশের জামদানি শিল্পকে ঐতিহ্যবাহী মসলিনের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, এরই মধ্যে জামদানিকে বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। এর ফলে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পণ্য হিসেবে জামদানির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ উদ্যোগ জামদানির বাণিজ্যিক গুরুত্ব বাড়াবে। এ শিল্পে পণ্য বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্যে বিসিক জামদানি তাঁতিদের মাঝে নকশা বিতরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণসহায়তা, বিপণন অবকাঠামো তৈরিসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। জামদানি শিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বিসিক পরিচালিত গবেষণার সুপারিশ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় সর্বাত্মক সহায়তা দেবে বলে তিনি জানান।

বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম বলেন, পদ্মার ওপার প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন তাঁতপল্লী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে উদ্যোক্তাদের জন্য প্লট বরাদ্দ, ঋণসুবিধা, আবাসন, শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সংশ্লিষ্ট সব সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবে। জামদানি শিল্পের উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিসিকের পাশাপাশি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ও সম্ভব সব ধরনের সহায়তা দিতে আগ্রহী বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রায় ১৫ হাজার মানুষ সরাসরি জামদানি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। প্রতি বছর দেশে গড়ে এক লাখ পিসের বেশি জামদানি শাড়ি উৎপাদিত হচ্ছে।

সমকাল
২৯ মে ২০১৮ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের মেয়াদ নিয়ে দ্রুত সমাধান চান মার্কিন রাষ্ট্রদূত

▪ সমকাল প্রতিবেদক

তৈরি পোশাকের দুই ক্রেতাজোট অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের মেয়াদ নিয়ে দ্রুতই একটি সমাধানে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা ব্লুম বার্নিকাট। তিনি বলেছেন, এই দুই জোটের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি বিলম্বিত হলে কর্মপরিবেশের নিরাপত্তায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি নেই মর্মে ক্রেতা এবং ভোক্তাদের কাছে নেতিবাচক বার্তা যাবে। শ্রম অধিকার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর নীতিমালার আলোকে বিশ্বমান অর্জনে আরও তৎপর হওয়ার অনুরোধও জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ অনুরোধ জানান মার্কিন রাষ্ট্রদূত। জার্নালিজম ফেলোশিপ সংক্রান্ত এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিজিএমইএ। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে নিজেদের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, ফেলোশিপের মেন্টর শ্যামল দত্ত ও সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। উপস্থিত ছিলেন প্রথম সহ-সভাপতি মইনুদ্দিন আহমেদ মিন্টু, সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হাসান, সহ-সভাপতি এস এম মান্নান কচি, মোহাম্মদ নাছির, মাহমুদ হাসান খান বাবু প্রমুখ।

২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের পোশাক খাতের সংস্কার উন্নয়নে মার্কিন নেতৃত্বাধীন উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের নিয়ে একটি জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি বা অ্যালায়েন্স গঠিত হয়। একই সময়ে একই উদ্দেশ্যে ইউরোপভিত্তিক ক্রেতাজোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড) গঠন করা হয়। সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী পাঁচ বছরের জন্য গঠিত জোট দুটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী জুনে। ইতিমধ্যে ছয় মাস করে মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তবে জোট দুটি মেয়াদ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১২ মে ২০১৮।

বিশ্ব নার্সিং ডে আজ

কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ নেই মন ভালো নেই নার্সদের!

তৌফিক মারুফ ▷

নার্সরা এখন আর পিছিয়ে নেই! যোগ্যতা, শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে চলছেন সমান তালে। রাত-দিন সেবা দিয়ে চলেছেন রোগীদের। আগে নার্সিংয়ে ভর্তির মানুষ পাওয়া না গেলেও এখন একটি পদের বিপরীতে হাজারো শিক্ষার্থীর ভিড় লেগে যায় অন্যান্য শিক্ষা কাঠামোর মতোই। অনার্স-মাস্টার্স করা মেধাবী ছেলে-মেয়েরাই এখন নার্সিংয়ে আসছে। প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণির পদে চাকরি করছে। কর্মকর্তার পদমর্যাদা ভোগ করছেন। এত কিছুর পরেও বাস্তবে এখনো নার্সবান্ধব পরিবেশ হয়ে ওঠেনি হাসপাতালের কর্মক্ষেত্র। ফলে তাঁদের মন ভালো নেই।

আজ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে বিশ্ব নার্সিং ডে। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'নার্সেস আ ভয়েজ টু লিড, হেলথ ইজ আ হিউম্যান রাইট'। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এ দিবস পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। আর এই দিবসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ শনিবার রাজধানীর মুগদা মেডিক্যাল কলেজসংলগ্ন জাতীয় উচ্চতর নার্সিং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইসমত আরা পারভীন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই সরকারের সময়ে গত ৯ বছরে প্রায় ১৭ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরো নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। আমাদের চাকরি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে। প্রথম শ্রেণিও আছে। উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। নার্সিং ইনস্টিটিউট হয়েছে, এমনকি নার্সিং শিক্ষার জন্য নার্সিং বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার অপেক্ষায় আছি আমরা। তার পরও আমাদের কর্মক্ষেত্রে ডাক্তারদের মধ্যে একটি অংশ আমাদের আগের মতোই অবজ্ঞা করে, অবমূল্যায়ন করে, ভালো আচরণ করে না। এ কারণে অনেক সময়ই নার্সদের মন খারাপ থাকে। এ জন্য চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা জরুরি।'

বাংলাদেশ স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদ—স্বানাপের কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব সভাপতি ইকবাল হোসেন সবুজ বলেন, 'এককথায় বলতে গেলে কর্মক্ষেত্রে নার্সবান্ধব পরিবেশ নেই। রোগীর চাপ বেশি থাকার ফলেই এমনটা হয়েছে। নার্সদের বসার জায়গা থাকে না, খাবার জায়গা থাকে না, একজন নার্সকে একসঙ্গে বহু রোগীর দিকে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। ডাক্তার-রোগীরা নার্সদের সঙ্গে ভালো আচরণ করে না। নার্সের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।'

নার্সদের ওই নেতা বলেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল হিসেবেই নার্সিং অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা হলেও সেই প্রতিষ্ঠান বাস্তবে এখন পর্যন্ত পুরোপুরি নার্সবান্ধব হয়ে উঠতে পারেনি।

সংবাদ
বুধবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Wednesday 23 May 2018

সরকার নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে কাজ করছে : শ্রম প্রতিমন্ত্রী

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্য দেশের জন্য অনুকরণীয় বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক। তিনি বলেন, সরকার কল-কারখানায় শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

রাজধানীর একটি হোটেলে গার্মেন্টস, চামড়া ও চা শিল্পে 'কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীদের ক্ষমতায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খানের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ইমপ্লয়ারস ফেডারেশনের সভাপতি কামরান টি রহমান, যুগ্ম সচিব ড. রেজাউল হক, প্রকল্প পরিচালক মো. মেহেদী হাসান এবং ইউএনএফপি-এর প্রতিনিধি শামীমা পারভিন বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক বেগম ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের পাশাপাশি কারখানার কর্মপরিবেশের উন্নয়নে সামাজিক সংলাপের ওপরও জোর দিয়েছে। এছাড়া গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনে নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রায় ১৮শ' সয্যা বিশিষ্ট ২টি ডরমেটরি নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ৩৪ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক রপ্তানির মধ্যে শুধু গার্মেন্টস থেকেই রপ্তানি করে ২৮ বিলিয়ন ডলার। যার বেশি অবদান শ্রমজীবী নারীদের, আর চা শিল্প তো দাঁড়িয়েই আছে নারী শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে। গার্মেন্টস, চা, চামড়াসহ প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারী ক্ষমতায়নে বেশি বেশি সুবিধা প্রদান করা গেলে ২০২১ সালের মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠন আরও সহজ হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনএফপিএর যৌথ অর্থায়নে ৫ কোটি ২৮ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ গার্মেন্টস শিল্পে, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলায় চা বাগানে এবং সাভার ট্যানারি পল্লী, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে চামড়া ও পাদুকা শিল্পে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ১০ মে ২০১৮,

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তারা। গতকাল ঢাকার গুলশানের এক হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

শিল্প খাতে সাড়ে আট লাখ নারীর কর্মসংস্থান কমেছে

সিপিডির সংলাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চার বছরের ব্যবধানে শিল্প খাতে নারীর কর্মসংস্থান কমেছে প্রায় সাড়ে আট লাখ। ২০১৩ সালে শিল্প খাতে ৩৯ লাখ ৯০ হাজার নারী কাজ করতেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৩১ লাখে। মূলত রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর তৈরি পোশাক খাতে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

অবশ্য একই সময়ে কৃষি ও সেবা খাতে নারীর কাজের সুযোগ বেড়েছে। কৃষি খাতে এখন ১ কোটি ১১ লাখ ৩০ হাজার নারী কাজ করেন। এ খাতে গত চার বছরে কর্মসংস্থান বেড়েছে ২০ লাখের বেশি। অন্যদিকে সেবা খাতে ৫ লাখের মতো কর্মসংস্থান বেড়ে ৪৩ লাখ ৭০ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক গবেষণায় এই চিত্র উঠে এসেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তিনটি শ্রমশক্তি জরিপ বিশ্লেষণ করে এই গবেষণা করা হয়েছে।

গুলশানের একটি হোটেলে গতকাল বুধবার এই গবেষণা প্রকাশ করা হয়। গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুনের সভাপতিত্বে ওই গবেষণাপত্রের ওপর সংলাপ অনুষ্ঠান হয়। সংলাপে কূটনীতিক, অর্থনীতিবিদ, নারীনেত্রীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী অংশ নেন।

শিল্প খাতের নারীর কর্মসংস্থান কমে যাওয়া প্রসঙ্গে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বেশ কিছু কারণে শিল্প খাতে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে। রানা প্লাজা ঘটনার পর কমপ্লায়েন্সের কারণে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে। এতে অনেক নারী শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। আবার এখন তৈরি পোশাকে নিট খাতের ব্যবসা বেড়েছে। সেখানে পুরুষের কর্মসংস্থান বেশি হচ্ছে। এ ছাড়া কমপ্লায়েন্সের জন্য নাইট-শিফ্ট ব্যবস্থাও কমে গেছে।

সিপিডি আরও বলেছে, চার বছরের ব্যবধানে দেশের কর্মজীবী মানুষের প্রকৃত মজুরি কমে গেছে। ২০১৩ সালে একজন কর্মজীবী প্রতি মাসে গড়ে ১৪ হাজার ১৫২ টাকা মজুরি পেতেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসে তা কমে ১৩ হাজার ২৫৮ টাকা হয়েছে। তাতে প্রকৃত মজুরি কমেছে আড়াই শতাংশের মতো।

অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর প্রকৃত মজুরি বেশি কমেছে। ২০১৩ সালে একজন কর্মজীবী নারী প্রতি মাসে গড়ে ১৩ হাজার ৭১২ টাকা মজুরি পেতেন। এখন পান ১২ হাজার ২৫৪ টাকা। এ ক্ষেত্রে মজুরি কমেছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। অন্যদিকে পুরুষেরা ৪ বছর আগে পেতেন ১৪ হাজার ৩০৯ টাকা। এখন তা ১ দশমিক ৯ শতাংশ কমে ১৩ হাজার ৫৮৩ টাকা হয়েছে।

সিপিডির গবেষণায় আরও বলা হয়, কর্মক্ষম নারীর মধ্যে প্রায় ৫৭ শতাংশ কোনো মজুরির বিনিময়ে কাজে সম্পৃক্ত নয়, আবার পড়াশোনা কিংবা প্রশিক্ষণও নিচ্ছেন না তাঁরা। এর ফলে শ্রমবাজারে বিপুলসংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ নেই। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন।

এ বিষয়ে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আগামী চার দশক জনমিতির লভ্যতার (জনসংখ্যা বোনাস) দ্বারপ্রান্তে আছে বাংলাদেশ। শ্রমবাজারে অনেক তরুণ-তরুণী আসবেন। আমরা তাঁদের কীভাবে কাজে লাগাব, তা ভাবতে হবে। নারীর শোভন কাজের বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হবে।'

মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ নারী-পুরুষ শ্রমবাজারে নেই। অর্ধেকের বেশি নারী কাজ করেন না, আবার শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণেও নেই। তাই কেবল কর্মসংস্থান নয়, ভালো আয় হতে হবে। এখন কম আয়ে তাঁরা কাজ করেন, কর্মপরিবেশও স্বস্তিদায়ক নয়। জনসংখ্যার সুবিধা পেতে হলে নীতিনির্ধারণে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। এ জন্য শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

আলোচনা :

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য শামসুল আলম বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান কীভাবে কমিয়ে আনুষ্ঠানিক খাতে আনা যায়, সেই বিষয়ে পরিকল্পনা নিতে হবে। আবার গৃহস্থালির কাজ করেন, কিন্তু মজুরি পান, এমন নারীর কাজের মূল্য কীভাবে বের করা যায়, তা গবেষণা করে বের করা উচিত। তাহলে তাঁদের অবদান জাতীয় আয়ে যুক্ত করা যাবে।

সমাজে নারীর সম্পৃক্ততা যত বাড়বে, সমাজ ততই উন্নতি করবে বলে মনে করেন ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত মিখাইল হেমনিতি উইনদার। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে ডেনমার্কসহ ইউরোপের দেশগুলো ভালো উদাহরণ। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দোকানপাটে নারীরা কাজ করেন। বাংলাদেশে এটা দেখা যায় না।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) অধ্যাপক বরকত ই খুদা বলেন, সাত-আট বছর আগেও বলা হতো, জনসংখ্যার সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসবে। কিন্তু এটি অর্জন করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে এত সাফল্যের পরও এখনো অপুষ্টি আছে। ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতা হুমকির মুখে পড়ছে।

বিবিএসের পরিচালক কবির উদ্দিন আহমেদ বলেন, ভারতে ২০ বছর ধরে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ স্থিতিশীল আছে। বাংলাদেশে তা বেড়েছে। তবে জনসংখ্যা বোনাস পেতে হলে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপর জোর দেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষক মিনহাজ মাহমুদ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, 'সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে নারীর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। যখন শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করার কথা, তখন তাঁদের বিয়ে যাচ্ছে। আবার মানসম্পন্ন শিক্ষার পাশাপাশি কাজের ক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশও চাই।' তাঁর মতে, বাংলাদেশে একটা ধারণা হয়ে গেছে, নারীরা নিম্ন মজুরির কাজ করবেন। এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

সংলাপ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ টি এম নুরুল আমিন, ব্যবসায়ী তাবিথ আউয়াল, নারী উদ্যোক্তা সেজিনা কাদের প্রমুখ।

শোভন কাজ

সমকাল | বুধবার ১৬ মে ২০১৮

পোশাকবহির্ভূত খাতেও নিরাপদ কর্মপরিবেশ চাই

■ সমকাল প্রতিবেদক

স্বল্পোন্নত দেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের পর পণ্য রফতানিতে বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা বা জিএসপি থাকবে না। জিএসপি প্লাস নীতির আওতায় এ সুবিধা অব্যাহতভাবে ধরে রাখার সুযোগ রয়েছে। অবশ্য এ জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রম অধিকার পরিস্থিতির সন্তোষজনক উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোশাক খাতে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি সন্তোষজনক হলেও অন্যান্য খাতের নিরাপত্তায় যথেষ্ট মনোযোগ নেই।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি আয়োজিত এক সংলাপে এমন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে হোটেল খাজানা গার্ডেনিয়ায় এ সংলাপের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু। সংস্থার সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সংলাপ সঞ্চালনা করেন। সংলাপে সিপিডি 'এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের আলোকে শ্রম অধিকারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। সংলাপের শুরুতেই সংস্থার গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রবন্ধের মূল বক্তব্য তুলে ধরেন।

সংলাপে বক্তারা বলেন, শ্রম অধিকার প্রশ্নে মোটামুটি সব খাতেই এখনও অনেক দুর্বলতা রয়েছে। এ সংক্রান্ত কার্যকর আইন এবং আইনের প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই এ দুর্বলতা সুস্পষ্ট। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা গেলে এসব দুর্বলতাও দূর হবে।

সংলাপে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমমান পরিস্থিতিকে শ্রমিকের প্রকৃত আয়ের সঙ্গে বিচার করতে হবে। কারণ, পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী রেকর্ড জিডিপি প্রবৃদ্ধির পরও কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধি কম। শ্রমিকের প্রকৃত আয় কমছে। নতুন যেসব কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে শোভন কাজ বলা যায় না। এসব কর্মসংস্থানের বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে হয়েছে। এ মুহূর্তে বিশ্বপরিস্থিতিও অনুকূল নয়।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অথচ অনেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বৈশ্বিক শ্রমমানের বিষয়ে খুব কমই সচেতন। জিএসপি প্লাস সুবিধা ও এসডিজি অর্জনে সচেতনতা এবং কার্যকর সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন তিনি। রানা প্লাজা ধস-পরবর্তী গত পাঁচ বছরে শ্রম পরিস্থিতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের ইতিবাচক মানসিকতার প্রশংসা করেন তিনি।

সংলাপে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম সহজ করতে ফের সংশোধন আনা হচ্ছে। এবার ট্রেড ইউনিয়নের জন্য কারখানায় ৩০ শতাংশ শ্রমিকের পরিবর্তে ২০ শতাংশ শ্রমিকের স্বাক্ষরে ইউনিয়ন গঠন করা যাবে, সে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) আইনে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ইপিজেডের কারখানায় বাইরের মতোই শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ থাকছে। সরকারি কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) অধীনে পর্যবেক্ষণের আওতায় আসছে এসব কারখানা। শ্রম অধিকারের অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পোশাক খাতে ২১৯ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও জিএসপি প্লাস আদলে শুল্কমুক্ত রফতানি সুবিধা অব্যাহত থাকবে বাংলাদেশের। পাকিস্তান ও শ্রীলংকাও এ সুবিধা পেয়েছে। এজন্য শ্রম অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে আইএলওর শ্রমমানে বাংলাদেশের শ্রমমান উন্নতি হতে হবে। বিশেষ করে রানা প্লাজা ধসের পর শ্রমমান উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। তৈরি পোশাকের বাইরের অন্যান্য খাতের শ্রম পরিস্থিতিও এ প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, শ্রম অধিকারসহ সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে উদ্যোক্তারা এখন সচেতন ও আন্তরিক। ব্যবসা পরিচালনায় শ্রম অধিকারের গুরুত্ব তারা জানেন। দুই ক্রেতা জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের বাইরে থাকা জাতীয় কর্মপরিকল্পনার (এনপিএ) অধীনে থাকা কারখানার সংস্কার কাজ এ বছরই শেষ বলে জানান তিনি। শ্রম পরিস্থিতি উন্নয়নে অন্যান্য শিল্প খাতেও মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন বিজিএমইএ সভাপতি।

বাংলাদেশ লেবার স্টান্ডার্ড-বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, শ্রম পরিস্থিতি উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সরকারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রম খাতে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। তিনিও পোশাক খাতের পাশাপাশি অন্য খাতের শ্রমমান উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেন।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন হলেও পোশাক খাতের ট্রেড ইউনিয়ন এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে শ্রম আইনের দুর্বলতা এবং বাস্তবায়ন দু'পর্যায়েই সমস্যা আছে। কৃষিখাতসহ অন্যান্য অনেক খাত আইনের আওতার মধ্যেই নেই।

প্রবন্ধের সুপারিশে বলা হয়, রানা প্লাজা ধসের পর সরকারের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিশ্রুতি ছিল সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় রাজনৈতিক। এ বিষয়ে মতৈক্য প্রয়োজন। জিএসপি প্লাস কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে এসডিজির কর্মপরিকল্পনার সমন্বয়ের ও প্রয়োজনের কথায় সুপারিশে বলা হয়, এতে শ্রমমানে বড় ধরনের অগ্রগতি হবে।

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE
সিপিডির সংলাপ
GPH GPH ispat
GPH 500W TMT
500W TMT Bar

The Financial Express May 16, 2018

Five RMG factories get Tk 40m from Accord Remediation Fund

FE Report

The Accord Inactive Factory Remediation Fund has provided financial support worth Tk 40 million to five readymade garment factories for safety remediation work.

The Fund was launched in February 2017 to support Accord-covered ready-made garment (RMG) factories that no longer have any Accord company signatories as customers.

The factories which have received financial support are: Hypoid Lingerie Ltd, Ritzy Apparels, Everbright Sweater Ltd, Ayesha Enterprise Ltd and Meek Knit Ltd.

These factories currently do not supply apparel to Accord signatories' brands and buyers and remediation progress is slower at these factories than the factories that continued business with Accord signatory companies.

"The Accord on Fire and Building Safety on Tuesday approved two additional applications from Accord-covered factories to receive remediation financial support through the Accord Inactive Factory Remediation Fund, adding up to a total of five factories," the EU-based apparel brands, buyers and trade unions platform Accord said in a statement on the day.

The amount of support provided is more than Tk 40 million ($514.000), it said, adding that the Accord will contribute to the outstanding remediation costs of these factories and will distribute funds by four installments.

The first is provided when signing the funding agreement and the remaining three will be provided based on Accord-verified completion of the remediation commensurate with the preceding installment, it added.

Quoting Accord Deputy Director for Implementation Joris Oldenziel the statement said, "The funding provided by the Accord through the Inactive Factories Remediation Fund does not require repayment by recipient factories."

The Accord will closely monitor the expenditure to ensure that the financial support is spent exclusively on safety remediation work, he added.

Accord-covered factories with no more business with Accord signatory companies for more than six months are encouraged to apply for financial support to complete remediation. The Accord is currently reviewing an additional five applications received from inactive factories.

Chairman of Everbright Sweater Ltd Tawfiq Quadir said they signed the remediation financial support agreement with the Accord in December 2017 and two months later they completed the outstanding retrofitting work and the installation of the fire hydrant system.

Nazmus Sakib Khan, director of the factory, said that 86 per cent of safety remediation at Ayesha Enterprise Ltd was done when the factory authority applied for the support.

They completed the engineering assessment and started procurement of fire standpipe system after they received first installment, he added.

Meek Knit Ltd Managing Director Faruque Khan said they were able to open L/C to import fire detection and hydrant systems and they can now move forward with installation.

munni_fe@yahoo.com

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ১০ মে ২০১৮

সিপিডির গবেষণা প্রতিবেদন

কর্মজীবীদের প্রকৃত মজুরি কমে গেছে, বেশি দুর্দশায় নারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের কর্মজীবী মানুষের প্রকৃত মজুরি কমে গেছে। ২০১৩ সালে একজন কর্মজীবী মাসে গড়ে ১৪ হাজার ১৫২ টাকা মজুরি পেত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসে তা কমে ১৩ হাজার ২৫৮ টাকা হয়। এই হ্রাস পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশি। বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বড় চাকরিতে নারীরা পুরুষের চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি আয় করছে, মধ্যবর্তী পর্যায়ে এই হার সমান, কিন্তু নিম্ন পর্যায়ে তা তুলনামূলক অনেক কম।

গতকাল বুধবার গুলশানের এক হোটেলে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। জনসংখ্যার বোনাস এবং নারীর কর্মসংস্থান বিষয়ক সংলাপে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সিপিডির বিশেষ ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত মিকাইল হেমনিটি উইনথার।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পুরুষের গড় মজুরি ১.৯ শতাংশ কমলেও নারীদের কমেছে আড়াই শতাংশের মতো। চার বছর আগে নারীদের গড় মজুরি ছিল ১৩ হাজার ৭১২ টাকা। এখন তা ১২ হাজার ২৫৪ টাকা। ২০১৩ সালে একজন কর্মজীবী পুরুষ গড়ে ১৪ হাজার ৩০৯ টাকা মজুরি পেতেন। এখন তা ১৩ হাজার ৮৪৪ টাকা।

মোস্তাফিজুর রহমান প্রতিবেদনে বলেন, বর্তমানে নারীদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ শ্রমবাজারে আছে। ৯০ শতাংশ নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক জায়গায় কাজ করছে। ৫৬.৯ শতাংশ নারীর শিক্ষা, চাকরি বা কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ নেই। পরিস্থিতি পরিবর্তনে শিক্ষা বড় ভূমিকা রাখবে।

সংলাপে বক্তারা বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধিসহ দেশের নানা অর্থনৈতিক সূচকে ধারাবাহিক উন্নয়ন হলেও দিন দিন বাড়ছে আয়ের বৈষম্য। কর্মজীবীদের প্রকৃত আয় কমে যাওয়াই এর মূল কারণ।

ড. শামসুল আলম বলেন, 'দেশের বিশাল একটা মানবসম্পদকে আমরা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হচ্ছি। এটা জাতীয় সম্পদের অপচয়। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যদি নারীদের কর্মমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তাহলে তা নারীদের কর্মসংস্থান বাড়ানোয় ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালক ড. মিনহাজ মাহমুদ বলেন, বর্তমানে ভালো দিক হচ্ছে বেতনভুক্ত কর্মসংস্থান থেকে ৩০ শতাংশ নারী নিজেরাই উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের নানা দুর্বলতার কারণে নারীরা পিছিয়ে পড়ছে জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক বরকত-এ-খুদা বলেন, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক অর্জন থাকলেও এখনো মহিলা ও শিশুদের পুষ্টির ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে, যা তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। ৭৫ শতাংশ মহিলা শোভন কাজ পাচ্ছে না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক কবীর উদ্দিন আহমেদ বলেন, শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে। তবে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় কমছে প্রকৃত মজুরি। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম বলেন, বিজিএমইএ সম্প্রতি ৩০ লাখ শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশন করেছে। সেখানে দেখা গেছে ৬৫ শতাংশ কর্মীই মহিলা।

জাতীয় মহিলা পরিষদের সভাপতি মালেকা বানু বলেন, মেয়েদের কর্মে অংশগ্রহণের যে চ্যালেঞ্জ তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাল্যবিবাহ। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের বঞ্চনা।

কালের কণ্ঠ রবিবার | ১৩ মে ২০১৮

খনির গর্ভে বিদ্যুতের বাতি ছাড়া অন্য কোনো আলোর উৎস নেই। তাই বিদ্যুৎ না থাকলে চারপাশে বিরাজ করে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নির্গত গ্যাসের কারণে শ্বাস নেওয়া হয় কঠিন। দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া পাথরখনির ভেতরের ছবিটি জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়ামের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া।

খনির গর্ভে লোডশেডিং!

এমদাদুল হক মিলন, দিনাজপুর ▷

দিনাজপুরের মধ্যপাড়া পাথরখনিতে গত সাড়ে চার বছরে বিদ্যুৎবিভ্রাট হয়েছে কমপক্ষে ৫০০ বার। এ কারণে খনির ভূগর্ভে থাকা শ্রমিকদের জীবন বারবার হুমকির মুখে পড়েছে। সেই সঙ্গে দামি যন্ত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একাধিক চিঠি দিয়েও প্রতিকার পায়নি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)।

আন্তর্জাতিক খনি আইন অনুযায়ী, খনিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎব্যবস্থার বিধান রয়েছে। আর এই ব্যবস্থা নেবে খনি কর্তৃপক্ষ মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)। এই মর্মে চুক্তিতে উল্লেখও রয়েছে। খনির কাজ গতিশীল রাখা ও এখানে কর্মরত দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ এবং শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

খনি সূত্রে জানা গেছে, সর্বশেষ গত ৭ মে রাত ৯টা ১২ মিনিট থেকে ৯টা ২৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৩৬ মিনিট থেকে ১১টা ৩৯ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না। এ কারণে খনিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা হুমকির মধ্যে পড়েন।

জিটিসির সূত্রে জানা যায়, ওই দিন ভূগর্ভে পাথর উত্তোলনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিস্ফোরণের পর হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যায়। ভেতরে অবস্থান করা প্রায় দেড় শ শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞের জীবন নাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। কারণ, বিস্ফোরণের পর খনির অভ্যন্তরে বিষাক্ত গ্যাসে ভরে যায়। বিদ্যুৎ থাকলে ভেন্টিলেটর (বায়ু চলাচল পথ) দিয়ে গ্যাস অপসারণ করা সম্ভব হয়। অন্যথায় ভূ-অভ্যন্তরে বিষাক্ত গ্যাসে কর্মরত বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিকদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে খনি শ্রমিকরা জানান, খনির ভূগর্ভে গ্যাস থাকে। বিদ্যুৎ চলে গেলে ভেন্টিলেটর বন্ধ

> মধ্যপাড়ায় শ্রমিকের জীবন বারবার হুমকিতে

হয়ে যায়। তাঁদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। জেনারেটর চালিয়ে শুধু আলোর ব্যবস্থা করা যায়; কিন্তু এতে লিফট বা অন্য কোনো যন্ত্র চালানো যায় না। এ ছাড়া ঘন ঘন বিদ্যুৎ আসা-যাওয়া করলে খনির উপরিভাগ ও ভূগর্ভে স্থাপিত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাঁরা আরো জানান, খনির অধিকাংশ যন্ত্রপাতি কমপ্রেসড বাতাসের মাধ্যমে চলে। হঠাৎ দুই-পাঁচ মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ চলে গেলে উৎপাদন নেটওয়ার্ক সচল করতে ৩০-৪০ মিনিট লাগে। বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন না থাকায় প্রায়ই এমনটা ঘটে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

জিটিসি সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব নেওয়ার পর এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ বার বিদ্যুৎবিভ্রাটের কবলে পড়তে হয়েছে। এ কারণে সাড়ে চার বছরে নষ্ট হয়েছে ২০ কর্মদিন। গড়ে সাড়ে চার হাজার মেট্রিক টন হিসাবে পাথর উত্তোলন কম হয়েছে প্রায় ৯৩ হাজার ৭৩৫ মেট্রিক টন। যার বর্তমান দাম সাড়ে চার কোটি টাকারও বেশি।

জিটিসির মহাব্যবস্থাপক জামিল আহম্মেদ বলেন, 'শুধু কর্মঘণ্টা দিয়ে এই ক্ষতি নিরূপণ করা যাবে না। বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে জিটিসির অনেক যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। বারবার চিঠি দেওয়ার পরও খনি কর্তৃপক্ষ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়নি। আমাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এমজিএমসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এস এম নুরুল আওরঙ্গজেব নাখোশ হয়ে বলেন, 'শর্ত অনুযায়ী জিটিসি গণমাধ্যমে কোনো বক্তব্য দিলে তা খনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে দিতে হবে। খনি উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের মধ্যে ভালো সমঝোতা থাকতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার মতো শতভাগ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ঝড়-বাতাসে অনেক সময় সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তার পরও আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করছি। আসলে কতবার বিদ্যুৎ গেছে, জিটিসির দাবি কতটা যৌক্তিক, তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২৮ বৈ
১১ মে ২০১৮

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ২ লাখ শিশু পাবে কারিগরি প্রশিক্ষণ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক বলেছেন, ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ২ লাখ শিশুকে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষে সরকার 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প' গ্রহন করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পে প্রতিবন্ধী শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তিনি গতকাল জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) সম্মেলন কক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত অটিজম বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের ফিরিয়ে এনে ২০২১ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসন করা হবে। সরকার এ জন্য ২শ ৮৪ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প গ্রহন করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত একলাখ শিশুকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং এক লাখ শিশুকে কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এর সাথে তারা মাসিক এক হাজার টাকা করে বৃত্তি পাবে। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অটিজম বিশেষজ্ঞ ড. কামরুন নাহার মুত্তাফা। এনএসডিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবিএম খোরশেদ আলম, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিবনাথ রায়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ড. আনোয়ার উল্লাহ এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মশিউর রহমান এনডিসি এ সময় বক্তব্য রাখেন।

যুগান্তর
বুধবার ১৬ মে ২০১৮
২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করার তাগিদ

অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব

যুগান্তর রিপোর্ট

নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসী কর্মীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগামী বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে 'অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকাপ)'। পাশাপাশি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ওকাপ আয়োজিত অভিবাসীদের বাজেট শীর্ষক সংলাপে এসব প্রস্তাব করা হয়। রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে আয়োজিত সংলাপে ওকাপের চেয়ারম্যান শাকিরুল ইসলাম বরাদ্দের পাশাপাশি চারটি সুপারিশ তুলে ধরেন। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভিসা ব্যবসা ও প্রতারণা বন্ধ, উচ্চ ব্যয় হ্রাস এবং ঋণের অভিশাপ থেকে রক্ষায় সরকারি ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসীদের কল্যাণে ওয়েলফেয়ার ইউং এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। অসুস্থ হয়ে ফেরত আসা অভিবাসী কর্মীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ফেরত আসা অভিবাসীদের বিশেষ করে নারী কর্মীদের নিরাপত্তা বিধান করা।

বিদেশফেরত অভিবাসী কর্মী শাহ জালাল বলেন, লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে বিদেশ যেতে হয়। আমরা দালালদের বিশ্বাস করে বিদেশ যেতে চাই না। প্রতারিত হতে চাই না। এ সময় আরও অনেক অভিবাসী কর্মী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অভিবাসনবিষয়ক সংসদীয় ককাস কমিটির কো-চেয়ার বেগম হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ ডেলিগেশন প্রতিনিধি মিস অড্রি ময়লেট। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ওকাপের নির্বাহী পরিচালক ওমর ফারুক চৌধুরী। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মিস অড্রি ময়লেট বলেন, শ্রমিকের অভিবাসন থেকে প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী উভয় দেশ ও সমাজ সমানভাবে উপকৃত হয়। তাই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সবার জন্য লাভবান দরকার। দুঃখজনক হলেও তা সুদূরপরাহত।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৩১
১৪ মে ২০১৮

গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য মজুরি বোর্ডের প্রতিবেদন তিন মাসের মধ্যে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গার্মেন্টস রপ্তানি মূল্যের উপর শূন্য দশমিক শূন্য তিন শতাংশ (০.০৩%) হারে অর্থ কর্তন করে সরকার গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা করা হচ্ছে। গত জুলাই থেকে এ পর্যন্ত এ উপায়ে ৯৬ কোটি টাকা জমা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু। এ অর্থ থেকে শ্রমিকদের বীমা দাবির অর্থ প্রদান ও শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় করা হবে। ইতোমধ্যে এ অর্থ থেকে শ্রমিকদের বীমা দাবির অর্থ পরিশোধ শুরু করেছে সরকার। শনিবার এ তহবিল থেকে নিটওয়্যার শিল্পের ৪২৯ জন মৃত শ্রমিকের বীমা দাবির ৮ কোটি ৫৮ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মুজিবুল হক চুন্নু মৃত শ্রমিকদের স্বজনদের হাতে বীমা দাবির চেক তুলে দেন। এ ছাড়া এ খাতের শ্রমিকদের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ড আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।

তিনি বলেন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের যৌথ বীমার ২ লাখ টাকা ছাড়াও এ তহবিল থেকে শ্রমিকের স্বজনদের তিন লাখ টাকা করে প্রদান করছে। এ তহবিল থেকে কর্মস্থলের বাইরে কোনো শ্রমিক নিহত হলে তাদেরও ২ লাখ টাকা এবং দুরারোগ্য অসুখের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ এক লাখ প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া এ তহবিল থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকের সন্তান প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ কিংবা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করলে তাকে তিন লাখ টাকা এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ বছর গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণের জন্য গঠিত ওয়েজ বোর্ড কাজ করছে। কমিটি আগামী তিন মাসের মধ্যে সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করবে। সরকার সব দিক বিবেচনা করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করবে।

এ সময় বিকেএমইএ সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খান এবং বিকেএমইএ সহ-সভাপতি মুনছুর আহমেদ, ফজলে এহসান শামীম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শোভন কাজ

যুগান্তরকালের কণ্ঠ যুগান্তর | রোববার ৬ মে ২০১৮ | ২৩ বৈশাখ ১৪২৫

বৃহস্পতিবার ৩১ মে ২০১৮
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

শ্রম সম্মেলনে যোগ দিতে জেনেভা গেছেন আইনমন্ত্রী

শ্রম অধিকার নিয়ে শুনানি হবে না

যুগান্তর রিপোর্ট

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠেয় ১০৭তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (আইএলসি) এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার গভর্নিং বডির ৩৩৩তম সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বুধবার মধ্যরাতে ঢাকা ত্যাগ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক্মন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি আজ দুপুরে জেনেভা পৌঁছবেন এবং ১ জুন বিকালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার মহাপরিচালক গাইরাইডারের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠকে তিনি বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় বর্তমান সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরবেন। সম্মেলনে আইনমন্ত্রী ৪০ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন। প্রতিনিধি দলে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক, শ্রম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. রুহুল আমীন, মো. রেজাউল হক চৌধুরী, আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক, শ্রমসচিব আকরোজা খানসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়িক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি রয়েছেন। ২৮ মে থেকে এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন জেনেভায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ৯ জুন সম্মেলন শেষ হবে। এবারের আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বাংলাদেশের জন্য সুখবর হল— বাংলাদেশের শ্রম অধিকার নিয়ে কোনো শুনানি হবে না। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ১০৫তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বাংলাদেশকে তিরস্কার করা হয় এবং শ্রম অধিকার সুরক্ষার জন্য কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, যা বিশেষ অনুচ্ছেদ নামে পরিচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জেনেভায় অনুষ্ঠিত ১০৬তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে পাঠান। সম্মেলনে আইনমন্ত্রী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ওই সনদের বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন এবং বিশেষ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালান। ফলে বিশেষ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

রবিবার। ১৩ মে ২০১৮

৪২৯ শ্রমিকের বীমা দাবির সাড়ে আট কোটি টাকা প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে নিট শিল্পের ৪২৯ জন মৃত শ্রমিকের বীমা দাবির দুই লাখ করে মোট আট কোটি ৫৮ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে নিট শিল্পের মৃত শ্রমিকদের বীমা দাবির চেক তুলে দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক চুন্নু। অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টসশিল্পের শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন বর্তমান সরকারের একটি বড় অর্জন। গত বছর জুলাই থেকে এই তহবিলে এ পর্যন্ত ৯৬ কোটি টাকা জমা হয়েছে। মোট রপ্তানি মূল্যের ০.০৩ শতাংশ অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি এ তহবিলে জমা হয়। তিনি বলেন, যত বেশি রপ্তানি হবে তত বেশি অর্থ এ তহবিলে জমা হবে। অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খান এবং বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মো. মুনছুর আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার
১৩ মে ২০১৮

গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে বিশেষ বরাদ্দ দাবি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

ঈদের আগে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে নগদ সহায়তার একটি বিশেষ প্রণোদনা বরাদ্দের জন্য শ্রম প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন বিকেএমইএ সভাপতি নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের এমপি সেলিম ওসমান। তিনি বলেন, 'রমজান মাসে এমনিতেই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ৪০ শতাংশ হ্রাস পায়। এর মধ্যে জুনের মাঝামাঝি ঈদ হওয়ায় এবং জুন ব্যাংক ক্লোজিংয়ের মাস হওয়ায় শিল্পোদ্যোক্তাদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করতে হিমশিম খেতে হবে।' ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট (কেআইবি) কনভেনশন হলে বিকেএমইএর উদ্যোগে ৪২৯ শ্রমিকের মৃত্যু দাবির চেক পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি শ্রম প্রতিমন্ত্রীর কাছে এমন দাবি রাখেন। প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু এমপি সেলিম ওসমানের দাবির কথাটি বিবেচনায় রাখেন। সেলিম ওসমানের সভাপতিত্বে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু।

কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে হবে

আবুল কালাম আজাদ

পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ খাদ্যশস্য হিসেবে চালের ওপর নির্ভরশীল। চাল বাংলাদেশেরও প্রধান খাদ্যশস্য। চালে রয়েছে শ্বেতসার, প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। কিন্তু অজ্ঞতাবশত চালের দানাকে অতিরিক্ত মসৃণ করার কারণে এর পুষ্টিমান কমে যাচ্ছে। বস্তুত অধিক মুনাফার আশায় চালকে মসৃণ করে চালকল মালিকরা চালের পুষ্টিমান যেমন নষ্ট করছেন, তেমনি সম্প্রতি ধানের বিভিন্ন রোগ-বালাই ধান উৎপাদনে কৃষকদের মাঝে সৃষ্টি করেছে হতাশা। দরিদ্র কৃষক টাকার অভাবে মান্ধাতার আমলের কাছালসার গরু আর নড়বড়ে কাঠের লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষ করে। চাষীরা বীজতলায় বীজ বপন থেকে শুরু করে ফুল আসা পর্যন্ত শ্রম ও মূলধন খাটিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত ফসল ঘরে তোলার জন্য।

ধানগাছে ফুল আসার সঙ্গে সঙ্গে কত স্বপ্ন, কত আশা জন্ম নেয় কৃষকের মনে। এ বছর সারা দেশে উচ্চফলনশীল জাতের বোরো ধানের আবাদ তুলনামূলক বেশি হলেও ধান গাছের মূলশীষ ও শাখাশীষগুলো যখন ফুলে পরিপূর্ণ, ফুলগুলো দানায় পূর্ণ হয়ে শীষগুলো নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, ঠিক এমন সময় হঠাৎ করে ধানক্ষেতে দেখা দেয় একধরনের রোগ, যা শ্রীপুরের কৃষকদের ভয়াবহ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় দু'-একটি ধানের শীষ সাদা হয়ে গেলেও অতিদ্রুত তা সব আবাদি জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। দূর

থেকে তাকালে মনে হবে ধান পেকে রয়েছে; কিন্তু একটি দানাও নেই কোনো শীষের মধ্যে। এমন দৃশ্য দেখা গেছে গাজীপুরের শ্রীপুরে। সিংগারদিঘী গ্রামের এক বর্গাচাষীকে হঠাৎ আক্রান্ত বোরো ধান ক্ষেতের পাশে বিদীর্ণ নয়নে দানাবিহীন শীষগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা যায়। বর্গাচাষী জানান, শ্রম বিক্রি করে অতিকষ্টে সংসার চালিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয় করে ৭০ শতাংশ জমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছিলেন। বীজতলা থেকে শুরু করে ধানে শীষ আসা পর্যন্ত সন্তানের স্নেহে সব ধরনের যত্ন করেন আবাদি জমিতে। ক্ষেতে শীষ দেখা দিলে স্বপ্ন দেখেন— ধান বিক্রি করে দায়-দেনা শোধ করবেন, সন্তানের স্কুলের খরচ মেটাবেন, হালের বলদ কিনবেন। কিন্তু অজ্ঞাত (শীষ সাদা) এক রোগে বর্গাচাষীর সেই স্বপ্ন হারিয়ে গেছে, তাই তার মুখে নেমে এসেছে হতাশার ছাপ।

গাজীপুরের অনেক বোরো চাষীরই এরকম করুণ অবস্থা। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবগত করেও কার্যত সঠিক কোনো পরামর্শ বা প্রতিকার পায়নি কৃষকরা। কর্মকর্তাদের ধারণা, বীজে সঙ্করায়ন সমস্যা এবং মেঘাচ্ছন্ন, আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এ ধরনের রোগ হতে পারে। কৃষক এ অবস্থায় শত চেষ্টা করেও ফসল রক্ষা করতে পারেনি, উপরন্তু যা হওয়ার তা-ই হয়েছে— কৃষকের আমও গেছে, ছালাও গেছে। চলতি বোরো আবাদে মোটা অঙ্কের লোকসানের কারণে শ্রীপুরের কৃষকরা দিশেহারা। বোরো আবাদে উৎসাহ হারাতে বসেছে চাষীরা। এ অবস্থায় শ্রীপুরের কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে এবং বোরো আবাদে উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট আক্রান্ত ফসলি জমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমস্যা শনাক্তকরণ সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিলে আগামী বোরো মৌসুমে উপকৃত হবে কৃষকরা। ভালো বীজ চিহ্নিতকরণ, বীজতলা তৈরি, চারা তৈরি, বীজতলায় বীজ বপন, বীজতলার যত্ন, সেচ, সার প্রয়োগ এবং রোগ-বালাই দমনসহ সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে সরকারি উদ্যোগে গ্রামভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে কৃষকদের সচেতন করা গেলে কাঙ্ক্ষিত ফসল পেতে পারে কৃষকরা।

আবুল কালাম আজাদ : প্রাবন্ধিক, শ্রীপুর, গাজীপুর

সংবাদ
বুধবার ২৬ বৈশাখ ১৪২৫
Wednesday 9 May 2018

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের গুরুত্ব

এ.এম.এম আনিসুল আউয়াল

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নয়ন সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে 'রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শ্রমিক-মালিকের বিদ্যমান আন্তরিক সম্পর্ক অব্যাহত রেখে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্পোদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে নারী-পুরুষ সকল পক্ষের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। মালিক-শ্রমিক সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরির লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই 'কর্মক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক' অ্যালামনাই গঠন করা হয়েছে।

শিল্পায়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক (সরকারি ও বেসরকারি খাতে যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকরির শর্ত ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের চাকরির শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত) খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও শ্রমিকদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে 'কেন্দ্রীয় তহবিল'। এই কেন্দ্রীয় তহবিল কেবলমাত্র তৈরি পোষাক শিল্পে নিয়োজিত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় হয়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন শ্রমিকদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন খাতে এ তহবিল থেকে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম বা অসমর্থ হলে অথবা তার মৃত্যু ঘটলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তার পরিবারকে এককালীন অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয় কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে। শ্রমিকদের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদানসহ শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং সরকারি কৃষি/ প্রকৌশল/প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ অনধিক ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিকের জরুরি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন অনধিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয় এ তহবিল থেকে। এছাড়াও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবন বিমাকরণের জন্য যৌথ বিমার প্রবর্তন এবং এ খাতে সংশ্লিষ্ট বিমা প্রতিষ্ঠানকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়ে থাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে।

'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' থেকে এ ধরনের কোন আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হয়। আবেদনফর্ম শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.mole.gov.bd / www.blwf.gov.bd) তে পাওয়া যায়। এছাড়া, বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর কার্যালয়সহ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর এবং শ্রম অধিদফতরে প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করেও আবেদনফর্ম সংগ্রহ করা যায়। যদিও ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের এর আইন জারি হয়েছে; কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির কার্যাদি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির ভিত্তিতে জনসাধারণ এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ও জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধি করাসহ সমাজ ও জাতির উন্নতি বিধানের জন্য সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন করা বাংলাদেশের শ্রমনীতির মূল উদ্দেশ্য। এ নীতি অনুসরণ করার ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, আশ্বাস ও সৌহার্দ্য স্থাপন এবং উভয় পক্ষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখছে।

মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ফলে এবং সরকারি সঠিক পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন শিল্প। পুরুষদের পাশাপাশি এখন অসংখ্য নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও শ্রমিক তৈরি হচ্ছেন। ব্যবসায়িকভাবেও তারা সফল হচ্ছেন। তারা সবাই দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। সরকারের 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন' এবং 'কেন্দ্রীয় তহবিল' গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। যার মাধ্যমে নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সব শ্রমিকই উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশের শ্রম আইনে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ কিছু বিধান সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) এমন এক সময়ে পাশ হয়েছে যখন সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকদের বিরামহীন কর্মপ্রয়াসের ফলে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনমান আগের তুলনায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে। তাই শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করার বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না নারী-পুরুষ সকল শ্রমিকের প্রতি ফোটা ঘামের অর্জন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলা আমাদের আজকের এই বাংলাদেশ।

[লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং কেন্দ্রীয় তহবিল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়]

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম নিবন্ধ)

সমকাল
বুধবার
৯ মে ২০১৮

একনেক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

মহাসড়কে চালকদের জন্য বিশ্রামাগার

■ বিশেষ প্রতিনিধি

দুর্ঘটনা এড়াতে মহাসড়কের পাশে বাস এবং ট্রাকচালকদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শেরেবাংলা নগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে সংশ্লিষ্টদের প্রতি এ নির্দেশ দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দূরপাল্লার বাস ও ট্রাকচালকরা কিছুদূর পর পর যাতে বিশ্রাম নিতে পারেন, সেজন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করতে হবে। এটি হলে কিছু সময়ের জন্য চালকরা বিশ্রাম নিতে পারবেন। তাদের মন প্রফুল্ল থাকবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, পাশের দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশে বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশে এটা এখনও চালু হয়নি। নির্দিষ্ট দূরত্বে এসব বিশ্রামাগার নির্মাণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

একনেক বৈঠকে আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। দক্ষিণ এশীয়

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২৫
৮ মে ২০১৮

যৌন হয়রানি: উপেক্ষিত হাইকোর্টের নির্দেশনা

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের গবেষণা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা মানা হচ্ছে না বলে এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণা প্রকাশকালে বলা হয়, ৮৭ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের সুপ্রিম কোর্টের দিক নির্দেশনা জানেন না।

কর্মক্ষেত্রে এই হার ৬৪ দশমিক ৫ শতাংশ। মূলত নির্দেশনার বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র কর্তৃপক্ষের অসচেতনতা ও না মানার কারণে এই অবস্থা। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি হলে তার প্রতিকার পান না ভুক্তভোগীরা। যৌন হয়রানি বন্ধ বা প্রতিকারে করণীয় কী, তা নিয়ে সচেতনতাও কম। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ: সুপ্রিমকোর্টের ২০০৯ সালের নির্দেশনার প্রয়োগ ও কার্যকারিতা' নামের উক্ত গবেষণা পরিচালনা করে। গতকাল সোমবার ঢাকার একটি কনভেনশন সেন্টারে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি।

সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের আলোকে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে গবেষণাটি করা হয়েছে। 'শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা, পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যমের ২০ জন ব্যক্তির উপরও গবেষণাটি করা হয়। এদের মধ্যে ৬৪ দশমিক ৫ শতাংশ সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ১৪ শতাংশ নির্দেশনাটি সম্পর্কে জানলেও তাদের এ বিষয়ে কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই।

অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমিন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদা, নারীনেত্রী খুশি কবির,

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ও ৬৪.৫ শতাংশ কর্মজীবী নির্দেশনা সম্পর্কে কিছুই জানে না

একশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন প্রমুখ।

আবুল হোসেন বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশনা পুরোপুরি মানা গেলে কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্যাতন নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে। সরকার এ বিষয়ে কাজ করছে। মানুষ কিংবা পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজের ব্যাপকতা হয়ত কম।

অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদা বলেন, আমাদের দেশের বাস্তবতা হলো একজন হয়রানি বা নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কর্মক্ষেত্রে একই অবস্থা। এই পরিস্থিতি সমাধানে হাইকোর্টেও ২০০৯ সালের নির্দেশনা একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। হয়রানি বা নির্যাতনকারীকে আইনের আওতায় এনে বড় অংকের জরিমানা করলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

খুশি কবির বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশনা মানা খুবই দরকার। এটি মানা হলে আমাদের দেশে নির্যাতনের মাত্রা কমে যেত। তবে বাস্তবতা হলো স্বীকৃত বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন নির্যাতন হলে তার বিচার হয় না। ফারাহ কবীর বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, হাইকোর্টের নির্দেশনা মানে সেটি আইন। তবে সেই নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। ফলে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিকার বা প্রতিরোধ হচ্ছে না। যেটির ভয়াবহতা আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বাজেট বাড়ানোর বিষয় জোর দেন।

গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের আগে একই অনুষ্ঠানে নাসরীন স্মৃতিপদক ২০১৮ প্রদান করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ। এবছর যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের প্রতিরোধে খুলনা জেলার ভারতী বিশ্বাস, ভিন্ন রূপে পুরুষ বিভাগে জামালপুর জেলার বালক চন্দ্র বিশ্বাস, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কুষ্টিয়া জেলার টিপু সুলতান এবং নারী ক্ষমতায়নে নওগাঁ জেলার ঘোড়া দৌড় খেলোয়ার তাসমিনা খাতুন পদক পেয়েছেন। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেকেই পদক, সম্মাননা পত্র, আর্থিক সম্মাননা পান।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৩ মে ২০১৮।

'শ্রমিকদের বিনোদনের সুযোগ দিতে হবে'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

শ্রমিকের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নারীদের অনেক ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও নারী বা কৃষকদের যে অবদান ছিল তা ইতিহাসে বা আলাপ-আলোচনায় ওইভাবে আসে না। অমর্ত্য সেনসহ অনেকেই বলেছেন, ব্যাপক সংখ্যক নারী শ্রমবাজারে বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আসার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ অবস্থাকে ধরে রাখতে হবে এবং গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। আট ঘণ্টার কর্মদিবসের শর্ত মানতে হবে; মানবিক বিকাশের জন্য শ্রমিকদের আট ঘণ্টা বিনোদনের সুযোগ দেওয়ার যে দাবি, তাও মানতে হবে।

মঙ্গলবার রাতে টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টিফোরের 'জনতন্ত্র গণতন্ত্র' অনুষ্ঠানে 'শ্রমিকের অধিকার' শীর্ষক আলোচনায় এ কথা বলেন নারী নেত্রী রোকেয়া কবির। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বোরহানুল হক সম্রাট।

রোকেয়া কবির বলেন, 'আমরা বিশ্ববাজারে ঢোকার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক নারী শ্রমবাজারে ঢোকার কারণে তারা আরেকটি লোকাল বাজার তৈরি করেছে; তাদের ব্যবহারের সালোয়ার-কামিজ, ওড়না, স্যান্ডেল থেকে শুরু করে লিপস্টিক, কানের দুল, চুড়ি—এগুলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে। এই জিনিসগুলো আমরা বিবেচনায় আনছি না। বিবেচনায় না আনার কারণেই তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম যে অধিকার তা নিশ্চিত হচ্ছে না। তাদের বেতন, বাসস্থান, যাতায়াতের পথ ও কর্মক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামোর ওপর আমরা জোর দিচ্ছি; কিন্তু তাদের মানবিক দিকগুলো যেমন—তার আচার-ব্যবহার, ছুটি ইত্যাদির দিকে আমরা খেয়াল করছি না। যৌন হয়রানিসহ নানাভাবে তারা হয়রানির শিকার হচ্ছে। মজুরি বৈষম্য আছে, উচ্চ পদে তাদের নিয়োগ খুব কম দেওয়া হয়। অনেক ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে হয় নারীদের।'

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, ১৮৮৬ সালে কর্মদিবস আট ঘণ্টা করার দাবি উঠেছিল। তার আগে ১৮২৩ সালে আমেরিকার নারীরা প্রথম ধর্মঘট করেছিল। ১৮৫৭ সালে আবার নারীরা বেরিয়ে এসেছিল তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। ওই বছরের ৮ মার্চ নারীদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছিল, সে কথা মনে রেখেই ১৯১০ সালের ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে পালনের কথা বিবেচনা করা হয়। অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে করতে একেকটি দিবসের জন্ম হয়েছে। আট শ্রমঘণ্টা দাবির পেছনে তাদের এমন একটি মজুরির দাবি ছিল যাতে সংসারটা ভালোভাবে চালানো যায়। আন্দোলনে শুধু কর্মঘণ্টা নয়, মজুরির দাবিটাও ছিল। তাদের আরেকটি দাবি ছিল—আট ঘণ্টা বিনোদন। বিনোদন মানে গান গাওয়া বা গান শোনা নয়। এই বিনোদন মানে খাওয়া ও ঘুমানো বাদে বাকি আট ঘণ্টা জীবন বিকাশের জন্য ব্যবহার করার সুযোগ। তারা সময়ের অধিকার চেয়েছিল। এ জন্য বলা হয়, সময়ের অধিকার একজন মানুষের মানবিক অধিকার হওয়া উচিত।

রতন আরো বলেন, '২০০৬ সালের শ্রম আইন মাত্র ৩৭ মিনিটে সংসদে পাস হয়েছিল। সংসদ সদস্যদের অনেকে জানতেনও না ওই আইনে কী আছে। ২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধনের সময় আমরা প্রায় ৮০টি সংশোধনী দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রস্তাব গৃহীত হলো—না কী হলো তা জানতেও পারলাম না। ২০০৬ ও ২০১৩ সালের আইনে শ্রমিকদের অধিকার সংকুচিত করার জন্য যা করা দরকার, সবই করা হয়েছে। ২০০৬ সালে কর্মক্ষেত্রে নিহত হলে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ছিল এক লাখ টাকা, যা ২০১৩ সালের আইনেও রয়েছে। অর্থাৎ শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে কিন্তু জীবনের মূল্য বাড়েনি। অসদাচরণের দায়ে আগে চাকরিচ্যুত করা হতো, এখন নতুন ধারা যুক্ত করে সামান্য বিষয়কেও অসদাচরণের মধ্যে ফেলা হচ্ছে।'

সাবেক সচিব মিকাইল শিপার বলেন, বাংলাদেশে শ্রমিকদের বিষয়ে বৈষম্য রয়েছে, তবে খুব বেশি খারাপ অবস্থা নয়। শ্রম আইনের আওতায় ৪২টি সেক্টর আছে। এসবের মধ্যে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড লেদার, গার্মেন্ট, ফার্মাসিউটিক্যালসে শ্রমিকদের অবস্থা এত খারাপ নয়। তবে নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা কিছুটা খারাপ। ছয় কোটি শ্রমিকের মধ্যে ফর্মাল সেক্টরে এক কোটিও হবে না। এই ছয় কোটি শ্রমিককে শ্রম আইনের আওতায় আনা এক সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। নিয়োগকারী ও কর্মীদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। এটা নিয়ে আলোচনা হলে নিউ জেনারেশন শিখতে পারবে। তিনি আরো বলেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালে। কিন্তু শ্রম আইন হয়েছে ২০০৬ সালে। ২০১৩ সালে আবার এটা সংশোধন করা হয়েছে।

শোভন কাজ

সমকাল | সোমবার ৭ মে ২০১৮ ২৪ বৈশাখ ১৪২৫ | মুক্তমঞ্চ

হাওরের দুশ্চিন্তা শ্রমিক ও বৈরী প্রকৃতি

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ | কাসমির রেজা

সভাপতি, পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থা

একসময় হাওরে শ্রমিক সংকট ছিল না। বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রমিকরা ধান কাটতে হাওরে আসতেন। এখন ওইসব এলাকার শ্রমিকরা হাওরাঞ্চলে আসছেন না। পাশাপাশি হাওরেও শ্রমিকরা থাকছেন না। তারা বিভিন্ন পাথর কোয়ারিতে কাজ করছেন। কেউ কেউ ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে গেছেন কাজের খোঁজে। এতে কয়েক বছর ধরেই ধান কাটার শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে। শ্রমিকের বিকল্প হলো মেশিন। অধিক হারে হার্ভেস্টার মেশিন ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু বর্তমানে বাজারে যেসব হার্ভেস্টার মেশিন পাওয়া যায় তা হাওরের উপযোগী নয়। কিছু উঁচু জায়গায় হয়তো ব্যবহার করা যেতে পারে। হাওরে ধান কাটার সময় মাটি ভেজা ও নরম থাকে

দুই বছর পর সোনার ধানের দেখা পেলেন হাওরের কৃষক। এখন হাওরজুড়ে সোনালি ধানের ঢেউ। আবারও স্বপ্ন দেখছেন হাওরবাসী। গোলায় তুলতে শুরু করেছেন শুকনো ধান। কিন্তু শ্রমিক সংকট, বজ্রাতঙ্ক ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে স্নায়বিক চাপে রয়েছেন হাওরবাসী। এত ধানের দেখা পেয়েও তাদের মনে যেন স্বস্তি নেই।

বৈশাখ মাস শেষ হতে চলল; এখনও অনেক ধান কাটা বাকি। ক্ষেতে পাকা ধান থাকলেও তা কাটার শ্রমিক নেই। মাটি নরম থাকা এবং মেশিনের সংখ্যা কম হওয়ায় হার্ভেস্টার দিয়েও ধান কাটা যাচ্ছে না। যা কিছু শ্রমিক পাওয়া গেছে তারা আবার বজ্রপাতের আতঙ্কে হাওরে ধান কাটতে যাচ্ছেন না। কাটতে গেলেও সামান্য বৃষ্টি হলেই দৌড়ে চলে আসছেন। কারণ গত কয় দিনে বজ্রপাতে মারা গেছেন হাওর এলাকার বেশ কয়েকজন কৃষক। আর যে ধান কাটা হলো, তা শুকানো যাচ্ছে না। এসব সমস্যা যেন কেড়ে নিয়েছে হাওরের কৃষকদের স্বস্তি।

একসময় হাওরে শ্রমিক সংকট ছিল না। বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রমিকরা ধান কাটতে হাওরে আসতেন। এখন ওইসব এলাকার শ্রমিকরা হাওরাঞ্চলে আসছেন না। পাশাপাশি হাওরেও শ্রমিকরা থাকছেন না। তারা বিভিন্ন পাথর কোয়ারিতে কাজ করছেন। কেউ কেউ ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে গেছেন কাজের খোঁজে। এতে কয়েক বছর ধরেই ধান কাটার শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে।

শ্রমিকের বিকল্প হলো মেশিন। অধিক হারে হার্ভেস্টার মেশিন ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু বর্তমানে বাজারে যেসব হার্ভেস্টার মেশিন পাওয়া যায় তা হাওরের উপযোগী নয়। কিছু উঁচু জায়গায় হয়তো ব্যবহার করা যেতে পারে। হাওরে ধান কাটার সময় মাটি ভেজা ও নরম থাকে। এতে মেশিন চলতে সমস্যা হয়। তবে এর সমাধান খুব কঠিন নয়। শুধু মেশিনের চাকাগুলো হাওরে চলার উপযোগী করলেই হবে। এ জন্য কিছু উদ্যোগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দরকার।

বজ্রপাত হাওরে এক নতুন আতঙ্ক। এতে এর আগেও মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তা এত বেশি ছিল না। গত এক সপ্তাহেই বজ্রপাতে মারা গেছেন প্রায় ৫০ জন কৃষক। মৃত্যুর এই হারই বলে দিচ্ছে এর তীব্রতা কতটুকু। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও ম্যারিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি এক যৌথ গবেষণায় দুই বছর আগেই বলেছিল, মার্চ থেকে মে মাসে বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক বজ্রপাত হয় বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলে। বজ্রপাতে মৃত্যু কমাতে তারা হাওরে ১০ লাখ তালগাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছিল। বজ্রপাতে যারা মারা যাচ্ছে তারা সমাজের পুঁজিপতি নন; দরিদ্র কৃষক। তারা প্রায়ই মাঠে কাজ করতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভেজেন। এ সময় বজ্রপাত হলে কাছে কোনো বড় গাছ না থাকায় কৃষকের ওপরে পড়ে তাদের মৃত্যু হয়। গত বছরও বজ্রপাতে হাওরে বেশ কয়জন মারা যান। তখন এ নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। এর পর আমরা ভুলে গেলাম। এ বছর আবার যখন হাওরে বজ্রপাতে মারা গেলেন দুর্ভাগা ক'জন, আবারও আমরা বলাবলি করছি। ক'দিন পর হয়তো আবার ভুলে যাব। এই মৃত্যুর মিছিল থামাতে আমাদের কি কিছুই করার নেই?

বজ্রপাত এমন একটি দুর্যোগ, যাকে কোনোভাবেই মানুষের পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে একে মোকাবেলা করা যায়। তাই প্রতিটা হাওরে অধিক সংখ্যক তালগাছ লাগানোর পাশাপাশি হাওরে বজ্রনিরোধক টাওয়ার নির্মাণ করা প্রয়োজন। হাওরের মাঝখানে কিছু আশ্রয়কেন্দ্রও নির্মাণ করতে হবে।

ধান কাটার মৌসুমের শুরুতে কয়েকদিন বৃষ্টিপাত না হলেও সপ্তাহখানেক ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এর কারণে ধান কাটা হলেও শুকানো যাচ্ছে না। এতে স্তূপ করে রাখা ধান ভিজে ওই ধানে অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে। ধান পচে যাচ্ছে। তাই ধান কেটে নষ্ট করার চেয়ে কৃষকরা ধান জমিতে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করছেন। কিন্তু জমিতে ধান থাকলে সংকট আরও বেশি। তার ওপর শিলাবৃষ্টির ভয় তো আছেই। তাই তাদের অবস্থা এখন জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। ধান কাটা ভালো, না ক্ষেতে রাখাই ভালো, এ সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খাচ্ছেন। বৃষ্টির কারণে হাওরের মাঝ থেকে মাড়াই খলা পর্যন্ত ধান আনতে তাদের অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। হাওরের মাঝ থেকে ধান পরিবহনের রাস্তা (স্থানীয় ভাষায় জাংগাল) কর্দমাক্ত থাকায় গরু-মহিষের গাড়ি, লরি বা শ্রমিক চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। এতে কৃষকদের বাড়তি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এসব জাংগাল পাকা বা সাবমার্জেবল রাস্তার মতো করলে ভোগান্তিটা কমত। এতে কৃষকের গোলায় ফসল তোলার নিশ্চয়তা আরও বাড়ত।

এ বছর হাওর রক্ষা বাঁধের কাজ অন্যান্য বছরের চেয়ে ভালো হয়েছে– এটা সংশ্লিষ্ট সবাই স্বীকার করছেন; কিন্তু বন্যার মুখোমুখি না হওয়ায় এসব বাঁধকে কোনো পরীক্ষা দিতে হয়নি। তাই বাঁধের মান নিয়ে নিশ্চিত হয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তারপরও এ বছর হাওরবাসী আশাবাদী, হাওরের ফসল নির্বিঘ্নে ঘরে তোলা যাবে। ইতিমধ্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বন্যা সতর্কীকরণ দেওয়া হয়েছে। বেড়েছে বৃষ্টিপাতও। যে কোনো মুহূর্তে অকাল বন্যা আসার ভয় রয়েছে। তাই আকাশ মেঘলা হলেই কৃষকের মনে ভয় ঢুকে যায়। এ যেন ঘর পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাওয়ার অবস্থা!

টাঙ্গুয়ার হাওরে পানি ঢুকতে শুরু করেছিল। বাঁধটি প্রশাসন ও এলাকার লোকজন মিলে সংস্কার করেছেন। শুধু প্রকৃতিকেই ভয় নয়, ভয় স্বার্থলোভী এক ধরনের দুষ্কৃতকারীর জন্যও। সামান্য ক'টি মাছ ধরার জন্য তারা হাওরের বাঁধ কেটে হাজার হাজার হেক্টর জমির ধান ভাসিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এবার টাঙ্গুয়ার হাওরে তাই হয়েছে। এর আগেও এমনটি ঘটেছে। তাই হাওরবাসীর ফসল সুরক্ষা চ্যালেঞ্জের মধ্যেই আছে। এজন্য সোনারাঙা হাওর কৃষকের মনে ততটা স্বস্তি দিতে পারছে না।

গত বছর ফসলহানির পর সরকার যেভাবে হাওরবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছে, তা নজিরবিহীন। ফসলহানির পর থেকে এখন পর্যন্ত তিন লাখ পরিবারকে ৩০ কেজি করে চাল ও নগদ পাঁচশ' টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও ছয় লাখ কৃষককে সার, বীজ ও নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাওরবাসীর প্রতি আন্তরিক। কিন্তু তার কাছে হাওরবাসীর দাবিগুলো কি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে? শুধু স্বল্পমেয়াদি সহযোগিতা দিয়েই হাওরবাসীর চোখের জল মুছা যাবে না। হাওরবাসী ত্রাণ নয়; পরিত্রাণ চায়। হাওরের কৃষকদের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা। সরকার ২০১২ সালে হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেই পরিকল্পনাও যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তাই এটি বাস্তবায়নের পাশাপাশি হাওরের নদীগুলোকে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের আওতায় এনে খনন করতে হবে। হাওর এলাকার মানুষকে শুধু এক ফসলি বোরো ধানের ওপর নির্ভরশীল থাকলে হবে না। এদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

হাওরে মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। হাওরে মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রতিটি হাওরে মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তোলার পাশাপাশি হাওরে মৎস্য গবেষণাগার ও পোনা উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ জনশক্তি। কৃষিকাজের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে। জোর দিতে হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নেও। এই সবকিছুর জন্য দরকার রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো উন্নয়ন।

হাওরাঞ্চলে বড় বড় রাজনীতিবিদ, আমলার জন্ম হয়েছে। তারা দেশ গঠনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বা রাখছেন; কিন্তু হাওর এলাকার উন্নয়নে তারা কতটুকু সচেষ্ট? দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, হাওরবাসী কি সেভাবে এগিয়ে যেতে পারছে? জীবনমান উন্নয়নের সব সূচকে হাওরবাসী আর কতদিন পিছিয়ে থাকবে? পিছিয়ে থাকাই কি তাদের নিয়তি?

kashmirreza@gmail.com

বণিক বার্তা
সোমবার ■ মে ৭, ২০১৮ ■ বৈশাখ ২৪, ...

কারখানার সংস্কার ও আধুনিকায়ন

অর্ধেক সক্ষমতায় চলবে মোজাফফর হোসেন স্পিনিং

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিদ্যমান কারখানার সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য উৎপাদন সক্ষমতা আপাতত অর্ধেকে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বস্ত্র খাতের তালিকাভুক্ত কোম্পানি মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস লিমিটেড। গতকাল থেকেই কারখানার উৎপাদন আংশিক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। সংস্কার ও আধুনিকায়ন শেষে পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতায় উৎপাদনে যাবে কোম্পানিটি। তবে কবে থেকে পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতায় উৎপাদন শুরু হবে সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি কোম্পানিটি।

গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে কোম্পানিটি জানায়, বিএমআরইর আওতায় বর্তমানে কারখানায় স্থাপনা নির্মাণের কাজ চলছে। পাশাপাশি আমদানি করা কিছু যন্ত্রপাতিও এরই মধ্যে এসে গেছে। তাই সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান ইউনিটকে যন্ত্রপাতি স্থাপনের উপযোগী করে তুলতে হবে। এ কারণে কিছু সময়ের জন্য আংশিক উৎপাদন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। গতকাল থেকেই কোম্পানিটির রোটর ইউনিটের ৫০ শতাংশ যন্ত্রপাতির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

কোম্পানিটির কর্মকর্তারা বলছেন, আংশিক উৎপাদন বন্ধ থাকায় চলতি হিসাব বছরে কোম্পানির বিক্রি ও মুনাফায় কিছুটা প্রভাব পড়বে। তবে কারখানার সংস্কার ও আধুনিকায়ন শেষে পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতায় উৎপাদন শুরু হলে কোম্পানির বিক্রি ও মুনাফায় উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি যোগ হবে।

এদিকে চলতি হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই-মার্চ) ৬৫ পয়সা শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) দেখিয়েছে মোজাফফর হোসেন স্পিনিং। আগের বছর একই সময়ে তা ছিল ১ টাকা ৯৫ পয়সা। ৩১ মার্চ এর এনএভিপিএস দাঁড়ায় ১৭ টাকা ৫১ পয়সায়।

এর আগে ৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৭ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ৫ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ দিয়েছে মোজাফফর হোসেন স্পিনিং। এক বছরে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৬৮ পয়সা। ৩০ জুন কোম্পানির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়ায় ১৭ টাকা ৭০ পয়সায়।

২০১৬ হিসাব বছরের জন্য ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় বস্ত্র খাতের কোম্পানিটি। তবে উদ্যোক্তা পরিচালকরা সে লভ্যাংশ নেননি। সে হিসাব বছরে মোজাফফর হোসেন স্পিনিংয়ের ইপিএস হয় ১ টাকা ৭২ পয়সা।

ডিএসইতে সর্বশেষ ১৬ টাকা ১০ পয়সায় মোজাফফর হোসেন স্পিনিংয়ের শেয়ার হাতবদল হয়। গত এক বছরে কোম্পানিটির শেয়ারের সর্বনিম্ন দর ছিল ১৪ টাকা ১০ পয়সা ও সর্বোচ্চ দর ৩২ টাকা ৭০ পয়সা।

২০১৪ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটির অনুমোদিত মূলধন ৩০০ কোটি ও পরিশোধিত মূলধন ৯৪ কোটি ২৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা। রিজার্ভ ৬৪ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। মোট শেয়ার ৯ কোটি ৪২ লাখ ৯৮ হাজার ২০৩; যার মধ্যে উদ্যোক্তা-পরিচালক ৩৯ দশমিক ৬১ শতাংশ, প্রতিষ্ঠান ২৭ দশমিক ৯৫, বিদেশী দশমিক শূন্য ৮ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে বাকি ৩২ দশমিক ৩৬ শতাংশ শেয়ার।

বোনাস শেয়ার সমন্বয়ের পর সর্বশেষ নিরীক্ষিত মুনাফা ও বাজারদরের ভিত্তিতে এ শেয়ারের মূল্য আয় (পিই) অনুপাত ১০ দশমিক ৩১, হালনাগাদ অনিরীক্ষিত মুনাফার ভিত্তিতে যা ১৯ দশমিক শূন্য ৪।

প্রথম আলো সোমবার, ৭ মে ২০১৮

পুলিশ কর্মকর্তা ও স্ত্রী হত্যা মামলা

গৃহকর্মী বেকসুর খালাস

আদালত প্রতিবেদক, ঢাকা

পুলিশের বিশেষ শাখার পরিদর্শক মাহফুজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যায় সহযোগিতার অভিযোগে করা মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন তাঁদের গৃহকর্মী। গতকাল রোববার ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ও শিশু আদালতের বিচারক মো. আল মামুন এ রায় ঘোষণা করেন।

এই গৃহকর্মীর বিরুদ্ধে মাহফুজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী হত্যাকাণ্ডে তাঁদের মেয়ে ঐশী রহমানকে সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

রায় ঘোষণার আগে জামিনে থাকা ওই গৃহকর্মী মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) আইনজীবীদের সঙ্গে আদালতে হাজির হন। তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করে আসক। দুপুরে আদালত রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর তিনি সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রায়ে বলা হয়, রাষ্ট্রপক্ষ ২২ জন সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন করেছে। আসামি গৃহকর্মী। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে সক্ষম হয়নি। তাই আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হলো।

রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি আবদুস সাত্তার প্রথম আলোকে বলেন, আপিল করবেন কি না, তা রায়ের অনুলিপি পাওয়ার পর বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

২০১৪ সালের ৯ মার্চ মাহফুজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না রহমান হত্যা মামলায় তাঁদের মেয়ে ঐশীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে একটি এবং শিশু গৃহকর্মীর বিরুদ্ধে শিশু আইনে আরেকটি অভিযোগপত্র দেয় ঢাকার মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ওই বছরের ৫ মে এ মামলায় গৃহকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। ওই দিন আদালত তাঁকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেন। সেই থেকে তিনি আসকের তত্ত্বাবধানে আছেন।

২০১৩ সালের ১৬ আগস্ট রাজধানীর চামেলীবাগের বাসা থেকে মাহফুজুর-স্বপ্না দম্পতির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরদিন পল্টন মডেল থানায় আত্মসমর্পণ করেন ঐশী ও তাঁদের গৃহকর্মী।

শোভন কাজ

সংবাদ
শুক্রবার ২১ বৈশাখ ১৪২
Friday 4 May 2018

১২ মাসে নিহত ১২০ সাংবাদিক

সংবাদ ডেস্ক

গত বছরের মে থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন ১২০ জন সাংবাদিক। এদের মধ্যে গত বছরই নিহত হন ৮৮ জন। এদের মধ্যে ৪৬ জন দুর্নীতিবিষয়ক খবর সংগ্রহে জড়িত ছিলেন। আর চলতি বছরের প্রথম চার মাসেই এক নারীসহ ৩২ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। গড়ে প্রতিমাসে বিশ্বজুড়ে নিহত হচ্ছেন ৮ জন সাংবাদিক। ওয়ার্ল্ড প্রেস ইনস্টিটিউটের (আইপিআই) এক বিশেষ প্রতিবেদনের বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।

আইপি প্রতি

গতকাল পালিত হয় বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবস। এ দিবসকে সামনে রেখে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর নিহত ৮৮ সাংবাদিকের মধ্যে ছয় জন ছিল নারী। ২০১৭ সালের শেষ আট মাসে নিহত হন ৫৫ জন সাংবাদিক। তাদের বেশিরভাগকেই টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছিল। তারা দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধান করার পাশাপাশি তা প্রকাশের চেষ্টা করছিলেন। চলতি বছর স্লোভাকিয়াতে সরকারের দুর্নীতির অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে সাংবাদিক জান কুসিয়াককে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি তার বাড়িতে গিয়ে প্রেমিকা ও তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

পেআই বেদন

এ হত্যাকাণ্ডের পর পদত্যাগে বাধ্য হন দেশটির প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো। আইপিআই'র ভেথ ওয়াচ প্রকল্পের বরাতে জানা গেছে, ১৯৯৭ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৮০১ জন সাংবাদিক। এ নিহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল ২০১২ সালে। ওই বছর নিহত হন ১৩৩ জন। পরের বছর এ সংখ্যা ছিল ১২১ জন। আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটির অনুসন্ধানে আরও ওঠে এসেছে- গত ১২ মাসে হত্যাকাণ্ডের শিকার সাংবাদিকদের মামলার অগ্রগতি তেমন হয়নি। কয়েক জনকে আটক করলেও খুব বেশি তদন্ত এগুয়নি। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য নিহত

নিহত : ১২০ সাংবাদিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলো স্লোভাকিয়ার হত্যাকাণ্ড, মালটায় গাড়ি বোমা হামলা, ভারতে নিজ বাড়ির সামনে খুন হওয়া গৌরি লঙ্কেশ, মেক্সিকোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদক জ্যাভিয়ের ভালদেস কার্দেনাসের মৃত্যু।

এদিকে ইউরোপে সাংবাদিক হত্যার বিষয়টি সারাবিশ্বে আলোচনায় এলেও আরও অনেক মৃত্যু খুব একটা মনোযোগ পায় না। লাতিন আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। তারা বেশিরভাগই সেখানকার মাদক পাচার ও দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ নিয়ে শুধু মেক্সিকোতেই প্রাণ হারিয়েছেন ১২ জন সাংবাদিক। তারা সব সময়ই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যান। এ কারণেই অনেক সময় তাদের হত্যাকাণ্ডেরও শিকার হতে হয়। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যেও এমন ঘটনা ঘটেছে। ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন প্যালেস্টাইনি দুই সাংবাদিক। এ প্রসঙ্গে আইপিআই'র নির্বাহী পরিচালক বারবারা ত্রিনোফি বলেন, সাংবাদিককে হত্যা করা হচ্ছে সংবাদকে দমিয়ে রাখার নৃশংসতম পন্থা হিসেবে। সত্য জানার অধিকার সবার আছে। আর এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন সাংবাদিকরা। ডেথ ওয়াচের মাধ্যমে আমরা দেখি, এ মৃত্যু শুধু সাংবাদিকের পরিবার, স্বজন ও বন্ধুদের জন্যই কষ্ট নয়, বরং গণতন্ত্রের জন্যও হুমকি বয়ে এনেছে। ১৯৫০ সাল থেকে কাজ করা এ সংস্থাটি সব সরকারকেই সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছে। ত্রিনোফি বলেন, 'সরকার যদি কঠোর পদক্ষেপ না নেয় তবে সাংবাদিকরা এমন হত্যা ও নিপীড়নের শিকার হতেই থাকবে।'

অপরদিকে 'মিডিয়া ইউনাইট ফর প্রেস ফ্রিডম' প্রকল্পের আওতায় বিশ্বের প্রায় ৪০টি সংবাদ সংস্থা ও গণমাধ্যম একজোট হচ্ছে। গতকাল শুরু হওয়া এ প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা। এদিন বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে এক হয় এসব প্রতিষ্ঠান। এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিশ্বের ৯০০ সাংবাদিক, সরকারি প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীরা। চলতি বছরের প্রতিবাদ্য বিষয়, 'কিপিং পাওয়ার ইন চেক : মিডিয়া, জাসটিস অ্যান্ড রুল অব ল।' গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাই তুলে ধরতে এ আয়োজন করা হয়েছে। ইউনেস্কো অয়োজিত এ দিবসে সংবাদ সংস্থাগুলো এ বার্তাই দিচ্ছে 'পড়ুন, শুনুন ও বুঝুন। আর এটা শুরু হবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে।' আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দ্য আটল্যান্টিক, বালটিমোর সান, বিবিসি নিউজ, বিকন নিউজ, ক্যাপিটাল গেজেট, ক্যারল কাউন্টি টাইমস, শিকাগো ট্রিবিউন, সিএনএন, দ্য কুরিয়ার নিউজ, ডেইলি প্রেস, ডেইলি সাউদটাওন, দ্য ইকোনোমিস্ট, ফিন্যানসিয়াল টাইমস, দ্য গার্ডিয়ান, হার্টফোর্ড কুরেন্ট, হেলসিং সানোম্যাট, আইপিএস ওয়ার্ল্ড নিউজ, লেক কাউন্টি নিউজ সান, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস, এমএসএনবিসি, দ্য মর্নিং কল, ন্যাপারভিল সান, ন্যাশনাল রিভিউ, এনবিসিসি নিউজ, নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ, নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য নিউ ইয়র্কার, এনপিআর, অরল্যান্ডো সেন্টিনেল, দ্য ফিলাডেলফিয়া, দ্য ইনকোয়ারার, পোস্ট ট্রিবিউন, র‍্যাপপলার, রিপাবলিকা, সান সেন্টিনেল, ইউএসএ টুডে ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে এ প্রচারণা পর্যায়ক্রমে চলবে বলে জানা গেছে।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ৪ মে ২০১৮।

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ

খুলনা-যশোর অঞ্চলে পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি প্রদান

খুলনা অফিস ▷

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপের পর অবশেষে খুলনা-যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি প্রদান করা শুরু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ৯ টি মিল থেকে এ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এর আগে সরকারের তরফ থেকে মিলগুলোতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ফলে দীর্ঘদিন আন্দোলনরত শ্রমিকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

মিল ও শ্রমিক নেতারা জানান, বকেয়া মজুরি প্রদানসহ ১১ দফা দাবিতে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা কয়েক দিন ধরে রাজপথ-রেলপথ অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করে আসছিল। আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ও মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি তালুকদার আব্দুল খালেক শ্রমিকদের দাবিগুলো বিবেচনায় নিয়ে বকেয়া পরিশোধের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন জানান। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে দ্রুত শ্রমিকদের জন্য ১০০ কোটি বরাদ্দের নির্দেশ দেন। কিন্তু টানা সাত দিন সরকারি অফিস বন্ধ থাকায় এ অর্থ ছাড়ে কিছুটা বিলম্ব হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিজেএমসি প্রতিটি মিলে ফ্যাক্স মারফত অর্থ প্রদানের অনুমতি দিলে শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ শুরু হয়।

খালিশপুর জুট মিলের সিকিউরিটি গার্ড হাবিবুর রহমান, মফিজুর রহমান, জাহানারা বেগমসহ অন্যরা বলেন, 'আমাদের তিন মাসের বেতন বকেয়া ছিল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে অর্থকষ্টে ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে টাকা পেয়েছি। আমরা কাজ করে মজুরি চাই।'

গ্লাটিনাম জুট মিলের সিবিএর সাবেক সভাপতি ও জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের খুলনা জেলা সহসভাপতি খলিলুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শ্রমিকরা দীর্ঘদিন পর বকেয়া পেতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মেয়র প্রার্থী তালুকদার খালেকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।'

খালিশপুর জুট মিলের প্রকল্প প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধে কোনো নির্দেশনা পেয়েই আমরা শ্রমিকদের টাকা দিতে শুরু করেছি। আগামীতে যাতে বকেয়া না পরে সে জন্য চেষ্টা করা হবে।' একই অভিমত প্রকাশ করেন ক্রিসেন্ট জুট মিলের মহাব্যবস্থাপক গাজী শাহাদত হোসেন।

আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ও মহানগর সভাপতি তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, 'বর্তমান সরকার শ্রমিকবান্ধব সরকার। বিএনপির বন্ধ করা দৌলতপুর ও পিপলস জুট মিলসহ অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চালু করেছেন। আমি জানতে পেরে দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ছাড় করিয়েছি।' খুলনা অঞ্চলে ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল রয়েছে। তার মধ্যে ছয়টি খুলনা নগরীতে, একটি দীঘলিয়ায় এবং অন্য দুটি যশোরে রয়েছে। বকেয়া পাওনা নিয়ে কয়েক দিন ধরে শিল্পাঞ্চল এলাকায় উত্তেজনা ছিল।

ইত্তেফাক
শনিবার, ২২ বৈশাখ ১৪২৫
৫ মে ২০১৮

গার্মেন্টসে নতুন মজুরি, চাপ পড়ছে ব্র্যান্ডগুলোর ওপর

■ রিয়াদ হোসেন

গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের পর দেশীয় শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শ্রম অধিকার সংগঠনও সক্রিয় হয়েছে। এ লক্ষ্যে বায়ার (বিদেশি ক্রেতা) এবং ব্র্যান্ডগুলোর উপরও চাপ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপভিত্তিক শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলোর বৃহৎ জোট ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন অন্তত ২০টি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড ও বায়ারকে এই ইস্যুতে চিঠি পাঠিয়েছে। ওই চিঠিতে দেশের দ্রব্যমূল্যের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এ খাতের শ্রমিকদের মজুরি কমপক্ষে ১৯২ মার্কিন ডলার বা ১৬ হাজার টাকা করার দাবি জানানো হয়েছে। মজুরি বৃদ্ধি হলে ব্র্যান্ডগুলোও যাতে পোশাকের দর বাড়ায়, সে জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা অব্যাহত রাখতে অঙ্গীকার করা, শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা নেতাদের হয়রানি রোধে ব্র্যান্ডগুলোর পক্ষ থেকে ভূমিকা নেওয়া এবং শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত প্রতিনিধি নিশ্চিত করতেও ব্র্যান্ডগুলোকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

> পোশাকের দর বাড়ানো, ব্যবসা অব্যাহত রাখা ও শ্রমিক অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখতে শীর্ষস্থানীয় ২০ ব্র্যান্ডকে চিঠি দিয়েছে ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন

চিঠিতে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি এখন সবচেয়ে কম। এ খাতে সর্বনিম্ন মজুরি ৬৮ ডলার। পাঁচ বছর আগে মজুরি বাড়ানোর পর এখন পর্যন্ত মজুরি পর্যালোচনা করা হয়নি। একই সঙ্গে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের পোশাকের দর বিশ্ববাজারে কমে যাওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয় ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইনের চিঠিতে। একটি গবেষণার বরাত দিয়ে এতে বলা হয়, সর্বশেষ মজুরি ঘোষণার পর পোশাক রপ্তানির মূল্য অন্তত ১৩ শতাংশ কমে গেছে। এ অবস্থায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা করার ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডগুলোর সমর্থন দরকার।

চিঠি পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ গার্মেন্টস ক্রেতা ব্র্যান্ড এইচঅ্যান্ডএম, গ্যাপ, ওয়ালমার্ট, টেসকো, ইনডিটেক্স, সিএন্ডএ ও ভিএফ কে। এ তালিকায় আরো রয়েছে লেভি'স, মার্কস এন্ড স্পেন্সার, প্রাইমার্ক, নেক্সট, ট্যাকো, এএলডিআই, লিড্ল, অ্যামেরিকান ইগল, হুগো বস, এসপ্রিট, এইচবিসি, এএন্ডএফ, কেআইকে, ক্যারিফোর, লিএন্ডফাং, বেনেটনসহ আরো কিছু ব্র্যান্ড।

গার্মেন্টসে নতুন মজুরি

২০ পৃষ্ঠার পর

দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে ১৬ হাজার টাকা করার জন্য বিভিন্ন শ্রমিক অধিকার সংগঠন মাঠে রয়েছে। মে দিবসের একাধিক সভা, সমাবেশে শ্রমিক নেতারা দ্রুত ১৬ হাজার টাকা মজুরি ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন। সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশও (টিআইবি) গার্মেন্টস খাত নিয়ে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ খাতের শ্রমিকদের মজুরি কমপক্ষে ২০২ মার্কিন ডলার হওয়া উচিত বলে মত দিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের কাছাকাছি মাথাপিছু আয় হওয়া সত্ত্বেও এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৯৭ ডলার। আর বাংলাদেশে ৬৮ ডলার। বর্তমানে যে সর্বনিম্ন মজুরি রয়েছে, তাও অপেক্ষাকৃত ছোট ও সাব কন্ট্রাক্ট কারখানা বাস্তবায়ন করে না।

বর্তমানে ভারতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ১৬০ ডলার, পাকিস্তানে ৯৪ ডলার, ভিয়েতনামে ১৩৬ ডলার, ফিলিপাইনে ১৭০ ডলার।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে এ খাতের শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে মজুরি বোর্ড একটি বৈঠক করেছে। শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, বোর্ড ছয় মাসের মধ্যে নতুন মজুরির প্রস্তাব করবে। আর চলতি বছরের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে। এর আগে সর্বশেষ ২০১৩ সালের ডিসেম্বর থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ৫ হাজার ৩শ' টাকা কার্যকর হয়।

যুগান্তর
শুক্রবার ৪ মে ২০১৮
২১ বৈশাখ ১৪২৫

ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনায় নারী শ্রমিকদের গুরুত্ব দিতে হবে

—শ্রম প্রতিমন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দেশে নেহায়েত কম নেই। কিন্তু প্রচলিত এসব ইউনিয়নের বেশির ভাগের নেতৃত্বেই আছেন পুরুষ। এ প্রবলতা ভেঙে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক কারখানাগুলোয় কর্মরত নারী শ্রমিকদের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এছাড়া যেসব কৃষিশ্রমিক বজ পাতে মারা যাচ্ছেন তাদের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে সহায়তা করার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেটরি প্রফিট ফান্ড গঠনের জন্য কাজ করছে মন্ত্রণালয়। শ্রম আদালতের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমিকের মামলা নিষ্পত্তিতে উদ্যোগ নেয়ার কথাও জানান তিনি। মে দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কর্মশালায় অংশ নিয়ে শ্রম অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞসহ শ্রমিক নেতারা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের পরিবারের কল্যাণে গঠিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের সুষ্ঠু ও সহজ বণ্টন নিশ্চিত করার দাবি জানান। 'শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের পরিবারের কল্যাণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সেইফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস), কর্মজীবী নারী এবং অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের পরিচালক আজগর আলী সাবরীর সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসআরএসের নির্বাহী পরিচালক মো. সেকেন্দার আলী মিনা। বক্তৃতা করেন— শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক শামসুজ্জামান ভূঁইয়া, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ডা. এএমএম আনিসুল আওয়াল, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, জিয়াইজেডের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার ফিরোজ আলম, কর্মজীবী নারীর নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া রফিক প্রমুখ।

জনকণ্ঠ
বুধবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Wednesday 30 May 2018

অসুস্থ নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে চেক বিতরণ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অসুস্থ নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে চেক বিতরণ করেছে শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। গত সোমবার রাজধানীর খিলগাঁওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশের (ইনসাব) উদ্যোগে চেক বিতরণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফুল ইসলাম খোকনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মোজাফফর হোসেন পল্টু, জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, ইনসাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুর রাজ্জাক, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহাদাত হোসেন প্রমুখ।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ২০ বৈশাখ ১৪
Thursday 3 May 2018

বাংলাদেশ-ভারত নৌপথ

লাইটার জাহাজের ৭ হাজার শ্রমিক নির্যাতনের শিকার

প্রতিনিধি, মোংলা (বাগেরহাট)

বাংলাদেশ-ভারত নৌ প্রটোকল রুটে চলাচলকারী লাইটার জাহাজের শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত নানাভাবে হয়রানি ও অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ লাইটার জাহাজগুলো মোংলা বন্দর থেকে ভারতে যাতায়াত করে। ইতোমধ্যে ল্যাডিং পাশের জটিলতায় চিকিৎসার অভাবে দুই শ্রমিকের মৃত্যুসহ ভারতে কারাগারে আটক আছে আরও ৮ শ্রমিক। এছাড়া নৌ রুটের ভারতীয় অংশে নাব্যতা সংকটসহ পুলিশি হয়রানি, চাঁদাবাজ, মাস্তান দস্যুতার দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দেশীয় নৌযান শ্রমিকরা। অন্যদিকে ভারতগামী শ্রমিকরা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে না। এ অবস্থায় প্রটোকল রুটে চলাচলকারী ৬ শতাধিক লাইটার জাহাজের প্রায় ৭ হাজার নৌযান শ্রমিক চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ বিষয়ে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, খুলনা নৌপরিবহন নৌযান গ্রুপ, কোস্টগার্ডসহ বিভিন্ন দফতরে প্রতিকার চেয়েছে বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন। আগামী ৫ মে'র মধ্যে এ বিষয়ে সুরাহ না হলে কর্মবিরতি পালনসহ মংলা বন্দর থেকে বাংলাদেশ-ভারত প্রটোকল রুটে পণ্য বহনকারী নৌযান ও জাহাজ চলাচল বন্ধের হুমকি দিয়েছে সংগঠনটি।

চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু ২ জনের, ৫ মের মধ্যে সমাধান না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নৌযান শ্রমিক কর্মকর্তারা জানান, ভারতগামী নৌযান শ্রমিকদের কোন ল্যাডিং পাস নাই। এ কারণে কোন শ্রমিক অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয় না। ফলে চিকিৎসার অভাবে শ্রমিকদের ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয়। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এমভি 'গলফ-৭' জাহাজের ড্রাইভার মাহাবুর রহমান ও ৮ এপ্রিল এমভি 'নীল আকাশ' জাহাজের বাবুর্চি দুলাল খন্দকার ভারতের নৌ বন্দরের নামখানা এলাকায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ওই দুই শ্রমিকরের চিকিৎসার বিষয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে ভারতীয় পুলিশকে অনুরোধ করা হলেও তাদের হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয়নি। ভারত বন্ধু রাষ্ট্র প্রশাসনের বক্তব্য-ল্যাডিং পাশের ব্যবস্থা নেই, তাই প্রটোকলের চুক্তিতে চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই বলে জানায় ভুক্তভোগী শ্রমিকরা। এছাড়া ভারতের প্রটোকল চুক্তির দুর্বলতার কারণে ভারতে আটক ৮ জন দেশীয় নৌযান শ্রমিক দীর্ঘ ১৮ মাস ভারতের কারাগারে আটক আছে। তাদের জামিন হওয়ার পরও পুশব্যক সিরিয়ালের অজুহাতে কোলকাতা জেলে আটক রাখা হয়েছে। তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি। এসব শ্রমিক পরিবার অর্ধাহারে-অনাহারে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

এদিকে জাহাজের মাস্টার, ড্রাইভার ও শ্রমিকদের বর্তমান গড় দৈনিক খাদ্য ভাতা মাত্র ৫০-৬০ টাকা দিয়ে থাকে নৌযান মালিক পক্ষ। কিন্তু দৈনিক ২২০ থেকে ২৫০ টাকা প্রয়োজন হয়। খাদ্য রেশন সংরক্ষণ দেশীয় পণ্যবাহী লাইটার জাহাজের ফ্রিজিং ব্যবস্থা নেই। আর ল্যাডিং পাশ না থাকায় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না শ্রমিকরা। এ কারণে খাদ্য সংকটে পড়তে হয় নৌযান শ্রমিকদের। এছাড়া ভারতীয় নৌ বন্দরে ঝুঁকি নিয়ে পাইলট নামানো-ওঠানো করতে গিয়ে অধিকাংশ নৌযানকে পড়তে হয় দুর্ঘটনার কবলে। ভারতীয় নৌ পাইলট পণ্য বোঝাই জাহাজ ঝুঁকিপূর্ণ নদীর ফেরিঘাট এলাকা পৌঁছে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে দেশীয় নৌযান সমূহের।

ভারতগামী নৌযান শ্রমিকরা আরও জানায়, ভারতের নৌপথ অংশে দেশীয় নৌযান ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। ভারতীয় হলদীয়া নৌবন্দরে পুলিশ, মাস্তান হয়রানি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। দেশটির নৌ পথের বচ বচ এলাকায় টিটি সেট নৌ পুলিশ হয়রানিতে নাজেহাল হতে হচ্ছে শ্রমিকদের। বন্দরের টিটি সেট জেটি ও জি আর জেটিতে দেশীয় নৌযানগুলো পণ্য বোঝাই হওয়ার পরও নানা অজুহাতে সেইলিং ব্যবস্থা না করে আটকে রাখা হয়। নৌ পথের ভারতীয় অংশের বি গার্ডেস্ট বচ বচ নামখানা বড় নদীতে কোন মুরিং বয়া না থাকায় দেশীয় নৌযান নোঙ্গর অবস্থান করতে দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। এছাড়া সপ্তম মুক্তি বজোবলোবপুর কেপলোট বড় নদীর মাথার চরে, যারখালীর চরে কোন বিকন বাতিও নেই। ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় হলদীয়া পাথর পতিমা ও মাথলা ও অন্যান্য জায়গায় নাব্যতার কারনে পন্যবাহি নৌযানকে ঝুকি নিয়ে চলাচল করতে হয়।

এ অবস্থায় ১৪ দফা দাবি নিয়ে আবারও আন্দালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিকরা। লাইটারেজ ইউনিয়নের মোংলা শাখার সাধারন সম্পাদক মামুন হাওলাদার বাদশা জানান, প্রটোকল রুটে চলাচলকারী নৌযান শ্রমিকদের দাবিনামা ইতিমধ্যে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, খুলনা বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন মালিক গ্রুপ, কার্গো ব্যাসেল মালিক সংগঠন সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে অবহীত করা হয়েছে। লাইটারেজ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাদাৎ হোসেন জানান, নৌ প্রটোকল রুটে চলাচলকারী নৌযান শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত জুলুম, নির্যাতন ও হয়রানীর শিকার হলেও কোন প্রতিকার মিলছে না। আর এ বিষয়টি সরকার সহ বিভিন্ন দপ্তরে একাধিক বার জানানো হলেও কর্ণপাত করছে না কেউ । আগামী ৫ মে'র মধ্যে এ বিষয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে বাংলাদেশ-ভারতে প্রটোকল রুটে চলাচলকারী লাইটার জাহাজের শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করতে বাধ্য হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৩ মে ২০১৮

শিশুশ্রম দূর করে শিশুদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে ভূমিকা রাখুন

দক্ষিণ এশিয়ার এমপিদের প্রতি স্পিকার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী শিশুশ্রম দূরীভূত করে তাদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে দক্ষিণ এশিয়ার সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল বুধবার সোনারগাঁও হোটেলে ইউনিসেফ আয়োজিত 'সাউথ এশিয়া পার্লামেন্টারিয়ান প্ল্যাটফর্ম ফর চিলড্রেন' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

স্পিকার বলেন, সংসদ সদস্যরা শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এ সময় তিনি শিশু অধিকার রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে দক্ষিণ এশিয়ার সংসদ সদস্যদের কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ অঞ্চলের এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে শিশু দারিদ্র্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে পারেন।

শিরীন শারমিন বলেন, শিশুদের উন্নয়নে সংসদ সদস্যরা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নিতে পারেন। বিশেষ করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক, শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ও অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলো শিশু দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে পারেন। শিশু বান্ধব বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে ঝরে পড়া শিশুদের নগদ অর্থ প্রণোদনা দিয়ে তাদেরকে বিদ্যালয়মুখী করা যেতে পারে। এর ফলে শিশুশ্রম হ্রাস পাবে এবং সামগ্রিক দারিদ্র্য উন্নয়ন সূচকে উন্নতি হবে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিক্ষার্থীদের মাঝে বছরের শুরুতেই বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। দরিদ্র ও মেধাবী বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। মিডডে মিল চালকরণ, ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা, প্রসূতিকালীন ছুটি প্রভৃতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে। তিনি আরও বলেন, সুস্থ শিশু পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো মায়েদের পুষ্টির নিশ্চয়তা । কেননা গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি গর্ভাবস্থায় শিশুদের প্রাথমিক বিকাশে সহায়তা করে, যা সুস্থ শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়ার রিজিওনাল ডেপুটি ডিরেক্টর ফিলিপ কোরির সঞ্চালনায় দক্ষিণ এশিয়ার রিজিওনাল ডিরেক্টর জেন গফ ও সার্কের সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর রিশফা রাশেদ এতে বক্তব্য রাখেন। দুই দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহের সংসদ সদস্যরা অংশ নিচ্ছেন।

৩ মে ২০১৮ | ২০ বৈশাখ ১৪২৫ কালের কণ্ঠ

মহান মে দিবস পালন

ন্যায্য মজুরি ও বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নানা আয়োজন ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের দাবি আদায়ের গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টির দিন মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে উপযুক্ত মজুরি আর দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকরা মাঠে নেমে আসে। এর পর থেকেই বিশ্বজুড়ে পালিত হয়ে আসছে মহান মে দিবস। এ উপলক্ষে গত মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন মিছিল-সমাবেশ, আলোচনাসভাসহ নানা আয়োজন করে।

'শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই, সোনার বাংলা গড়তে চাই'—এ প্রতিপাদ্য ধারণ করে মঙ্গলবার সারা দিন জাতীয় প্রেস ক্লাব, পল্টন ও গুলিস্তান জিপিও এলাকায় শ্রমজীবী মানুষের সমাবেশ, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এবারের মে দিবসের বিভিন্ন আলোচনায় শ্রমিকদের মূল দাবি ছিল ন্যায্য মজুরি ও বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

মহান মে দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা বাণী দেন। বিএনপির পক্ষ থেকে মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ উপলক্ষে বার্তা দেন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত মে দিবসের আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু। সমাবেশ ও আলোচনাসভাগুলোতে বক্তারা বলেন, শ্রমিকদের কর্মেই দেশের উন্নতি হচ্ছে। দেশকে আরো সমৃদ্ধশালী করতে হলে তাদের উন্নতির বিকল্প নেই। দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা নির্ধারণ, অতিরিক্ত কাজের বিনিময়ে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদান, আইনি সুরক্ষা দিয়ে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা ঘোষণার দাবি জানান তাঁরা।

রাজধানীর গুলিস্তানে জাতীয় শ্রমিক জোট আয়োজিত এক সমাবেশে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকার দাবি সমর্থন করে বলেন, 'আমরা কারখানা রক্ষা করতে চাই, শ্রমিকদেরও মুখে হাসি রাখতে চাই। তাই এবারের মে দিবসের অঙ্গীকার হোক ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার স্থায়ী ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক।'

রাজধানীর মতিঝিলে এক সমাবেশে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান বলেন, দুর্ঘটনা রোধে শ্রমিক, মালিক, যাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন হতে হবে। চালকের অবহেলা ও অদক্ষতায় যেন দুর্ঘটনা না ঘটে এ জন্য চালকদের আরো বেশি সাবধান হয়ে গাড়ি চালাতে হবে।

গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র আয়োজিত এক সমাবেশে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, পোশাক খাতের শ্রমিকরা আড়াই বছর আগে ১৬ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি দাবি করে। এটা ছিল ওই সময়ের বাজারদর। বর্তমান বাজারদর আরো বেড়েছে। ফলে এখন এ দাবি ২০ হাজার টাকা হওয়া উচিত। তাই সরকারের উচিত দেরি না করে এখনই ওই ১৬ হাজার টাকার দাবি মেনে নেওয়া। অন্যথায় ২০ হাজার টাকার দাবিতে শ্রমিকরা মাঠে নামবে।

রাজধানীতে মে দিবস উপলক্ষে সমাবেশসহ অনুষ্ঠান করা আরো সংগঠনের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ ট্রান্সপোর্ট গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম, রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ইত্যাদি।

উদীচীসহ ২৪ সংগঠনের মে দিবস পালন

সমাজ বদলানোর জন্য শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রত্যয় নিয়ে মহান মে দিবস উদ্‌যাপন করল বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীসহ সমমনা প্রগতিশীল সংগঠনগুলো। গত মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর পুরানা পল্টনে মুক্তি ভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে ২৪টি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 'মে দিবস উদ্‌যাপন সাংস্কৃতিক পর্ষদ' বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এতে আলোচনাসভা ছাড়াও ছিল গান ও আবৃত্তি। আয়োজক পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে উদীচী ছাড়াও ছিল প্রগতি লেখক সংঘ, চারণ, বিবর্তন, চারণ (মার্ক্সবাদী), সমগীত, মাদল, প্রাচানাট, আনন্দম, স্বরব্যঞ্জন, সাংস্কৃতিক ইউনিয়ন, গণশিল্পী সংস্থা, রণেশ দাশগুপ্ত চলচ্চিত্র সংসদ, ছবির লড়াই, বটতলা, সমাজ অনুশীলন কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, স্বাধিকার, সৃজন, তীরন্দাজ, মাঠে, গণসাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতি সংগঠন।

আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার তপন। আলোচনায় অংশ নেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ড. সফিউদ্দিন আহমদ, প্রগতি লেখক সংঘের শামসুজ্জামান হীরা, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জাহিদুল হক মিলু, বিবর্তনের হাফিজুর রহমান লাল্টু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সফিউদ্দিন আহমদ বলেন, পৃথিবীর ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। প্রমোদ বা বিলাসিতা নয়, মেহনত থেকেই শিল্পকলার উদ্ভব। তিনি আরো বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের অব্যাহত শ্রমে আর ঘামেই গড়ে উঠেছে নগর সভ্যতা। আর তাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পেছনে রেখে সত্যিকারের উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব নয়। অন্য বক্তারা বলেন, বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আত্মবলিদানের মহান মহিমায় ভাস্বর একটি দিন হলো মে দিবস। ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর হে মার্কেটে শ্রমিকদের আন্দোলন ও রক্তদানের যে মহান ইতিহাস রচিত হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের বহু দেশে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথ সুগম হয়েছিল। এ সময় মহান মে দিবস উদ্‌যাপনে সরকার নির্ধারিত স্লোগান 'মালিক-শ্রমিক ভাই ভাই, সোনার বাংলা গড়তে চাই'-এর সমালোচনা করে তাঁরা বলেন, মালিক ও শ্রমিক কখনোই ভাই হতে পারে না।

এ ছাড়া গেণ্ডারিয়ায় সিপিবি সূত্রাপুর থানা সংসদ ও সাভারে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মে দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করে উদীচী। তেজগাঁও শিল্প এলাকা ও কাফরুলেও উদীচীর উদ্যোগে আয়োজিত হয় মহান মে দিবসের অনুষ্ঠান।

বৃহস্পতিবার
৩ মে ২০১৮ | ২০ বৈশাখ ১৪২৫ সমকাল

সরকার শ্রমের মূল্য নিশ্চিত করেছে

চুমকি

■ কালীগঞ্জ (গাজীপুর) সংবাদদাতা

শ্রমিকদের ঘাম ও পরিশ্রমের বিনিময়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে রাত অবধি কাজ করে শ্রমিকরাই নিজের ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছেন। বর্তমান সরকার শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্ট বুঝে বলেই তাদের বেতন বৃদ্ধি করে তাদের শ্রমের মূল্য নিশ্চিত করেছে। এখন ৫শ' টাকার নিচে কোনো দিনমজুর পাওয়া যায় না।

মহান মে দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে কালীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগ উপজেলা শাখার উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, কালীগঞ্জের মিলগুলো খুব সুন্দরভাবে চলছে। এলাকায় বেকার সমস্যা দূর হচ্ছে। মসলিন কটন মিল খুলে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম। তাও রক্ষা করেছি।

জাতীয় শ্রমিক লীগ কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি মো. ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে শ্রমিক সমাবেশটি পরিচালনা করেন কালীগঞ্জ উপজেলার শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী মেরাজুল কবির হামিম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গাজীপুর জেলা শ্রমিক লীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোশারফ হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি পরিমল চন্দ্র ঘোষ ও কামালউদ্দিন দেওয়ান, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন পলাশ, এবিএম তারিকুল ইসলাম প্রমুখ। পরে প্রতিমন্ত্রী ৩৫ জন দুঃস্থ নারীর মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন।

শোভন কাজ

The Daily Star

FOUNDER EDITOR
LATE S. M. ALI

DHAKA THURSDAY MAY 3, 2018, BAISHAKH 20, 1425 BS

No end to women expatriate workers' plight

They deserve better

THAT Bangladeshi women migrant workers in the Gulf countries, mostly in Saudi Arabia, have to face various forms of harassment in the hands of their employers including physical torture, sexual abuse, and even rape is nothing new. Reportedly, many of these women are even forced into sex trade and are tortured if they refuse.

This daily published several reports in the past about the shoddy and inhuman treatment meted out to our women migrant workers by their employers. And we had called upon the authorities to take measures to mitigate their plight but nothing has changed. Instead, over the years, the situation has actually worsened. In the last year alone, according to a source of Expatriate Welfare Ministry, 2,906 female workers took shelter at the safe home run by Bangladesh embassy in Riyadh after facing violence at their workplace.

While Indonesia, the Philippines and India have stopped sending women workers to the Gulf countries altogether, Bangladesh has been sending more women workers to these countries. We wonder why.

If the government must send women workers to the Gulf, it must ensure safe workplace for them first. Also, the Bangladesh embassy in Riyadh must play a more responsible role while dealing with the cases of abuse. Their responsibility does not simply end with giving the abused workers shelter or by sending them home. Instead, the Bangladesh embassy in Riyadh should work in coordination with the Saudi authorities so that our workers' rights are not violated. Also, our embassy must help the workers in taking legal actions against their abusive employers.

সমকাল

মঙ্গলবার
১ মে ২০১৮

মে দিবস

শোষণ-বৈষম্য নিরসনে প্রেরণা

১৮৮৬ সালের ১ মে শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ধর্মঘট পালনরত শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রক্তদানের মাধ্যমে জন্ম হয়েছিল এক নতুন ইতিহাসের। সামাজিক উৎপাদনে যন্ত্রচালিত কারখানা এসে যখন বাড়িয়ে তুলছিল শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা এবং তাদের ১২ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটিয়ে নির্মম শোষণ ও পুঁজির দাসত্বে বেঁধে রাখা হচ্ছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মে দিবসের ইতিহাস সূচিত হয়। তখনই শ্রমিকদের যথাযথ মর্যাদা পাওয়ার জোর দাবি ওঠে। ওই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহতদের স্মরণে ১৮৮৯ সালে আন্তঃদেশীয় শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্যারিস কংগ্রেসে ১ মে বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য ও সংগ্রামের প্রতীকী দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়। এরপর থেকে সমগ্র বিশ্বে দিনটি মে দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে। শ্রমিকশ্রেণি যে কোনো দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যারা শুধু উৎপাদন ব্যবস্থারই প্রধান শক্তি নন, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনেরও অন্যতম কারিগর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বিশ্বে এখনও শ্রমিকদের নানামুখী বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বব্যাপী মেহনতি মানুষের ঐক্য, অধিকার রক্ষা, আর্থ-সামাজিক মুক্তি ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছে। অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শ্রমের ধরন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ার পরও মে দিবসের তাৎপর্য ম্লান হয়ে যায়নি। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির বড় অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত। অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে দেশে শ্রমিকদের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেও তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত করণীয় আরও অনেক কিছু বাকি। সুস্থ রাজনীতি যেমন একটি দেশের জন্য অপরিহার্য, তেমনি সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নও জরুরি। আমরা বাংলাদেশ ও সারাবিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে মে দিবসের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ১ মে ২০১৮ ● ১৮ বৈ

মে দিবসের সংবাদ সম্মেলন

কৃষি শ্রমিক বজ্রপাতে মারা গেলে সরকারি সহায়তা পাবে

— মুজিবুল হক

যুগান্তর রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক জানিয়েছেন, মাঠে কাজ করা অবস্থায় যদি কোনো কৃষি শ্রমিক বজ্রপাতে মারা যান, তাহলে তাকে সরকারি সহায়তা দেয়া হবে। সরকারের শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে এ সহায়তা দেয়া হবে। একইভাবে শ্রম আইন অনুসারে বাংলাদেশের সব সংবাদপত্রসহ যেসব গণমাধ্যম লাভজনক অবস্থায় আছে, তাদের মুনাফার ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমা দেয়ার বিধান আছে। লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে তাদের মুনাফার এ অংশ ফাউন্ডেশনে জমা দেয়, সেজন্য সব প্রতিষ্ঠানকে দুই সপ্তাহের মধ্যে চিঠি পাঠানো হবে।

সোমবার মে দিবস উপলক্ষে সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খান উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের ৪৩টি শিল্প খাতের যে কোনো শ্রমিক নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে মারা গেলেও তাকে এ তহবিল থেকে

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার
৩ মে ২০১৮

মে দিবসে শোভাযাত্রার অনুমতি পায়নি শ্রমিক দল

নালিশ দেবে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মহান মে দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে শোভাযাত্রার অনুমতি না দেওয়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নে অভিযোগ করবে শ্রমিক দল। মঙ্গলবার নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও শ্রমিক দলের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম খান একথা জানান।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, বাংলাদেশ আইএলও এবং আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। আইএলওর সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সংস্থাটির কনভেশন-৮৭ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যেখানে ফ্রিডম অব অ্যাসোসিয়েশন নিশ্চিত করার কথা, সেখানে আজকে আমাদেরকে সেটা করতে দেওয়া হলো না। নজরুল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে নিশ্চয়ই আমরা কখন, কোন প্রোগ্রাম করি সেটা আমাদের জানাতে হয়। এই যে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারলাম না, কেন পারলাম না সেটাও আমাদের তাদের জানাতে হবে এবং আমরা অবশ্যই জানাব।

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার ১ মে ২০১৮

শ্রম আইন থেকে মুক্তির পথে ব্যাংক খাত

শ্রম আইন অনুযায়ী বার্ষিক মুনাফার ৫ শতাংশ অর্থ সরকারের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা দিতে রাজি নয় ব্যাংকগুলো

সায় আছে বাংলাদেশ ব্যাংক, আইন ও অর্থ মন্ত্রণালয়েরও

আবুল কাশেম ▷

বেসরকারি ব্যাংক খাত আর শ্রম আইনের আওতাভুক্ত থাকতে রাজি নয়। শ্রম আইন অনুযায়ী, বার্ষিক মুনাফার ৫ শতাংশ অর্থ সরকারের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা দিতেও রাজি নয় তারা। তাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইন মন্ত্রণালয়। ব্যাংকগুলোকে শ্রম আইনের আওতামুক্ত রাখতে শ্রম মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এ সুপারিশ অনুযায়ী শ্রম আইন সংশোধন করে ব্যাংক বা আর্থিক খাতকে আইনের আওতামুক্ত রাখা হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ ব্যবস্থা থাকবে না। ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে মুনাফার অংশ দিতে হবে না।

মূলত বেসরকারি ব্যাংক মালিকদের একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ উদ্যোগ নিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। বেসরকারি ব্যাংক মালিকদের সংগঠন বিএবির যুক্তি হলো, ব্যাংকগুলোতে কোনো শ্রমিক নেই, ব্যাংকে কর্মরতরা মূলত অফিসার বা কর্মকর্তা। তাই শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ব্যাংকগুলো তাদের মুনাফার অংশ দেবে না। তারা ব্যাংক খাতকে শ্রম আইনের আওতার বাইরে রাখার প্রস্তাব করে। ব্যাংক মালিকদের ওই প্রস্তাবের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। তাতেও ব্যাংক মালিকদের প্রস্তাবের পক্ষেই মতামত পাওয়া গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর শ্রম আইনের ১৫তম অধ্যায় প্রযোজ্য না করে আইন সংশোধনের সুপারিশ শ্রম মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম মজুমদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শ্রম আইনের ১৫তম অধ্যায়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে আইন অনুযায়ী ব্যাংকগুলোকে তাদের মুনাফার ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে বলেছি যে ব্যাংক এই আইনের আওতায় পড়ে না। কারণ ব্যাংকে কোনো শ্রমিক নেই। যত দূর জানি বাংলাদেশ ব্যাংকও একই মতামত দিয়েছে। এখন আইন সংশোধন কবে হবে, তা সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।'

শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব মো. রিজওয়ানুল হুদা স্বাক্ষরিত একটি সুপারিশপত্র শ্রমসচিব আফরোজা খানের কাছে পাঠানো হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যাতে তাদের মুনাফার অংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে দিতে না হয়, সে জন্য শ্রম আইন সংশোধন করতে বলা হয়েছে তাতে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ পর্যালোচনা করা হচ্ছে জানিয়েছেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা।

শ্রম আইনের ১৫তম অধ্যায়ে বলা আছে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে তাদের মুনাফার অংশ জমা দেবে। এ অধ্যায়ের ২৩৩(ছ) ধারায় বলা হয়েছে, 'মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যেকোনো প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান বা বীমা কম্পানির কাজকর্ম শিল্প সম্পর্কিত কাজকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে...।'

অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ২০০৬ সালের শ্রম আইনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধনের সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা ২০১৩ সালের ২২ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। বিএবি তাদের আবেদনে বলেছে, ব্যাংকিং খাতে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত জনবলকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কাজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে, যে কারণে তাঁদেরকে কোনোভাবেই কলকারখানা এবং এ প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত 'শ্রমিক' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

বিএবির এই আবেদনের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত লিখিত নির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা অর্জনে পুঁজির সদ্ব্যবহার বেশির ভাগ অবদান রেখে থাকে; যেখানে উৎপাদনশীল বা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমনির্ভর বা প্রক্রিয়ানির্ভর কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে সচেষ্ট থাকে। সে কারণে শ্রমঘন প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদানের যৌক্তিকতা থাকলেও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা নেই।'

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, শ্রম আইনের ২৩৩(ছ) ধারায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলেও যেসব কাজকর্ম করা হলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'শিল্প-সম্পর্কিত কাজ-কর্ম' বলে বিবেচনা করা হবে বলে উল্লেখ আছে, সেখানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই তিনি শ্রম আইন সংশোধন করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আওতামুক্ত রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন।

বিএবির আবেদনের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানায় যে ব্যাংক কম্পানি আইনের ১১(১)(খ)(আ) ধারা অনুযায়ী, 'কোনো ব্যাংকে এমন ব্যক্তির নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যিনি তাঁর পারিশ্রমিক বা পারিশ্রমিকের অংশ কমিশনের আকারে বা কম্পানির লাভের অংশের আকারে গ্রহণ করবেন।'

বিএবির মতে, ব্যাংক কম্পানি আইন-১৯৯১ একটি বিশেষ আইন। অন্যদিকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ একটি সাধারণ আইন। বিশেষ আইন সর্বদা সাধারণ আইনকে বাতিল করে। তাই শ্রম আইনের ২৩৩(ছ) ধারা ব্যাংক ও আর্থিক খাতের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, শ্রম আইন সংশোধন করে ব্যাংক ও আর্থিক খাতকে এ আইনের আওতামুক্ত করা হলে আইনত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ (যৌথ দর-কষাকষি এজেন্ট) থাকবে না। ব্যাংকগুলোতে দারোয়ান, চালক, অফিস সহকারীসহ কর্মকর্তা পদের নিচে কর্মরতরা ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলো জাতীয় শ্রমিক লীগ ও শ্রমিক দলের অনুমোদনপ্রাপ্ত।

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ১ মে ২০১৮।

মালিকের লোভের ফাঁদে পরিবহন শ্রমিক

পার্থ সারথি দাস ও সায়েম টিপু ▷

রাজধানীর তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তায় মূল সড়ক ধরে চলতে চলতে কানে এলো, 'অ্যাই মহাখালী, মহাখালী...।' লেগুনা থামিয়ে যাত্রীদের ডেকে চলছিল চালকের কিশোর সহকারী। হাত ধরে, ঘাড় ধরে যাত্রী তুলছিল সে। মণ্ডবাজার মোড়ে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৬০ বছর বয়সী বাসচালকের সহকারী মো. হেলাল। তিনি বলেন, মালিককে জমা দিয়ে নিজের কিছুই থাকে না।

রাজধানীর ফার্মগেট থেকে মোহাম্মদপুর পথে লেগুনার চালকের সহকারী বেলাল মিয়া সকাল সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কখনো যাত্রী ডেকে তোলে, কখনো গাড়িটি চালায়। দৈনিক আয় গড়ে ৩০০ টাকা। চালকের সহকারী হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সে করছে। গুলিস্তান থেকে নিউ মার্কেট পথে লেগুনায় চালকের সহকারী থেকে 'চালক' বনে গেছে মো. হাসান। ঝিণাতলা, নিউ মার্কেট, আগারগাঁও থেকে ৬০ ফুট, মিরপুর ১ থেকে ১০ নম্বর, মহাখালী-মিরপুর পথে লেগুনায় এভাবেই শিশু-কিশোররা যুক্ত হয়েছে পরিবহন খাতে। তাদের প্রশিক্ষণ নেই, লাইসেন্স থাকার জন্য ১৮ বছর হতে হয়, সে বয়সও হয়নি। এমন চিত্র গোটা রাজধানীতেই। রাজধানীর অন্য একটি রুটের লেগুনা চালকের সহকারী কিশোর বয়সী শরীফ হোসেন বলে, 'গাড়ি চললে দিনে ট্যাহা পাই। না হলে পেট চলে না। কখনো দিনে ২০০ পাই, কখনো ১৫০ টাকা।'

জানা গেল, বাস, লেগুনার মতো পরিবহনের শ্রমিকদের মধ্যে হেলপার বা চালকের সহকারী ছাড়াও মিস্ত্রি, কন্ডাক্টরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিকদের নিয়োগপত্র নেই। বেতনের কাঠামো নেই। ২৮ বছর ধরে গাড়ি চালালেও নিয়োগপত্র পাননি বলে জানান, চালকের সহকারী হেলাল। ঢাকার পরিবহন শ্রমিক নেতা মো. হানিফ খোকন বলেন, প্রভাবশালী চক্র, অদক্ষ চালক ও মুনাফালোভী গাড়ি মালিকদের জন্য রাস্তায় বিশৃঙ্খলা ভাঙা যাচ্ছে না। এদিকে নৈরাজ্যের শিকার হয়ে যাত্রী ও পথচারীরা মারা যাচ্ছে। মারা যাচ্ছে পরিবহনকর্মীরাও, সেদিকে তাদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারাও সচেতন নন। তাদের একটাই কাজ, চাঁদা জোগানোর মেশিন হিসেবে পরিবহন শ্রমিকদের ব্যবহার করা। এমন বিরূপ বাস্তবতার মধ্যে আজ পালিত হচ্ছে মহান মে দিবস।

পরিবহন সংগঠনগুলোর হিসাবে, রাজধানীতে ৬০ শতাংশ মালিক চালকের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে বাস চালায়। ২০ বছরের পুরনো বাসগুলোর বড় অংশই চুক্তিতে চলায় গাড়ি বেপরোয়া চলল কি না তা খেয়াল রাখেন না মালিকরা। চালকের কাছ থেকে দিনে বা সপ্তাহে পাওনাটা শুধু বুঝে নেন। মিরপুর-১১ নম্বর সেকশনে মূল সড়কে বিহঙ্গ পরিবহনের একটি বাসের চালক বাবুল মিয়া বলেন, দিনে তিন হাজার টাকার মধ্যে এক হাজার ৮০০ টাকাই মালিককে দিতে হয়। গ্যাস কিনতে হয় ৩০০ টাকার। নিজের দুই বেলা খাবার, সহকারীর মজুরি দিয়ে নিজের ৩০০ টাকাও থাকে না। চাবি হাতে নিলে যানজট হলেও মালিককে টাকা দিতে হয়।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, পুরো সড়ক পরিবহন খাতে প্রশিক্ষণহীন, লাইসেন্সবিহীন চালকের আধিপত্য বাড়ছে। তাদের পেছনে আছেন শীর্ষ পরিবহন নেতারা। চাঁদা আদায়ের জন্য চালকদের ব্যবহার করে পরিবহন নেতা ও মালিকরা মুনাফা লুটে নিচ্ছেন। শ্রম আইনে চালকদের আট ঘণ্টা খাটানোর কথা থাকলেও ভিন্নও সময় পর্যন্ত খাটানো হচ্ছে, যাতে বেশি ট্রিপ দিয়ে বেশি লাভ ওঠে। এ জন্য চালকদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। কারণ নিয়োগপত্র থাকলে ন্যায্য অধিকার না পেলে চালকরা আদালতে যেতে পারবে, মালিক বা পরিবহন নেতাদের প্রভাব কমে যাবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী বলেন, 'পৌনে এক কোটি পরিবহন শ্রমিক আছে দেশে। একটি গাড়ির সঙ্গে থাকে চালক, তার সহকারী, মিস্ত্রিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিক। থাকে বাস কাউন্টারের বিক্রেতাও। আমাদের ফেডারেশনের দুই শতাধিক শ্রমিক ইউনিয়নের পরিবহন শ্রমিকরা তাদের কাজের সময় আট ঘণ্টা নির্ধারণ, নিয়োগপত্র দেওয়া, বিশ্রামাগার স্থাপন, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে; কিন্তু ৯০ শতাংশ মালিকই দাবি মানে না। বাস বন্ধ থাকলে শ্রমিকদের পেট চলে না। বেশির ভাগ স্থানে খোরাকিও মেলে না।'

মহান মে দিবস আজ

- পৌনে এক কোটি পরিবহন শ্রমিক অধিকারহারা
- নিয়োগপত্র নেই, বেশি ট্রিপ দিতে হয়, নির্ঘুম থাকতে হয় ১৬ ঘণ্টাও
- মহাসড়কে বিশ্রামাগার নেই

দেশের সড়কগুলোতে প্রাণহানি ও অঙ্গহানি বাড়ছে। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির সর্বশেষ প্রতিবেদন মতে, গত ১ জানুয়ারি থেকে গতকাল সোমবার বিকেল পর্যন্ত চার মাসে এক হাজার ৮৭১টি সড়ক দুর্ঘটনায় দুই হাজার ১২৩ জন নিহত এবং পাঁচ হাজার ৫৫৮ জন আহত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালের একই সময়ে দুর্ঘটনা ১.০৬ শতাংশ, নিহত ১.৪৪ শতাংশ, আহত ৮.৩১ শতাংশ বেড়েছে।

তিতুমীর কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থী রাজীব হোসেনের মৃত্যুতে মানুষের কান্না থামতে না থামতেই পা হারানো রোজিনা কাঁদিয়ে চলে গেল গত রবিবার। অ্যাপোলো হাসপাতালে সংকটে আছেন পা হারানো চালক রাসেল। অঙ্গহানি হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাসপাতালে কাতরাতে কাতরাতে প্রাণও যায় আহতদের। এভাবে সড়কে হত্যা বা দুর্ঘটনা বাড়ছেই। গবেষক, পর্যবেক্ষক, প্রত্যক্ষদর্শীসহ সংশ্লিষ্ট সবাই বলছেন, সড়কে হত্যা এখন পরিণত হয়েছে গণহত্যায়, দুর্ঘটনা অনেক কম।

চালকরা সরাসরি গাড়ি উঠিয়ে দিচ্ছে আরেক চালকের পায়ের ওপর। গত শনিবার দুপুরে এমন দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে পথচারীদের। অনিয়মের প্রতিবাদ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রীনলাইন পরিবহনের একটি বাসের চালক কবির হোসেন মাইক্রোবাসের চালক রাসেল সরকারের পা কেটে নিয়েছেন গাড়ি চালিয়ে দিয়ে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মোটরসাইকেল আরোহী মাশরুর আলম বলেন, 'আমি দেখছিলাম ছেলেটা বাসটিকে থামতে বলছে, কিন্তু থামেনি। তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে বাসটি চালিয়ে দেয়। আর পা আলাদা হয়ে যায়। কবির তো আধুনিক বিলাসী গাড়ি চালাত; কিন্তু তার পরও তার আচরণ ছিল জেদি।' দেশজুড়ে চালকরা গাড়ি চালাচ্ছে বেপরোয়াভাবে। বুয়েটের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের অনুসন্ধান মতে, ৬১ শতাংশ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেই দায়ী থাকে গাড়িচালক।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের তথ্যানুসারে, নিবন্ধিত গাড়ির মধ্যে ১০ লাখ গাড়িই চালানো হচ্ছে লাইসেন্সহীন চালক দিয়ে।

গাবতলী-সদরঘাট রুটের ৭ নম্বর লোকাল বাসের চালক ছদরুদ্দিন গাবতলীতে মিনিবাসের ভেতরেই ঘুমান। বাড়ি বরিশালের মুলাদীতে। গত রবিবার সকালে চলন্ত গাড়িতেই তিনি বলেন, 'আমাদের নিয়োগপত্র লাগে না। দিনে এক হাজার ৮০০ টাকাও হয় না। মালিককে এক হাজার ২০০ দিতে হয়। সব খরচ করে নিজের ৫০০ টাকাও থাকে না। বেশি ট্রিপ দিতে পারি না। তাই রাস্তা খালি পেতে বেশি দৌড়াতে হয়। না হলে তো পেট চালানো যাবে না। দিনে তিনটি ট্রিপ দিতে পারি। ১৫০ টাকা করে পাই প্রতি ট্রিপে।' শ্রম আইনে মোটরযান শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেওয়া এবং দিনে সর্বোচ্চ আট ঘণ্টার বেশি কাজ না করানোর বাধ্যবাধকতা আছে। তবে ছদরুদ্দিনকে ১৬ ঘণ্টাও বাসে থাকতে হয়। চালকদের কেন নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না জানতে চাইলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির মহাসচিব এনায়েত উল্যাহ বলেন, 'নিয়োগপত্র না দেওয়ার বড় কারণ চালকরা সব শর্ত পূরণ করতে পারে না। বেশির ভাগ চালক ওস্তাদের কাছে গাড়ি চালানো শিখেছে। তাদের বড় অংশ নিরক্ষর। চুক্তিই বেশি বোঝে। তবে অভিজাত কম্পানির গাড়িতে শিক্ষিত চালকদের নিয়োগপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে।'

গতকাল মহাখালী বাস টার্মিনালে বৃষ্টিতে জড়সড় হয়ে বাসের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন ঢাকা-রংপুর রুটের বাসচালক সবুজ মিয়া। তিনি বলেন, 'ঢাকা থেকে রংপুর যেতে ১২ ঘণ্টা লাগত, এখন ১৬ ঘণ্টাও লাগছে। গাড়ি তো আর থামিয়ে চালানো যায় না। দুই দিন পর ঘুমাচ্ছি। মাসে ১৫ দিন গাড়ি চালিয়ে নিজে ৫০০ টাকাও জমাতে পারি না। আটজনের সংসারে একা রোজগার করি। সংসার চলব ক্যামনে?'

তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনালে ট্রাকের ভেতরে আধো ঘুমে থাকা আবুল হোসেন বলেন, 'ট্রিপ মারলে টাকা পাই। মাসিক বেতন নেই।'

আসবাবপত্র, চাল, ডাল, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি পরিবহন করেন ভোলার মো. জামাল মিয়া (৪০)। ১৩ বছর ধরে গাড়ি চালান। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান কিনেছেন। প্রতি সপ্তাহে তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা পরিশোধ করতে হয়। ফলে দিনে দু-একটি ট্রিপ মারার কথা থাকলেও ঋণের ছয় ট্রিপ মারতে হয়। জামাল জানান, সপ্তাহের বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে বেশ ক্লান্ত থাকতে হয়। দূরে ট্রিপ নিয়ে গেলে রাস্তায় ঘুমাতে হয়। সেখানেও পুলিশের ঝামেলা। তিনি সরকারের কাছে মহাসড়কে গাড়ির চালকদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরির দাবি জানান।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিসের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, পরিবহন শ্রমিকদের ১০ ঘণ্টা কাজের পর ২৪ ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার নিয়ম থাকলেও মালিকের নির্দেশে তাদের যেকোনো সময় ছুটে চলতে হয়। মালিকের চাহিদা মেটাতে চোখে ঘুম নিয়েই তাদের আবার গাড়ি নিয়ে ছুটতে হয়। তিনি বলেন, মালিকদের দায়দায়িত্ব এবং বেতন বা মজুরির নির্দিষ্ট কাঠামো না থাকায় তাদের অন্যায্য দাবি মেনে নিয়েই গাড়ি চালাতে হয় চালকদের।

আইএলওর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও বিলসের উপদেষ্টা রায় রমেশ চন্দ্র বলেন, পরিবহন শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা না থাকা, প্রশিক্ষণের অভাব এবং প্রতি ট্রিপ অনুসারে মজুরি সড়ক দুর্ঘটনায় বড় প্রভাব ফেলে। তিনি বলেন, দেশে ট্রাক, বাস, প্রাইভেট কার, ট্যাক্সিসহ ৭৫ লাখের বেশি পরিবহন রাস্তায় চলে। গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। সরকার একটি জাতীয় কারিকুলামের মাধ্যমে সারা দেশে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট তৈরি করার উদ্যোগ নিতে পারে।

বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের মহাসচিব জেড এম কামরুল আনাম বলেন, দুর্ঘটনার বেশির ভাগ কারণ হিসেবে দেখা যায় রাস্তায় অতিরিক্ত ট্রিপ মারার অসুস্থ প্রতিযোগিতা। এ ছাড়া ড্রাইভারের চেয়ে হেলপার দিয়ে অনেক বেশি গাড়ি চালানো হয়।

বিলসের জরিপ মতে, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা গত চার বছরে সর্বোচ্চ হয়েছে। আহতদের কাটছে দুর্বিষহ জীবন। কর্মস্থলে শ্রমিকের নিরাপত্তা নেই, ক্ষতিপূরণও তেমন পায় না।

নাথালপাড়ার বাসিন্দা শহীদুল ইসলাম আলম ঢাকা-হালুয়াঘাট রুটে বাস চালাতেন। ২০০৪ সালের এক রাতে হালুয়াঘাট থেকে ঢাকা ফেরার পথে ফুলপুরে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ডান হাত কাটা পড়ে তাঁর। কোনো ক্ষতিপূরণ কেউ দেয়নি তাঁকে। গত বছর ৭৮৪ জন শ্রমিক নিহত হয়। এর মধ্যে পরিবহন শ্রমিকই ৩০৭ জন।

মহান মে দিবস আজ। শ্রমিকদের আত্মত্যাগ ও অধিকার আদায়ের দিন। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিয়ে দেশে-বিদেশে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যেই বাংলাদেশে আজ পালিত হচ্ছে মহান মে দিবস। সে হিসেবে এটি সরকারি ছুটির দিন। দিবসটি দিবস পালন করতে নানা কর্মসূচি নিয়েছে সরকার ও বিভিন্ন সংগঠন।

প্রথম আলো সোমবার, ২১ মে ২০১৮

তিন মাস ধরে বেতন পান না চিকিৎসক, কর্মীরা

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পুরান ঢাকার জনসন রোডে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের ৫৭৩ জন চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী তিন মাস ধরে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। বকেয়া বেতন ও অন্যান্য দাবি আদায়ে আজ সোমবার এক ঘণ্টা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ।

এর আগে গত বুধবার হাসপাতালের সামনে মানববন্ধন করেন তাঁরা। কিন্তু তারপরও কর্তৃপক্ষের কোনো আশ্বাস পাচ্ছেন না।

কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সদস্যরা বলেন, হাসপাতালে আয় ও ব্যয় ছিল প্রায় সমান। ২০১৬ সালের শুরুর দিকে সরকার অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করার পর তখন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এরপর থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়া নিয়ে সমস্যা শুরু হয়। এক মাসের বেতন আরেক মাসে গিয়ে পেতেন তাঁরা। এভাবে এখন পর্যন্ত গড়ে তিন মাসের বেতন বকেয়া আছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি বুলবুল মিয়া বলেন, বেতন-ভাতা না পাওয়ায় হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ফলে আজ বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করা হবে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালটি ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হয়। নিজস্ব অর্থায়ন ও সরকারি-বেসরকারি অনুদানের টাকায় পরিচালিত হয় হাসপাতালটি। প্রতিবছর সরকার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা অনুদান আসে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে সরকার। কিন্তু এ টাকা দিয়ে হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন পর্যাপ্ত হয় না। বর্তমানে প্রতি মাসে বেতন বাবদ ২ কোটি ৭০ লাখ টাকার মতো খরচ হয়। এ অবস্থায় গত বছরের জুলাইয়ে এ হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে এককালীন ১১ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। কিন্তু আজ পর্যন্ত হাসপাতালের তহবিলে কোনো টাকা জমা পড়েনি।

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক ক্যাপ্টেন (অব.) এম এ সালাম বলেন, তিনি নিজেও বকেয়া বেতন পাচ্ছেন না। হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কষ্টে আছেন। তবে এ পরিস্থিতি শিগগির কেটে যাবে। তিনি বলেন, এই হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা ব্যয় ৪০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও দরিদ্ররা বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা নেন।

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও ঢাকা-৬ আসনের সাংসদ কাজী ফিরোজ রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে যে পরিমাণ আয় হয়, তা দিয়ে হাসপাতাল পরিচালনা করা অনেক কঠিন কাজ। এক বছর আগে সরকার থেকে এককালীন একটি অনুদান দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো অনুদান তহবিলে জমা পড়েনি। কয়েক মাসের বেতন বকেয়া আছে। এ পরিস্থিতিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন যৌক্তিক। সরকারকে এ হাসপাতালের দিকে সুদৃষ্টি দিতে হবে।

সমকাল মঙ্গলবার ২২ মে ২০১৮

বেসরকারি চাকরিজীবী সবাই পেনশন পাবেন

স্বপ্ন বাস্তবায়নের ঘোষণা দেবেন অর্থমন্ত্রী

■ আবু কাওসার

সরকারি চাকরিজীবীদের মতো বেসরকারি খাতে সবাই যেন পেনশন পান, এমন স্বপ্ন দেখেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তার এই স্বপ্ন

আসছে বাজেট

প্রথমবারের মতো প্রতিফলিত হয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায়। দুই বছর পার হলেও এটি শুধু প্রতিশ্রুতির মধ্যেই রয়েছে। এ সময়ে দৃশ্যমান তেমন কিছু করতে পারেননি অর্থমন্ত্রী। এ নিয়ে তার আক্ষেপও রয়েছে। তবে এবার তার শেষ বাজেটে সেই স্বপ্ন রূপায়ণের প্রচেষ্টা থাকবে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত 'সার্বজনীন পেনশন পদ্ধতি'র খসড়া কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। খসড়া কাঠামোতে কীভাবে এ ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায়, সে বিষয়ে বিশদ রূপরেখা তুলে ধরা হবে। আগামী ২০১৮-১৯ বাজেটে এটি বাস্তবায়নের ঘোষণা দেবেন মুহিত।

এ পদ্ধতি কার্যকর হলে সরকারি চাকরিজীবীদের মতো বেসরকারি খাতে যারা চাকরি করেন, মাসিক পেনশন সুবিধা পাবেন তারাও। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, সার্বজনীন পেনশন পদ্ধতি বাস্তবায়নের কাজ আগামী অর্থবছর থেকে শুরু হবে। দীর্ঘমেয়াদি এ পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ কার্যকর হতে কমপক্ষে তিন-চার বছর সময় লাগবে। তারপরই এর সুফল মিলবে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

সূত্র জানায়, আগে সিদ্ধান্ত ছিল সরকারি চাকরিজীবীরা সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতায় থাকবেন। এখন সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে শুধু বেসরকারি চাকরিজীবীদের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয় নতুন করে। এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, প্রস্তাবিত খসড়া কাঠামোতে সুবিধাভোগীর আওতা ব্যাপক বাড়ানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। খসড়ায় বেসরকারি খাতের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল চাকরিজীবীকে এ আওতায় আনা হচ্ছে। এ ছাড়া গরিব জনগণ যারা নিয়মিত আয় করেন, তারা যেন সুবিধা পেতে পারেন সে ব্যবস্থা থাকছে।

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ১ মে ২০১৮

গৃহকর্মীদের সম্মান দেওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গৃহকর্মীরাও অন্য সবার মতোই মানুষ। তাঁদের সম্মান দিতে হবে, আর এই সম্মানের অর্থ হলো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। রাজধানীর ছায়ানট মিলনায়তনে গতকাল সোমবার 'সম্মান ইবিএইচ' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সাংসদ সিমিন হোসেন রিমি।

ঘরের সাহায্যকর্মীদের সম্মান দেওয়ার নৈতিকতা বৃদ্ধির প্রয়াসে সম্মান সংগঠনটির জন্ম। সংগঠনটি মনে করে, সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে শুরু করে গণতন্ত্র—সবকিছু ঘর থেকেই শুরু হয়। অনুষ্ঠানে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম ও সিরাজগঞ্জের একটি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খায়রুজ্জামানকে গৃহকর্মীদের সঙ্গে ভালো আচরণের জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আবু জামিল ফয়সাল বলেন, গৃহকর্মীরা গ্রাম থেকে অনেক সময় নানা রোগ নিয়ে আসে, যার মধ্যে যক্ষ্মা অন্যতম। তাই এদের শুরুতেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত। তা না হলে ঘরের অন্যরাও সেই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

সভাপতির বক্তব্যে সম্মানের প্রতিষ্ঠাতা রুবায়ুল মোরশেদ বলেন, বেশির ভাগ মানুষই সম্মানের উদ্যোগ ভালো চোখে দেখে না। তিনি বলেন, 'ধূমপান, ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে পারি। কিন্তু অনৈতিকতার বিরুদ্ধে লড়াই না করলে সমাজের রোগ সারবে না।'

সমকাল সোমবার ২১ মে ২০১৮ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ৯ কোটি টাকা দিল বিএটিবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে আট কোটি ৮২ লাখ টাকা দিয়েছে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো, বাংলাদেশ-বিএটিবি। গতকাল রোববার সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হকের কাছে এ টাকার চেক তুলে দেন কোম্পানির চেয়ারম্যান গোলাম মঈনুদ্দিন।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ তহবিল থেকে সহায়তার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের চেয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বজ্রপাতে কৃষি শ্রমিকের মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে নিহত কৃষি শ্রমিকের পরিবারকে দুই লাখ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কোনো শ্রমিক কর্মস্থলে মারা গেলে এ তহবিল থেকে দুই লাখ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া শ্রমিকের সন্তানরা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ালেখা করলে তিন লাখ টাকা এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করলে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খান, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ডিজি ড. আনিসুল আওয়াল এবং ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকোর মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান রুমানা রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বণিক বার্তা
মে ২১, ২০১৮ ■ জ্যৈষ্ঠ ৭, ১৪২৫ ■ সোমবার

আইএলওর প্রতিবেদন

দেশে ৭৫ শতাংশ কর্মসংস্থান অরক্ষিত

বদরুল আলম ■

দেশে মোট কর্মসংস্থানের ৭৫ দশমিক ২ শতাংশই অরক্ষিত। এর মধ্যে ৫২ দশমিক ৭ শতাংশ মূলত আত্মকর্মসংস্থান। বাকি ২২ দশমিক ৬ শতাংশ হচ্ছে পারিবারিক কর্মসংস্থান। অরক্ষিত ও অনানুষ্ঠানিক এসব কর্মসংস্থানে নিযুক্তদের দায়িত্ব কম, আয়ের নিরাপত্তাও কম। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএলও গত সপ্তাহে ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোস্যাল আউটলুক ২০১৮ : গ্রিনিং উইথ জবস শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জেনেভা থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির বাংলাদেশ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি ফ্যাক্ট শিটস অংশে দেশে কর্মসংস্থানের গতি-প্রকৃতির চিত্র উঠে এসেছে। ফ্যাক্ট শিটসের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশে মোট জনগোষ্ঠীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৬২ দশমিক ৩ শতাংশ। আর কর্মক্ষম জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মসংস্থানের হার ৫৯ দশমিক ৮ শতাংশ। বেকারত্বের হার ৪ শতাংশ। এর মধ্যে তরুণ জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের হার ১০ দশমিক ৫ শতাংশ।

আইএলও বলেছে, কর্মসংস্থানের বিষয়টি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। কৃষি, মৎস্য, বনজ সম্পদ, পর্যটন ইত্যাদি খাত এবং ওষুধ, বস্ত্র, খাদ্য ও পানীয় শিল্পে কর্মসংস্থান পুরোপুরিই স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু রূপান্তরের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে। এ কারণে প্রতি বছরই তীব্র গরম ও দাবদাহের ব্যাপ্তি বাড়ছে। এভাবে কাজের অনুপযোগী দিনের সংখ্যা আগামী দিনগুলোতেও বাড়তে থাকবে। কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে, অর্থনৈতিক উন্নতির সুবাদে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে হারিয়ে যাবে। এ কারণেই কর্মসংস্থানের জগতটি পরিবেশগত বিচারে টেকসই করা জরুরি বলে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাটি উল্লেখ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় চার কোটি পূর্ণকালীন কর্মীর উৎপাদনশীলতা বার্ষিক ৪ দশমিক ৮ শতাংশ হারে কমবে। কৃষি খাতে এর প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি। তাপমাত্রা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের কৃষকদের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আইএলও ফ্যাক্ট শিটের তথ্যমতে, বাংলাদেশে ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের কর্মসংস্থান কৃষি ও সেবা খাতে ৪০ শতাংশের কিছু বেশি। আর শিল্প খাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে ২০ শতাংশের। দক্ষতার মান বিচারে উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন কর্মসংস্থান ২০ শতাংশেরও কম। মাঝারি দক্ষতার কর্মসংস্থান ৬০ শতাংশের কিছু বেশি। আর নিম্ন দক্ষতার কর্মসংস্থান ২২ শতাংশের মতো।

দেশের টেকসই কর্মসংস্থান পরিস্থিতি আলোকপাত করতে আইএলও পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় নিয়েছে। এর মধ্যে আছে— পরিবেশ কর্মসংস্থান, দক্ষতার মাত্রা, কাজের দুর্বলতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে কর্মসংস্থান এবং পরিবেশগত পারফরম্যান্স সূচক। সংস্থাটি জানিয়েছে, পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির অনুকূল নীতি বাস্তবায়ন হলে ২০৩০ সালের মধ্যে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১ কোটি ৪০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান হবে। এগুলো হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং টেকসই নির্মাণ, উৎপাদন ও কৃষি খাতে।

আইএলওর উপমহাপরিচালক ডেবোরাহ গ্রিনফিল্ড বলেছেন, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সেবার ওপর নির্ভর করে। সবুজ বা পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি লাখো মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বেরোনোর পথ দেখাতে পারে। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত জীবিকাও নিশ্চিত করতে পারে।

দেশে অরক্ষিত কর্মসংস্থানের কথা এসেছে সরকারের শ্রমশক্তি জরিপেও। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী, কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৮৫ দশমিক ১ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত। কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৯৫ দশমিক ৪, শিল্প খাতে ৮৯ দশমিক ৯ এবং সেবা খাতে এখনো ৭১ দশমিক ৮ শতাংশ কর্মী অনানুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়।

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে 'ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট সোস্যাল আউটলুক ট্রেন্ডস ২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অরক্ষিত শ্রম খাতে আলোকপাত করে আইএলও। সেখানে বলা হয়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় কর্মসংস্থানে অপ্রাতিষ্ঠানিকতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে, যা দারিদ্র্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারত, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও নেপালে প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিকই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। এসব দেশে নির্মাণ, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, আবাসন এবং খাদ্য সেবা শিল্পের মতো অকৃষি খাতগুলোতেও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের প্রবণতা ব্যাপক।

আইএলওর ওই প্রতিবেদনের তথ্যমতে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ৭৫ শতাংশের উপরে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান রয়েছে নেপাল, কম্বোডিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান

সমকাল | বৃহস্পতিবার ২৪ মে ২০১৮

আউটসোর্সিংয়ের কর্মচারীরা এক বছর বেতন পাচ্ছেন না

■ নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সিভিল সার্জন কার্যালয়ে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীরা গত ১ বছর ধরে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। চাকরি করেও দীর্ঘদিন বেতন-ভাতা না পেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে আর্থিক কষ্টে জীবনযাপন করছেন তারা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নোয়াখালী জেলার ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের জন্য গত বছর দরপত্র আহ্বান করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। ওই দরপত্র অনুযায়ী আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য কাজটি পায় ভোলা জেলার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স জাকির ট্রেডার্স। জাকির ট্রেডার্সের ৫৭৮৮/৫ স্মারক মূলে নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফেনীসহ বিভিন্ন জেলার ২৪ জন কর্মচারী গত বছর ১৪ এপ্রিল মেসার্স জাকির ট্রেডার্সের অধীনে চাকরিতে যোগদান করে। নিয়মানুযায়ী প্রতিমাসে বেতন-ভাতা পাওয়ার কথা। কিন্তু গত এক বছর চাকরি করেও তারা কোনো বেতন-ভাতা পাননি। সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রতি মাসে ১৪ হাজার ২০০ টাকা মাসিক বেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৪ জন কর্মচারী গত বছর এপ্রিল মাসে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে যোগদান করেন। তাদের জেলার বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পদায়ন করা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বেতন-ভাতা না পাওয়া একাধিক কর্মচারী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, টানা এক বছর চাকরি করে এক টাকা বেতন-ভাতা হাতে পাননি তারা।

নোয়াখালী

ঠিকাদার জাকির হোসেন বলেন, আগামী মাসে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেওয়া হবে। নোয়াখালী সিভিল সার্জন ডা. বিধান সেনগুপ্ত বলেন, এ জন্য ঠিকাদারের গাফিলতিই দায়ী।

১ মে ২০১৮, ১৮ বৈশাখ ১৪২৫ প্রথম আলো

কাজের শোভন পরিবেশের বিকল্প নেই

মে দিবস

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান

১৩২ বছর আগের ১ মে দিনটি ছিল শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সনদের দিন। আজ এত দিন পরও যখন ১ মে আমাদের সামনে সমাগত হয়, সে দিনটিও শ্রমিকের সত্যিকার অর্থে 'মানুষ' হিসেবে বেঁচে থাকার আর্তি নিয়ে হাজির হওয়ার দিন। মে দিবস বিশ্বজুড়ে, দেশে দেশে এবং বাংলাদেশেও লাল পতাকার স্লোগান উচ্চকিত মিছিলের দিন।

শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কাজের পরিবেশ, শ্রম ব্যবস্থাপনা, কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের দুর্ঘটনার প্রকৃত ক্ষতিপূরণ, মাতৃত্বকালীন ছুটি-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ—আজও শ্রমিক অধিকার-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি নিয়েই ১ মে পথে নামে মেহনতি মজদুর মানুষেরা। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের শ্রমিকদের কাছে এ দিনটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, শ্রমিক অধিকার বিবেচনায় বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ ১০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশও একটি। আজও এ দেশের ব্যক্তিমালিকানার মিলকারখানায় মালিকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দোলায় দোলে শ্রমিকদের ভাগ্য, এটি মে দিবসের আদর্শের এবং চেতনার বিপরীতমুখী চিত্র। তাই মে দিবসের মিছিলে শ্রমিকের স্লোগানে ১৩২ বছর পর আজও বিদ্রোহ ঝরে পড়ে।

আমরা আশ্বস্ত হতে পারি এই ভেবে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার আশাব্যঞ্জক। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যেসব শ্রমিকের হাত ধরে এই প্রবৃদ্ধি, সেই শ্রমিকদের শ্রম অধিকার আজ নানাভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই একজন শ্রমিকের বেতন এবং তাঁর সংসারের ছোট একটি পরিসংখ্যান দেখে নেওয়া যেতে পারে।

একজন শ্রমিকের স্ত্রী, তাঁর দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একজন ধরে নিলে শ্রমিকসহ ওই সংসারে মোট মানুষ তিনজন। বর্তমান বাজারদর হিসাবে প্রতিজনের পেছনে মাথাপিছু খাদ্য-খরচ ৩ হাজার—তিনজনের ক্ষেত্রে ৯ হাজার টাকা। ন্যূনতম হিসাবে খাদ্যদ্রব্যের বাইরে এই তিনজনের বাসাভাড়া, পোশাক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যাতায়াত ইত্যাদি আনুষঙ্গিক খরচ আরও ৯ হাজার। অর্থাৎ তাঁর পরিবারপিছু খরচ ১৮ হাজার টাকা। অথচ পোশাকশ্রমিকের বেতন মাত্র ৫ হাজার ৩০০ টাকা। অর্থাৎ বাঁচার মতো ন্যূনতম মজুরি আজ সময়ের দাবি।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শ্রমিকদের জন্য সামান্য কিছু স্বস্তি থাকলেও ব্যক্তিমালিকানা খাতের এই সমীকরণটা আমাদের শ্রমজীবী মানুষের জন্য চরম বাস্তবতা। এই খাতের সংখ্যাই বেশি বলে এ দেশের সচেতন মানুষ এবং সুস্থধারার ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা বঞ্চিত, হতভাগ্য শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে সব সময়ই সোচ্চার। সাম্প্রতিক কালের রানা প্লাজা ধসে হাজারের বেশি শ্রমিকের প্রাণহানি আর টঙ্গীর বিভিন্ন কারখানায় বিস্ফোরণ এবং আগুনে হতাহত মানুষের হাহাকার—পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার তাগিদের দাবি বারবার আমাদের আন্দোলিত করে।

আজকের মে দিবসের প্রাক্কালে সবার তাই নজর দেওয়া দরকার শোভন কাজের পরিবেশ তৈরির দিকে।

> রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শ্রমিকদের জন্য সামান্য কিছু স্বস্তি থাকলেও ব্যক্তিমালিকানা খাতের এই সমীকরণটা আমাদের শ্রমজীবী মানুষের জন্য চরম বাস্তবতা। এই খাতের সংখ্যাই বেশি বলে এ দেশের সচেতন মানুষ এবং সুস্থধারার ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা বঞ্চিত, হতভাগ্য শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে সব সময়ই সোচ্চার

কাজের সুষ্ঠু নীতিমালা, সুন্দর কর্মপরিবেশ এবং শক্তিশালী মজুরির হার—এগুলোই উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানিতে সেফগার্ডের ভূমিকা রাখবে, শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে। শোভন কাজের জন্য চাকরিস্থলের সহজলভ্যতা, আয়ের সুযোগ এবং প্রতিটি কাজের মানদণ্ড নিশ্চিত করার পাশাপাশি তার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক নিরাপত্তাটি আজকের যুগে অধিকারের বিষয়ে স্বীকৃত হয়েছে। এর পাশাপাশি পৃথিবীব্যাপী শ্রমিকের জন্য বড় প্রয়োজন হয়ে উঠেছে তাঁর কথা বলার প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা। এটিই হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার।

ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পথ ধরে যেকোনো ইতিবাচক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে শিল্প খাতে নানা রকম অরাজকতা এবং হিংসাত্মক ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে বিধায় আমরা মনে করি ট্রেড ইউনিয়ন এখন শিল্প বিকাশের অন্যতম চাবিকাঠি। শোভন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হলে ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূরীভূত হয়ে দেশ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে শোভন কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে একটা বড় অন্তরায় হচ্ছে, এ দেশে অসংগঠিত খাতের শ্রমিকসংখ্যা অত্যধিক। এই শ্রমিকেরা যেমন সঠিকভাবে স্বীকৃত নন, তেমনি আইনের দ্বারাও সুরক্ষিত নন। আজ তাঁদের কথা, তাঁদের সামাজিক সুরক্ষার কথা ভাবার সময় এসেছে। এঁদের সুরক্ষা দেওয়া না গেলে একদিকে যেমন আমাদের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না, অন্যদিকে শোভন কাজের পরিবেশও নিশ্চিত হবে না।

বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশের যুগে প্রবেশ করেছে। এ দেশে তাই কোনোরূপ 'মজুরি দাসত্ব'-এর সুযোগ নেই, বাঞ্ছনীয় নয়। এই চেতনায় অসংগঠিত শ্রমিকদের সুরক্ষা দিয়ে স্থায়ী কাজের আওতায় আনতে হবে—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যা ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। ভূমিকা রাখবে আমাদের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে।

এটিই সত্যি যে ১৩২ বছর আগে সংঘটিত মে দিবস শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টির তাড়না জোগাতে বারে বারে ফিরে আসে, ফিরে আসে 'শ্রমিক মানুষ'কে 'সম্মানিত মানুষে' প্রতিষ্ঠিত করতে।

মে দিবস অমর হোক।

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

প্রথম আলো শুক্রবার, ১৮ মে ২০১৮

এমসিসিআইয়ের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা

দেশে ধনী-গরিব বৈষম্য বেড়েছে

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সন্তোষজনক, কিন্তু এখনো সে তার পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছে না। অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ও বিনিয়োগকারীদের অনাস্থার কারণে বিনিয়োগ বাড়ছে না। এ ছাড়া বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অবকাঠামোর ঘাটতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া দুর্নীতি-জর্জরিত ব্যাংকিং খাত অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকের জন্য মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় এসব কথা বলা হয়েছে।

এমসিসিআই বলেছে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হলেও ধনী ও গরিবের আয়বৈষম্য ভয়ংকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি আমলে নিতে হলে গরিব মানুষের জন্য সরকারকে আরও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে তাকে বিদ্যমান ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। এমসিসিআই মনে করে, অসমতার জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থাই মূলত দায়ী।

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করতে চাইলে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিকল্প নেই বলে মনে করে এমসিসিআই। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ৭ দশমিক ৪০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে হলে ২০১৮ সালে বেসরকারি খাতে জিডিপির ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং সরকারি খাতে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ বিনিয়োগ করতে হবে।

পর্যালোচনায় কৃষি খাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ১৪ দশমিক ৭৯ শতাংশ। বিপুল সরকারি সহায়তা এবং সময়মতো অর্থায়নের কারণে ওই অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ দশমিক ৯০ শতাংশ, আগের বছর যা ছিল ২ দশমিক ৭৯ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবমতে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার কমেছে। আগের অর্থবছরে যা ছিল ১১ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, সেবার তা নেমে আসে ১০ দশমিক ২২ শতাংশে। তবে বিবিএস আরও বলেছে, জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান দশমিক ৯৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৪৮ শতাংশ, আগের বছর যা ছিল ৩১ দশমিক ৫৪ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ। তবে সে তুলনায় প্রথম আট মাসে আমদানি ব্যয় অনেকটা বেড়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ দশমিক ২১ শতাংশ বেশি।

এমসিসিআই আশা করছে, বর্তমানে যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে সামনের দিনগুলোতেও তা থাকবে। সে কারণে রপ্তানি, আমদানি, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে। তবে রমজান মাসের কারণে এপ্রিল ও মে মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বাড়বে বলে তাদের আশঙ্কা।

এমসিসিআই সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিম্ন হারকে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাত্র ৪৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন খাতে সরকারের প্রদেয় ভর্তুকি, বিদেশি সহযোগিতা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও ক্রমবর্ধমান অসমতাকে তারা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সমকাল | শনিবার
১৯ মে ২০১৮

পাথরঘাটা উপজেলার সদর ইউনিয়নের পূর্ব পাথরঘাটার খাল খনন করা হচ্ছে এক্সক্যাভেটর মেশিন দিয়ে ■ সমকাল

পাথরঘাটায় কাবিখার কাজ হচ্ছে যন্ত্রে

■ বরিশাল ব্যুরো ও পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি

সরকারি বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের একটি হচ্ছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য কর্মহীন শ্রমিকরা কাজের বিনিময়ে খাদ্য সহায়তা পাবেন। তবে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় কাবিখার অধীনে এখন মানুষের কাজ করা হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে। ফলে উপজেলার অন্তত তিন হাজার শ্রমিক বঞ্চিত হচ্ছেন সরকারি খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির সুবিধা থেকে।

উপজেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ছোট-বড় মোট ৩৪টি খাল রয়েছে। তার মধ্যে ৮টি খালের সংযোগ নদীর সঙ্গে। বছরের পর বছর সংস্কারের অভাবে খালগুলোতে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কৃষির জন্য সেচ কাজও বন্ধ হয়ে যায়। এ নিয়ে কৃষকদের আন্দোলনের ফলে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি নামক একটি সংগঠনকে কাবিখা প্রকল্পের আওতায় ৮টি খাল খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রকল্পের বিধি অনুযায়ী শ্রমিক দিয়ে খাল খনন করার কথা থাকলেও সেগুলো খনন করা হচ্ছে এক্সক্যাভেটর দিয়ে। যদিও ওই খনন নিয়ে রয়েছে নানান অভিযোগ। স্থানীয় সূত্র জানায়, গ্রামাঞ্চলে বর্তমান সময়ে কাজ না থাকায় দিনমজুররা বেকার দিনাতিপাত করছেন। তাদের দিয়ে খাল খনন করানো হলে অন্তত তিন হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হতো।

কালমেঘা ঘুটাবাছা পানি সরবরাহ সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন ও পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের কোড়ালিয়া হাজিরখাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সভাপতি খলিলুর রহমানের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন, এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি সমিতির নামে কাবিখা প্রকল্পের অধীনে ৮টি খাল খননের কাজ এনেছেন। কৃষকদের স্বার্থে সমিতি খাল খননের সুপারিশ করেছে। ওই প্রভাবশালীরা লভ্যাংশের কিছু অংশ সমিতিকে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রকল্পে কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে সেগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা দেখবেন।

খাদ্য সহায়তা বঞ্চিত বেকার শ্রমিক

পাথরঘাটা উপজেলা এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী রকিবুল ইসলাম জানান, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সরবরাহ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপজেলায় ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই টাকা দিয়ে ৩টি ইউনিয়নে নদীর সঙ্গে সংযোগ থাকা ৮টি খালের ২৫ কিলোমিটার খনন কাজ চলছে। কাজগুলোর প্রায় অর্ধেকের বেশি করা হয়েছে।

বরগুনা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী এসএম কবির হোসেন বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ স্বল্প সময়ের। শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হলে এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা যাবে না। তাই এক্সক্যাভেটর ব্যবহার করা হচ্ছে। পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির জানান, কাজটি শ্রমিকদের দিয়ে করানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তা মানা হচ্ছে না।

সমকাল
বৃহস্পতিবার
২৪ মে ২০১৮

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির অচলাবস্থা নিরসনে কমিটি

■ সমকাল প্রতিবেদক

শ্রমিক আন্দোলনে স্থবির দেশের একমাত্র কয়লাখনি বড়পুকুরিয়া। গত ১০ দিন ধরে কয়লা উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। খনি কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক উভয়পক্ষই নিজ নিজ দাবিতে অনড় থাকায় সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। অবশেষে এই অচলাবস্থা নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। তিন সদস্যের একটি কমিটিকে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী নিয়োগসহ আট দফা দাবি আদায়ে গত ১৩ মে থেকে কর্মবিরতি পালন করছে দেশীয় শ্রমিকরা।

বড়পুকুরিয়ার খনি থেকে স্বাভাবিকভাবে দৈনিক তিন হাজার ৫০০ টন কয়লা উত্তোলন করা হয়। দেশীয় এক হাজার ৪১ জন শ্রমিক কর্মবিরতিতে যাওয়ার পর উত্তোলন একেবারে বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার থেকে চীনা ঠিকাদার এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়াম তাদের নিজস্ব ৩০০ চীনা শ্রমিক দিয়ে কয়লা উত্তোলন শুরু করে। এখন দিনে এক হাজার ২২৮ টন কয়লা উত্তোলন হচ্ছে। এই খনির কয়লা দিয়ে দেশের একমাত্র কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো হয়।

সূত্র জানিয়েছে, সমস্যার সমাধানে পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) মো. মোস্তফা কামালকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জ্বালানি বিভাগ। কমিটির সদস্য সচিব জ্বালানি বিভাগের উপ-সচিব মু. মনিরুজ্জামান ও অপর সদস্য হচ্ছেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচালক এএসএম মঞ্জুরুল কাদের। মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে– কমিটি সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ১০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে।

জানতে চাইলে কমিটির আহ্বায়ক মো. মোস্তফা কামাল বলেন, তারা আগামী ২৬ মে বড়পুকুরিয়াতে যাবেন। সেখানে সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিবেদন দেবেন।

তবে এখনও আলোচনার কোনো ডাক পাননি বলে জানিয়েছেন খনি শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি রবিউল ইসলাম।

তিনি বলেন, তারা আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের পক্ষে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি-বিএমসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাবিব উদ্দিন আহমেদ অচিরেই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

শ্রমিকদের মূল দাবিগুলো হলো– অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী আউটসোর্সিং শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ দেওয়া, ৯ মাসের বকেয়াসহ বিভিন্ন ভাতা ও প্রফিট বোনাস দেওয়া, সব শ্রমিকের ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি, ভূগর্ভে শ্রমিকদের ৬ ঘণ্টা কাজ করানো, ক্ষতিগ্রস্ত ২০ গ্রামের বাড়িঘরের দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রত্যেক পরিবার থেকে খনিতে চাকরি প্রদান ইত্যাদি।

NEW AGE
WEDNESDAY, MAY 16, 2018

Govt to allow inspection of DIFE in EPZs

Staff Correspondent

THE government has decided to bring factories in the country's Export Processing Zones within the purview of the Department of Inspection for Factories and Establishments under the labour law.

Against the backdrop of continuous pressure from the International Labour Organisation and the sustainability compact partners, the government has taken the move to allow labour inspection in conformity with the labour law in factories located in the EPZs.

The government has also decided to ease the worker representation requirement for trade union registration to 20 per cent from the existing 30 per cent for the factories in and out of the EPZs, state minister for labour Md Mujibul Haque said on Tuesday.

An ILO expert committee in February this year urged the government to make the draft of Export Processing Zones Labour Act in line with the ILO conventions to provide equal rights of freedom of association to all workers and bring the EPZs within the purview of the labour inspectorate.

The ILO requested the government to take necessary measures to bring the EPZs within the purview of the labour ministry and the labour inspectorate.

Mentioning the 27 issues that are critical for freedom of association, the ILO committee suggested the government to repeal or substantially amend the provisions to ensure compatibility of the draft EPZ labour act with the ILO convention 87 and 98.

The government is currently working for further amendment of Bangladesh labour act as well as to improve the draft EPZ labour act, the junior minister said while addressing a CPD dialogue in the city.

Mujibul said that after wide-ranging consultations with social partners, the decision was taken recently to reduce the minimum worker representation requirement for trade union registration.

He said that the threshold in the EPZs would also be 20 per cent.

'We have recently decided to incorporation the provisions for labour inspection in the EPZs by the inspector general along with other inspectors under the Bangladesh Labour Act 2006 with the existing robust inspection system of BEPZA,' he said.

সমকাল
বৃহস্পতিবার
২৪ মে ২০১৮

অ্যাকর্ডের সংস্কার তহবিল থেকে সহায়তা শুরু

■ সমকাল প্রতিবেদক

মেয়াদের শেষ মুহূর্তে এসে সংস্কার তহবিল থেকে অর্থ ছাড় শুরু করেছে বাংলাদেশের পোশাক খাতের সংস্কারবিষয়ক ইউরোপভিত্তিক ক্রেতাজোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড)। মোট ৫ কারখানাকে ৪ কোটি টাকার অর্থ সহায়তা দিয়েছে তারা। আরও পাঁচ কারখানাকে এ তহবিল থেকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। জোটের এক বিবৃতিতে আগামীতেও এ সহায়তা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। অর্থ সংকটে সংস্কার কার্যক্রম বন্ধ এবং ৬ মাসের অধিক সময় ধরে উৎপাদনে নেই এমন কারখানাকে তহবিল থেকে অর্থ সহায়তা পেতে আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে পেল ৫ কারখানা

অ্যাকর্ডের তত্ত্বাবধানেই সংস্কার কাজে এ অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা হবে। চার কিস্তিতে অর্থ ছাড় করা হবে। প্রথম কিস্তির অর্থের সঠিক ব্যবহারসাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে। এ শর্তেই কারখানাগুলোর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে অ্যাকর্ডের। অর্থ সহায়তা পাওয়া কারখানাগুলো হচ্ছে- হাইপয়েড লিংগারিজ, রিটজি অ্যাপারেলস, এভারব্রাইট সোয়েটার, আয়শা এন্টারপ্রাইজ ও মিক নিট।

অ্যাকর্ডের সংস্কার তহবিল থেকে অর্থ পাওয়ার যোগ্যতা হিসেবে বিবৃতিতে বলা হয়, অবশ্যই সংস্কার কার্যক্রম শুরুর প্রচেষ্টার প্রমাণ দিতে হবে কারখানা কর্তৃপক্ষকে। সংস্কার পরিকল্পনাসহ কী বৈধ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা দেখাতে হবে। যেমন, কারখানার ফটকে কলাপসিবল গেট অপসারণ হয়েছে কি-না জানাতে হবে। সংশোধিত শ্রম আইনে এ ধরনের গেট অপসারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কলাপসিবল গেট থাকলে সাধারণত দুর্ঘটনার সময় শ্রমিকরা বের হয়ে আসতে অসুবিধায় পড়েন। এ ছাড়া তুলনামূলক কম অর্থ লাগে এ রকম সংস্কার কাজ শেষ করার প্রমাণ দিতে হবে কারখানাগুলোকে।

বিবৃতিতে অ্যাকর্ডের সহপরিচালক জোরিস অলডেনজিলের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়, অ্যাকর্ডের সংস্কার তহবিল থেকে অর্থ পাওয়া কারখানাকে এ অর্থ ফেরত দিতে হবে না। তবে এসব কারখানার সংস্কার নিশ্চিত করতে অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে অ্যাকর্ড।

প্রসঙ্গত, চলতি মাস শেষেই অ্যাকর্ডের ৫ বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতিরিক্ত ৬ মাস কাজ চালিয়ে যেতে সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে বাড়তি এ ৬ মাস শেষে জোটটি কি এ দেশ থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে নেবে, নাকি পোশাক খাতের সংস্কারের ধারাবাহিকতা রক্ষায় দেশীয় উদ্যোগে রেমিডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেলের (আরসিসি) পক্ষে দায়িত্ব নেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জনের অনির্ধারিত সময় পর্যন্ত তারা থেকে যাবে তা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে।

শোভন কাজ

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ৩১ মে ২০১৮

প্রশিক্ষণে কারখানার উৎপাদন বাড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন তত্ত্বাবধানে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি, উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো ও অনুপস্থিতি কমানো সম্ভব।

বিশ্বব্যাংকের সহযোগী সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর সদস্য আইএফসির উদ্যোগে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

কাটিং থ্রু দ্য ক্লোথ সিলিং শীর্ষক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন ১৪৪ জন নারী শ্রমিক। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৯২ জন পদোন্নতির সুযোগ পান। তাঁদের মধ্যে ৬০ শতাংশ নারীই সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁদের মজুরিও বৃদ্ধি পায়। কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কারখানাগুলোতে নারী তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারভাইজারের সংখ্যা ৫ থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যেসব কারখানায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী সুপারভাইজার রয়েছেন, সেসব কারখানায় গড় উৎপাদনশীলতাও বেড়েছে। এমনকি গ্রাডাকশন লাইনে অনুপস্থিতির সংখ্যাও কমেছে।

> প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ১৪৪ জন নারী শ্রমিকের মধ্যে প্রশিক্ষণ শেষে ৯২ জন পদোন্নতির সুযোগ পান।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে ৬০ শতাংশই নারী শ্রমিক। জাপানের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ও বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের সহযোগিতায় আইএফসি ২৮টি পোশাক কারখানার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অতিরিক্ত অর্থায়ন সহযোগিতা দিয়েছে বিশ্বব্যাংকের লেটস ওয়ার্ক মাল্টি-ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড।

আইএফসি বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের কান্ট্রি ম্যানেজার ওয়েন্ডি ওয়ার্নার বলেন, 'প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের কর্মদক্ষতা বেড়েছে। পাশাপাশি যেসব কারখানায় নারীদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, সেসব কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে ছিল দক্ষ সুপারভাইজার হতে প্রয়োজনীয় নেতৃত্বদানের দক্ষতা ও যোগাযোগের দক্ষতা নিয়ে চার দিনের 'সফট স্কিল ট্রেনিং' এবং কারিগরি দক্ষতা নিয়ে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ। পরে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া শ্রমিকেরা আট সপ্তাহে হাতে-কলমে একজন অভিজ্ঞ সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে তাঁদের প্রশিক্ষণকালীন শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটান, যা তাঁদের সুপারভাইজারের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রার্থীদের পাশাপাশি, পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রার্থীর দক্ষতা ও মনোভাবের মূল্যায়ন কীভাবে করা যাবে, তা নিয়ে উচ্চ ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আইএফসির এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন পপি আক্তার। প্রশিক্ষণের পর তিনি পদোন্নতি পেয়ে সুইং লাইন সুপারভাইজার হন। পপি আক্তার বলেন, 'এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, পেশাদারির সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হয়, কীভাবে সুবিন্যস্তভাবে কাজ করতে হয় তা শিখেছি।'

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি ফারুক হাসান, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আরএমজি প্রোগ্রামের ম্যানেজার অ্যানিয়াস উইলিয়ামস প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ৩১ মে ২০১৮

যৌন হয়রানি বন্ধে আইন হচ্ছে সৌদি আরবে

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সৌদি আরবের মন্ত্রিসভা গত মঙ্গলবার যৌন হয়রানিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এখন এক রাজকীয় ডিক্রি জারির মাধ্যমে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হবে বলে জানা গেছে। ওই বৈঠকে বাদশাহ সালমান উপস্থিত ছিলেন। সৌদি রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসপিএর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

কট্টর রক্ষণশীল সৌদিতে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান যেসব সংস্কার শুরু করেছেন এই প্রস্তাবটিও এরই ধারাবাহিকতায় অনুমোদন পেল। সংস্কারের অংশ হিসেবে নারীদের গাড়ি চালানোর ওপর কয়েক দশক ধরে আরোপ করে রাখা নিষেধাজ্ঞাও আগামী মাসে তুলে নেওয়া হচ্ছে।

আরব বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটিকে তেল রপ্তানিনির্ভরতা থেকে সরিয়ে বহুমাত্রিক অর্থনীতিতে পরিণত করতে চাইছেন যুবরাজ সালমান। পাশাপাশি কঠোর সামাজিক আইন-কানুন শিথিল করে বিনোদনের বিভিন্ন পথ খুলে দিয়ে সৌদিদের ঘেরাটোপে বন্দি জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন তিনি।

মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবটি ওঠার আগে গত সোমবার দেশটির শুরা কাউন্সিলের উপদেষ্টা পরিষদ যৌন হয়রানিবিরোধী ওই আইন প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। এতে যৌন হয়রানির অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড ও তিন লাখ রিয়াল বা আট হাজার ডলার জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

শুরা কাউন্সিলের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '(প্রস্তাবিত আইনটি) হয়রানির অপরাধের সঙ্গে লড়াই করা, এর প্রতিরোধ করা, অপরাধকারীদের শাস্তি দেওয়া ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, সম্মান ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষায় ভুক্তভোগীকে নিরাপত্তা দেওয়ার লক্ষ্যে ইসলামী আইন ও শরিয়া মোতাবেক প্রণীত হয়েছে।'

সৌদি নারীদের গাড়ি চালানোর ওপর থেকে গত বছর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আগামী ২৪ জুন থেকে এই আইন কার্যকর হবে। এই সিদ্ধান্তকে প্রগতিশীলতার পথে সৌদি আরবের যাত্রার প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু চলতি মাসের প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষ প্রায় এক ডজন নারী অধিকার আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করে। এসব আন্দোলনকারীরা গাড়ি চালানোর অধিকার এবং পুরুষ অভিভাবকত্ব পদ্ধতির অবসান ঘটানোর দাবিতে আন্দোলন করেছিল। গত ১৫ মের পর থেকে আরো দুই মানবাধিকারকর্মীকে আটক করে কর্তৃপক্ষ। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এ তথ্য জানিয়েছে। জাতিসংঘ মঙ্গলবার বন্দি ওই আন্দোলনকারীদের আটকাদেশ ও তাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করতে সৌদি সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সূত্র : রয়টার্স।

সমকাল বৃহস্পতিবার ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Thursday 31 May 2018

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে দারিদ্র্য নিরসনে বৈষম্য কমান

দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় দারিদ্র্য বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ আয় ও ব্যয় খানা জরিপ এবং দারিদ্র্য মানচিত্র প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে এ তথ্য। ২০১০ সালে কুড়িগ্রামে দারিদ্র্যের হার ছিল ৬৩.৭১ শতাংশ সেটা ২০১৬ সালে বেড়ে হয়েছে ৭০.৮ শতাংশ। দিনাজপুরে উল্লিখিত ৬ বছরে দারিদ্র্য বেড়েছে ২৭ শতাংশ এবং বান্দরবানে বেড়েছে ২৩ শতাংশেরও বেশি। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে দারিদ্র্যের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। বিশ্বব্যাংক এ নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

দেশে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) লক্ষ্যমাত্রা দিল ৭ দশমিক ২ শতাংশ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৫২ ডলার। আগের অর্থবছরে যা ছিল ১ হাজার ৬১০ ডলার। এ হিসাবে দারিদ্র্য কমার কথা থাকলেও বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। জিডিপি বাড়ছে অথচ দারিদ্র্য কমছে না এমনটা হলে বুঝতে হবে এর সুফল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। দেশে কাঙ্ক্ষিত হারে কর্মসংস্থান বাড়েনি। ফলে নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ার কারণ কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ না হওয়া। বিনিয়োগের পথে বড় একটি বাধা হচ্ছে অবকাঠামো। দেশে নতুন নতুন রাস্তাঘাট হচ্ছে ঠিকই তবে তা টেকসই হচ্ছে না। অনিয়ম আর দুর্নীতির জেরে অবকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন প্রান্তিক মানুষ। প্রান্তিক দরিদ্র আরও দরিদ্র হয় আর দারিদ্র্য সীমার ওপরে থাকা মানুষও দরিদ্রের কাতারে চলে আসেন।

দেশে দারিদ্র্য বাড়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, আয় বৈষম্য। মাথাপিছু আয় বাড়লেও দরিদ্র মানুষের আয় বাড়েনি। ধনী আরও ধনী হয়েছে দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়েছে। দেশের আয় বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। মাথাপিছু আয় বাড়ার সুফল তৃণমূলে পৌঁছানো যায়নি। দেশের সব অঞ্চলে প্রবৃদ্ধির সুফল সমান ভাবে পৌঁছেনি। উত্তরাঞ্চল এক সময় মঙ্গাপীড়িত ছিল। সেখানে মঙ্গা অবস্থার অবসান ঘটেছে। আবার বিবিএসের জরিপে দেখা যাচ্ছে, উত্তরাঞ্চলে দারিদ্র্য বেড়েছে। এর কারণ কী সেটা খুঁজে বের করা জরুরি।

প্রথম আলো সোমবার, ২১ মে ২০১৮

তৈরি পোশাক খাতে সুসময়

রপ্তানি খাত

পোশাক কারখানাগুলোতে ক্রয়াদেশ বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। অনেক কারখানা সক্ষমতার চেয়ে বেশি ক্রয়াদেশ নিচ্ছে।

শুভংকর কর্মকার, ঢাকা

লুজিন ফ্যাশন গ্রুপের ছয়টি পোশাক কারখানা নিজেদের সক্ষমতার পুরোটা ব্যবহার করে আগামী তিন মাসে ৩০ লাখ সোয়েটার তৈরি করবে। এসব পোশাকের রপ্তানিমূল্য প্রায় দেড় কোটি মার্কিন ডলার বা ১২৬ কোটি টাকা। অবশ্য গত বছরের এই সময়ে যে পরিমাণ ক্রয়াদেশ ছিল, তা দিয়ে সক্ষমতার ৮০ শতাংশের বেশি ব্যবহার করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

গ্রুপের পরিচালক শামল রায় বিষয়টি নিশ্চিত করে গতকাল রোববার বিকেলে প্রথম আলোর এই প্রতিবেদককে বলেন, 'বর্তমানে ভালো ক্রয়াদেশ আছে। আগামী আগস্ট পর্যন্ত আমাদের কারখানাগুলো সম্পূর্ণ বুকড। সে জন্য অনেক ব্র্যান্ডের পোশাকের ক্রয়াদেশ আমরা নিতে পারিনি।'

লুজিন ফ্যাশন গ্রুপের মতো দেশের অনেক তৈরি পোশাক কারখানায় বর্তমানে অর্ডার বা ক্রয়াদেশের বেশ চাপ। গত বছরের নভেম্বর থেকে ক্রয়াদেশের চাপ শুরু হয়। জানুয়ারি মাস থেকে তা আরও বাড়তে থাকে। ক্রয়াদেশ প্রাপ্তিতে উন্নত কর্মপরিবেশ বা কমপ্লায়েন্ট পোশাক কারখানাগুলো এগিয়ে। অনেক কারখানাই এখন সক্ষমতার চেয়ে বেশি ক্রয়াদেশ নিচ্ছে, যদিও তারা তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করছে না। অন্য কারখানায় ঠিকা বা সাব-কন্ট্রাকটিং করিয়ে সেসব বাড়তি ক্রয়াদেশের পোশাক তৈরি করা হবে।

এসব তথ্য দিয়ে কয়েকজন পোশাকশিল্প উদ্যোক্তা জানান, গত বছরের এই সময়ের তুলনায় এখন পোশাকের ক্রয়াদেশ কমপক্ষে ২০ শতাংশ বেশি। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতারা গত বছর পোশাকের যে দাম দিয়েছেন, তার চেয়ে এ বছর ৫-৭ শতাংশ কম দাম দিচ্ছেন। অনেকেই বাধ্য হয়ে সেই ক্রয়াদেশ নিচ্ছেনও।

পোশাক কারখানায় ক্রয়াদেশের ভালো চাপ থাকার বিষয়টি ইতিমধ্যে রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যানে কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক রপ্তানি আয় বাড়ছে। সামনের মাসগুলোতে এর প্রতিফলন আরও বেশি দেখা যাবে। কারণ পোশাক রপ্তানির পর বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসতে সাধারণত ৩-৪ মাস লাগে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, গত জানুয়ারিতে ২৮৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। ফেব্রুয়ারি ও মার্চে রপ্তানি হয় যথাক্রমে ২৬০ ও ২৫৭ কোটি ডলারের পোশাক। পোশাক রপ্তানিতে ফেব্রুয়ারিতে ১৬ দশমিক ৮৬ ও মার্চে ১২ দশমিক ৬০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। গত এপ্রিলে ২৪৭ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানির বিপরীতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১১ দশমিক ৮৯ শতাংশ। ফলে সামগ্রিকভাবে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে পোশাক রপ্তানিতে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

পোশাক কারখানায় ক্রয়াদেশের বাড়তি চাপের কারণ কী—সে সম্পর্কে শিল্প উদ্যোক্তারা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি। তবে সম্ভাব্য দুটি কারণ হচ্ছে, প্রাইমার্ক, ভিএফ, ইন্ডিটেক্স, লি অ্যান্ড ফাংসহ কয়েকটি ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসা বাড়াচ্ছে। ফলে তারা গতবারের চেয়ে এবার ক্রয়াদেশ বেশি দিচ্ছে। ইউরোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে। তা ছাড়া চীনের পোশাক কারখানা থেকে অনেক ব্র্যান্ড ক্রয়াদেশের একাংশ সরিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশ সেটির সুফল পাচ্ছে কিছুটা।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান প্রথম আলোকে বলেন, বাড়তি ক্রয়াদেশ আসছে। গতবারের চেয়ে আনুমানিক ২০ শতাংশ ক্রয়াদেশ বেশি আসছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, সংস্কারকাজে বিপুল অর্থ ব্যয়ের সংস্থান করতে না পেরে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চীনের ক্রয়াদেশও আসছে। অনেক ব্র্যান্ডের ব্যবসা বেড়েছে। সব মিলিয়ে ক্রয়াদেশের চাপ বাড়ছে।

নারায়ণগঞ্জের পরিবেশবান্ধব নিট পোশাক কারখানা গ্লামি ফ্যাশনস বিশ্বখ্যাত জারা, নেক্সট (ইউকে), পুল অ্যান্ড বিয়ার, আলদিসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কাজ করে। কারখানাটি আগামী তিন মাস পূর্ণ সক্ষমতায় পোশাক উৎপাদন করবে। বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফজলুল হক গতকাল বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের কারখানায় পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশ আছে। আগস্টের পরের পোশাক তৈরির ক্রয়াদেশও নিয়ে আসছে অনেক ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে বলা যায়, সামনের মাসগুলোতে ক্রয়াদেশের চাপ থাকবে বলেই মনে হচ্ছে।'

তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সুতা, কার্টন, পলিব্যাগ, ব্যাক বোর্ড, বাটারফ্লাই, হ্যাঙ্গার, গামটেপসহ বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম তৈরির কারখানায় চাপ বেড়েছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি আবদুল কাদের খান বলেন, গত জানুয়ারি মাস থেকে ক্রয়াদেশ প্রায় ২০ শতাংশ হারে বেড়েছে। প্রতিটি কারখানার হাতেই কাজ থাকলেও কমপ্লায়েন্ট কারখানাগুলো বেশি কাজ পাচ্ছে। তবে কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ায় কার্টন উৎপাদকেরা খুব একটা সুফল পাচ্ছেন না। কারণ পোশাক কারখানার মালিকেরা খুব একটা দাম বাড়াচ্ছেন না।

এদিকে কারখানার মালিকদের কেউ কেউ বলছেন ক্রয়াদেশের চাপ থাকলেও দাম কমের কারণে এর সুবিধা পুরোপুরি নেওয়া যাচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জের এমবি নিট ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'প্রতিদিনই পোশাক ক্রেতাদের অফার আসছে। তবে কিছু ক্রেতা যে দাম দিতে চাইছে তাতে আমাদের উৎপাদন খরচই উঠবে না। সে জন্য বর্তমানে আমার কারখানার উৎপাদন সক্ষমতার ৫০-৬০ শতাংশ বেশি ব্যবহার করতে পারছি না।'

বণিক বার্তা
মে ২২, ২০১৮ ■ জ্যৈষ্ঠ ৮, ১৪২৫ ■ মঙ্গলবার

দেশে ৭৫ শতাংশ কর্মসংস্থান অরক্ষিত

টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জোর দিন

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বলছে, ২০১৭-১৯ সময়ে এশিয়া অঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়বে ২৩ মিলিয়ন এবং এর ৯০ শতাংশই হবে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে। তবে এ অঞ্চলের কর্মসংস্থানের বড় অংশই হবে অনানুষ্ঠানিক। সংস্থাটির সম্প্রতি প্রকাশিত আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের ৭৫ শতাংশই অরক্ষিত। অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরাই সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত। সংস্থাটি বলছে, অর্থনৈতিক উন্নতির সুবাদে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে হারিয়ে যাবে। এ কথা সত্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের একটি বড় অংশ বেকার হয়ে আর্থিক অনিরাপত্তায় ভোগে। তাদের জন্য সরকারের কর্মসূচি নেই বললেই চলে। আইএলওর গবেষণায় বলা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে কৃষি খাতে প্রভাব পড়বে বেশি। তাপমাত্রা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের কৃষকদের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অর্থনীতিতে কৃষির অবদান কমে এলেও দেশের মোট কর্মসংস্থানের এক বড় অংশ এখনো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। আর দেশের কৃষি এখনো প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। অধিক বৃষ্টিপাত বা বন্যার কারণে ফসলহানি ঘটলে শ্রমিকের একটি বড় অংশ বেকার হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে অরক্ষিত কর্মসংস্থান।

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প ও সেবা খাতে সৃষ্ট কর্মসংস্থান সুরক্ষিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে এতে ওঠানামা চললেও তার গতি অপেক্ষাকৃত সহনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্প খাতেও অনানুষ্ঠানিক ও দোদুল্যমান শ্রমিকের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এর পেছনে কাজ করছে শ্রম আইনের বাস্তবায়নের দুর্বলতা। দেশের টেকসই কর্মসংস্থান পরিস্থিতি আলোকপাত করতে আইএলও পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— পরিবেশ কর্মসংস্থান, দক্ষতার মাত্রা, কাজের দুর্বলতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে কর্মসংস্থান এবং পরিবেশগত পারফরম্যান্স সূচক। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সেবার ওপর নির্ভর করে। সবুজ বা পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি লাখো মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বেরোনোর পথ দেখাতে পারে। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত জীবিকাও নিশ্চিত করতে পারে। অরক্ষিত ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে নিযুক্তদের দায়িত্ব ও আয়ের নিরাপত্তা কম হওয়ায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সেটি কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। এটি টেকসই শিল্পায়নেরও প্রতিবন্ধক। গৃহকর্মীর পাশাপাশি কৃষি শ্রমিক, রিকশাচালক, দিনমজুরসহ ৬০টি অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা এখনো সুরক্ষিত নয়। গৃহকর্মীদের সুরক্ষা দিতে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫' প্রণয়ন হলেও এখনো তার বাস্তবায়ন হয়নি। তবে সম্প্রতি গৃহকর্মসহ ৬০টি অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য সরকার প্রভিডেন্ট ফান্ড (ভবিষ্যৎ তহবিল) চালু করছে বলে জানা গেছে। এসব খাতে কর্মরত নারী-পুরুষের প্রভিডেন্ট ফান্ড চালুর জন্য 'অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ তহবিল নীতিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। নীতিমালাটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো তথ্য মেলে না।

অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আরেকটি বড় সমস্যা হলো, সারা বছর কাজ না পাওয়া। ফলে কাজ থাকা না-থাকার ওপর নির্ভর করে তাদের বেতন বা মজুরিপ্রাপ্তি। কৃষিতে বর্তমানে গ্রামীণ মজুরদের বছরে ১৫০ দিনের বেশি কাজ থাকে না। তাই বছরের বাকি অর্ধেক সময়ে তাদের গ্রামের অকৃষি খাতে অথবা অন্যত্র কাজের সন্ধানে ছুটতে হয়। এসব শ্রমিকের জন্য সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা জরুরি। অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় এনে তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। সব খাতে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, ন্যায্যমজুরি, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট, স্বল্প ব্যয়ে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, সুদমুক্ত ব্যাংকঋণ, দারিদ্র্য ব্যাংক চালু, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৫ ঠ
১৯ মে ২০১৮

বাম্পার ফলনে স্বস্তিতে ভোক্তা ও কৃষক

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

গতবছর (২০১৭) হাওরসহ অন্যান্য নিম্নাঞ্চল এবং সেইসঙ্গে সারাদেশে পাহাড়ি ঢল ও আগাম বন্যায় বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। তারপর আবার বোরো ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আমন ফসলটিও বন্যার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে দেশে খাদ্যের মজুদে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তার কারণ আমরা দেখেছি ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছাড়ার সময় দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে রেখে গিয়েছিল। তার পরে বেশ কয়েকবছর আবার দেশ খাদ্য ঘাটতিতে পতিত হয়েছিল। পরে যখন ২০০৯ সালে আবার আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করল তখন থেকেই দেশ আবারো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবেই চলে আসছিল।

সেই গতিতে একটু ছন্দপতন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল ২০১৭ সালে। সেবছর দেশে উপর্যুপরি কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম হয়েছিল। তখন ধানের সঙ্গে সবজি ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

কিন্তু এবারে সবকিছুই যেন পুষিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। কী ধান বা কী সবজি উৎপাদন। এবারের রমজানে সবজির মূল্য না বাড়াই এর বড় প্রমাণ। সঠিক সময়ে সরকারের সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে, কৃষকগণ নির্বিঘ্নে তাদের ফসলের মাঠে নিরলস খাটুনির ফলে এবছর দেশের বোরো ধানের আধারখ্যাত হাওর অঞ্চলসহ সারাদেশেই বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। হাওর অঞ্চল বিস্তৃত রয়েছে দেশের এক-পঞ্চমাংশ এলাকাজুড়ে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইত্যাদি জেলার কোনোটার কিয়দংশ আবার কোনোটার আংশিক অথবা পুরোটা নিয়ে দেশের অন্যতম বিশেষ শস্যভাণ্ডার এ হাওর এলাকা। এ হাওর এলাকাতেই উৎপাদিত হয় দেশের উৎপাদনের সিংহভাগ বোরোধান।

আমরা সকলেই জানি হাওরে সারাবছরে একটি মাত্র ফসল হলো এ বোরোধান। যেবছর ধান উৎপাদন ও মাড়াইয়ে সমস্যা দেখা দেয় সেবছর সেসব এলাকার কৃষকগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর যেবছর বাম্পার ফলনসহ মাড়াইয়ে কোনো সমস্যা থাকে না সেবছর কৃষকগণ স্বস্তিতে থাকেন। তাদের চোখেমুখে থাকে হাসির ঝিলিক। বোরো ফসলের নিরাপদ উত্তোলনে কয়েকটি বিষয় জড়িত থাকে। সর্বপ্রথম হলো সঠিকভাবে কৃষি উপকরণগুলো সহজে পাওয়া। তারপরে সেচের সুবিধা সঠিকভাবে পাওয়া। সেখানে ডিজেল কিংবা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা পাওয়া। পাহাড়ি ঢল কিংবা আগাম বন্যায় ফসল হানি না হওয়া। শিলাবৃষ্টি কিংবা ঝড়-তুফানে ক্ষেতের ফসল হানি না করা এবং সবশেষে নিরাপদভাবে ক্ষেতের ফসল মাড়াই করে বাজারজাত করা এবং প্রয়োজনে গোলায় ভরা।

এসবের কোনো না কোনো পর্যায়ে যদি সমস্যা সৃষ্টি হয় সেখানেই উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং তার ফলে যে ক্ষতি সেটা শুধু ঐ এলাকার কৃষকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তা জাতীয় ক্ষতিতে রূপান্তরিত হয়। ব্যাহত হয় জাতীয় উৎপাদন এবং সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতি অর্থাৎ দেশের অগ্রগতি। আর এসব কারণেই সরকার এ বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারো হাত নেই। কাজেই এসব প্রাকৃতিক লীলা সংঘটিত না হলে আমরা ভালো থাকি। বোরো ফসল উৎপাদনের শেষের দিকে এবং মাড়াইয়ের মৌসুমটিই (এপ্রিল থেকে মে) প্রাকৃতিক দুর্যোগকাল। সেজন্য এসময় কৃষকদের একটু আতঙ্কে কাটে।

তবে আশার কথা এবারে আল্লাহর রহমতে এখনো তেমন কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। হাওরসহ সারাদেশে বোরো মাড়াইয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। এখন দেশে বোরো ধানের বাম্পার ফলন ও উৎপাদনের জন্য কৃষক হাসিখুশিতে ভরপুর। আর এবার আগাম বন্যা কিংবা অসময়ে বৃষ্টিপাত অধিক না থাকাতে কৃষকের মাঠে মাঠে সবুজের সমারোহ। মাঠ ভর্তি মৌসুমী সবজি ফসলে। বর্ষাকালে সাধারণত যেসকল শাকসবজি উৎপাদিত হয় তা উৎপাদনে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা কিংবা কোনো সমস্যা না হওয়ার কারণে বাজারে বাজারে এখন বাহারি সবজির হাট। সরবরাহ প্রচুর থাকায় এগুলোর মূল্যও এখন সকলের হাতের নাগালের ভিতর। বাংলার কৃষকের মুখে এমনতর হাসি দেখলে কার না ভালো লাগে।

● লেখক : কৃষিবিদ ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
email: kbdhumayun08@gmail.com

সমকাল
রবিবার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Friday 25 May 2018

সৌদিতে চাকরিচ্যুত প্রায় ৮ লাখ শ্রমিক

সংবাদ ডেস্ক

গত বছর থেকে এখনও পর্যন্ত সৌদি আরবে চাকরি হারিয়েছেন ৭ লাখ ৮৫ হাজার বিদেশি শ্রমিক। দেশটির সামাজিক নিরাপত্তাবিষয়ক রাষ্ট্রীয় সংস্থা জেনারেল অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল

ইন্স্যুরেন্সের করা এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সংস্থাটি জানায়, চলতি বছর প্রথম তিন মাসেই বিদেশি শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭ লাখ ১০ হাজারে যা ২০১৬ সালে ছিল ৮৪ লাখ ৯৫ হাজার। তবে চলতি বছর সৌদিতে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে। প্রথম তিন মাসে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ লাখ ৬০ হাজার। ২০১৬ সালে ছিল ১৬ লাখ ৮০ হাজার। মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ পর্যবেক্ষণের ব্রিটিশ ওয়েবসাইট মিডল ইস্ট মনিটর জানায়, স্থানীয়দের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করতে সৌদির সিদ্ধান্তের প্রতিফলনই ঘটেছে এ পরিসংখ্যানে। গত দুই বছরে চাকরি হারিয়েছেন অনেক বিদেশি শ্রমিক। সৌদি সরকার বেশ কয়েকটি খাতে দেশি কর্মী নিয়োগের বিষয়টি জোর দিয়েছেন। কারণ সেখানে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১২ দশমিক ৮ শতাংশ। রিটেইল সেক্টরে শুধু সৌদি নাগরিকদের কাজ করার অধিকারও নিশ্চিত করেছে তারা।

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। গত বছর কর্মক্ষেত্রে দেশীয় শ্রমিকদের বেশি পরিমাণে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে বিদেশি শ্রমিকদের ওপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপের পরিকল্পনা নেয় সৌদি আরব। দেশটির সরকার নতুন কিছু অধিবাসী আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে এমন পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলে যার ফলে সে দেশে প্রায় ৫০ লাখ অধিবাসীর এক বিরাট অংশকে বহিষ্কার করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩ মে ২০১৮

মানের প্রশ্নে পিছিয়ে পড়ছে হালকা প্রকৌশল শিল্প

৯ মাসে এ খাতে রপ্তানি কমেছে ৫৩ শতাংশ

■ রেজাউল হক কৌশিক

দেশে হালকা প্রকৌশল শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও এ খাতের উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এ খাতের উদ্যোক্তারা এখনো অনেকক্ষেত্রেই শত বছরের পুরনো প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া মূলধনের অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকা এবং পরিকল্পিত শিল্প পার্কের অভাবে পিছিয়ে পড়ছে এ শিল্প। এসব অভাব পূরণ করা গেলে দেশের চাহিদা মেটানোর পর বিদেশে প্রচুর পরিমান রপ্তানি করা সম্ভব।

বর্তমানে দেশে ৪০ হাজারের বেশি কারখানায় সরাসরি ছয় লাখ এবং এই শিল্প পরোক্ষভাবে আরও প্রায় ৬০ লাখ লোকের জীবিকা নির্বাহ করছে। প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং সেবার মাধ্যমে জিডিপিতে মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) ২৫ কোটি ৬২ লাখ মার্কিন ডলার মূল্যের ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানি করে। যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৫৪ কোটি ২৬ লাখ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫২ দশমিক ৫৪ শতাংশ কমেছে।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রকৌশল শিল্প কারখানা তিনটি পর্যায়ে উৎপাদন ও সেবা দিয়ে থাকে। যেমন—বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি উৎপাদন (ক্যাপিটাল মেশিনারি), বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ও কলকারখানার যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত। এছাড়াও বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এ খাত। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাত অন্যান্য বৃহত্তর শিল্প খাতের ফিডার বা সাপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই খাতের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এই খাতের পণ্যসামগ্রী ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির (বাইশিমাস) সভাপতি আবদুর রাজ্জাক এ বিষয়ে বলেন, টেকসই ও উন্নত হালকা প্রকৌশলখাত গড়ে উঠলে আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশের চাহিদা পূরণের পর এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এটা করা গেলে রপ্তানি শুধুমাত্র পোশাক শিল্পের উপর নির্ভরশীল থাকবে না। আমাদের হাতে গোনা রপ্তানি পণ্য থাকায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) কমপ্লায়েন্সের নামে বিভিন্ন ভাবে চাপ দেয়। হালকা প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি বাড়লে পণ্যে রপ্তানিতে বৈচিত্র আসবে বলেও তিনি মনে করেন।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান দেশের পাট, সুতা ও পেপার মিল, সিমেন্ট কারখানা, ওষুধ শিল্প, অটোমোবাইলস, রেলওয়ে, সারশিল্প, গার্মেন্টস, মেরিন ট্রান্সপোর্ট, টেক্সটাইল ও অন্যান্য মেশিনারীর বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি করছে। দেশের চাহিদা মিটানোর পর এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের উৎপাদিত যন্ত্রাংশ রপ্তানি অনেক সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ, যেমন- বাইসাইকেল, ব্যাটারী, ইউপিএস, পেপার মিলের যন্ত্রাংশ, ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, ব্যাটারী চার্জার, ফেনসি লাইটস, ফিটিংস, জিপার, গার্মেন্টস ও ওয়াশিং শিল্পে ব্যবহৃত বয়লার মেশিন বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

সম্ভাবনাময়ী এ খাত বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে। সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়নের অভাব, বাজারজাতকরণ সমস্যা, যথার্থ প্রযুক্তির অভাব, গবেষণা ও উন্নয়ন সুযোগের ঘাটতি, দক্ষ কর্মীর অভাব, সাপোর্ট সার্ভিসের ও যথাযথ উপস্থাপনের ঘাটতি, জ্বালানি সরবরাহে অপর্যাপ্ততা প্রভৃতি। এ সকল সমস্যা সমাধান করা গেলে এ সম্ভাবনাময় খাতের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হবে বলে খাত সংশ্লিষ্টদের আশা।

The Financial Express
Thursday | May 24, 2018

SMEs turning garment waste into cash in Pabna

Demand grows in export markets

Saif Uddin, back from **Pabna**

The small and medium enterprises (SMEs) in Pabna are thriving on the use of ready-made garment waste in apparel making, business insiders have said.

The demand for these apparels made of garment waste is increasing gradually in export destinations.

The entrepreneurs are exporting their products to neighbouring India and Bhutan on a regular basis, the business insiders have said.

Some of the entrepreneurs are now exporting their products to new destinations like Malaysia and the United Arab Emirates.

Arifur Rahman, one of such successful entrepreneurs, is exporting his apparel items to Malaysia.

"I have been exporting garments from my small factory to Malaysia for the last three years," he said last week.

"Even I cannot take all the orders from my party due to my limited capacity and investment," he told the FE.

He also said he now exports goods worth Tk 0.6 million (6.0 lakh) per month on an average to Malaysia.

"I sell my products via a middleman. But I can make more profit, if I myself can export the products directly."

The 32-year-old businessman said he has been running his own business for eight years, after working in other factories for several years.

Arif now runs his business from a small factory on the third floor of the Pabna A R Corner shopping complex.

The complex now houses more than 300 of such business units including mini factories and display centres.

It has become a major hub of this business.

In addition, more than a thousand of such factories are operating across the district.

Hundreds of entrepreneurs of these factories are not only achieving success for themselves but also creating jobs for others.

The hosiery business of Pabna has a long tradition. It spans over 105 years.

The use of garment waste in apparel making has added a new dimension to the business.

It got going in the district two decades ago.

Pabna Hosiery Manufacturers Group President Md Monir Hossain (Popy) told the FE that the new business created jobs for more than 25,000 people across the district.

They include 3,000 to 4,000 women, he also said.

"This business in Pabna is accounting for transactions worth Tk 20-25 million per week," he disclosed.

He also said thousands of households across the district have now turned into tiny readymade garment (RMG) factories.

They collect orders and raw materials from entrepreneurs who are locally known as 'mohajon.'

The fabrics for such factories are collected mostly from Gazipur, Dhaka and Pabna.

They cost Tk 100-140 per kg, depending on the variety and quality.

At present, the traders are making various types of T-shirts.

These products are in high demand in different states of neighbouring India because of their quality and cheap rates.

The traders export items worth Tk 380 million a year to India.

A good volume of the products are also exported to Bhutan and Nepal.

Despite great potential, many entrepreneurs were failing to expand their business in the district due to fund shortages, said Monir Hossain.

The Small and Medium Enterprise Foundation (SMEF) is closely working with them to address the issue.

Under SMEF's supervision, Southeast Bank Limited's Pabna Branch has undertaken a scheme to lend Tk 50 million (5.0 crore) to 150 entrepreneurs in one year since September 2017. The interest rate is 9.0 per cent.

"Unfortunately, 20 entrepreneurs received only Tk 10 million so far," Monir said.

He also said many entrepreneurs can expand their business and create more jobs, if they are provided with low-cost finance.

"Most of the businesses are not capable of getting loans from banks, mainly due to lacking the required papers," he added.

They are also unable to show any collateral against the loans, he said.

The SMEF is organising training programmes regularly on business management, leadership, accounting and product diversification to promote it.

saif.febd@gmail.com

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২১ মে ২০১৮

কাতারে বৈধ-অবৈধ ৬ লাখ বাংলাদেশি কর্মী আতঙ্কে

ধরপাকড় চলছে, ছাড়িয়ে নেয় না কম্পানি

হায়দার আলী ঢ

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের আব্দুল মজিদের ছেলে মো. আতাউর রহমান ২০১৪ সালে কাতারে গিয়েছিলেন। পরিবারের অভাব দূর করতে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ করে গেলেও ভাগ্য তাঁর সুপ্রসন্ন হয়নি। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা বেতনের কথা বলা হলেও দেওয়া হয়েছে ১৮ হাজার টাকা। তাও বকেয়া পড়ায় আবার দেশেই ফিরতে হলো তাঁকে।

আতাউরের মতো ৭২ জন কাতারপ্রবাসী সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছে। দালালদের মাধ্যমে যাওয়া ওই কর্মীদের কাতার পুলিশের অভিযানে আটক হয়ে দেশে ফেরত আসতে হয়েছে।

ফেরত আসা ওই কর্মীরা জানায়, কাতারের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই এখন প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন দিচ্ছে না। বৈধ বা অবৈধ যেই আটক হোক না কেন তাদের ছাড়িয়ে আনছে না নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত মার্চ পর্যন্ত কাতারে বাংলাদেশি কর্মী গেছে সাত লাখ দুই হাজার ৫৮৭ জন। এর মধ্যে ২০১৭ সালে গেছে ৮২ হাজার ১২ জন। আর চলতি বছরের তিন মাসে গেছে ২১ হাজার ৩৪৯ জন। কিন্তু এক লাখের মতো কর্মী আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকে। সে হিসাবে ছয় লাখের মতো কর্মী কাতারে এখন আতঙ্কের মধ্যে আছে।

ভুক্তভোগী শ্রমিকরা বলছে, রাস্তায় কিংবা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অবৈধ শ্রমিকদের সঙ্গে বৈধদেরও কাতারের পুলিশ আটক করে। সে ক্ষেত্রে কম্পানিগুলো কারখানা থেকে পালিয়ে গিয়ে অবৈধভাবে অন্য কারখানায় চাকরি করছে অভিযোগ তুলে বৈধদেরও ছাড়াতে ব্যবহা নেয় না। প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বেতন দিতে না পারায় এই কৌশল নিয়েছে।

কাতার থেকে ফেরত আসা আতাউর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কাতারে এখন ভয়ংকর অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানের অনেক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা কাজ করে বেতন পাচ্ছে না। আমি যে কারখানায় ছিলাম সেখানে ১২০ জনের মতো বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করত। কিন্তু মালিক চার মাস ধরে বেতন দিত না। বেতনের টাকা না পেয়ে শ্রম আদালতে মামলা করেছিলাম। কিন্তু সেটা সমাধানের আগেই গ্রেপ্তার হয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে।' আতাউরের মতো ফেরত এসেছেন বগুড়ার দুপচাচিয়া উপজেলার জিয়ানগর এলাকার মাসুদ মিয়ার ছেলে মাহাবুব আলম। তিনি জানান, এক বছর আগে মেটকো রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করে কাতারে গিয়েছিলেন তিনি। প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকার বেশি বেতন পাওয়ার কথা বলা হলেও পেয়েছেন ১৭ থেকে ১৮ হাজার টাকা। তাঁরও চার মাসের বেতন বকেয়া ফেলে কাতারের কম্পানির মালিক।

মাহাবুবের বাবা মাসুদ মিয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এজেন্সি আর দালালদের প্রতারণার কারণে আমরা পথের ভিখারির চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছি।' তিনি আরো বলেন, 'ধারে আনা সাড়ে চার লাখ টাকার মধ্যে কিছু টাকা পরিশোধ করতে পারলেও বেশির ভাগ টাকাই দিতে পারিনি। জমিজমা বলতে কিছুই নেই। পাওনাদারদের চাপে বাড়িতে ঠিকমতো থাকতে পারি না।'

পাবনা সদর উপজেলার হেমায়েতপুর ইউনিয়নের কামারগাঁও গ্রামের মো. আকু মিয়ার ছেলে মো. আলমের অবস্থাও আতাউর ও মাহাবুবের মতো। যাওয়ার এক বছর সাত মাসের মাথায় কাতার থেকে খালি হাতে দেশে ফিরেছেন।

মো. আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মালিক বৈধ কার্ড করে দেয়নি, বেতন চার মাস ধরে দেয়নি। খাবার এবং থাকাও নিজের পকেট থেকে দিতে হচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে বেঁচে থাকার জন্য দেশে ফিরে আসি।'

আলম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, 'যে এজেন্সি ও দালালরা বেশি বেতনের কথা বলে আমাদের কাতারে পাঠাল তাদের শাস্তি কেন হবে না? আমাদের পথে বসিয়ে তারা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে আরাম-আয়েশে থাকে।' সরকারকে দ্রুত এসব অসাধু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, আতাউর, আলম ও মাহাবুবের মতো গত সপ্তাহে কাতার থেকে ফেরত এসেছেন বরিশালের আল আমিন, কুমিল্লার সাইফুল ইসলাম, মুন্সীগঞ্জের ইউসুফ মোল্লা, কিশোরগঞ্জের সোহেল মিয়া ও মাসুদ মিয়া, নোয়াখালীর শাকিলসহ দুই শতাধিক প্রবাসী।

এদিকে কাতারের আলিজি সোয়ান গ্রুপের প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশি ৭০ জন কর্মী বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। অফিস ও মার্কেট ক্লিনারের কাজ দেওয়ার কথা বলে জনপ্রতি প্রায় চার লাখ টাকা নিয়ে দুটি রিক্রুটিং এজেন্সি কাতারে পাঠায় তাদের। কিন্তু তাদের চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দিয়ে সাপ্লাই কম্পানিতে পাঠায়। সেখানে যাওয়ার পর সাত মাস ধরে কোনো বেতন-ভাতাও পাচ্ছে না তারা। এখন তাদের থাকা-খাওয়ার টাকা বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হচ্ছে।

কাতারের ওই প্রতিষ্ঠানটিতে টাঙ্গাইলের তৌহিদ ইসলাম, মো. শামিম, মো. শাকিল, উজ্জ্বল হোসেন ও শাহিন মিয়া; ময়মনসিংহের মনির হোসেন; যশোরের মো. শিপন গাজী; মানিকগঞ্জের মিলন মোল্লা; ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাভেল ভূঁইয়া ও কাউসার মিয়া রয়েছেন বলে জানা গেছে। কাতার থেকে ওই কর্মীদের দেশে ফেরত আনা এবং জড়িত রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে সম্প্রতি ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তাঁধীনে থাকা ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের কাছে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমকাল
শুক্রবার
২৫ মে ২০১৮

১৫ লাখ শ্রমিক নেওয়ার বিষয় পর্যালোচনা করবে মালয়েশিয়া

■ সমকাল ডেস্ক

বিদেশি শ্রমিকদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে চাচ্ছে মালয়েশিয়া সরকার। এক্ষেত্রে দেশের শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেবে তারা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে ১৫ লাখ শ্রমিক নেওয়ার সমঝোতা নতুন করে পর্যালোচনা করবে দেশটি। ২০১৬ সালে দু'দেশের মধ্যে এ বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি হয়। খবর নিউ স্ট্রেইট টাইমসের। মালয়েশিয়ার মানবসম্পদবিষয়ক মন্ত্রী এম কুলাসেগারান বলেন, আমরা বিদেশি শ্রমিকদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে চাই। ফলে সব কিছুই পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অত্যাবশ্যক খাতেই শুধু আমরা বিদেশি শ্রমিকদের অনুমোদন দেব।

বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা

গতকাল বৃহস্পতিবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোর্ট পরিদর্শন শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, আমরা আগে ভাবব মালয়েশিয়ার মানুষের কথা। এরপর ভাবব অন্যদের। ফলে অন্য যেসব দেশের সঙ্গে তাদের চুক্তি আছে, তাও পর্যালোচনা করা হবে। তবে সেখানে বর্তমানে অবস্থানরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য আপাতত কোনো ভয় নেই। তিনি বলেন, যারা বৈধভাবে মালয়েশিয়ায় কাজ করছেন, তাদের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া চলে যেতে বলা হবে না। কারণ তারা এখানে আসার জন্য দেশ ছেড়েছেন। তাই সরকার যতটুকু পারে, ততটুকু করবে।

২০১৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা অনুযায়ী, তিন বছরের মধ্যে দেশটির ১৫ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক নেওয়ার কথা।

সমকাল
শনিবার
৫ মে ২০১৮

নাভারণ-সাতক্ষীরা মোড়ে শ্রমিক ক্রয়-বিক্রয়ে চলছে প্রতিযোগিতা

■ বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি

শার্শা উপজেলার নাভারণ-সাতক্ষীরা মোড়ে কৃষি শ্রমিক ক্রয়-বিক্রয়ের হাট বসে। বোরো ধান কাটা কাজ করতে সাতক্ষীরা ও খুলনা উপকূল অঞ্চলের শ্রমিকরা দলে দলে আসছেন শ্রম বিক্রি করতে। এ বছর ধানের আবাদ বেশি হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না এবং গত বছরের তুলনায় এ বছর শ্রমিকের মূল্য বেশি দিতে হচ্ছে ক্ষেত মালিকদের।

জানা যায়, এ বছর বেনাপোলসহ শার্শা উপজেলায় বোরো মৌসুমে ধানের আবাদ গত বছরের তুলনায় ২০০০ হেক্টর বেশি হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় ধান কাটার জন্য শ্রমিক (কামলা) পাওয়া যাচ্ছে না। উপজেলার অসংখ্য ধানক্ষেত মালিক তাদের কষ্টের উৎপাদিত পাকা ধান দ্রুত ঘরে তোলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার উপকূল এলাকায় এ সময় কাজ না থাকায় বাড়তি টাকা উপার্জন করতে যশোরের শার্শার নাভারণ শ্রম বাজারে বিক্রির জন্য এসেছেন মৌসুমভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে। ধান কাটা, ঝাড়া ও পরিষ্কার করা বাবদ বিঘাপ্রতি ৩৫০০-৪০০০ টাকা, আবার কেউ কেউ ৫০০-৭০০ টাকা দিনপ্রতি চুক্তিতে বিক্রি হচ্ছেন। এলাকায় শ্রমিক কম থাকায় এবং স্থানীয়রা বিভিন্ন মালিকের কাছে কাজ নেওয়ায় সঠিক সময়ে কাজ করতে পারেন না।

শার্শা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হীরক কুমার সরকার বলেন, শার্শা উপজেলায় ২৪ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে এবং খুবই বাম্পার ফলন হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ২০০০ হেক্টর জমির আবাদ বেশি হয়েছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় শ্রমিকের সংকট দেখা দিয়েছে। দ্রুত ধান গোছাতে কৃষকরা নাভারণ-সাতক্ষীরা মোড়ে শ্রম বাজার থেকে শ্রমিক ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছেন।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার | ৪ মে ২০১৮ |

টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলে বসতভিটাহারা কৃষকদের কাছে আর্থিক অবলম্বন হয়ে উঠছে ভুট্টা চাষ। ছবি : কালের কণ্ঠ

খরচ কম, লাভ বেশি

ভাগ্য ফিরছে ভুট্টা চাষে

অরণ্য ইমতিয়াজ, টাঙ্গাইল ▷

টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলের কৃষকদের বছরের একটা সময় সংগ্রাম করতে হয় বন্যার সঙ্গে। তখন বসতভিটা ছেড়ে অনেককেই চলে যেতে হয় অন্য জায়গায়। পানি নেমে যাওয়ার পর শুরু হয় বাড়িঘর মেরামত। এরপর শুরু হয় ধীরে ধীরে আবাদ। বন্যার কারণে খুব বেশি ফসল আবাদের সুযোগ পায় না চরাঞ্চলের মানুষ। তবে টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলে দিন দিন ভুট্টা আবাদ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এবার অনেক কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে ভুট্টা চাষে। আবাদ শেষে ভুট্টা মাড়াইয়ের কাজও প্রায় শেষের দিকে।

জানা যায়, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার যমুনা নদীর চরাঞ্চলের তিনটি ইউনিয়নের বেশির ভাগ কৃষক তাঁদের জমিতে এবার ভুট্টা চাষ করেছে। নিকরাইল ইউনিয়নের ভদ্রশিমুল, বাসুদেবকুল বোয়ারবয়ড়া, চরভরুয়া, চরতাড়াই, বলরামপুর, কুঠিবয়ড়া, রামাইল, নলছিয়া, জোকার চর, গাবসারা ইউনিয়নের রুলিপাড়া, গোবিন্দপুর, রামপুর, রায়ের বাসালিয়া অঞ্চলে ভুট্টার ফলন খুবই ভালো হয়েছে। অর্জুনা ইউনিয়নেও ভুট্টার বাম্পার ফলন হয়েছে। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাকুয়া, দাইন্যা, সিলিমপুরের চরাঞ্চলে ভুট্টার ভালো আবাদ হয়েছে। নাগরপুরের মাহমুদনগরে ব্যাপক ভুট্টা চাষ হয়েছে। এ ছাড়া

পাকুটিয়া, আগদিঘলিয়া, দণ্ডিয়ারের অনেক জমিতে ভুট্টার বাম্পার ফলন হয়েছে। নাগরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাশেদুল আলম বলেন, পাঁচ বছর আগে নাগরপুরে মাত্র ৫০০ হেক্টর জমিতে ভুট্টা আবাদ হয়েছে। চলতি বছর আবাদ হয়েছে এক হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে। এ উপজেলায় দিন দিন ভুট্টা আবাদ বাড়ছে।

কৃষকরা জানায়, অন্য ফসলের তুলনায় ভুট্টা চাষে খরচ কম এবং এতে বেশি লাভবান হওয়া যায়। এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে ১৫ থেকে ২০ মণ ধান হয়। অন্যদিকে এক বিঘা জমিতে ভুট্টা হয় ৩০ থেকে ৩৫ মণ। ভুট্টা চাষে সেচ কম লাগে, সারের ব্যবহারও কম। এখন ভুট্টা মাড়াই শেষে ঘরে তোলা হচ্ছে। ভুট্টা আবাদ ভালো হলেও একটা আশঙ্কা কৃষকদের মনে বাসা বেঁধেছে—বাজারে সঠিক মূল্য পাওয়া যাবে কি না। ভূঞাপুরের চিত্তিপুর গ্রামের চাষি মো. সায়েদ আলী বলেন, অন্য ফসলের চেয়ে খরচ কম হওয়ায় জমিতে ভুট্টা চাষ করি। যা আশা করছিলাম আবাদ সে রকমই হইছে। এতে খুব খুশি। গাবসারার কৃষক তোফাজ্জল হোসেন বলেন, 'আমি সাত বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছি। এ বছর বিঘাপ্রতি ৩২ মণ হবে বলে আশা করছি।' একই গ্রামের সায়েদ আলী বলেন, 'এত ভুট্টার আবাদ এর আগে কখনো হয়নি। যেভাবে ভুট্টা চাষ হয়েছে যদি সে রকম দাম পাই তাহলে আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।'

টাঙ্গাইল জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, এ বছর টাঙ্গাইল জেলায় ভুট্টা আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল দুই হাজার ৮৬০ হেক্টর। আবাদ হয়েছে দুই হাজার ৯০৫ হেক্টর। চলতি মাসের (এপ্রিল) মাঝামাঝি পর্যন্ত ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ২৪ হাজার ৯৯১ টন। টাঙ্গাইল জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'এবার টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলে প্রচুর ভুট্টা আবাদ হয়েছে। কৃষকদের পাশাপাশি আমরাও এতে খুব খুশি। কৃষকদের জন্য এবার প্রণোদনা ছিল। সরকার থেকে তাদের বিনা মূল্যে বীজ ও সার দিয়েছে। তা ছাড়া কৃষক যখন যে পরামর্শ চেয়েছে তা দেওয়া হয়েছে।'

The Daily Star
THURSDAY MAY 3, 2018, *BAISHAKH 20, 1425 BS*

SURVEY ON ETHICAL COMPLIANCE IN APPAREL

Bangladesh tops China, India

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh overtook China and India in ethical compliance in apparel segment on the back of improved workplace safety following pressure from international inspection and remediation agencies, according to a new survey.

"In particular, ethical scores in Bangladesh rose by an average of 15 percent during the past 12 months," said AsiaInspection in its first quarterly report of 2018 released last month.

This was likely reflecting the continuous pressure to improve put on Bangladesh's textile and apparel manufacturers by the industry groups formed after the Rana Plaza collapse in 2013, it added.

Hong Kong-based AsiaInspection is a global leading quality control and compliance service provider that partners with brands, retailers, and importers around the world to secure, manage and optimise their supply chain.

Particularly, after the collapse, there is no scope to run businesses without ensuring quality and ethics, said Mahmud Hasan Khan, vice president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, while commenting on the survey.

This is because all renowned retailers and brands such as H&M, C&A, Walmart, Marks & Spencer and JC Penney source from Bangladesh in bulk, he told The Daily Star.

More than 80 percent of the garment business is run through strategic partnerships with renowned brands, according to Khan.

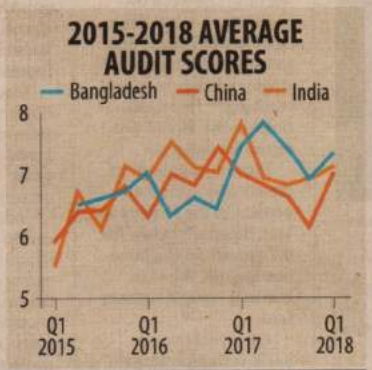

He said if any kind of unethical and non-compliant things are found in the supply chain of global apparel business, retailers and brands have to explain it to their customers.

Every form of compliance related to social and environmental issues, production, workers' welfare, workhour and working conditions is maintained in the supply chain, the BGMEA leader said.

"It is not possible to do business unethically now," he said.

After the Rana Plaza collapse, two platforms were formed: the Accord, the platform of about 200 European retailers, and the Alliance, an agency of 28 North American retailers.

About 90 percent of the inspection and remediation of about 2,200 active garment factories affiliated with the Accord and Alliance have been completed.

Besides, 1,500 small and medium-sized garment factories are being inspected and monitored by the government.

The survey report—Q2 2018 Barometer: China unfazed by global trade stand-off, supply chains face new ethical concerns—is a synopsis of outsourced manufacturing and the quality control services industry.

Overall ethical audit scores in the first quarter offer some hope for improvement after a disappointing performance last year when there was a lower number of critically noncompliant factories.

"Time will show whether this quarter's data represents a positive turnaround, with lasting improvement hinging on regular follow-up and timely corrective action," said the report.

Ethical scores by industry remain disparate, with homeware in the lead with an average score of 8.3 out of 10, and compliance in bodycare and accessories sectors continuing last year's downward trend.

"Meanwhile, audit scores of textile and apparel manufacturers have been rising since mid-2017, indicating that long-term improvement efforts may be finally bearing fruit."

Bangladesh tops China, India

Nevertheless, AsiaInspection data showed that factories are still plagued by health and safety issues, which were ranked the most pressing concerns in the first quarter, taking over working hours and wage compliance.

AsiaInspection is seeing strong demand for environmental audits, especially in China where brands and manufacturers struggle to comply with the new antipollution laws.

Pollution and waste management accounted for more than 80 percent of non-compliance found by AsiaInspection in the quarter, with more than two-thirds of them classified as major.

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৩ মে ২০১৮

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ): শ্রমিকের অভাবে এক কৃষাণী ধান কেটে জমির পাশেই ধান বেছে রাখছেন —ইত্তেফাক

আড়াইহাজারে ধান কাটা শ্রমিকের তীব্র সংকট

■ মাসুম বিল্লাহ, আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

এবার আড়াইহাজার উপজেলায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু বাম্পার ফলনের পরও স্বস্তিতে নেই কৃষক। চড়া পারিশ্রমিকেও মিলছে না ধান কাটা শ্রমিক। ফলে কৃষক তার জমির পাকা ধান কাটতে পারছেন না। কোনো কোনো এলাকার কৃষক জমির ধান কেটে জমির পাশেই ধান মাড়াইয়ের কাজ করছেন।

যেখানে এক একর জমির ধান কাটার জন্য ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা লাগত, সেখানে এখন ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার টাকা দিয়েও শ্রমিক মিলছে না

কৃষকেরা জানান, একদিকে কৃষি শ্রমিকের সঙ্কটের কারণে পাকা ধান কাটা যাচ্ছে না। আর অন্য দিকে কর্দমক্ত কাঁচা রাস্তার কারণে জমি থেকে কাটা ধান বাড়িতে নিতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

জানা গেছে, উপজেলার ২ পৌরসভা ও ১০ ইউনিয়নে সব কয়টি এলাকাতেই বোরো ধান কাটার ধুম পড়েছে। প্রতিটি এলাকাতেই দেখা গেছে নারী-পুরুষ সমান তালে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজ করছেন। শ্রমিক সঙ্কটের কারণে কৃষক নিজে ও স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে জমিতেই ধান তোলার কাজ করছেন।

অন্যান্য বছর বোরো মৌসুমে ধান কাটার সময় ময়মনসিংহ, রংপুর, জামালপুরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকেরা ধান কাটার জন্য আসত। কিন্তু এ বছর সেই শ্রমিকদের দেখা মিলছে না। এই সুযোগে স্থানীয় ধান কাটা শ্রমিকেরা চড়া পারিশ্রমিক ছাড়া ধান কাটছেন না। যেখানে এক একর জমির ধান কাটার জন্য চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা লাগত, সেখানে এখন ১২ থেকে ১৪ হাজার টাকা দিয়েও শ্রমিক মিলছে না।

কড়ইতলার কৃষক হাল্লাছ ফকির জানান, ধান কাটার শ্রমিক না পাওয়ায় স্থানীয় শ্রমিকদের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে ধান কাটতে হচ্ছে। রামচন্দ্রদীর নজরুল জানান, পুরো জমির ধানই পেকে রয়েছে। কিন্তু ধান কাটা শ্রমিকের অভাবে এখন পর্যন্ত তিনি ধান কাটতে পারেননি। নিজেই লোকজন নিয়ে ধান কাটার চেষ্টা করছেন।

আড়াইহাজার উপজেলা কৃষি অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল কাদির জানান, এ বছর উপজেলায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। শ্রমিক সঙ্কটের বিষয়ে তিনি বলেন, ধীরে ধীরে এ সঙ্কট কেটে যাবে।

শুক্রবার। ৪ মে ২০১৮

কালের কণ্ঠ

১০ মাসে রেমিট্যান্স আয় বেড়েছে ১৭.৫০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) এক হাজার ২০৮ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে আসা রেমিট্যান্সের তুলনায় ১৭.৫০ শতাংশ বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল এক হাজার ২৮ কোটি ৭২ লাখ ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ করা পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, সদ্য বিদায়ী এপ্রিলে ১৩২ কোটি ৭১ লাখ ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত প্রবাসীরা, যা এর আগের মাস মার্চে আসার রেমিট্যান্সের তুলনায় দুই কোটি ৭৪ লাখ ডলার বেশি এবং গত বছরের এপ্রিলের তুলনায় ২৩ কোটি ৪৫ লাখ ডলার বেশি।

গত মার্চে রেমিট্যান্স এসেছিল ১২৯ কোটি ৯৭ লাখ ডলার এবং গত বছরের এপ্রিলে রেমিট্যান্স এসেছিল ১০৯ কোটি ২৬ লাখ ডলার।

একক মাস হিসেবে এপ্রিলে আসা রেমিট্যান্স এ অর্থবছরের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স। গত আগস্টে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল ১৪১ কোটি ৮৫ লাখ ডলার এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল গত জানুয়ারিতে, ১৩৭ কোটি ৯৭ লাখ ডলার।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, ডলারের দর ঊর্ধ্বমুখী থাকায় প্রবাসী আয় বাড়ছে। তা ছাড়া হুন্ডি প্রতিরোধে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার লেনদেনে কড়াকড়ি আরোপসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগও ভালো ফল দিচ্ছে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিদায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের পুরো সময়ে প্রবাসীরা এক হাজার ২৭৬ কোটি ৯৪ লাখ ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন, যা এর আগের ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল এক হাজার ৪৯২ কোটি ৬২ লাখ ডলার। সে হিসাবে গত অর্থবছরে রেমিট্যান্স কমেছিল ২১৬ কোটি ১৭ লাখ ডলার বা ১৪.৪৭ শতাংশ।

বর্তমানে ব্যাংক ভেদে এক ডলারের বিপরীতে ৮৪ থেকে ৮৫ টাকা পাওয়া যাচ্ছে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে ডলারের দর ৮১ থেকে ৮২ টাকার মধ্যে ওঠানামা করছিল। তখন থেকেই রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে আসছিলেন প্রবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সব মহল।

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, এপ্রিলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স আহরিত হয়েছে ৩২ কোটি ৬৫ লাখ ডলার। বিশেষায়িত দুটি ব্যাংকের মাধ্যমে এক কোটি ৯ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এ ছাড়া বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৯৭ কোটি ৫৫ লাখ ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এক কোটি ৪১ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে।

এপ্রিলে বেসরকারি ইসলামী ব্যাংকের রেমিট্যান্স কমেছে। গত মার্চে এই ব্যাংকটির মাধ্যমে রেমিট্যান্স আহরিত হয়েছিল ২৮ কোটি ২৫ লাখ ডলার। অন্যদিকে গত এপ্রিলে সামগ্রিকভাবে রেমিট্যান্স বাড়লেও ইসলামী ব্যাংকের রেমিট্যান্স কমেছে। এই ব্যাংকটির মাধ্যমে গত এপ্রিলে রেমিট্যান্স এসেছে ২৬ কোটি ৬১ লাখ ডলার।

এপ্রিলে রেমিট্যান্স আনার দিক দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে অগ্রণী ব্যাংক। এই ব্যাংকটির মাধ্যমে ১৩ কোটি তিন লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে এপ্রিলে। এ ছাড়া সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ১০ কোটি সাত লাখ ডলার এবং জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে আট কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে বিদায়ী মাসটিতে।

রোববার ৬ মে ২০১৮ ● ২৩ বৈশাখ ১৪২৫ | যুগান্তর

ঈদ পোশাক তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা। ছবিটি পুরান ঢাকার উর্দু রোডের একটি কারখানা থেকে তোলা আনোয়ার হোসেন জয়

কেরানীগঞ্জ ও উর্দু রোড

পোশাক কারখানায় ব্যস্ততা তুঙ্গে

ইয়াসিন রহমান

রাজধানীর গার্মেন্ট পল্লীর কারখানাগুলোর কারিগরদের ব্যস্ততা চরমে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে তারা দিন-রাত বিভিন্ন ধরনের ঈদ পোশাক তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। কারও যেন একটু দম ফেলার ফুরসত নেই। মেয়েদের থ্রি-পিস, ছেলেদের প্যান্ট, পাঞ্জাবি, শার্ট থেকে শুরু করে ছোটদের পোশাক সবকিছুই তৈরি হচ্ছে এসব কারখানায়।

সরেজমিন রাজধানীর কেরানীগঞ্জের পোশাক পল্লী ঘুরে দেখা গেছে, সেখানকার আশা কমপ্লেক্সের ন্য জনতা গার্মেন্টের কারখানায় ৫০ জন কারিগর মেয়েদের থ্রি-পিস তৈরি করছেন। কারখানার এক পাশে চলছে কাপড় কাটার কাজ। আর অন্য পাশে কারিগররা সেলাইয়ের কাজ করছেন। কারখানার মালিক মো. সবুজ খান যুগান্তরকে জানান, এবার ঈদকে ঘিরে মেয়েদের ৩০ হাজার থ্রি-পিস তৈরি করবেন। আর এতে বাজেট রেখেছেন প্রায় দেড় কোটি টাকা। তিনি আরও জানান, ঈদে দেশি কাপড়ের তৈরি পণ্য বিক্রি কিছুটা কম হয়। তাই পুরান ঢাকার ইসলামপুর থেকে ইন্ডিয়ান ও চায়নার কাপড় কিনে আনেন। পরে এগুলো ভারতীয় পোশাকের ডিজাইনে থ্রি-পিস তৈরি করে বিক্রি করেছেন।

কেরানীগঞ্জের জেলা পরিষদ মার্কেটের খান গার্মেন্টে গিয়ে দেখা গেছে, ছোট একটি ঘরে ১৫ জন কারিগর-জিন্স প্যান্ট তৈরির কাজ করছেন। কারখানার মালিক মো. উবায়দুল ইসলাম রাজু শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি হওয়া প্যান্ট নিজ দোকানসহ বিভিন্ন পাইকারি দোকানে সরবরাহ করতে প্যাকিং করে থরে থরে সাজিয়ে রাখছেন। তিনি যুগান্তরকে জানান, গতবার রমজানের ঈদকে ঘিরে ৪৫ হাজার প্যান্ট তৈরি করেছিলেন। এবার ৫০ হাজার প্যান্ট তৈরি করবেন। তাই কারখানায় কাজের ব্যস্ততা অনেক বেড়েছে।

এদিকে পূর্ব আগানগরের আল-মদিনা পাঞ্জাবির কারখানায় গিয়ে দেখা গেছে, ৩০ জন কারিগর বাহারি ডিজাইনের পাঞ্জাবি তৈরি করছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতি পিস পাঞ্জাবি সেলাই করতে কারখানার মালিক তাদের ডিজাইনভেদে ২৫ থেকে ৩০ টাকা দিয়ে থাকেন। কারখানার মালিক মো. সুমন যুগান্তরকে বলেন, এবারের ঈদের বাজার ধরতে তারা ৩০ থেকে ৩৫ হাজার পিস পাঞ্জাবি তৈরি করবেন। এই পাঞ্জাবি তৈরি করতে এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন। আর এই বিনিয়োগের ৮০ শতাংশ টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন। বাকি ২০ শতাংশ আগের বছরের লাভের থেকে বিনিয়োগ করেছেন। তিনি জানান, মার্কেটে ভারতীয় পণ্য আসাতে ব্যবসার সার্বিক পরিস্থিতি খারাপ যাচ্ছে। কেরানীগঞ্জ গার্মেন্ট ও দোকান মালিক সমবায় সমিতির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রায় আট হাজার পোশাক কারখানা আছে কেরানীগঞ্জে। বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি। আর ঈদ মৌসুমে প্রায় হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। এখানকার বিক্রয় কেন্দ্র ও কারখানায় দুই থেকে আড়াই লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ ছাড়া সারা বছর যে ব্যবসা হয় তার ৬০-৭০ শতাংশই দুই ঈদকেন্দ্রিক। সে জন্য গত কোরবানির ঈদের পর থেকেই পোশাক তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছে কারখানাগুলো। আর শবে বরাতের পর বেচাবিক্রি পুরোদমে শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

জানতে চাইলে কেরানীগঞ্জ গার্মেন্ট ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক সমবায় সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম বলেন, বছরের প্রতিদিন কেরানীগঞ্জের পোশাক কারখানাগুলো সচল থাকে। তবে ঈদকে ঘিরে কেরানীগঞ্জের পোশাক পল্লীর কারখানাগুলোর ব্যস্ততা বহু গুণ বেড়ে যায়। তিনি বলেন, দেশে এখনও স্বল্প আয়ের মানুষের সংখ্যা বেশি। তাদের ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টি মাথায় রেখেই কেরানীগঞ্জের কারখানাগুলোতে পোশাক তৈরি হয়। অন্যদিকে পুরান ঢাকার চকবাজার, উর্দু রোডসহ বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানা ঘুরে কারিগরদের ঈদ পোশাক তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে। উর্দু রোডের এ্যানি ফ্যাশন হাউসের কারখানায় গিয়ে দেখা যায়, ছোট একটি ঘরে ১৫ জন কারিগর থ্রি-পিস তৈরির কাজ করছেন। কারখানার মালিক ইয়াছিন আহমেদ সুমন যুগান্তরকে বলেন, কারখানার কারিগরদের এখন দম ফেলার সময় নেই। কারণ এখান থেকেই বাচ্চাদের ফতুয়া ও বড়দের থ্রি-পিস তৈরি করে দোকানে নিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে। এর মধ্যে রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকারি বিক্রেতারা এসে ভিড় জমাচ্ছেন।

এখানকার বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাজধানীর সাউথ রোড, কামরাঙ্গীর চর, লালবাগ ও উর্দু রোডে ৪৮০টি দোকানের নিজস্ব গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব মিলিয়ে এখানে ৭০০টি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। দেশের বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ পোশাকের চাহিদা সামাল দিতে এখানকার ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন।

জানতে চাইলে উর্দু রোড অভ্যন্তরীণ গার্মেন্ট ব্যবসায়ী অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও ময়না গার্মেন্টের মালিক হাজী মো. রমজান গাজী যুগান্তরকে বলেন, ঈদকে ঘিরে এখানকার বিভিন্ন মার্কেটের দোকানগুলোর মালিক ও কর্মচারীর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। কারখানার পোশাক তৈরির ব্যস্ততা শেষের পথে। ইতিমধ্যে পাইকারি বেচাবিক্রি শুরু হয়েছে। আশা করি গত বছরের চেয়ে এ বছর বেচাবিক্রি ভালো হবে। পোশাক কারখানার মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশের ঈদের পোশাকের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ পোশাক কেরানীগঞ্জ ও উর্দু রোডের পোশাক কারখানা থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ বছরও এর ব্যতিক্রম হবে না।

প্রথম আলো শনিবার, ৫ মে ২০১৮

মোবাইল ফোনের দুটি কারখানা করবে সিম্ফনি

এ সপ্তাহের সাক্ষাৎকার

দেশের মোবাইল ফোনের বাজারে দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষে সিম্ফনি। এ বছর ঢাকার আশুলিয়ায় ও গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্কে দুটি কারখানা করার পরিকল্পনা আছে সিম্ফনির। সিম্ফনির উত্থান, পথচলা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক **জাকারিয়া শহীদ**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আশরাফুল ইসলাম**

জাকারিয়া শহীদ

প্রথম আলো : সিম্ফনির ব্যবসা এখন কেমন চলছে?

জাকারিয়া শহীদ : ২০১৮ সালের প্রথম প্রান্তিকে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে আমরা শুরু করেছিলাম, তা শতভাগ অর্জন করেছি। এ হিসাবে শুরুটা খুবই ভালো হয়েছে, এখন সামনের দুটি প্রান্তিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে ভালো করার জন্য আমাদের প্রস্তুতিও যথেষ্ট রয়েছে। সব মিলিয়ে ২০১৮ সালের সামগ্রিক লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারব বলে আশা করছি।

প্রথম আলো : কিন্তু গত বছর থেকে শোনা যাচ্ছে, সিম্ফনি তার শীর্ষস্থান ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। এটা কতটুকু সত্য?

জাকারিয়া শহীদ : মোবাইল ফোনের বাজারে বিভিন্ন স্তর আছে। ১০ হাজার টাকার বেশি দামের হ্যান্ডসেটের বাজারে এখন গ্রাহকের চাহিদা বাড়ছে। এ বাজারে আন্তর্জাতিক ও চীনা ব্র্যান্ডগুলোর প্রতি গ্রাহকের আগ্রহ একটু বেশি। আর সিম্ফনি কাজ করে মূলত ৭৫০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা দামের ফোন নিয়ে। সাধারণ ফোনে সিম্ফনির বাজারের অবস্থান আগের মতোই আছে। মধ্যম পর্যায়ের স্মার্টফোনের বাজারেও সিম্ফনি ভালো করছে। তবে ১০ হাজার টাকার ওপরের বাজারে আমরা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়েছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, আমরা এখন চীন থেকে আমদানি করে এনে মোবাইল ফোন বাজারে বিক্রি করছি। বেশি দামের মোবাইল ফোনের বাজারে স্থান করে নেওয়ার জন্য সিম্ফনি দীর্ঘমেয়াদি বেশ কিছু পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। মানুষের মোবাইল ফোন ব্যবহারের ধরনে এখন পরিবর্তন আসছে। যাঁরা এত দিন কম দামের ফোন ব্যবহার করতেন, তাঁরা কিন্তু ধীরে ধীরে একটু বেশি দামের ফোন ব্যবহার করছেন। গ্রাহকের এই চাহিদা পূরণে সিম্ফনি এ বছর জোর দেবে।

প্রথম আলো : বাংলাদেশে ফোরজি চালু হয়েছে প্রায় তিন মাস আগে। এ বাজারে সিম্ফনির অবস্থান কী?

জাকারিয়া শহীদ : ফোরজিতে সিম্ফনির প্রায় ১২টি মডেলের হ্যান্ডসেট আছে। এগুলোর দাম ৮ থেকে ১২ হাজার টাকার মধ্যে। ফোরজি সেবা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হ্যান্ডসেট এখন বাজারে আছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে এখন মোবাইল ফোন অপারেটরদের যথেষ্ট প্রচারণা চালাতে হবে। ফোরজি ব্যবহারের সুবিধাগুলো গ্রাহকের সামনে ভালোভাবে তুলে ধরতে হবে। থ্রিজির তুলনায় ফোরজিতে যদি দৃশ্যমান কোনো পার্থক্য না থাকে, তাহলে গ্রাহক তা ব্যবহারে আগ্রহী হবেন না। আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে গ্রাহকের কাছে ছয় হাজার টাকার মধ্যে ফোরজি ফোন তুলে দিতে সিম্ফনির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

প্রথম আলো : সিম্ফনির নিজস্ব মোবাইল ফোন কারখানার অগ্রগতি কোন পর্যায়ে আছে?

জাকারিয়া শহীদ : সিম্ফনি দুটি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এর একটি হবে সাভারের আশুলিয়ায়। এটির সব কাজ গুছিয়ে আনা হয়েছে। এখন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেলেই এখানে কাজ শুরু হবে। সেটা আগামী মাস থেকেই হতে পারে। এখানে বছরে তিন থেকে চার লাখ হ্যান্ডসেট সংযোজন করা যাবে। আর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে দেশেই মোবাইল উৎপাদন ও সংযোজনের জন্য গাজীপুরের হাইটেক পার্কে বড় কারখানা করার জন্য সামিট গ্রুপের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে। এই কারখানার কাজ শেষ হতে আরও বছর দু-এক সময় লাগবে।

প্রথম আলো : ওয়ালটন তো ইতিমধ্যেই তাদের কারখানায় মোবাইল সংযোজনের কাজ শুরু করেছে। সিম্ফনির দেরি হচ্ছে কেন?

জাকারিয়া শহীদ : দেশে কারখানা করার জন্য যে সহায়ক নীতিমালা দরকার, সেটি শুরুতে ছিল না। এটি আমাদের দেরি হওয়ার অন্যতম কারণ। এরপর হঠাৎ করেই কারখানা করার জন্য কর ছাড় দিয়ে একটি পরিপত্র জারি করা হয়। তখন থেকে আমরা কারখানার কাজ শুরু করি। আর মোবাইল ফোনের একটি কারখানার কাজ শুরু করে শেষ করতে কমপক্ষে আট মাস থেকে এক বছর সময় লাগে। এ কারখানা করতে একটু বেশি সময় নিয়েছি, কারণ মানের বিষয়ে আমরা কোনো আপস করতে চাই না। মোবাইল ফোনের কারখানা করা বেশ জটিল, অনেক সূক্ষ্ম ও কারিগরি কাজ করতে হয়। এই কারখানায় কাজ করার জন্য ১০০ লোককে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলো : হাইটেক পার্কের কারখানা নিয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কী?

জাকারিয়া শহীদ : সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে এখানে মোবাইল উৎপাদনের কারখানা হবে। এ কারখানা থেকে দেশের ভেতরের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও মোবাইল ফোন রপ্তানির লক্ষ্য রয়েছে। এ জন্য হাইটেক পার্ককে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেখানকার অবকাঠামোর সুবিধা কাজে লাগিয়ে সিম্ফনি বাংলাদেশের মোবাইল ফোনের বিশাল বাজারের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি করতে চায়।

প্রথম আলো : সিম্ফনি, ওয়ালটন ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি কোম্পানি বাংলাদেশে মোবাইল ফোন সংযোজনের কারখানা করার আবেদন করেছে। এত কারখানার বাজার কি বাংলাদেশে আছে?

জাকারিয়া শহীদ : বাংলাদেশে অনেক ব্র্যান্ডই চীন থেকে মোবাইল ফোন আমদানি করে বিক্রি করছে। এই বাজারে টিকে থাকতে হলে উচ্চ মানের পণ্য ও সেবার কোনো বিকল্প নেই। এখানে অনেকেই লাইসেন্স নিতে পারে, কিন্তু টিকে থাকতে হবে এই দুটি বিষয় দিয়ে। পণ্যের মান ও সেবা দিয়েই সিম্ফনি বাজারে এত দিন টিকে রয়েছে। এ বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

প্রথম আলো : দেশে উৎপাদন উৎসাহিত করতে সরকার গত বছর পুরো মোবাইল ফোন আমদানিতে কর বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন অনেকেই এই আমদানি কর কমানোর দাবি তুলছেন। আপনি বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

জাকারিয়া শহীদ : সম্পূর্ণ মোবাইল ফোন আমদানি করতে এখন গড়ে ৩০ শতাংশ কর দিতে হয়। বিষয়টিকে দুভাবে দেখা যেতে পারে। মোবাইল ফোন আমদানিতে যখন কর বেশি থাকে, তখন অবৈধ পথে আমদানি বেড়ে যায়। এতে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার উৎপাদন উৎসাহিত করতে সম্পূর্ণ মোবাইলের আমদানি খুব বেশি কমানোও ঠিক হবে না। ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান রাখতে মোবাইল ফোনের আমদানি কর ২৫ শতাংশ করা যেতে পারে। এর কম হলে সরকারের রাজস্ব আয় কমে যাবে, বেশি হলে অবৈধ আমদানি উৎসাহিত হবে। ফোরজি উপযোগী হ্যান্ডসেট আমদানিতে বিশেষ কিছু সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম আলো : গত এক বছরে দেশে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন আমদানি আবার বেড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এটি বন্ধে কী করা যেতে পারে?

জাকারিয়া শহীদ : এই আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব, যদি একটি মোবাইল ফোনের একটি পরিপূর্ণ আইএমইআই (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি) তথ্যভান্ডার চালু করা হয়। এ তথ্যভান্ডার চালু করতে বিটিআরসির সঙ্গে এখন কাজ চলছে। এটি চালু হলেই ৯০ শতাংশ অবৈধ আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে। এর বাইরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি ও তৎপরতা দরকার।

সংবাদ
সোমবার ৩১ বৈশাখ ১৪২৫
Monday 14 May 2018

শাহরাস্তিতে ন্যাশনাল সার্ভিসে ৭১৭ বেকারকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ

প্রতিনিধি শাহরাস্তি (চাঁদপুর)

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ঘরে ঘরে চাকরি অংশ হিসেবে শাহরাস্তিতে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ৬ষ্ঠ পর্বের আওতায় উপজেলার ৭১৭ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলা আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আগামী ২ বছরের জন্য সরকারের বিভিন্ন সেবা খাতে অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা হয়েছে। শাহরাস্তি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সৈয়দ ফেরদৌস আহমেদ জানান, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ৬ষ্ঠ পর্বের আওতায় উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা থেকে ৮৯৪ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলা আবেদন করেন। শাহরাস্তি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারি ৩ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে, ১২ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই বাচাই পূর্বক ৭৭৮ জনকে চূড়ান্ত ভাবে মনোনীত করা হয়। চূড়ান্ত প্রার্থীদের গত ০৩ ডিসেম্বর থেকে ট্রেনিং শুরু হয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩০৩ মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স প্রমাণের সঠিক প্রমাণক অসঙ্গতি থাকায় ৬১ জনকে ড্রপ আউট করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই ৭১৭ জন সদস্যকে ৩ মাসের ট্রেনিং ভাতা পরিশোধ করে মূল শিক্ষাগত সনদ জমা নিয়ে যুবক ও যুব নারীদের ২ বছরের জন্য সরকারের বিভিন্ন সেবা খাতে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই গত মার্চ ও এপ্রিল থেকে ৭১৭ জন যুব ও যুব মহিলা বিভিন্ন সেবা খাতে চাকরি করছেন। তিনি আরও জানান ইতোমধ্যেই তাদের ব্যাংক একাউন্ট, ২ মাসের প্রত্যয়ন ও চুক্তিনামা সম্পন্ন করা হয়েছে, অচিরেই তারা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে মাসিক ৬০০০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা উত্তোলন করতে পারবে।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার, ২৩ ৬ মে ২০১৮

বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক সংকট

গোলায় ধান তুলতে পারছেন না কৃষক

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

শুরু হয়েছে বোরো ধান কাটার মৌসুম। কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান কাটার শ্রমিক সংকট থাকায় কৃষকরা ধান কেটে গোলায় তুলতে পারছেন না। আর তাই হতাশ হয়ে পড়েছেন তারা। ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া): আখাউড়া উপজেলায় বোরো ধান কাটা শুরু হওয়ায় কৃষি শ্রমিক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। এদিকে শ্রমিক সংকটে মজুরি আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় পাকা ধান নিয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা।

উপজেলার মোগড়া ইউনিয়নের নুনাসার গ্রামের কৃষক মো. আলফু মিয়া বলেন, এ মৌসুমে ১০ বিঘা জমিতে বোরো ধান চাষ করেছি। ফলনও ভালো হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক সংকটে ধান কাটতে পারছি না।

পৌর শহরের তারাগন এলাকার কৃষক মো. আলম খাঁ জানান, চলতি মৌসুমে ১৫ বিঘা জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয়। কিন্তু ধান পাকলেও বেশিরভাগ কাটা হয়নি। যেখানে ধান কাটার শ্রমিকের মজুরি ছিল ৩'শ টাকা এখন সেখানে ৫'শ টাকায়ও পাওয়া যাচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা গেছে, পৌর শহরের তারাগন, দেবগ্রাম, খরমপুর, দুর্গাপুরসহ উপজেলার মোগড়া, মনিয়ন্দ ও ধরখার এলাকায় সব জমিতেই ধান পেকে গেছে। ধান কাটা শ্রমিক সংগ্রহে বিভিন্ন স্থানে ঘুরছেন কৃষকরা। ইতিমধ্যে ৩০ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়েছে। বেশিরভাগ পাকা ধান এখনো জমিতেই রয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. জুয়েল রানা বলেন, পৌর শহরসহ উপজেলার সর্বত্রই ধান কাটা শুরু হয়েছে। চলতি মৌসুমে ধানের ফলন ভালো হয়েছে। তবে যে সমস্ত জায়গা থেকে শ্রমিকরা ধান কাটা মৌসুমে আমাদের এলাকায় আসতো তাদের এলাকায় পর্যাপ্ত ধান চাষ হওয়ায় তারা নিজ এলাকায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে এসব এলাকায় শ্রমিক সংকট হয়েছে।

দাউদকান্দি (কুমিল্লা): এবার ধানের বাম্পার ফলন হলেও বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় দাউদকান্দির মেঘনা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকরা খুবই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। শিলাবৃষ্টি এবং প্লাবনের পানি কখন যে মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় এ নিয়ে কৃষকরা চিন্তিত। ধান কাটার শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় তিন বেলা খাওয়াসহ দৈনিক ৬/৭'শ টাকা দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। চুক্তিভিত্তিক ধান কাটতে গিয়ে শ্রমিকরা দৈনিক এক হাজার টাকা রোজগার করছে।

নলছিটি (ঝালকাঠি): নলছিটি পৌরসভাসহ ১০টি ইউনিয়নে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে দেড় হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদ বেশি হলেও শ্রমিক সংকটের কারণে কৃষকের মুখে হাসি নেই। তারা কালবৈশাখী ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেতে নিজেরাই বোরো ধানের আঁটি মাথায় করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার সবই গ্রামের মিলন হোসেন মিয়া স্থানীয় ইউপি সদস্য। তার মাথায় বোরো ধানের আঁটি। তিনি জানান, তার জমিতে ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু কোনো শ্রমিক পাচ্ছেন না। তাই বাধ্য হয়ে নিজেই তার ধান কাটতে শুরু করেছেন। কারণ ঝড়-বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হতে পারে। এভাবে ওই এলাকার অনেকেই নিজের ফসল নিজেই কেটে নিয়ে যাচ্ছেন।

নলছিটি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান জানান, নলছিটি উপজেলায় ২১ হাজার ৭৭ হেক্টর জমির মধ্যে সাড়ে ১২ হাজার জমি আবাদ করা হয়। এর মধ্যে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে সাড়ে ৫ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে দেড় হাজার হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ বেশি হয়েছে। যার ফলে শ্রমিক সংকট দেখা দিতে পারে। আবার ঝালকাঠি ও বরিশাল শহর নলছিটি উপজেলার কাছাকাছি। তাই স্থানীয় শ্রমিকরা বেশি আয়ের জন্য শহরে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত হন। এতে কৃষি কাজের চেয়ে বেশি আয় হয়। তবে সরকার শ্রমিক সংকট নিরসনে কম্বাইন হারবেস্টার মেশিন চালু করেছে। এ মেশিনের সাহায্যে ধান কাটা, মাড়াই, ঝাড়া ও বস্তাবন্দি করা যাবে। এতে তেমন শ্রমিক প্রয়োজন হবে না।

সমকাল | শনিবার ৫ মে ২০১৮

শ্রমিকদের ঠকিয়ে দিনে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ

■ বিপুল সরকার সানি, *দিনাজপুর*

দেশের অন্যতম বৃহৎ স্থলবন্দর হিলিতে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি না দিয়ে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া নিয়ম অনুযায়ী স্থলবন্দরে জাতীয় শ্রমিক লীগ ও সম্পৃক্ত ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদের পণ্য খালাস ও বোঝাই কাজ প্রদানের নিয়ম থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। বন্দর অপারেটর পানামা পোর্ট লিঙ্ক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ নিজ খুশিমতো অবৈধ শ্রমিক দিয়ে পণ্য বোঝাই ও খালাসের কার্যক্রম চালাচ্ছে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বরাবর হিলি স্থলবন্দরে জাতীয় শ্রমিক লীগ ও সম্পৃক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মাধ্যমে খালাস ও বোঝাই কাজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে হাকিমপুর উপজেলা শাখা শ্রমিক লীগের সভাপতি নজরুল ইসলামের করা এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ১১ নভেম্বর পানামা হিলি পোর্ট লিঙ্ক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনন্ত কুমার চক্রবর্তীকে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী অনন্ত কুমার কোনো ব্যবস্থা নেননি।

বিষয়টি নিয়ে হাকিমপুর পৌর শাখা শ্রমিক লীগের সভাপতি জামাল উদ্দিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কাছে ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের ঘোষণা মোতাবেক শ্রমিকদের টনপ্রতি ৩৮ টাকার পরিবর্তে ১১ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। বাকি টাকা স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে মিলে আত্মসাৎ করা হয়েছে। এসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান তিনি।

এ ছাড়া জাতীয় শ্রমিক লীগভুক্ত কুলি-শ্রমিক ও সম্পৃক্ত ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদের কাজ না দিয়ে অবৈধ শ্রমিক দ্বারা লোড-আনলোড করানো হচ্ছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অবৈধ কার্যক্রম থেকে সরে আসছে না পানামা পোর্ট লিঙ্ক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। আর এই বিষয়টির সুরাহা পেতে জেলা প্রশাসককে অভিযোগ দেওয়ায় মারধরের শিকার হতে হয়েছে এক শ্রমিক নেতাকে।

হিলি স্থলবন্দর সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন এই বন্দরে ৩০০ থেকে ৪০০ ট্রাক বিভিন্ন পণ্য লোড-আনলোড করে। প্রতিটি ট্রাকে ২০ টন পণ্য থাকে। এতে করে প্রতিদিন প্রায় ছয় হাজার থেকে ৮ হাজার টন পণ্য লোড-আনলোড করতে হয়। জাতীয় শ্রম মজুরি বোর্ডের ঘোষণা মোতাবেক প্রতিটন পণ্য লোড-আনলোড করতে প্রতিদিন দিতে হবে ৩৮ টাকা। অথচ এখানে টনপ্রতি শ্রমিকদের দেওয়া হয় ১১ টাকা। যাতে করে প্রতিদিন এক লাখ ৬২ হাজার টাকা থেকে দুই লাখ ১৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, বর্তমানে এই বন্দর দিয়ে প্রতিদিন ৭০ থেকে ৮০ ট্রাক পাথর আমদানি করা হচ্ছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ লোড-আনলোডের শ্রমিক মজুরি বাবদ ট্রাকপ্রতি পাঁচ হাজার ২০০ টাকা গ্রহণ করে। কিন্তু শ্রমিকদের দিয়ে ওই পাথর আনলোড করার কথা থাকলেও হুইল লোডার দিয়ে পাথর আনলোড করা হয় যাতে করে খরচ হয় ট্রাকপ্রতি ৪৫০ টাকা। এতে করে বর্তমানে প্রতিদিন শুধু পাথরবোঝাই ট্রাক থেকে আত্মসাৎ করা হচ্ছে শ্রমিকদের তিন লাখ ৩২ হাজার থেকে তিন লাখ ৮০ হাজার টাকা।

জাতীয় শ্রমিক লীগ হাকিমপুর উপজেলা শাখার সভাপতি নজরুল ইসলাম জানান, পানামা পোর্ট কর্তৃপক্ষ যা করছে তাতে করে শ্রমিকদের পেটে লাথি মারা হচ্ছে। এখানে তালিকাভুক্ত ৪৬২ শ্রমিক রয়েছেন। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের কাজ দিতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকার পরেও তা মানা হচ্ছে না। যাতে করে শ্রমিকদের খেয়ে-না খেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট রহমান ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী ও হাকিমপুর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আজিজার রহমান জানান, আমাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিকদের মজুরি বাবদ টাকা নেওয়া হলেও তা শ্রমিকদের দেওয়া হয় না।

এ বিষয়ে পানামা পোর্ট লিঙ্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনন্ত কুমার চক্রবর্তী জানান, শ্রমিকদের অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই। লোড-আনলোড বাবদ প্রতি শ্রমিককে দেওয়া হচ্ছে ৩০ টাকা করে। আর যাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, তারা সবাই ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিক। এখানে কোনো অবৈধ শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হয় না। পাথর লোড-আনলোডের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমদানিকারক নিজস্ব মেশিন দিয়ে লোড-আনলোড করেন। তাদের কাছ থেকে যে টাকা নেওয়া হয়, পরে তা ফেরত দেওয়া হয় বলে দাবি করেন। চাঁদাবাজির টাকা না পেয়ে শ্রমিকরা এই অযৌক্তিক অভিযোগ করছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

The Financial Express | Sunday | May 6, 2018

Economic zones face delay as land dev in slow lane

Jasim Uddin Haroon and Jubair Hasan

Land development and the construction of embankment have emerged as the most challenging task, raising fear about missing deadlines for the country's major economic zones.

The problems pushed the builders of the economic zones into troubles because most sites are located on char, low-lying and hilly areas.

This situation requires strenuous efforts and also demand enough filing materials like sand to prepare the builders well for sitting of industrial units of different types.

Though utility service-providers in many sites could make some progress, the slow land development work in the zones put the agencies in tight spot.

The Financial Express correspondents got such an impression during recent visits to some of the most priority economic zones such as Mirsarai and Anawara in Chittagong, Sabrang Tourism Park and Naf Tourism Park in Teknaf and the proposed zones at Moheskhali in Cox's Bazar and Shreehatta at Sherpur in Moulovibazar.

The scarcity of filling materials and related equipment, incomplete approach roads in some zones as well as legal complexities over the land ownership were the hurdles that might result in missing the implementation deadline, the developers and local people told the FE correspondents.

Experts were also doubtful over implementing too many clusters in time due to the limited capacity of the state-run Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA), the regulator.

Although some local and foreign investors have signed agreements with the BEZA to lease the land for 50 years from the investment-promoting agency, much time is required for the plots to be suitable for industrial structures.

Meanwhile, a few privately-owned economic zones are in operation on a limited scale.

The BEZA with a vision for becoming a world-class investment promoter is pushing ahead with building 100 zones across the country by 2030 to maximise benefits from fast-paced, modern industrial development.

Currently, the BEZA, which was formed in 2010 as an agency to establish zones, has made progress in six to seven zones including the Mirsarai zone.

The rest of the zones remain stuck in either land lease or acquisition process.

Of the zones, development activities at Mirsarai zone are visible.

The work on a 10 kilometre-long approach road connecting the site with the Dhaka-Chittagong highway, construction of administrative buildings, a power plant having capacity of 150 megawatts and part of the 18.6 kilometre-long embankment was in progress.

That said, the Mirsarai Integrated Industrial City has so far achieved less than 10 per cent of its development work that is now proceeding on 2,000 acres out of the planned 30,000 acres of land stretching from Mirsarai of Chittagong to Sonagazi of Feni.

Talking to the FE, BEZA assistant engineer Wahiduzzaman said that the authorities have been working hard to finish the land development work as quickly as possible.

The contractor is assigned to complete land filling of 880 acres of land in one and a half years, but only its one-third has been filled through dredging beginning from the middle of March.

Focus on SEZs-I

By the numbers

- 100 SEZs by 2030
- Process started in 2010
- 6 to 7 zones in progress
- $17 billion investment proposal received so far, of which $8.0 billion from overseas investors
- Tk 5.0 billion received from 80 investors as lease money
- BEZA spent Tk 3.95 billion on land and infrastructure development

Source: BEZA

Announcement

Bangladesh is pressing ahead with its plan to build 100 economic zones by 2030 that are expected to create 10 million jobs. Besides zones meant for foreign investors, the domestic private sector has been developing 17 such clusters, whose progress is yet far from satisfactory. So is the case with four country-focused special economic zones (SEZs). In a nine-part series, FE correspondents Jasim Uddin Haroon and Jubair Hasan take an in-depth look. Today's issue of the FE carries the first part of the series and the next ones will follow.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Economic zones face delay as land dev in slow lane

Developers under the government and the World Bank funds are filling the land by marine sediments through dredging by pipes having diameter of 28-inch from the Sandwip channel.

Though the initial plan was to use three dredgers to expedite work, the contractor is using a single dredger due to the unavailability of required logistics like the 28-inch pipes.

The Mirsarai zone needs to construct a 20 kilometre-embankment to protect the land from erosion and only 700 metres are in progress, according to developers.

In case of Sabrang Tourism Park, which encompasses an area of 1,027 acres of land at Teknaf in Cox's Bazar, it is struggling to collect earthen materials required for its newly-built embankment.

Dird Group, a sub-contractor of Chittagong Dry Dock Limited, will have to construct over five-kilometre embankments with geo-textile but so far it has built less than one kilometre on the beach area, near Shahporir Dwip, a tourist attraction at Teknaf.

A crane of the developer was found carrying sands from the sea and many "Jhau" trees (tamarisk), which protect the beach, were seen uprooted.

SM Wahiduzzaman, executive director at the Dird Group, told the FE that they have been building embankment with geo-textile but the scarcity of sand to fill the low-lying area and the lack of approach roads badly affected the work.

"We're now bringing sands from the beach. Monsoon is also approaching, which is our serious concern. I think we'll not be able to carry out work in the rainy season," he said.

While land development at the Mongla zone was done but further progress was stalled because of a High Court ruling.

The similar situation is evident at the Naf Tourism Park at Jhaliardwip on the Naf River. The park is facing the shortage of sands to fill some 271 acres of the island.

This is considered as one of the potential sites because of its location on the Naf River and it proximity with the Saint Martin's Island. This is also a bordering area with Myanmar's Rakhhine state.

The developer, which collects sand from the Naf River, has already missed its February deadline.

"We don't get the expected level of sands, which is delaying our progress," site manager Chunnu Mian told the FE.

Anowara Economic Zone, a specialised zone exclusively for the Chinese investors, remains at its initial phase and the developer has completed some 100-meter approach road. The fencing encompassing the approach road is going on but the key task of levelling the hilly lands is yet to start.

This is a hilly area that nestles 33 kilometres off the Shah Amanat International Airport in Chittagong.

Local people said that since the law does not allow anyone to level hills, the authorities concerned are now in a quandary: Building industries on such high lands breaking the law or stopping development.

On the other hand, the Shreehatta zone is yet to erect fencing, let alone land development, due to legal complexities. This site is located mostly on the agricultural land.

Contacted, BEZA executive Chairman Paban Chowdhury said that the authorities have advanced with the zones despite complexities in various forms to make the planned industrialisation a reality.

"Yes, land development and embankment are key challenges for us. In some parts, we could not start development because of land shortage," he said. "But we're taking different measures to cope with that".

He didn't elaborate on the measures.

In some areas, the country should have gone for large-scale dredging, he added.

Talking about the developments at the Mirsarai zone, he said apparel makers had already paid Tk 1.0 billion out of Tk 5.0 billion to get 500 acres in the garment village inside the SEZ, while Asian Paints will start the construction work on 22 acres of land to set up its base there soon.

Mr. Chowdhury said that the authorities have planned to develop another eco-tourism park on 10,000 acres of land on Sonadia and Ghotivanga of Moheskhali islands and the work will start by this month (May).

The BEZA has so far received investment proposals worth about $17 billion, including $8.0 billion from overseas investors.

The investors submitted the proposals, paying 1.0 per cent of the proposed investment, according to the BEZA's regulations.

The BEZA also received around Tk 5.0 billion from about 80 investors in lease money, though it called the amount 'rent in advance'.

And until today, it spent Tk 3.95 billion on land and infrastructure development.

Formed in 2010 to facilitate the economic zones, the BEZA has been struggling to develop the land despite the provision for direct purchase method, which is considered to be the fastest procurement process.

Mahbubul Alam, president of the Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI), also said there were many challenges for building the on-site infrastructure.

"We must overcome the challenges," Mr. Alam, a member of the BEZA governing board, told the FE without elaborating.

Executive Director of the think-tank Policy Research Institute of Bangladesh Ahsan H Mansur told the FE that the BEZA will not achieve the desired success if it concentrates on too many projects. "It (BEZA) should prioritise some sites and put in all-out efforts to make these happen," he said.

Mr. Mansur, a former senior executive of the International Monetary Fund (IMF), said if the promoter had started the Mirsarai zone with 5,000 acres of land, then it would been able to build the industrial base there.

The capacity to carry out physical infrastructure development work is lower in Bangladesh than that of other countries, he said.

Even the country does not have adequate logistics required to develop the land, he added.

jasimharoon@yahoo.com
jubair1980@gmail.com

সমকাল | মঙ্গলবার ৮ মে ২০১৮

হাওরে এবার ভালো ফলন হয়েছে। কিশোরগঞ্জের চামড়াঘাটে কৃষকরা এখন ব্যস্ত ধান বিক্রিতে ■ সমকাল

হাওরে অর্ধেক দামে ধান বিক্রি, বিপাকে কৃষক

■ সাইফুল হক মোল্লা দুলু, কিশোরগঞ্জ ও পঙ্কজ দে, সুনামগঞ্জ

হাওরে ধানের ভালো ফলনের পরও কৃষকের মুখে হাসি নেই। এরই মধ্যে হাওরের অধিকাংশ ধান কাটা হয়ে গেছে। ধান কেটে গোলায় তোলার পরও বাজারে ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না তারা। কোনো কোনো স্থানে অর্ধেক দামে ধান বিক্রি হওয়ায় নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের কৃষক, বর্গা ও প্রান্তিক চাষি। এ ছাড়া সরকারিভাবে ধান কেনা শুরু হয়নি। তার আগেই ফড়িয়াদের মাধ্যমে ধানের বাজার মিলারদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার অভিযোগ এসেছে।

সরকারিভাবে কেনা শুরু হয়নি, বাজার মিলারদের নিয়ন্ত্রণে

রোববার সুনামগঞ্জের দেখার হাওরপাড়ের খলায় বসেই ধান বিক্রি করছিলেন জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক এখলাছ মিয়া। ৬০০ টাকা মণে শুকনা ৫০ মণ ধান কেনার জন্য মিলারের খেওয়াল (ওজনকারী) দিলোয়ার হোসেন খলায় এসেছেন। এখলাছ মিয়া বললেন, 'গত বছর চৈত্র মাসে ক্ষেত পানির নিচে গেছে। একমুঠা ধান পাইছি না। সারাবছর ঋণ করে খেয়েছি। টাকা যার কাছ থেকে এনেছিলাম, তার সঙ্গে কথা ছিল বৈশাখ মাসে ধান ওঠানোর পর টাকা ফেরত দেবো। এখন ধান খলায় থাকতেই ঋণ দিতে হচ্ছে। খলা থেকে কেউ ৫০০ থেকে সাড়ে ৫০০ টাকার বেশি ধান নিচ্ছে না। অনেক কষ্টে পাশের বাজার বেতগঞ্জের মিলার আক্রম আলীকে ৬০০ টাকা মণে ধান কিনতে রাজি করিয়েছি। তার লোক এসে শুকনা ধান ওজন করে নিয়ে যাচ্ছে।'

ধান ওজন করতে করতে খেওয়াল দিলোয়ার হোসেন বললেন, ৬০০ টাকায় ধান কিনলে কী হবে, তারা আজ বিকেলে বা কাল সকালেই এই ধান এক হাজার ২০০ বা এক হাজার ২৫০ টাকা মণে বিক্রি করে দেবে।

এই খলার পাশেই আরেক খলায় ধান শুকাচ্ছিলেন জগন্নাথপুর গ্রামের মিসবাহ উদ্দিন।

হাওরে অর্ধেক দামে ধান

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আমার সংসার কীভাবে চলবে। কৃষকরা কীভাবে বাঁচবে। আমার ধান ৫০০ টাকায় যারা নিতে চাচ্ছে, তারাই আবার এই ধান গোডাউনে দেবে এক হাজার ৪০ টাকা মণে। অথচ আমি গোডাউনে নিয়ে গেলে বলবে ধান চিটা, কম শুকনা, ধান নিয়ে গোডাউনের সামনে ১৫ দিন বসে থাকতে হবে। এমন যন্ত্রণায় কৃষকরা গোডাউনে যান না।

কিষানি সখিনা বেগম বলেন, আমাদের দুখের শেষ নেই। খলা থেকেই পাওনাদারের ঋণ শোধ করতে কম দামে ধান বিক্রি করতে হবে। যে ধান পেয়েছি, এর দশ ভাগের এক ভাগও বাড়িতে নেওয়া হবে না।

সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় আড়ত মধ্যনগরে রোববার ধানের দাম ছিল ৭০০ থেকে ৭০৫ টাকা মণ। বৈশাখের শুরুর দিকে এই আড়তে ধানের দাম ছিল ৭২৫ টাকা। এই কয়দিনে ধানের দাম আরও কমে ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকায় নেমে এসেছে।

মধ্যনগর ধান-চাল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জ্যোতির্ময় রায় বলেন, ট্যাক্স ছাড়া বিদেশি চাল দেশে আসায় প্রচুর চাল বাজারে রয়েছে। এ জন্য চালের দাম বাজারে কম। আমাদের ক্রেতারা হচ্ছে চাঁদপুর, মদনগঞ্জ, আশুগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ কাঠপট্টি এলাকার মিলাররা। এরা ৭১০ টাকা মণের বেশি ধান কিনছে না। এ কারণে আমরাও ধানের দাম বাড়াতে পারছি না।

চাঁদপুরের মিল মালিক নকিব চৌধুরী বলেন, বাজারে প্রচুর আমদানি করা চাল রয়েছে। আমাদের চালের চাহিদা নেই। এ জন্য আমরা ধান কিনছি না। এখন ৬৯০ থেকে ৭০০ টাকায় ধান কেনা যাচ্ছে।

সুনামগঞ্জ জেলা সিপিবির সভাপতি চিত্তরঞ্জন তালুকদার বলেন, আমরা মনে করছি, কৃষক বাঁচাতে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র অস্থায়ী ভিত্তিতে দুই মাসের জন্য গ্রামে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। ধান-চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়াতে হবে।

কৃষক সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় আইনবিষয়ক সম্পাদক ধর্মপাশার কৃষক নেতা খায়রুল বাশার ঠাকুর খান বলেন, সরকার দ্রুত প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে ধান না কিনলে মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া বা সরকারদলীয় প্রভাবশালী ধান-চাল ব্যবসায়ীর কাছে গরিব কৃষকের ধান চলে যাবে।

জেলা প্রশাসক মো. সাবিরুল ইসলাম বলেন, কোনো অজুহাতে কৃষকের ধান ফেরত যাতে না যায়, আমরা সেই বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছি। সুনামগঞ্জ থেকে এবার ৩০ হাজার টন ধান সরকারিভাবে কেনার জন্য সুপারিশ পাঠিয়েছি আমরা।

কিশোরগঞ্জ : গত রোববার সরেজমিনে হাওরের প্রধান পাইকারি বাজার চামড়া নৌবন্দরসহ বিভিন্ন বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, নতুন ধান কেনাবেচা হচ্ছে। নতুন বোরো হাইব্রিড মোটা ধান প্রতি মণ ৫৫০ টাকা, ব্রি-২৯ ৬৩০ ও ব্রি-২৮ ধান ৬৫০ টাকা মণে কেনা হচ্ছে। অথচ এক মণ ধান উৎপাদন করতে তাদের ৭০০ টাকা খরচ হয়েছে। একাধিক কৃষক জানান, এ অবস্থা চলতে থাকলে একসময় কৃষক ধান চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। এ বছর ধানের দাম না থাকায় চরম হতাশায় পড়েছেন কৃষক। বর্তমান বাজারদরে উৎপাদন খরচ উঠছে না তাদের। সুদ ও লগ্নির টাকা কীভাবে পরিশোধ করবেন, এ নিয়ে ভাবনায় পড়েছেন তারা।

কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলায় বর্তমানে এক মণ ধান বিক্রির টাকায় এক কেজি মাংস কেনা যাচ্ছে না। বর্তমানে নিকলী উপজেলার সদর বাজারসহ বিভিন্ন বাজারে এক কেজি খাসির মাংসের দাম ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর এক মণ বোরো ধানের দাম ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা। নিকলীর আলিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক জহিরুল ইসলাম চরম হতাশায় দুঃখ করে বলেন, এভাবে কি আর সংসার করা যায়! এক মণ ধানে এক কেজি মাংস পাওয়া যায় না। ধান বেচে কামলা খরচ আর মানুষের ঋণ দিতে দিতেই টাকা শেষ। ছাতিরচর গ্রামের আওলাদ মিয়া বলেন, অনেক দিন ধরে ছেলেমেয়েদের মুখে খাসির মাংস দিতে পারিনি। গত শুক্রবার জুমার দিন সকালে এক মণ বোরো ধান ৬৫০ টাকায় বিক্রি করে নিকলী সদর বাজারে গিয়ে দেখি, এক কেজি খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকায়। বাধ্য হয়ে মাংস না নিয়ে খালি হাতেই বাড়িতে ফিরে আসি।

ইটনা উপজেলার বড়িবাড়ী গ্রামের কৃষক আবদুল লতিফ জানান, তার তিন একর জমিতে ২৪০ মণ ধান উৎপাদন হয়েছে। সার, কীটনাশক, সেচ ও অন্যান্য খরচ নিয়ে প্রতি মণ ধানে খরচ হয়েছে ৭০০ টাকার বেশি। বর্তমান বাজারমূল্যে ধান বিক্রি করে তার কয়েক হাজার টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে। অষ্টগ্রাম উপজেলার পূর্ব অষ্টগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঞ্জিত চক্রবর্তী জানান, এবার বাম্পার ফলন আশীর্বাদ হিসেবেই দেখছে হাওরবাসী। আবার ধানের দাম অত্যধিক কম হওয়ায় অভিশাপ নেমে এসেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পৌঁনে সাত লাখ টন অতিক্রম করবে। তবে ন্যায্যমূল্য না পেলে সার্বিক বাম্পার ফলন আর্থিকভাবে কৃষককে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৬ [illegible]
৯ মে ২০১৮

নিকলী (কিশোরগঞ্জ): ধান সংগ্রহে ব্যস্ত কৃষক —ইত্তেফাক

নিকলীতে শ্রমিক সংকট দুই মণ ধানেও মিলছে না একজন কৃষি শ্রমিক

■ নিকলী (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

নিকলী উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের হাওরে বোরো ধান কাটার পুরো মৌসুমে কৃষি শ্রমিক সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দুই মণ ধানের দামেও একজন কৃষি শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে নিকলীর শত শত কৃষক তাদের পাকা ধান কেটে বাড়িতে আনতে পারবেন কি-না এ ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

সরেজমিনে হাওর ঘুরে ও কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কোনো কৃষক অর্ধেক আবার কোনো কৃষক তার চেয়েও বেশি ধান কেটেছেন। উপজেলায় এখন বিস্তীর্ণ হাওরজুড়ে পাকা ধান থাকলেও কাটার শ্রমিকের অভাবে কৃষকরা পড়েছেন বিপাকে। হাওরে পাকা ধান কাটার জন্য দুই মণ ধানেও একজন শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নিরুপায় অনেক কৃষক আরো বাড়তি টাকা দিয়েই শ্রমিক লাগিয়ে ধান কাটছেন। এদিকে ধানের দাম কম থাকায় শ্রমিকের পেছনে ওই বাড়তি ব্যয়ের জন্য কৃষকরা আরো বেশি লোকসানের মুখে পড়ার আশঙ্কা করছেন।উপজেলার নোওয়াপাড়া গ্রামের কৃষক বাচ্চু মিয়া বলেন, একজন কৃষি শ্রমিককে দিতে হয় ১২'শ টাকা। তাই পরিবারের লোকজন নিয়েই জমির ধান কাটছি।

উপজেলার জাফরাবাদ গ্রামের কৃষক আছির উদ্দিন বলেন, এ বছর তিনি প্রায় ছয় একর জমিতে ব্রি ২৯ জাতের ধানের চাষ করেছেন। ১২'শ টাকা দিয়েও শ্রমিক না পাওয়ায় এখনও এক চিলতে জমির ধান কেটে ঘরে তুলতে পারছি না। অথচ দুই মণ ধানের দাম ১ হাজার টাকা। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ হারুণ অর রশিদ বলেন, চলতি বোরো মৌসুমে নিকলী উপজেলায় ১২ হাজার ২১০ হেক্টর জমিতে ইরি-বোরো ধানের চাষ হয়েছে। উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের হাওরে প্রায় ৭০% বোরো ধান কাটা হয়েছে। এ এলাকায় ব্রি ২৮ ও ব্রি ২৯ জাতের ধানের চাষ বেশি হয়। তবে শ্রমিকের মজুরি বেশি থাকায় কৃষকরা চিন্তিত।

সমকাল
বৃহস্পতিবার
১০ মে ২০১৮

শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়নে খালেক-মঞ্জুর ওয়াদা

■ খুলনা ব্যুরো

কারও হাতে লিফলেট, কারও হাতে নৌকার প্রতিকৃতি; সবার মুখে স্লোগান একটাই– 'উন্নয়ন বুঝে নিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন, শ্রমিকদের দুঃখ-ব্যথা বোঝে কে, খালেক ভাই ছাড়া আবার কে?'

গতকাল বুধবার সকাল ৯টায় নগরীর খালিশপুরের ক্রিসেন্ট জুট মিলের সামনে এমন স্লোগান শুনে মানুষ জড়ো হয়ে যায়। এরপর মিছিলটি এগিয়ে যায় পাটকলের ভেতরে শ্রমিক কলোনির দিকে। যার সামনে ছিলেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আবদুল খালেক। স্লোগান শুনে যারাই ঘর থেকে বের হচ্ছেন, তাদের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। হাত মেলাচ্ছেন, কাউকেবা বুকে জড়িয়ে ধরছেন। সঙ্গে থাকা সমর্থকরা তাদের হাতে লিফলেট তুলে দিয়ে বলছেন, 'নৌকায় একটা ভোট দিয়েন।'

আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার খালেক এদিন দুপুর পর্যন্ত খালিশপুর শিল্পাঞ্চল এলাকায় গণসংযোগ করেন। সকাল ৮টায় খালিশপুর খুলনা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। এরপর ৮, ১০ ও ১১ নং ওয়ার্ডের ক্রিসেন্ট জুট মিল, স্টাফ কোয়ার্টার, বিআইডিসি রোড, প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিল এলাকায় গণসংযোগ করেন। মাঝে দুটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়নে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

এ সময় শ্রমজীবী মানুষর সুখে-দুঃখে সব সময় পাশে থাকার অঙ্গীকার করে তালুকদার খালেক বলেন, শ্রমিক ও তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে 'শ্রমিক কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করা হবে। যথাসময়ে শ্রমিকের বেতন-ভাতা প্রদানসহ তাদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। তালুকদার খালেক বলেন, সিটি নির্বাচনে তাকে নৌকা প্রতীকে বিজয়ী করলে মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারপ্রধানের সঙ্গে আলোচনার পথ সুগম হবে। এ ছাড়া দুপুর ১টায় নগরীর হাদিস পার্কে নন-এমপিও শিক্ষকদের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তিনি। এরপর দেড়টায় নগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে অংশ নেন।

নজরুল ইসলাম মঞ্জুর সঙ্গে একবেলা : সকাল ৮টা থেকে খানজাহান আলী ও দৌলতপুর থানার বিএনপি নেতারা ফুলবাড়িগেট মোড়ে জড়ো হতে থাকেন। সকাল ৯টার দিকে তাদের অপেক্ষার অবসান হয়। ধানের শীষ লাগানো কালো জিপে নেতাকর্মীদের মাঝে হাজির হন বিএনপির মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু। এরপর শুরু হয় মিছিল। ফুলবাড়িগেট, মীরেরডাঙ্গা, কেবল ফ্যাক্টরি, সোনালী জুট মিলস, এ্যাজাক্স জুট মিলস, সেনপাড়া এলাকায় প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি।

নজরুল ইসলাম মঞ্জু মিছিলের মধ্যেই ভোট চাইছেন। লোকজনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, তাদের সঙ্গে আলিঙ্গন করছেন। মুরব্বিদের কেউ কেউ তার মাথায় হাত রেখে দোয়া করছেন। পেছনে কর্মীদের স্লোগান : 'সবার সেরা মার্কা, ধানের শীষ মার্কা, খালেদা জিয়ার মুক্তি দিন, ধানের শীষে ভোট দিন।' এ সময় হ্যান্ড মাইকে ভোটারদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'আপনার একটি ভোটই পারবে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে। গণসংযোগের সময় ফুলবাড়িগেট ও কেবল ফ্যাক্টরি এলাকায় পথসভা করেন মঞ্জু।

এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থীকে জেতাতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগাতে চাপ প্রয়োগ করছে। ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন, নির্বাচিত হলে শ্রমিকদের সকল ন্যায়সঙ্গত দাবি এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সর্বোচ্চ সহযোগিতা থাকবে। এদিন দুপুরে শহরের ডাকবাংলো ও চেম্বার ভবন এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি।

প্রথম আলো শনিবার, ১২ মে ২০১৮

পছন্দের কাজ পাচ্ছেন না ৬৬ লাখ নারী-পুরুষ

বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ

কর্মক্ষম বিশাল জনগোষ্ঠীর ২৭ লাখ এখনো পুরোপুরি বেকার। পছন্দের কাজ না পেয়ে নানা ধরনের খণ্ডকালীন কাজ খুঁজে নিয়েছেন অনেকে।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

দেশের প্রায় ৬৬ লাখ মানুষকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ তাঁরা স্থায়ী চাকরি বা কাজের জন্য উপযোগী। কিন্তু নিজেদের পছন্দমতো কাজ পাচ্ছেন না কিংবা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে কাজ করতে পারছেন না। তবে ভালো কাজ পেলে করবেন। তাই পরোক্ষভাবে তাঁদের বেকার বলা চলে।

এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কেউ এখন পুরোপুরি বেকার, কেউবা টিউশনি কিংবা খণ্ডকালীন কাজ করেন। আবার অনেক শিক্ষিত নারী-পুরুষ আছেন, যাঁরা কাজের উপযোগী হলেও কোনো কাজ করেন না। তাঁদের মধ্যে শিক্ষিত গৃহিণীই বেশি। সংসারের নানা চাপে কিংবা অন্য কোনো কারণে তাঁরা হয়তো আপাতত কাজ করছেন না।

অর্থনীতির ভাষায়, এই বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কর্ম-উপযোগী সম্ভাবনাময় শ্রমশক্তি বলা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ প্রকাশিত ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ প্রতিবেদনে এই চিত্র পাওয়া গেছে। সম্প্রতি এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনীতিতে উপযুক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ফলে সম্ভাবনাময় জনশক্তির অপচয় হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমশক্তির বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তারা কাজের বাইরে থাকছে। এটি জনসম্পদ অপচয়ের মতো। তাঁর মতে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেনতেন কাজ করতে চান না। একদম মেশিন চালানোর মতো কাজে তাঁদের অনীহা আছে।

জাহিদ হোসেন আরও বলেন, এ দেশে কাজের চাহিদা আছে, কিন্তু দক্ষ লোক নেই। চাহিদা ও জোগানের মধ্যে একধরনের ফারাক আছে। যেসব কাজের চাহিদা আছে, সেসব ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

বিবিএস সূত্রে জানা গেছে, দেশে ৬৫ লাখ ৭৫ হাজার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী আছে, যারা স্থায়ী কোনো কাজ করে না। তাদের মধ্যে নারীই বেশি। কর্মক্ষম নারীর সংখ্যা ৩৪ লাখ ৫৬ হাজার। আর পুরুষের সংখ্যা ৩২ লাখ ১৯ হাজার। এ জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশের বয়স আবার ১৫ থেকে ২৯ বছর, অর্থাৎ বয়সে তরুণ-তরুণী।

বিবিএসের জরিপ তথ্য অনুযায়ী, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রতি তিনজনের দুজনই কমপক্ষে মাধ্যমিক ডিগ্রিধারী। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করলে দেখা যায়, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬ লাখ ৬৫ হাজার নারী-পুরুষ আছেন, যাঁরা কমপক্ষে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েও পছন্দমতো কাজ পাচ্ছেন না। আর মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাস এমন নারী-পুরুষের সংখ্যা সাড়ে ৩৭ লাখ।

বিবিএসের জরিপে, কর্মক্ষম বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে বেকার, খণ্ডকালীন কর্মজীবী এবং সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠী—এ তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার কম কাজ করেন, এমন ব্যক্তিদের খণ্ডকালীন কর্মজীবী হিসেবে ধরা হয়েছে। বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী, খণ্ডকালীন কাজ করেন ১৪ লাখ ৬৫ হাজার জন। মূলত টিউশনি, খণ্ডকালীন বিক্রয় প্রতিনিধি, ফাস্ট ফুডের দোকানের বিক্রয়কর্মী, কল সেন্টারের কর্মী হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন তাঁরা। পছন্দের কাজ না পেয়ে বাধ্য হয়ে তাঁরা এসব খণ্ডকালীন কাজের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন। তাই নিজেদের এ কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নন তাঁরা।

অন্যদিকে কোনো ধরনের কাজ খুঁজেও না পেয়ে পুরোপুরি বেকার রয়েছেন এমন নারী-পুরুষের সংখ্যা ২৬ লাখ ৭৭ হাজার। তাঁরা সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করারও সুযোগ পাননি। এ বেকার শ্রেণিতে নারী ও পুরুষ প্রায় সমান সমান।

সম্ভাবনাময় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বলতে বোঝানো হয়েছে, যখন বিবিএস জরিপটি করেছে, তখন কোনো কারণে কাজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাজ খোঁজা শুরু করবেন। আবার অনেকে বিশেষ কারণে কাজ করতে চান না, কিন্তু যেকোনো কাজ দিলে করতে পারবেন, এমন ব্যক্তি আছেন ২৪ লাখ ৩৪ হাজার। এই শ্রেণিতে প্রায় ১৭ লাখই নারী। সংসারের ঝুট-ঝামেলায় তাঁদের অনেকেই চাকরি করেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে সময় ও ভালো সুযোগ পেলে কাজ করার ইচ্ছা আছে তাঁদের।

The Export Leader
CROWN CEMENT

প্রথম আলো শনিবার, ১২ মে ২০১৮

বদলে যাবে হাজারীবাগ

মামুনুর রশীদ, *ঢাকা*

হাজারীবাগের পুরোনো ট্যানারি শিল্প এলাকার ৬০ একর জায়গা নিয়ে মহাপরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান) তৈরি করছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। ভূমি পুনঃ উন্নয়নপদ্ধতি ব্যবহার করে এলাকাটিকে একটি মিশ্র (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

রাজউক কর্মকর্তারা বলছেন, এই পরিকল্পনার আওতায় ট্যানারি এলাকায় একাধিক জরিপকাজ শেষ হয়েছে। আলোচনা হয়েছে জমির মালিকদের সঙ্গে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন শেষ হওয়ার পর তাঁদের সঙ্গে আবার আলোচনা করে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।

ভূমির পুনঃ উন্নয়ন বা ল্যান্ড রি-ডেভেলপমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো এলাকার খণ্ড খণ্ড প্লটকে একত্র করে ব্লকভিত্তিক আবাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই পদ্ধতিতে বদলে গেছে সিঙ্গাপুরের চিত্র।

হাজারীবাগের এই এলাকা নিয়ে রাজউকের মহাপরিকল্পনা প্রসঙ্গে ঢাকার পরবর্তী বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার (ড্যাপ) প্রকল্প পরিচালক আশরাফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'ল্যান্ড রিডেভেলপমেন্ট পদ্ধতিতে হাজারীবাগের পুরোনো ট্যানারি এলাকাটি নতুন করে গড়ে তোলার ব্যাপারে আমরা সেখানকার কয়েকজন জমি-মালিকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁরা এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। জরিপের পর এখন সেখানে কী কী থাকতে পারে, কীভাবে থাকতে পারে—এ সবকিছু একটা মাস্টারপ্ল্যান তৈরির কাজ চলছে।'

১৯৫১ সালে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্যানারি শিল্প হাজারীবাগে নিয়ে আসা হয়। সেখানকার প্রায় ৬০ একর জমিতে প্রায় ২০৫টি ট্যানারি ছিল। গত বছর ট্যানারিগুলো পুরোপুরি সাভারের হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হয়। তারপর থেকে জায়গা খালি পড়ে আছে।

সম্প্রতি ভূমি পুনঃ উন্নয়নপদ্ধতিতে পুরান ঢাকার বংশালে ৩০ বিঘা ও ১০ বিঘা আয়তনের দুটি জায়গায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় রাজউক। তবে শেষ পর্যন্ত রাজউকের কর্মকাণ্ডের আস্থা না রাখতে পারায় স্থানীয় লোকজন এই প্রকল্পে আগ্রহী হয়নি।

হাজারীবাগ নিয়ে নতুন মহাপরিকল্পনা প্রসঙ্গে নগর গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, হাজারীবাগের প্লটগুলো ফাঁকা থাকায় সেখানে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। রাজউক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হলে অন্যদেরও আস্থা অর্জন করতে পারবে। তখন পুরান ঢাকার অধিবাসীরা তাদের এলাকায় এই পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী হবে।

রাজউকের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান বলেন, 'বংশালে আমরা যেটা পারিনি, সেটা হাজারীবাগে বাস্তবায়ন করা খুব সম্ভব। আমরা সেই চেষ্টাই করছি। আমার মনে হয়, এর মাধ্যমে আমরা একটা উদাহরণ তৈরি করতে পারব।'

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, পুরান ঢাকার অধিকাংশ প্লটের আয়তন আধা কাঠা থেকে দেড় কাঠার মধ্যে। এত ছোট প্লটে ভবন নির্মাণের জন্য অনুমোদন দেওয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, এসব প্লটসংলগ্ন সড়কগুলোও অনেক সরু। এই অবস্থায় প্লটগুলোকে একত্র করে যদি তিন বিঘা, পাঁচ বিঘা আয়তনের একেকটি ব্লক তৈরি করা যায়, তাহলে সেখানে নতুন করে নির্মিত বহুতল ভবনে প্রত্যেকে একাধিক ফ্ল্যাট পেতে পারেন। জমির পরিমাণ হিসাব করে কে কতটা ফ্ল্যাট পাবেন, সেটা নির্ধারণ করা যায়।

সংবাদ
Monday 14 May 2018

২০২৩ সালে ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন দক্ষ কর্মী সৃষ্টি হবে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

রপ্তানি খাতে ২০২৩ সালের মধ্যে ১.৫ মিলিয়ন দক্ষকর্মী সৃষ্টি হবে, রপ্তানি ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাড়বে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। তিনি বলেন, দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আমাদের রপ্তানি খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির বিকল্প নেই। দেশের রপ্তানি দ্রুত বেড়েই চলছে। সে তুলনায় আমাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা খুবই জরুরি। বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মোতাবেক দেশের রপ্তানি পণ্যের খাত ও বাজার বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্লাস্টিক খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এগুলো আমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় খাত।

গতকাল ঢাকায় লা মেরিডিয়ান হোটেলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'এক্সপোর্ট কমপিটিটিভনেস ফর জবস (ইসিএজে) প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির তিনি এসব কথা বলেন। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (ডাইরেকটর ট্রেড অর্গানাইজেশন) মো. ওবায়দুল আজম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব শুভাশীষ বসু এবং বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম লিডার। এছাড়া উল্লিখিত চার সেক্টরের ব্যবসায়ীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্লাস্টিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মো. জসিম উদ্দিন, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি কারক সমিতির প্রেসিডেন্ট মো. সাইফুল ইসলাম, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির মহাসচিব সারোয়ার হাসান আলো এবং এ প্রকল্পের বিশ্বব্যাংকের টিম লিডার হোসনা ফেরদৌস সুমী।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এ খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) এগিয়ে এসেছে। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে এ খাতে ১.৫ মিলিয়ন দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পে আইডিএ-এর সহায়তা থাকবে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকারের থাকবে ১৯.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পটি ২০২৩ সালে শেষ হবে। এর ফলে বাংলাশের পণ্য রপ্তানি বাড়বে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

তোফায়েল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েই চলছে। বিগত সাড়ে নয় বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ নিজ অর্থায়নে পদ্মসেতু নির্মাণ করছে। মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেল, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ দেশে বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প সফল ভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবার পর যারা বাংলাদেশকে বলতো বিশ্বের দরিদ্র দেশের মডেল, তলাবিহীন ঝুড়ি। আজ তারাই বলছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন মিরাকেল। গত অর্থ বছরে বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি করেছে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেবা খাতসহ মোট রপ্তানি ছিল ৩৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াবে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। সঙ্গত কারণেই আমাদের রপ্তানি খাতে দক্ষ জনমক্তি প্রয়োজন। দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন খুবই প্রয়োজন।

সংবাদ
মঙ্গলবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Tuesday 29 May 2018

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি বাড়াতে বরাদ্দ ও সময় বাড়ানো হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে নেয়া উদ্যোগের বরাদ্দ ও সময় বাড়ানো হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটির ব্যয়ে ৯ কোটি টাকা বৃদ্ধিসহ বাস্তবায়নে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ও পেতে যাচ্ছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো। গুরুত্ব বিবেচনায় আজ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সংশোধনীর জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হতে পারে। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

পরিকল্পনা কমিশন জানায়, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটি প্রথম সংশোধনের জন্য প্রস্তাব এসেছে পরিকল্পনা কমিশনে। প্রকল্পটির মূল পর্যায়ে ব্যয় ছিল ৫৫ কোটি টাকা। সংশোধনীর জন্য প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়ে ৬৪ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি আধুনিকায়ন হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে জনশক্তির চাহিদা মিটিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন করা হবে। গুরুত্ব বিবেচনায় আগামী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সংশোধনীর জন্য প্রস্তাব করা হতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে অনুমোদনের পর চলতি বছরে এর কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ২০১৯ সাল নাগাদ বাস্তবায়নের মেয়াদ বাড়ানো প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দেশে ও বিদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্প/শিপইয়ার্ড/ডকইয়ার্ড ও নৌ পরিবহন সেক্টরের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ কর্মী তৈরির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব হবে। এর আওতায় প্রশিক্ষকদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাবে। তাছাড়া এ প্রকল্পটির মাধ্যমে একাডেমিক ভবন, ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেল, আবাসিক ভবন, ডরমেটরিসহ অন্য ভবন নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির মাধ্যমে একাডেমিক ভবন, দুটি ছাত্র হোস্টেল ও একটি ছাত্রী হোস্টেল, কয়েকটি ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন আবাসিক ভবন ও অন্য স্থাপনা ও একটি ছাত্রী হোস্টেল ডকুমেন্টারি কাম গেস্ট হাউসের কাজ চলমান আছে। পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানিয়েছে, ১৩ একর ভূমির ওপর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা) প্রণয়নের সময় বিভিন্ন পূর্ত কাজের বিপরীতে খসড়া প্রাক্কলনে যে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে বাস্তবে ওই নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে কাঠামোগত কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। যার ফলে এ প্রকল্পের ব্যয় কিছুটা বাড়ছে।

বুধবার, ১৬ মে ২০১৮, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ প্রথম আলো

চাকরিতে স্থায়ী হচ্ছেন ৪ হাজারের বেশি কর্মচারী

বিটিসিএল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

টানা আট দিনের আন্দোলনের পর বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেডে (বিটিসিএল) কর্মরত প্রায় ৪ হাজার ৩০০ ওয়ার্কচার্জড ও মাস্টাররোল কর্মচারীকে চাকরিতে স্থায়ীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে তাঁদের চাকরি স্থায়ী করা হবে।

কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পর গত সোমবার আন্দোলনকারীরা তাঁদের 'লাগাতার অবস্থান' কর্মসূচি স্থগিত করেন। এর আগে টানা আট দিন ওয়ার্কচার্জড, মাস্টাররোল কর্মচারীরা পরিবাগে বিটিসিএলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

বিটিসিএলের ওয়ার্কচার্জড-মাস্টাররোল শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়, গত সোমবার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সঙ্গে বিটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের আলোচনা হয়। এ সময় বিটিসিএলে কর্মরত ওয়ার্কচার্জড, মাস্টাররোল কর্মচারীদের আত্তীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের পর কর্মচারীরা তাঁদের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি সাময়িক স্থগিত করেছেন।

মাস্টাররোল শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মো. ইকবাল হোসেন বলেন, 'রোববার বিকেলে বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনায় বসি। এতে আগামী ১ জুলাই থেকে বিটিসিএলের অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়নের পর ৩১ আগস্টের মধ্যে বিটিসিএল পরিচালনা পর্ষদ সভার মাধ্যমে ওয়ার্কচার্জড ও মাস্টাররোল কর্মচারীদের একই সঙ্গে আত্তীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিটিসিএলের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বিটিসিএলের চাকরিবিধি অনুযায়ী ওই কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী করা হবে।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ১৭ মে ২০১৮

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

হকার পুনর্বাসন কর্মসূচি অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পুনর্বাসনের মাধ্যমে ফুটপাত হকারমুক্ত করতে গত বছর ৯ কোটি ৯৮ লাখ টাকার একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। এখন পর্যন্ত কর্মসূচিটি অনুমোদন পায়নি। এর ফলে ফুটপাত হকারমুক্ত হওয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

ডিএসসিসি ২০১৭ সালে এই কর্মসূচি নিয়েছিল। ওই বছর ২৭ নভেম্বর সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ বিলাল একটি চিঠিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে কর্মসূচির বিষয়টি উপস্থাপন করেন।

কর্মসূচিটির অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ৭ মে ডিএসসিসির মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন প্রথম আলোকে বলেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি বিস্তারিত বলতে পারবেন।

খান মোহাম্মদ বিলালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কর্মসূচিটি মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন। ডিএসসিসির তথ্য অনুযায়ী, এই কর্মসূচির আওতায় হকারদের ঋণের ব্যবস্থা করা, বিদেশে পাঠানো, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া, ভ্যানগাড়ি সরবরাহ, হলিডে মার্কেট চালু, হকার নিবন্ধন প্রভৃতি কাজ করার পরিকল্পনা ছিল।

এর আগে ২০১৭ সালের ১১ জানুয়ারি ডিএসসিসিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় গুলিস্তান এলাকার হকারদের পরিচয়পত্র দেওয়া, লাইনম্যানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, হকারদের বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরির ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

গত ১৭ মাসেও এসব সিদ্ধান্তের কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার হায়াৎ। তিনি বলেন, সিটি করপোরেশনকেন্দ্রিক একটি সিন্ডিকেটই চায় না ফুটপাত হকারমুক্ত হোক। কারণ হচ্ছে চাঁদা।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ২০১৬ সালের এক গবেষণা অনুযায়ী, রাজধানীর ফুটপাতে বসা হকারদের কাছ থেকে প্রতিবছর আদায় করা চাঁদার পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা, যা দুই সিটি করপোরেশনের বাজেটের প্রায় সমান।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ হকার্স ফেডারেশনের সভাপতি এম এ কাশেম বলেন, সিটি করপোরেশনের কিছুটা আন্তরিকতার অভাব ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য আগের সিদ্ধান্তগুলো সফল হয়নি। একই কারণে কর্মসূচিটিও অর্থ মন্ত্রণালয়ে আটকে আছে। কর্মসূচিটির বাস্তবায়ন হলে ফুটপাত হকারমুক্ত হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

যুগান্তর মঙ্গলবার ১৫ মে ২০১৮
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

নতুন উদ্যমে প্রস্তুত মিরপুর বেনারসি পল্লী

হামিদ-উজ-জামান

গত বছর ব্যবসা ভালো যায়নি। কিন্তু তাতে কি? ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা থেমে নেই। নতুন উদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করেছেন রাজধানীর মিরপুর বেনারসি পল্লীর ব্যবসায়ীরা। আগামী রোজার ঈদে প্রায় ১৫ কোটি টাকার শাড়ি বিক্রির প্রত্যাশা করছেন তারা। এর মধ্যেই নতুন নতুন ডিজাইনের শাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ। এখন চলছে দোকানে তোলার পালা। ঈদ সামনে রেখে পল্লীজুড়েই চলছে সাজ সাজ রব। বৃহস্পতিবার সরেজমিন বেনারসি পল্লী ঘুরে দেখা গেছে এ চিত্র।

মিরপুর বেনারসি পল্লী দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কাশেম যুগান্তরকে বলেন, গত বছর নানা কারণে আমাদের ব্যবসা ভালো যায়নি। কাঙ্ক্ষিত বেচা-বিক্রি হয়নি। কিন্তু এবার আশা করছি শতাধিক দোকানে ১০-১৫ কোটি টাকার শাড়ি বিক্রি হবে। আগামী ঈদে দেশি শাড়ির কালেকশন বাড়ানোর প্রতি সব ব্যবসায়ীই মনোযোগ দিয়েছেন। তাছাড়া ক্রেতাদের মধ্যেও দেশীয় শাড়ির প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ঈদের প্রস্তুতি শেষের পর্যায়ে। ৫-৭ দিনের মধ্যেই ঈদের কালেকশন পুরোপুরি শো-রুমে চলে আসবে।

> এ বছর ১০-১৫ কোটি টাকার শাড়ি বিক্রির আশা ব্যবসায়ীদের

পাবনা বেনারসি মিউজিয়ামে গিয়ে দেখা যায় বাহারি সব নাম, রঙ ও ডিজাইনের শাড়ির বিপুল সমাহার। তবে ঈদের সব শাড়ি এখনও আসেনি। দোকানের কর্মকর্তা মো. আমীর জানান, তার দোকানে মিরপুর কাতান পাওয়া যাচ্ছে ১৫ থেকে ৫০ হাজার টাকায়। এছাড়া অপেরা কাতান ৬-৭ হাজার টাকা, কাঞ্জিভরন (পিয়র) ১৫ থেকে ৬৫ হাজার টাকা, মিরপুরের খাদি ৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা, বিন্দু রানী ৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা, বিয়ের বেনারসি ৩ থেকে ৪০ হাজার টাকা, ভারতীয় পাটি লেহেঙ্গা ৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা, ঢাকাই জামদানি ৩ থেকে ৩০ হাজার টাকা, টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি ৮শ' থেকে ৪ হাজার টাকা, টাঙ্গাইলের সফট সিল্ক আড়াই হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা, ইন্ডিয়ান গাদোয়াল ৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা (এর মধ্যে সুতি ও কাতান দু'ধরনেরই শাড়ি রয়েছে)।

পিয়া শাড়ির কর্মকর্তা সিরাজ শেখ জানান, তাদের দোকানে নিজস্ব তৈরি কাতান শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে ১ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে। এছাড়া ঢাকাই জামদানি ২ থেকে ১০ হাজার টাকা, টাঙ্গাইলের তাঁত শাড়ি ১২শ' থেকে ৫ হাজার টাকা, টাঙ্গাইলের সিল্ক (হাফ ও ফুল) ১২শ' থেকে ৫ হাজার টাকা, মিরপুর বেনারসি ব্রাইডাল শাড়ি ৪ থেকে ২৫ হাজার টাকা, শিপন দেড় হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা, জর্জেট প্রিন্ট ১-৩ হাজার টাকা এবং কাঞ্জিভরন (কাতান) পাওয়া যাচ্ছে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। তিনি বলেন, ঈদের মাল আসতে আর ৫ থেকে ৭ দিন সময় লাগবে।

নিউ বেনারসি বুননের মালিক রঞ্জু জানান, তার দোকানে শুধু মিরপুর কাতান শাড়ি বিক্রি হয়। এসব শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে আড়াই হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকায়। তিনি বলেন, এবার ঈদে অনেক ভালো বিক্রি হবে বলে আশা করছি।

বেনারসি পল্লীর বিণবাজার, রূপ সিঙ্গার, এশিয়া বাজার, পাবনা এম্পেরিয়াম, জারাসহ বিভিন্ন দোকানে রয়েছে বিশাল শাড়ির সমাহার। এসব দোকানে কর্মকর্তারা জানান, আগামী ঈদ ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে। কিছু কিছু কালেকশন এর মধ্যেই এসেছে। বেশিরভাগই এখনও আসেনি। তবে কারিগররা অর্ডার অনুযায়ী কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের ফিনিশিং কাজ। আশা করা হচ্ছে রমজান শুরুর আগেই ঈদের শাড়ি সংগ্রহ করতে পারবেন ক্রেতারা।

বেনারসি পল্লীর একাধিক ব্যবসায়ী জানান, বর্তমানে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা একদিকে পাইকারি শাড়ি পাঠিয়ে দেশের বাজার সয়লাব করে দিচ্ছেন। অন্যদিকে ভিসা সহজ করায় খুচরা ক্রেতারাও ছুটে যাচ্ছেন কলকাতাসহ ভারতের অন্যান্য শহরে। ফলে আমরা দু'দিক থেকেই মার খাচ্ছি। সরকারের উচিত ব্যবসায়ী ও দেশের স্বার্থে এ বিষয়টির দিকে নজর দেয়া।

ঢাকা : মঙ্গলবার ১ জৈষ্ঠ্য ১৪২৫
Dhaka : Tuesday 15 May 2018
সংবাদ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) : অবৈধ কয়লা কারখানায় কাজ করছেন শ্রমিকরা —সংবাদ

সংরক্ষিত বনের ভেতর কয়লার কারখানা!

পরিবেশ প্রতিবেশ হুমকিতে

শামসুল ইসলাম শহীদ, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল)

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বন বিভাগের সংরক্ষিত বনাঞ্চল আইন অমান্য করে পাহাড়ি অঞ্চল খ্যাত আজগানা, তরফপুর, বাঁশতৈল ও গোড়াই ইউনিয়নের সাতটি গ্রামের ৮ স্থানে ৩২টি কয়লার কারখানা গড়ে উঠেছে। এ কারণে ওইসব এলাকায় পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে। এসব কারখানায় অবাধে শাল, গজারিসহ বিভিন্ন ধরনের কাঠ পুড়িয়ে কয়লা বানানো হয়। ওখানকার সৃষ্ট ধোঁয়ায় বৃদ্ধ ও শিশুদের শ্বাসকষ্ট নানা ধরনের সমস্যা তৈরী হচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, এলাকাগুলোতে প্রায় ১২ ফুট গোলাকৃতির ১৫ ফুট উঁচু কারখানায় কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। চুল্লিগুলো ইট ও কাদা মাটি দিয়ে তৈরি। কারখানার আশপাশেই স্তূপ করে কাঠ রাখা আছে। পাশেই রয়েছে বন বিভাগের গাছপালা। অদূরে আছে কিছু বসতঘর ও বাজার।

খাটিয়ারাহাট এলাকার কারখানার শ্রমিক গায়রোবেতিল গ্রামের জগদিশ জানান, একটি কারখানায় কাঠ পুড়িয়ে কয়লা বানাতে ১৪ দিন সময় লাগে। প্রতিটি কারখানায় মাসে দুবার ৮০ থেকে ৯০ মণ কাঠ পুড়িয়ে ৩০ কেজি ওজনের ৪০ বস্তা কয়লা তৈরি হয়। চিতেশ্বরী এলাকার ব্যবসায়ী মান্নান সরকারের দেয়া তথ্যমতে, চিতেশ্বরী ও খাটিয়ারহাটে ১২টি এবং গায়রাবেতিল, আজাগানা ও মাটিয়াখোলাতে ১৬টি কারখানা রয়েছে। ছিট মামুদপুর ও রহিমপুর এলাকায় আরও চারটি কারখানা রয়েছে। এসব কারখায় তৈরি করা প্রতি বস্তা কয়লা তারা ৬২০ থেকে ৬৫০ টাকা দরে পার্শ্ববর্তী আজগানা ও আশেপাশের বাজারে বিক্রি করেন। কারখানার শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের দেয়া তথ্যমতে, ৩২টি কারখানায় মাসে প্রায় ৩ হাজার মণ কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। অথচ বন বিভাগের লোকজন সেদিকে খেয়াল করছে না। এদিকে, বনের ভেতর কাঠ পোড়ানোয় সৃষ্ট ধোঁয়ার কারণে আশপাশে বসবাসকারী লোকজনের মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। রাস্তাঘেষে গড়ে ওঠা কারখানাগুলোর ধোঁয়ায় কোমলমতি শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের ভয়ে সাধারণ মানুষ কিছু বলতে পারে না। চিতেশ্বরী গ্রামের নজরুল ইসলাম ও সুরুজ মিয়া জানান, কারখানাগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলছে। কারখানার ধোঁয়ার কারণে শিশু ও বৃদ্ধদের শ্বাসকষ্টসহ নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) টাঙ্গাইলের জ্যেষ্ঠ গবেষণা কর্মকর্তা সোমনাথ লাহিরী জানান, বনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে পরিবেশ বিধ্বংসী কোনো কারখানা গড়ে তোলা বেআইনি।

কারখানাগুলোর কারণে জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন হচ্ছে। ধোঁয়া থেকে উৎপাদিত কার্বন এবং কার্বন মনোক্সাইড বাতাসের সঙ্গে মিশে হাইড্রো কার্বণ তৈরি হচ্ছে। যা প্রবিবেশ (জীব অনুজীব) ব্যবস্থা (ইকোসিস্টেম) ধ্বংস করেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বন নষ্ট হয়ে যাবে। বেলার পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে বিষয়টি নিয়ে রিট করতে যাচ্ছি।

এ জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। বন বিভাগের বাঁশতৈল রেঞ্জ কর্মকর্তা ফজলুল হক জানান, গ্রামগুলো বাঁশতৈল রেঞ্জের আওতায় থাকলেও কারখানাগুলো বন বিভাগের জায়গার বাইরে। পরিবেশ ধ্বংস করার চেষ্টার কারণে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর টাঙ্গাইলের পরিদর্শক সজীব কুমার ঘোষ বলেন, পরিবেশ নষ্ট করা কারখানাগুলো ধ্বংস করা হবে। একইসঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

প্রথম আলো রোববার, ২৭ মে ২০১৮,

কাজ মেলে, আবার মেলে না

সংবাদদাতা, গাজীপুর

বহু মানুষের আনাগোনা। কারও হাতে কোদাল, কারও কাছে মাটি কাটার ঝুড়ি। আবার কারও হাত ফাঁকা। সবার উদ্দেশ্য একটাই—কাজ পাওয়া। লোকজন আসবেন। দর-কষাকষি হবে। তাঁদের নিয়ে যাবেন কাজের জন্য।

জয়দেবপুর রেলস্টেশনের উত্তর পাশে ভোর পাঁচটা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত এমন দৃশ্য রোজকার। প্রতিদিন ৪০০-৫০০ দিনমজুর জড়ো হন সেখানে। সেখানে সরদার আছেন। তাঁদের প্রতিজনের তত্ত্বাবধানে থাকেন ৮ থেকে ১০ জন দিনমজুর। যাঁরা দিনমজুরের খোঁজে আসেন, তাঁদের সঙ্গে দর-কষাকষি করেন এই সরদারেরাই। এ জন্য তাঁরা কিছু লাভ রাখেন।

গতকাল শনিবার সকালে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, কাজের জন্য অপেক্ষা করছেন পাঁচ শতাধিক দিনমজুর। কয়েকজন জানালেন, কাজের ধরন অনুযায়ী দৈনিক ভাতা নির্ধারণ হয়। ধান কাটার কাজে দৈনিক ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা। মাটি কাটার কাজে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। আর নির্মাণকাজে শ্রমিকের দৈনিক আয় ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা। কাজের চাপ বেশি থাকে ধান কাটার মৌসুমে। তখন কোনো শ্রমিক বেকার থাকেন না। শ্রমিকেরা জানালেন, এখন 'ঢাল সিজন'। কাজ কম। তাই অনেককে অলস বসে থাকতে হয়।

গতকাল গাজীপুর সদর উপজেলার খুন্দিয়া গ্রাম থেকে দিনমজুর নিতে এসেছেন ব্যবসায়ী আবদুল হারিস। তিনি পুকুর ভরাট করবেন। মাটি কাটার জন্য পাঁচ-ছয়জন শ্রমিক দরকার। তিনি রেলস্টেশনে যেতেই তাঁর কাছে ছুটে গেলেন রহমত, ফোরকান, ইখলাসসহ চারজন দিনমজুর। কিন্তু আবদুল হারিস নিলেন না। কারণ, তাঁর তিন দিনের জন্য একসঙ্গে ছয়জন শ্রমিক দরকার। পাশ থেকে এগিয়ে এলেন শ্রমিকসরদার মো. বিল্লাল। তিনি তাঁর দলের ছয়জনকে চুক্তিতে দিয়ে দিলেন। জানতে চাইলে বিল্লাল বলেন, এক দিনের কাজের জন্য তিনি শ্রমিক দেন না। একাধিক দিন ও বেশি শ্রমিক লাগলেই তিনি সরবরাহ করেন।

এ বাজারে সব সময় কাজ থাকে না। ময়মনসিংহ জেলার খোকন মিয়া বলেন, '১৪ দিন ধরে কোনো কাজ পাই না। ধান কাটা শেষ। তাই কামের ভাটা পড়ছে।' জোসনা বেগম বললেন, 'ভোর সাড়ে পাঁচটায় আইছি। এখন সকাল নয়টা বাজে। তাও কোনো কাজ পাইলাম না।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩
১৭ মে ২০১৮

তাঁত শিল্পের দুর্দিন

প্রকৃত অবস্থা জানতে শুমারি করছে বিবিএস

■ আলাউদ্দিন চৌধুরী

বাংলাদেশের তাঁত বস্ত্রের রয়েছে সোনালী ঐতিহ্য। হস্তচালিত তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে এ শিল্পের সুদিন। কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষি ও গার্মেন্টস শিল্পের পরেই তৃতীয় বৃহত্তম এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত হচ্ছে তাঁত খাত। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার ৪০ শতাংশ তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৬৮ দশমিক ৭৯ কোটি মিটার। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক দিয়ে তাঁত শিল্প খাতের অবদান এক হাজার ২২৭ কোটি টাকারও বেশি। তবে এই খাতের হালনাগাদ পরিসংখ্যান না থাকায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণে বিঘ্ন ঘটছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ১০ বছর অন্তর তথ্যাদি হালনাগাদ করার বিধান থাকলেও ২০০৩ সালের পর দেশে আর তাঁত শুমারি হয়নি। ইতোমধ্যে তাঁত ও তাঁতীদের সংখ্যার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সম্প্রতি তাঁত শুমারি প্রকল্পের আওতায় প্রকৃত অবস্থা জানতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁত শুমারির প্রকল্প পরিচালক (উপ পরিচালক) মহিউদ্দিন আহমেদ ইত্তেফাককে বলেন, এ শুমারিটি প্রচলিত অন্যান্য শুমারির চেয়ে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ও অপেক্ষকৃত জটিল।

এবারের শুমারিতে তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে আনা হবে। বিগত দুটি শুমারির ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলাদেশে তাঁতের সংখ্যা ক্রম হ্রাসমান। দেশে বিদ্যমান তাঁত সংখ্যা, তাঁত শিল্পে নিয়োজিত লোক সংখ্যার প্রকার, মোট তাঁত পণ্য উৎপাদন, কাউন্ট ভিত্তিক সুতার চাহিদা, তাঁতিদের বিদ্যমান সমস্যা, মূলধন, বিপণন ব্যবস্থা, তাঁত শিল্পের ভবিষ্যত সম্ভাবনা, সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ এবং দেশের তাঁত খাত সম্পর্কিত একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার সৃষ্টির জন্য তাঁত শুমারি করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬০টি জেলায় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বিবিএস সূত্রে জানা যায়, ২০০৩ সালে সর্বশেষ তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে মোট ৫ লাখ ৫ হাজার ৫৬৫ টি তাঁত রয়েছে এবং তাঁত শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে দেশের প্রায় ৮ লাখ ৮৮ হাজার ১১৫ জন নারী-পুরুষ কর্মরত আছে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৪ লাখ ১৫ হাজার ৭৪৮ ও ৪ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৭ জন। বিবিএস এর ১৯৯০ ও ২০০৩ সালের তাঁত শুমারির ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলাদেশে তাঁতের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৯০ সালে দেশে মোট ২ লাখ ১২ হাজার ৪২১ টি তাঁত ছিল যা ২০০৩ সালে হ্রাস পেয়ে এক লাখ ৮৩ হাজার ৫১২ টি হয়েছে। বিবিএস জানায়, দেশে বাগেরহাট, ভোলা, চাঁদপুর ও লক্ষীপুর জেলায় তাঁত বা তাঁতী পাওয়া যায়নি।

গত মঙ্গলবার সরেজমিন মিরপুরে বেনারসি পল্লীতে তাঁত শুমারির তথ্য সংগ্রহকালে স্থানীয়রা জানান, প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছেন তারা। সরকার ইতোপূর্বে ১৯৯৫ সালে ভাসানটেক এলাকায় ৪০ একর জমির উপর বেনারসি পল্লী, মিরপুর শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু মামলার কারণে তাঁতপল্লী ভাষানটেকে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই অঞ্চলের তাঁতীরা অবর্ননীয় অবস্থার মধ্যে বাস করছে। অনেকেরই সেখানে আবাসন ব্যবস্থা নেই, তাদের পণ্য বিপণনের নিজস্ব কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছেন। আর্থ সামাজিক ভাবেও পিছিয়ে পড়ছেন তারা। স্থানীয়রা জানান, বেনারসি পল্লীতে এখন হাজার খানেক তাঁত থাকলেও সচল রয়ে সাত থেকে আটশ তাঁত।

প্রথম আলো বুধবার, ২৩ মে ২০১৮

রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার পেয়েছে ১৩ প্রতিষ্ঠান

শিল্প খাতে অবদান

ছয়টি শ্রেণিতে শিল্পকারখানাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। মনোনীতদের চূড়ান্ত তালিকা করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের শিল্প খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার পেয়েছে দেশের ১৩টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গতকাল মঙ্গলবার এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় তিনি দেশের শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখতে বিনিয়োগের নতুন ও সম্ভাবনাময় খাত খুঁজে করার আহ্বান জানান।

শিল্প মন্ত্রণালয় গতকাল রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে ছয়টি শ্রেণিতে শিল্পকারখানাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের চূড়ান্ত তালিকা গত ৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করে শিল্প মন্ত্রণালয়।

এ বছর মাঝারি শিল্প শ্রেণিতে কুষ্টিয়ার বিসিক শিল্প নগরীর বিআরবি পলিমার লিমিটেড, গাজীপুরের চিটাগাং ডেনিম মিলস লিমিটেড ও সাভারের বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড পুরস্কার পেয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছে ময়মনসিংহের ভালুকার রানার অটোমোবাইল লিমিটেড, গাজীপুরের অকো-টেক্স লিমিটেড এবং সিলেট দক্ষিণ সুরমার মেসার্স আবুল ইন্ডাস্ট্রিজ।

বৃহৎ শিল্প শ্রেণিতে নারায়ণগঞ্জের ফারিহা স্পিনিং মিলস লিমিটেড, কেরানীগঞ্জের স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড ও ময়মনসিংহের এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডকে পুরস্কার দেওয়া হয়। হাইটেক শিল্প শ্রেণিতে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার সুপার স্টার ইলেকট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিমিটেড এবং ঢাকার মহাখালীর সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড পুরস্কার পেয়েছে। মাইক্রো শিল্পে ঢাকার মোহাম্মদপুরের স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস এবং কুটিরশিল্পে পুরস্কার পেয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ের তাঁতীপাড়ার 'কারুপণ্য কুটিরশিল্প'।

বাসস জানায়, অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, '২০২১ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীত করা আমাদের লক্ষ্য। বাস্তবতা বিবেচনা করে সরকার বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দিয়ে আসছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের উদ্যোক্তাদের এক অঙ্কের সুদে ঋণ প্রদান এবং এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ঋণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমি বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।'

রাষ্ট্রপতি বলেন, কর রেয়াতসহ বিনিয়োগে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়ায় দেশের শিল্প খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। শিল্প খাতে দূরদর্শী ও উদ্যোক্তা-বান্ধব নীতির ফলে দেশে সবুজ শিল্পায়নের ধারা জোরদার হয়েছে। তৈরি পোশাক, চামড়া, ওষুধ, জাহাজ নির্মাণ, বাইসাইকেলশিল্পে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া সিরামিক, প্লাস্টিক, আসবাব, ইলেকট্রনিকসসহ বেশ কিছু শিল্প বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে এবং বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অতিরিক্ত ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমীর হোসেন আমু, মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে মনির হোসেন বক্তব্য দেন।

এদিকে রানার গ্রুপ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তাদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, একসময় মোটরসাইকেলের পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। এতে বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যেত। কিন্তু এরই মধ্যে রানার অটোমোবাইলসহ কয়েকটি স্থানীয় ব্র্যান্ড ২৫ শতাংশের বেশি বাজার দখল করেছে।

প্রথম আলো বুধবার, ৩০ মে ২০১৮

গরিবের সংখ্যা বাড়ছে উত্তরের পাঁচ জেলায়

দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি কুড়িগ্রামে, কম নারায়ণগঞ্জে

প্রবৃদ্ধির উল্টো চিত্র

দেশে প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বাড়লেও দারিদ্র্য বেড়েছে রংপুর অঞ্চলে। ফলে উত্তরের সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আয়বৈষম্য তৈরি হয়েছে।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

উত্তরবঙ্গে গরিব মানুষ বেড়েছে। দেশে সবচেয়ে গরিব মানুষ এখন কুড়িগ্রামে। এই জেলার প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৭১ জনই গরিব। এরপরই অবস্থান দিনাজপুরের। এই জেলায় দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে ৬৪ শতাংশ মানুষ। অন্যদিকে গরিব মানুষ সবচেয়ে কম নারায়ণগঞ্জে, মাত্র ২ দশমিক ৬ শতাংশ।

দেশে প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বাড়লেও একই সঙ্গে বাড়ছে আয়বৈষম্য। ফলে দারিদ্র্য বেড়ে গেছে রংপুর অঞ্চলে। আর এতে উত্তরের জেলাগুলোর সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের জেলাগুলোর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। রংপুর বিভাগের দারিদ্র্যের হার এখন ঢাকা ও সিলেট বিভাগের চেয়ে তিন গুণ বেশি।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দারিদ্র্য বেশি, এমন ১০টি জেলার মধ্যে ৫টিই রংপুর বিভাগের। জেলাগুলো হলো কুড়িগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের একটি অংশে নতুন করে দারিদ্র্যের তীব্রতা ফিরে এসেছে। তালিকায় থাকা অন্য জেলাগুলো হলো বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও মাগুরা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ আয় ও ব্যয় খানা জরিপ এবং দারিদ্র্য মানচিত্র প্রতিবেদনে এই চিত্র পাওয়া গেছে। দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি প্রকাশিত এই জরিপ বিশ্লেষণ করে একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করেছে। গত সপ্তাহে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে উত্তরাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তা গরিব পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে না। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সহায়ক হচ্ছে না।

সবচেয়ে বেশি দরিদ্র তিন জেলা

জেলা	২০১০	২০১৬
কুড়িগ্রাম	৬৩.৭১	৭০.৮
দিনাজপুর	৩৭.৩	৬৪.৩
বান্দরবান	৪০.১	৬৩.২

সবচেয়ে কম দরিদ্র তিন জেলা

জেলা	২০১০	২০১৬
নারায়ণগঞ্জ	২৬.১	২.৬
মুন্সিগঞ্জ	২৮.৭	৩.১
মাদারীপুর	৩৪.৯	৩.৭

সূত্র: বিবিএস

উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও পিপিআরসির চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, মঙ্গা অঞ্চল হিসেবে পরিচিত উত্তরবঙ্গে যে মঙ্গা ছিল, তাতে বড় পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তবু কেন ওই অঞ্চলে দারিদ্র্য বাড়ছে, এটা একধরনের ধাঁধার মতো। ৬ থেকে ৭ শতাংশ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি পরও কেন ওই অঞ্চলে দারিদ্র্য কমছে না? তাই প্রবৃদ্ধির ধরন নিয়ে প্রশ্ন আসছে। দেখা যাচ্ছে, রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের ফলে প্রাথমিকভাবে এত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু এই রাস্তাঘাট ব্যবহার করে নতুন কোনো বিনিয়োগ আসছে না। ফলে প্রবৃদ্ধির সুফল তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। এসব বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন।

রংপুর ও রাজশাহীর হাল

বিবিএস সূত্রে জানা গেছে, ২০১০ সালে রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ, ছয় বছর পর ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ। অন্যদিকে একই সময়ে রাজশাহী বিভাগে দারিদ্র্য ১ শতাংশীয় পয়েন্ট কমে প্রায় ২৯ শতাংশ হয়েছে। এর মানে হলো রাজশাহী অঞ্চলে দারিদ্র্য পরিস্থিতি খুব বেশি বদলায়নি।

রংপুর বিভাগে মোট আটটি জেলা আছে। ছয় বছরের ব্যবধানে কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, লালমনিরহাটের দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার দিনাজপুরে আগে ছিল ৩৮ শতাংশ, এখন হয়েছে ৬৪ শতাংশ। কুড়িগ্রামে ৬৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭১ শতাংশ হয়েছে। আর লালমনিরহাটে সাড়ে ৩৪ শতাংশ থেকে ৪২ শতাংশ হয়েছে। বিভাগের অন্য পাঁচটি জেলায় দারিদ্র্য পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হয়নি, ২-৩ শতাংশের মতো দারিদ্র্য কমেছে। দারিদ্র্যের হার এখন রংপুরে ৪৪ শতাংশ, গাইবান্ধায় ৪৭ শতাংশ, ঠাকুরগাঁওয়ে ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ, পঞ্চগড়ে ২৬ দশমিক ৩ শতাংশ ও নীলফামারীতে ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ।

রাজশাহী বিভাগে ২০১০ ও ২০১৬ সালের মধ্যে সার্বিকভাবে দারিদ্র্য পরিস্থিতি প্রায় অপরিবর্তিত আছে। তবে জেলাওয়ারি দারিদ্র্যের বেশ উত্থান-পতন হয়েছে। কোনো কোনো জেলায় দারিদ্র্য বেশ কমেছে, আবার কোনো জেলায় দারিদ্র্য বেশ বেড়েছে। বিবিএসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বগুড়া, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় দারিদ্র্য অনেক বেড়েছে। ছয় বছরের ব্যবধানে নওগাঁ জেলায় দারিদ্র্যের হার দ্বিগুণ হয়ে ৩২ শতাংশ ছেড়িয়ে গেছে।

বণিক বার্তা
সোমবার ■ মে ৭, ২০১৮ ■ বৈশাখ ২৪, ১

১০% কারখানার নিয়ন্ত্রণে পোশাক খাতের ব্যবসা

বদরুল আলম ■

১৯৮৪ সালে একটিমাত্র কারখানার মাধ্যমে পোশাক খাতে যাত্রা করে হা-মীম গ্রুপ। এরপর সাড়ে তিন দশকে গ্রুপটিতে যুক্ত হয়েছে আরো ২৬টি কারখানা। হা-মীম গ্রুপের এসব পোশাক কারখানায় কাজ করছেন ৫০ হাজারের বেশি শ্রমিক। রফতানি আয়ও বার্ষিক ৫০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। নব্বইয়ের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে যাত্রা করে এ খাতের আরেক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অনন্ত গ্রুপ। এ গ্রুপের পোশাক কারখানাগুলোয় কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ২২ হাজার মানুষের। এর মধ্যে ১২ হাজারই কাজ করছেন আদমজী ইপিজেডে। নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরেও রয়েছে এ গ্রুপের কারখানা। গত পাঁচ বছরে ২৫-৩০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে গ্রুপটি।

সক্ষমতা বিবেচনায় হা-মীম ও অনন্ত গ্রুপ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মতোই বড় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৃহৎ উৎপাদন ক্ষেত্র নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে মাত্র ১০ শতাংশ কারখানা। এ ১০ শতাংশ বড় কারখানাই মূলত নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের পোশাক খাতের ব্যবসা। হা-মীম, অনন্ত গ্রুপ ছাড়াও এ তালিকায় আছে স্কয়ার, ব্যাবিলন, এনভয়, স্ট্যান্ডার্ড, ডেকো, ইসলাম, নাসা, ইউতাহ, তুসুকা, বেক্সিমকো, এসকিউ, আরমানা, বিটপি, ডিবিএল, দিগন্ত, গিভেন্সি, ভিয়েলাটেক্স, একেএইচ ও মঙ্গল গ্রুপের মতো প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ ১০ শতাংশ কারখানার রফতানি সক্ষমতা অনেক বেশি। বড় উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে এসব কারখানার কমপ্লায়েন্স মানদণ্ডও উন্নত। স্বাভাবিকভাবেই এসব কারখানা অন্যদের চেয়ে বেশি ক্রয়াদেশ পাচ্ছে।

রফতানি বাণিজ্যের চালিকাশক্তি ও দেশজ কর্মসংস্থানের মেরুদণ্ড তৈরি পোশাক খাত। অর্থনীতির প্রাণভোমরা হয়ে ওঠা খাতটি পড়েছে দুরূহ ও অসম প্রতিযোগিতা, ভারসাম্যহীন সক্ষমতা আর অসংবেদনশীল অংশীদারের বলয়ে তিন পর্বের **ধারাবাহিক প্রতিবেদন**

পর্ব-২

পোশাক রফতানির সিংহভাগই এ ১০ শতাংশ কারখানা করছে বলে জানান এ খাতের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এনভয় গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুস সালাম মুর্শেদী। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানের কারখানাগুলো ভালো কাজ করায় নিয়মিত রফতানি আদেশ পাচ্ছে। পণ্যের ভালো মূল্যও পায় তারা। বড় বা ছোট বিবেচনায় সরকারের সুযোগ-সুবিধা বা নীতি ভিন্ন হয় না, নীতি সবার জন্য একই। ১০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণে নয়, বরং পুরো খাতের ৯০ শতাংশ অবদান রাখছে এ ১০ শতাংশ কারখানা। এর কোনো খারাপ দিক নেই।

বড় হিসেবে যেসব কারখানাকে ধরা হয়েছে, সেগুলোর সবারই শ্রমিক সংখ্যা তিন হাজার বা এর বেশি। তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, ৩ হাজার থেকে ৩ হাজার ৯৯৯ শ্রমিক কাজ করছেন, দেশে এমন পোশাক কারখানা ইউনিট আছে ৮৪টি। ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৯৯৯ শ্রমিক নিয়ে চলছে ৪০টি ইউনিট। এছাড়া ৫ হাজার থেকে ৫ হাজার ৯৯৯ শ্রমিক কাজ করছেন এমন কারখানার সংখ্যা ২২। পাশাপাশি ৬ হাজার থেকে ৬ হাজার ৯৯৯ শ্রমিক কাজ করেন এমন কারখানা ইউনিট আছে ১৩টি, ৭ হাজার থেকে ১০ হাজার শ্রমিক কাজ করেন এমন কারখানা ইউনিট ২৩টি এবং ১০ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করছেন ১৫টি পোশাক কারখানায়।

সূত্রমতে, তিন হাজারের বেশি শ্রমিক নিয়ে কার্যক্রমে থাকা কারখানাগুলোর কমপ্লায়েন্স ভালো হওয়ায় ক্রয়াদেশও বেশি পাচ্ছে। দু-তিন হাজার শ্রমিক কাজ করেন এমন কারখানাও কম-বেশি ক্রয়াদেশ পাচ্ছে। তবে কমপ্লায়েন্স মানদণ্ড বিবেচনায় ক্রয়াদেশ ধরতে বেগ পেতে হচ্ছে দুই হাজারের নিচে শ্রমিক রয়েছে এমন কারখানাগুলোকে। এ ধরনের কারখানার সংখ্যাই বেশি, যা মোট কারখানার প্রায় ৮৪ শতাংশ।

বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের জার্মানিভিত্তিক অন্যতম বৃহৎ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের এক প্রতিনিধি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বণিক বার্তাকে বলেন, আন্তর্জাতিক বড় ব্র্যান্ডগুলো এখন কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় নিয়ে ক্রয়াদেশ দিচ্ছে। শ্রম সক্ষমতার পাশাপাশি কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনায় যারা এগিয়ে, ক্রয়াদেশ বেশি পাচ্ছে তারাই। পরে অনানুষ্ঠানিকভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে তুলনামূলক ছোট কারখানাও ক্রয়াদেশ পাচ্ছে, তবে তা সীমিত।

ক্রয়াদেশ বড় কারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সার্বিকভাবে রফতানি আয় কমেনি। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ থেকে পোশাক রফতানি বাবদ আয় ছিল ২৫ বিলিয়ন ডলার। তখন কারখানা ছিল ৪ হাজার ২০০টি। ২০১৭ সাল শেষে পোশাক রফতানি বাবদ বাংলাদেশের আয় হয়েছে ২৯ বিলিয়ন ডলার।

সুইডেনভিত্তিক একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের আরেক প্রতিনিধি বণিক বার্তাকে বলেন, ক্রয়াদেশ আসা কমেনি বাংলাদেশে। আমাদেরটিসহ অন্য ক্রেতারা বড় গ্রুপ বিবেচনায় ক্রয়াদেশ দিচ্ছে। এর কারণ হলো, একটি বড় গ্রুপের উৎপাদন ক্ষেত্র থাকে অনেক। অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স যখন ছোট একটি কারখানাকে ডিসকোয়ালিফাই করে, তখন কারখানাটি বিক্রি হয়ে যায়। এ কারখানাগুলোকে শ্রমিকসহ কিনে নেয় বড় গ্রুপগুলো। তারপর কিছু বিদ্যমান

১০% কারখানার নিয়ন্ত্রণে

১ম পৃষ্ঠার পর

স্থানে সংস্কার বা অন্য স্থানে স্থানান্তর করে ক্রেতাদের দৃষ্টিতে কোয়ালিফাই করা হয় কারখানাগুলোকে। এভাবে বড় কারখানাগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে ছোট কারখানাগুলো। আর বড় কারখানাগুলোর প্রতি এক ধরনের অন্ধ আস্থা থাকে ক্রেতাদের। এজন্য বড় সক্ষমতার কারখানাগুলো অনেক সময় উৎপাদন সামর্থ্যের অতিরিক্ত ক্রয়াদেশ পাচ্ছে। সামর্থ্যের অতিরিক্ত এ ক্রয়াদেশগুলো সাব-কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতেই করে ছোট কারখানাগুলো।

বিদেশী ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বলছেন, বড় কারখানা হিসেবে পরিচিত পলমল, স্কয়ার, ইপিলিয়ন, ডিভাইন, নর্দান, হা-মীমের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কেউ কেউ বছরে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের ক্রয়াদেশ পাচ্ছে। দেশের ২৯ বিলিয়ন ডলারের রফতানি আয়ের সিংহভাগই আসছে এ ধরনের ১০ শতাংশ কারখানার হাত ধরে।

আস্থার কারণেই ক্রয়াদেশের জন্য ক্রেতারা বড় কারখানা নির্বাচন করছে বলে জানান বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, সক্ষমতা ও কমপ্লায়েন্স দুই বিবেচনাতেই কারখানা ভালো বিবেচিত হচ্ছে। এখানে ঠিক নিয়ন্ত্রণ বলব না, তবে ক্রেতার আস্থার কারণেই বড় কারখানাগুলো ক্রয়াদেশ বেশি পাচ্ছে। দেশে যদি তিন হাজার কারখানা থাকে, এর মধ্যে ৫০ শতাংশ বড় ব্র্যান্ডের কাজ করে। বাকিরা নন-ব্র্যান্ড বা মৌসুমি ক্রেতা কিংবা অপ্রচলিত বাজারগুলোর ক্রয়াদেশ নিয়েই সচল আছে। দেশের ২৯ বিলিয়ন ডলার আয়ের মধ্যে ১৮-২০ বিলিয়ন ডলার আয় হয় ৫০ শতাংশ কারখানার হাত ধরে। বাকি ৯ বিলিয়ন ডলার আসে অন্যান্য কারখানার হাত ধরে। বড় কারখানার বড় অংশ বা প্রভাবে সমস্যার কোনো কিছু নেই। সমস্যা তখনই হবে, যদি বড় কারখানাগুলো চায়, ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে যাক।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিল্প-কারখানার উদ্যোক্তারা বলছেন, বড় গ্রুপগুলো একটি চক্র আকারে কাজ করতে চায়। নীতিগত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও এদের প্রভাব বেশি প্রতিফলিত হয়। ব্যাংকঋণ থেকে শুরু করে গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রেও বড়রাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এর বিপরীতে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ছোট কারখানাগুলো।

তবে এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, বড়রা তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই এ খাতের বড় অংশ জুড়ে আছে। ভালো কারখানা ভালো করবেই। তবে ছোট কারখানাই বেশি। নিজস্ব সক্ষমতার ভিত্তিতেই বড় ও ছোটরা ব্যবসা করে যাচ্ছে। সরকারি সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তিতে বড়রা প্রভাব বিস্তার করছে, এমনটা সঠিক নয়।

২৯ মে ২০১৮ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ কালের কণ্ঠ

সৌদিতে নারী কর্মীদের ওপর নির্যাতন

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফিরছে অনেকে

হায়দার আলী ▷

'পরিবারের কষ্ট দূর করতে গিয়ে নিজেই মৃত্যুর কাছে চলে গিয়েছিলাম। তিনজন পুরুষ মিলে অমানুষিক নির্যাতন চালায় আমার ওপর। কোনো খাবার এবং কাপড়-চোপড় দিত না। নির্যাতন সইতে না পেরে দেশে ফিরে এসেছি'—গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে তিন মাস আগে সৌদি আরব যাওয়ার পর গত ২১ মে দেশে ফিরে আসা নোয়াখালীর রিজিয়া বেগম (ছদ্মনাম) কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলছিলেন এ কথা। কান্নার দমকে কথা আটকে গেলে তাঁর হাত থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে আত্মীয় আলেয়া আক্তার বলেন, 'নবী-রাসুলের দেশে সে এমন নির্যাতনের শিকার হইছে যে তা আর মুখে বলতে পারবে না।'

সৌদি আরব থেকে এখন প্রতি মাসে প্রায় ২০০ নারী গৃহকর্মী দেশে ফিরে আসছে। গত রবিবার রাতেও ফিরেছে ৪০। তাদের সবারই অভিজ্ঞতা কমবেশি একই রকম। শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, এমনকি যৌন নির্যাতন চলেছে দিনের পর দিন। বিশাল সব সৌদি পরিবারে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিরতিহীন কাজ করে যেতে হতো। ধন-সম্পদে ভরা বলে যে দেশটির কথা তারা এত দিন শুনে এসেছে, সেখানে তাদের ঠিকমতো খাবারও দেওয়া হতো না। ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সৌদি ফেরত এই নারীরা বিমান থেকে নেমে এলে কান্নার রোল পড়ে। অনেকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে চারদিকে। বিশ্বাস ভঙ্গ আর নির্যাতনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে অনেকে।

রিজিয়ার মতো একইভাবে পরিবারের সচ্ছলতা আনতে সৌদি আরব গিয়েছিলেন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার জিতু মিয়ার মেয়ে খায়রুন্নেছা আক্তার। নির্যাতনের শিকার হয়ে দুই মাস ১০ দিন পর দেশে ফিরে এসেছেন। জিতু মিয়া কান্নার কণ্ঠকে বলেন, 'এমন নির্যাতন মানুষকে মানুষ কোনো দিন করে না। আমার মেয়েকে যাদের বাড়িতে কাজ করতে নিয়েছিল তারা অমানুষ।' জিতু মিয়ার মেয়ের সঙ্গে সৌদি আরব থেকে ফিরে এসেছেন মৌলভীবাজারের মিলি আক্তার। তিনি বলেন, 'আমার ওপর কী যে গেছে এখন সেই কথা মনে করতে চাই না। দেশে ফিরে এসেছি, বেঁচে আছি এতটুকুই জানি।' এ কথা বলেও মিলি আক্তার মনে না করে পারেন না সেই কথা : 'শরীরের ব্যথায় এখনো রাতে ঘুম হয় না। সেখানকার কথা মনে হলেই মাথা ঝিমঝিম করে। আমি আর মনে করতে চাই না—বলেই কাঁদতে থাকেন তিনি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এর পর তিনি বলেন, 'দালালদের কথায় যেন আমার মতো কোনো মেয়ে সৌদি আরব না যায়। দালালরা কথা বলে একটা, সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর করে আরেকটা।'

মোটা অঙ্কের বেতনের লোভ দেখিয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির দালালরা শহর এবং গ্রামের নিরীহ নারীদের গৃহকর্মীর কাজে সৌদি আরবে পাঠায়। নির্যাতন সইতে না পেয়ে স্থানীয় পুলিশ, বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্বদেশি প্রবাসী পুরুষদের সহযোগিতায় দেশে ফিরে আসছে তারা। প্রতিদিনই বাংলাদেশ দূতাবাসের সেইফ হোম ও সৌদি ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে আশ্রয় নিচ্ছে নারীরা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রতিদিনই ১৫০ থেকে ২৫০ জন নারীকর্মী ওই দেশের শেল্টার হোম বা ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে আশ্রয় নিচ্ছে। আর প্রক্রিয়া শেষে মাসে প্রায় দুই শতাধিক নারীকর্মী দেশে ফিরে আসছে।

চলতি মাসে প্রায় তিন শতাধিক নারীকর্মী দেশে ফিরেছে। এর মধ্যে ৭৫ জনের বেশি ফিরেছে ব্র্যাকের অভিবাসন বিভাগের সহযোগিতায়। আরো কিছু নির্যাতিত নারীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কাজ করে যাচ্ছে ব্র্যাকের এই বিভাগ। গত রবিবার (২৭ মে) রাতে সৌদি থেকে যে ৪০ জন নারীকর্মী দেশে ফিরে এসেছে তাদের মধ্যে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার মমতাজ বেগম নির্যাতনের কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মতো নির্যাতনের শিকার হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে শেরেবাংলানগরের মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন আছেন মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার মনোয়ারা বেগম। মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন ফরিদপুরের কেতোয়ালির আমেনা বেগম ও আকলিমা বেগম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের হালিমা বেগম ও নরসিংদীর ঝুনি আক্তার।

সৌদি ফেরত নারীকর্মীরা জানায়, হাতে গোনা কিছু বাড়ির কর্মী ছাড়া অধিকাংশ নারীকর্মীই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সৌদি আরবে। নির্যাতন সইতে না পেরে পালিয়ে আসছে, আবার অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। নারীদের দেশটিতে পাঠানোর আগে সরকার যেন কঠোরভাবে বিষয়গুলো বিবেচনা করে। ঢাকার সাভারের ভাকুর্তার সালেহা বেগম বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে কোনো নারীকর্মী পাঠানোর অনুমোদন যেন সরকার না দেয়। আর কোনো মা এবং বোনেরা যেন দালালের কথায় সৌদি আরব না যায়। ওই দেশের পুরুষরা যে কতটা খারাপ সেটা সেখানে না গেলে কেউ বুঝবে না।'

অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থার একজন কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্তারা চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। প্রতি মাসেই অনেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফেরত এলেও তাঁরা এটা দেখছেন না। বাজার টিকিয়ে রাখতে নারীকর্মীদের ভয়ংকর নির্যাতনের দেশে পাঠানো হচ্ছে। গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে অনেক দেশ সৌদিতে নারীকর্মী পাঠানো বন্ধ করলেও বাংলাদেশ এসব নির্যাতনকে পাত্তাই দিচ্ছে না। ব্র্যাকের মাইগ্রেশন বিভাগের কর্মকর্তা মো. নয়ন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রবিবার ফেরা ৪০ জন নারীকর্মীর মধ্যে মমতাজ বেগমসহ বেশ কয়েকজন মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন।'

বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) সূত্রে জানা গেছে, গত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এই চার মাসে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীকর্মী গেছে ৩৯ হাজার ৫৭৫ জন। এর মধ্যে সৌদি আরবেই গেছে ৩০ হাজার ১০২ জন, যা মোট নারীকর্মীর ৭৬ শতাংশ। জানুয়ারিতে সৌদি আরবে নারীকর্মী গেছে ৯ হাজার ১৭২ জন, ফেব্রুয়ারিতে সাত হাজার ৪৫২ জন, মার্চে চার হাজার ৯৮৬ জন ও এপ্রিলে আট হাজার ৪৯২ জন এবং চলতি মে মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত গেছে চার হাজারের বেশি। অন্যদিকে চলতি বছর এপ্রিল পর্যন্ত ওমানে নারীকর্মী গেছে তিন হাজার ৬৮১ জন, জর্দানে দুই হাজার ৮৯৬ জন, কাতারে এক হাজার ২৯২ জন, আরব আমিরাতে ৬৫৫ জন ও লেবাননে ৫৫২ জন। অন্য দেশগুলো থেকে নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিযোগে দেশে ফেরার সংখ্যা খুব কম। নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফেরা নারীকর্মীদের ৯৫ শতাংশই আসছে সৌদি আরব থেকে।

সূত্রে আরো জানা গেছে, সৌদি আরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত নারীকর্মী গেছে সাত লাখ ৩৫ হাজার ৫৭৫ জন। এর মধ্যে সৌদি আরবে নারীকর্মী গেছে দুই লাখ ৩৪ হাজার ৮৩১ জন, আমিরাতে আছে এক লাখ ২৬ হাজার ৬৫৬ জন, ওমানে ৬৮ হাজার ২৮৩ জন, লেবাননে এক লাখ চার হাজার ৭৫৯ জন ও জর্দানে এক লাখ ৩২ হাজার ৭১৬ জন।

সুনামগঞ্জের সোবাহান আলীর মেয়ে রেবা আক্তার সম্প্রতি সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে জানান, স্থানীয় দালাল মো. শহিদ মিয়ার মাধ্যমে ২০ হাজার টাকা বেতনের প্রলোভনে ৪০ হাজার টাকা খরচ করে তিনি সৌদি আরব যান। নির্যাতনে টিকতে না পেরে পাঁচ মাস ১০ দিন পর দেশে ফেরেন তিনি। তাঁর বাবা সোবাহান আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিদেশে গিয়ে মেয়ে আমাদের কষ্ট দূর করতে চাইছিল, এখন সেই মেয়েই মরার মতো হয়ে গেছে। আর যাতে কেউ মেয়েকে সেখানে না পাঠায়।'

ভোলার শবীনার হাসিনা বেগম বলেন, 'প্রথম চার মাস বেতন পেয়েছিলাম, কিন্তু এরপর থেকেই শুরু হয় অত্যাচার আর অত্যাচার। সব কিছু মেনে নিয়েই এক বছর চাকরি করেছি, শেষমেশ এক দালোয়ানের সহযোগিতায় ক্যাম্পে পালিয়ে আসি।' তিনি বলেন, 'সৌদির বাংলাদেশ দূতাবাসের সেফ হোমে ১৩০ এবং ইমিগ্রেশনে আরো ৬০ জন নারী আমার মতো নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়ে আছে। ওদের ভালো কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থায় নেই ওখানে। এর মধ্যে রাবেয়া, ফুলমতি, ফরিদা, তাজলিমা গুরুতর অসুস্থ বলেও তিনি জানান।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গড়ে দুই শ মেয়ে প্রতি মাসে ফেরত আসছে বাংলাদেশে। ইতিমধ্যে গত চার মাসে সাত-আট শ মেয়ে ফেরত এসেছে। ব্র্যাক গত কয়েক মাসে ১১৮ জন মেয়েকে দেশে ফেরত আনতে দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়। তাদের মধ্যে ৮০ জনকে আমরা ফেরত আনতে পেরেছি।' এর বাইরেও ব্যক্তিগতভাবে অনেকে আসে এই সংখ্যাটা একদম কম হবে না। তিনি বলেন, গত দুই বছরে অন্তত হাজারখানেক মেয়ে ফিরে এসেছে, যাদের অধিকাংশই যৌন নির্যাতন বা অন্যান্য নির্যাতনের শিকার।

মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট সালমা আলী বলেন, 'সৌদি আরবে নারীকর্মীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে হলে সরকারকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে এবং উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি থাকতে হবে নারীকর্মীদের স্বার্থ রক্ষায়। এমনকি মেয়েদের সচেতন হতে হবে।

এ ব্যাপারে জানতে সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের লেবার কাউন্সিলর গোলাম সরওয়ারের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

বণিক বার্তা
মে ৩০, ২০১৮ ■ জ্যৈষ্ঠ ১৬, ১৪২৫ ■ বুধবার

বন্ধের আগের দিন বোনাস পাবেন শ্রমিকরা

নিবিড় পর্যবেক্ষণে ১ হাজার ২০০ কারখানা

বদরুল আলম ■

আশুলিয়ার ইউনাইটেড ট্রাউজার। কারখানাটির শ্রমিক সংখ্যা আড়াই হাজার। আসন্ন ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা হতে পারে পোশাক খাতের এ কারখানায়। বাড্ডার সাঁতারকূলে অবস্থিত চুনজি নিট কারখানাটি নিয়েও একই আশঙ্কা করছে পোশাক খাতের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। বেতন-বোনাস নিয়ে সমস্যা হতে পারে, এমন কারখানার মধ্যে আরো আছে রামপুরায় অবস্থিত আশিয়ানা গার্মেন্টস লি., গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে নাইন অ্যাঙ্গেল গার্মেন্টস লি.; মিরপুরের রায়না গার্মেন্টস, আনিকা গার্মেন্টস ও আশুলিয়ার জামগড়ার বাঁধন করপোরেশন লিমিটেড।

পোশা

ঈদের আগে বেতন-ভাতা নিয়ে অসন্তোষের ঝুঁকিতে থাকা কিছু পোশাক কারখানার নাম বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা থেকে পেয়েছে বিজিএমইএ। এছাড়া সংগঠনটির সমন্বয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০ কারখানাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। ১৫টি পর্যবেক্ষণ টিমের মাধ্যমে কারখানাগুলোয় সমস্যার ধরন বুঝে সমাধানের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

জানা গেছে, সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও খুলনা এলাকার ১৬৮টি কারখানায় মার্চে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। এপ্রিলে এমন অসন্তোষ ছিল ১৫৮টি কারখানায়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ঈদের আগে চলতি মাসেও কিছু কারখানায় অসন্তোষের ঝুঁকি দেখছে সংস্থাগুলো।

এদিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গতকাল মাসের প্রথম সাত কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের বেতন পরিশোধ এবং ঈদে কারখানা বন্ধের আগে বোনাস পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ঈদ উপলক্ষে পোশাক খাতে শ্রমিক অসন্তোষের চিহ্নিত কারণগুলোর মধ্যে আছে সাত-আটদিন আগে বেতন-ভাতা ও ঈদ বোনাস পরিশোধ না করা। পোশাক কারখানায় ঈদ বোনাসের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকায় কারখানাভেদে এ বোনাসের পরিমাণ ভিন্ন হয়। এ কারণে কখনো কখনো নির্দিষ্ট সময়ে বোনাস দেয়া হলেও প্রাপ্ত বোনাসের পরিমাণ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মতে, শ্রমিক অসন্তোষের কারণের মধ্যে আরো আছে ঈদ উপলক্ষে যথাযথ সময়ে ও চাহিদা মোতাবেক ছুটি না পাওয়া, বেতন-ভাতা না দিয়ে হঠাৎ ঈদের আগে কারখানা বন্ধ অথবা লে-অফ ঘোষণা করা, শ্রমিক ছাঁটাই-নির্যাতন ও হয়রানি এবং রমজানে শ্রমিকদের সামর্থ্যের বেশি কাজ দেয়া।

শিল্প

গতকাল মালিক, শ্রমিক ও সরকারের ত্রিপক্ষীয় ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটির সভা শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক বলেন, মালিকপক্ষকে অনুরোধ করেছি মে মাসের বেতন শ্রম আইন অনুযায়ী পরবর্তী মাসের সাত কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার। এটা তারা এমনিতেও দেন। তার পরও বিষয়টি নিশ্চিত করতে জোর দিয়েছি। এছাড়া ঈদের উৎসব ভাতা ঈদের আগেই সময়মতো দেয়ার বিষয়ে বলেছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে অঞ্চলভিত্তিক শিল্প-কারখানাগুলো ছুটি দেয়ার বিষয়ে বলেছি এবং ছুটি দেয়ার আগেই উৎসব ভাতা পরিশোধের কথা বলা হয়েছে। মালিকরা সক্ষমতা অনুযায়ী সমঝোতার ভিত্তিতে জুনের বেতন দিতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ১৪ জুনের আগে অবশ্যই সব পরিশোধ করতে হবে। আমাদের সংস্থাকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি শ্রমপরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎপর থাকার বিষয়ে। সমস্যা হলেও তা হবে খুবই সামান্য। আমাদের সব গোয়েন্দা বাহিনী কিছু তালিকা দিয়েছে। তারাও তৎপর ও সতর্ক আছে।

কমিটির সদস্য ও জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক লীগ সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি বণিক বার্তাকে বলেন, আনন্দঘন পরিবেশে ঈদ উদযাপন যেন সম্ভব হয়, সেজন্যই আমরা বলেছিলাম ১০ তারিখের মধ্যে উৎসব ভাতা পরিশোধ শেষ করতে। কারণ ঠিক বন্ধের আগে উৎসব ভাতা নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়।

বিজিএমইএর তথ্যমতে, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ঈদের আগে পরিশোধের চেষ্টা অব্যাহত আছে। ব্যাংকগুলো আগের মতো সহযোগিতা করছে না জানিয়ে সংগঠনের একটি সূত্র বলেছে, বছর শেষে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গঠন হয়েছে নতুন বোর্ড। এ অবস্থায় কিছু শ্রমিক সংগঠন জাতীয় নির্বাচন ও ন্যূনতম মজুরি নিয়ে মাঠ গরম করার পায়তারা করছে। এসব কারণ আমলে নিয়েই ১ হাজার ২০০ কারখানাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় রেখেছে বিজিএমইএ।

বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, বিজিএমইএর ১৫টি টিম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কিছু কারখানায় সমস্যা আছে, ব্যাংকগুলো আগের মতো সহযোগিতা করছে না। তার পরও আমরা বলতে পারি, প্রতিবারের মতো সবার সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে শ্রমিক-মালিক সবাই মিলে আনন্দঘন পরিবেশে ঈদ উদযাপন করতে পারব।

প্রথম আলো সোমবার, ২৮ মে ২০১৮

মালয়েশিয়ার দুই প্রতিষ্ঠান কিনল আকিজ গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মালয়েশিয়ায় দুটি প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করেছে আকিজ গ্রুপ। ১৮ মে প্রায় সাড়ে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ দুটি প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণের চুক্তি হয়। ফলে মালয়েশিয়ার রবিন রিসোর্সেস এসডিএন বিএইচডি ও রবিনা ফ্লোরিং এসডিএন বিএইচডি এখন আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান। মালয়েশিয়ার মেনতাকাবে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠান দুটি কাঠের বোর্ড, কাঠের ফ্লোর টাইলস, কাঠ-জাতীয় পণ্য উৎপাদন করে এবং ৬০টিরও বেশি দেশে তা রপ্তানি করে।

অধিগ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন উপলক্ষে গতকাল রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৈধ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিদেশি প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ এটাই প্রথম। আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আকিজ জুট মিল এ অধিগ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ৭ কোটি ৭০ লাখ ডলারে মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠান দুটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আকিজ গ্রুপ নিজে ২ কোটি ডলার জোগান দিয়েছে। রপ্তানি প্রত্যাবাসন কোটা থেকে এ অর্থ জোগান দিয়েছে গ্রুপটি। গত বছরের ২৫ অক্টোবর অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এ অনুমোদন দেয়।

অধিগ্রহণের বাকি অর্থের মধ্যে ২ কোটি ৪৫ লাখ ডলার ঋণ দিয়েছে জার্মানির প্রতিষ্ঠান ডিইজি, ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার ঋণ দিয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক মালয়েশিয়া। এ ছাড়া অ্যাড ব্যাক নামের একটি প্রতিষ্ঠান দিয়েছে ১ কোটি ডলার। বাকি টাকা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা থেকে সমন্বয় করা হবে বলে জানানো হয়।

এ অধিগ্রহণের মূল্য নির্ধারণ ও লেনদেন পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছে গ্রিন ডেলটা ক্যাপিটাল লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল ইসলাম বলেন, ৬০টি দেশে পণ্য রপ্তানি করে অধিগ্রহণ করা প্রতিষ্ঠান দুটি। আকিজ গ্রুপ অধিগ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠান দুটি এখন বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি পাবে।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী নাসের ইজাজ বিজয় বলেন, 'মালয়েশিয়ার সফল একটি প্রতিষ্ঠানকে অধিগ্রহণ করতে পারা বাংলাদেশের জন্য গর্বের। বাংলাদেশে এ ঘটনা প্রথম। ২০ বছর আগে এমন পরিকল্পনাও আমরা করতে পারতাম না। এটা একটা বড় অর্জন।'

আকিজ গ্রুপের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা সামসুদ্দিন আহম্মেদ বলেন, '২০১৬ সালে আমরা যখন এ দুটি প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণের জন্য মালয়েশিয়ায় যাই, বাংলাদেশি শুনে তারা প্রথমে দেখাও করেনি। বাংলাদেশি কেউ প্রতিষ্ঠান কিনতে পারে, তারা সেটা মনেও করেনি। চার দিন চেষ্টার পর তাদের দেখা মেলে। তাদের সঙ্গে কেনার আলোচনা চূড়ান্ত হলেও কেউ প্রথমে টাকা দিতে রাজি হয়নি। পরে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি পেয়ে ও বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে কিনতে সমর্থ হই।'

সামসুদ্দিন আহম্মেদ আরও বলেন, মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠান দুটি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বছরে কর-পরবর্তী মুনাফা ৫০ লাখ ডলার। ৪৭৫ জন মানুষ কর্মরত আছেন সেখানে।

আকিজ গ্রুপের পরিচালক শেখ জামিল উদ্দিন বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য এটা একটা বড় অর্জন। আমরা বিদেশ থেকে আয় আনব। যাতে বাড়বে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ।'

অনুষ্ঠানে ডিইজে-কেএফডব্লিউ জেষ্ঠ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক আরিফ ইকবাল খান, আকিজ গ্রুপের পরিচালক শেখ শামীম উদ্দিনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১৩ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত রপ্তানি প্রত্যাবাসন কোটা থেকে আটটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ দিয়েছে। এর মধ্যে আছে তৈরি পোশাক খাতের ডিবিএল গ্রুপ, যারা ইন্ডিওপিয়ায় কারখানা করছে। এ ছাড়া মিয়ানমারে মবিল যমুনা, যুক্তরাষ্ট্রে এসিআই হেলথ কেয়ার ও স্কয়ার ফার্মা, যুক্তরাজ্য ও এস্তোনিয়ায় ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস, কেনিয়ায় বিএসআরএম স্টিল ও সিঙ্গাপুরে স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং বিনিয়োগের অনুমতি পেয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৩ জ্যৈষ্ঠ
২৭ মে ২০১৮

সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানা নিয়ে বায়ারদের উদ্বেগ

■ রিয়াদ হোসেন

গার্মেন্টস পণ্য তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বায়াররা (বিদেশি ক্রেতা)। এসব কারখানা ভবনের কাঠামো, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বিষয়ে সরকার ও পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র উদ্যোগ কী, তা জানতে চেয়েছে। তারা মনে করছে, এসব কারখানায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বাংলাদেশের পাশাপাশি ক্রেতাদেরও চাপের মুখে পড়তে হয়। গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় বিজিএমইএ'র সঙ্গে এক বৈঠকে বিদেশি ক্রেতাদের সংগঠন বায়ার্স ফোরামের পক্ষ থেকে এসব কথা বলা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ'র পরিচালক রেজোয়ান সেলিম। ইত্তেফাককে তিনি বলেন, ক্রেতারা সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। বলেছে, অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে গত পাঁচ বছরে প্রায় দুই হাজার কারখানার নিরাপত্তা মান উন্নয়নে কাজ হয়েছে। কিন্তু বিদেশি ক্রেতাদের পোশাক তৈরি হওয়া অনেক সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানা নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্য নেই। নিরাপত্তা তদারকির বাইরে থাকা এসব কারখানাকে চিহ্নিত করতে বিজিএমইএ'র উদ্যোগ কী তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

রাজধানী ঢাকা, গাজীপুর, আশুলিয়া, সাভার, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ গার্মেন্টস অধ্যুষিত এলাকায় অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরে অনেক সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় অনেক বিদেশি নামি-দামি ব্র্যান্ডের পোশাক তৈরি হয়। কিন্তু এসব কারখানায় দুর্ঘটনা হলে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাকেও আন্তর্জাতিকভাবে চাপের মুখে পড়তে হয়। সূত্র জানায়, ওই বৈঠকে বায়ার্স ফোরামের পক্ষ থেকে বলা হয়, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের তদারকিতে থাকা কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড় ধরনের উদ্বেগ নেই। কিন্তু এর বাইরে থাকা কারখানার মধ্যে সাব-কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতে কাজ করা কারখানার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে তাদের কাছে স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই।

২০১২ ও ২০১৩ সালে তাজরীন ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় শত শত শ্রমিকের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়ে ওইসব ভবনের কারখানায় তৈরি পোশাকের বায়াররাও। এতে তাদের ব্র্যান্ড ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চাপের মুখে বাংলাদেশে কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষার লক্ষ্যে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স গঠন করতে হয়। এজন্য বেশ বড় অঙ্কের অর্থও খরচ করতে হচ্ছে তাদের।

সূত্র জানিয়েছে, দেশে সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার প্রকৃত তথ্য কারো কাছেই নেই। তবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইত্তেফাককে বলেন, দেশে বর্তমানে গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার। এর মধ্যে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র ইউডি (বায়ারের সরাসরি রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর ইউটিলিটি ডিক্লারেশন) নেয় প্রায় আড়াই হাজার। মোটাদাগে হিসাব করলে বাদবাকি দুই হাজার কারখানা সাব-কন্ট্রাক্ট।

অবশ্য ডিআইএফই অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের তদারকির আওতার বাইরে থাকা দেড় হাজার কারখানাকে চিহ্নিত করে সেগুলোর সংস্কার কাজ দেখভাল করছে। এর বাইরে আরো ৯শ' কারখানাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কারখানাগুলো কারো নজরদারির মধ্যেই নেই। অবকাঠামো দুর্বলতা ছাড়াও বেতন-ভাতা নিয়ে অসন্তোষ হয় মূলত এ কারখানাগুলোতে। আগামী ঈদেও এসব কারখানার সম্ভাব্য শ্রম অসন্তোষ নিয়েই চিন্তা সরকারের।

বণিক বার্তা
বুধবার ■ মে ৩০, ২০১৮ ■ জ্যৈষ্ঠ ১৬, ১৪২৫

মজুরি বৃদ্ধি প্রত্যাশিত না হওয়ায় ভারতে ১০ লাখ ব্যাংককর্মীর ধর্মঘট

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

জীবনযাপনের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আজ থেকে দুদিনের ধর্মঘট শুরু করতে যাচ্ছেন ভারতের প্রায় ১০ লাখ ব্যাংককর্মী। ধর্মঘট প্রত্যাহারে ব্যাংক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায় কর্মসূচি বহাল রাখা হয়েছে। খবর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড।

ধর্মঘট এড়াতে ভারতের অতিরিক্ত প্রধান শ্রম কমিশনার (সিএলসি) রাজন বর্মা ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংক ইউনিয়নসের (ইউএফবিইউ) অধীনস্থ ব্যাংক ইউনিয়ন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও ইন্ডিয়ান ব্যাংকস' অ্যাসোসিয়েশনকে (আইবিএ) প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক ফলপ্রসূ না হওয়ায় ধর্মঘট কর্মসূচি বলবৎ রয়েছে বলে অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ' অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সি এইচ ভেঙ্কটাচালাম জানিয়েছেন। অন্যদিকে প্রস্তাবিত মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে বলে আইবিএর প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকাররা জানিয়েছেন। তারা জানান, এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

> ৫ মে আইবিএ ও ইউএফবিইউর মধ্যে এক বৈঠকে ব্যাংককর্মীদের জন্য ২ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়। বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনা করে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইউনিয়নগুলো

অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশনের (এআইবিওসি) সাধারণ সম্পাদক ডি পি ফ্রাঙ্কো বলেন, আজ ও আগামীকালের ধর্মঘটে অন্তত ১০ লাখ ব্যাংক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ৫ মে আইবিএ ও ইউএফবিইউর মধ্যে এক বৈঠকে ব্যাংক কর্মীদের জন্য ২ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনা করে এ প্রস্তাব কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে সমঝোতা প্রক্রিয়া চলাকালে ব্যাংক ইউনিয়নগুলো সিএলসিকে জানিয়ে দেয়।

আইবিএর কর্মকর্তারা জানান, মজুরি নিয়ে এরই মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর বিশালাকারের মন্দঋণ বিবেচনা করে মাত্র ২ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কর্মকর্তারা আরো জানান, মজুরি বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি এবং তারা আরো আলোচনার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মন্দঋণের সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধিকে সম্পর্কিত করা উচিত নয় বলে যুক্তি দিয়েছে ব্যাংক ইউনিয়নগুলো। ইউনিয়নগুলো জানায়, কর্মীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

২০১২ সালে সর্বশেষ মজুরি পর্যালোচনায় ব্যাংক কর্মীদের মজুরি ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়, যা ১ নভেম্বর ২০১২ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এ দফায় ইউনিয়নগুলো উপযুক্ত মজুরি বৃদ্ধির আশা করছে বলে এআইবিওসির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র গুপ্তা জানান।

নয়টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী ইউএফবিইউ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ইউএফবিইউর ইস্যুকৃত ধর্মঘটের নোটিসে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ব্যবসার আকার এবং ব্যাংক কর্মী ও কর্মকর্তাদের কাজের পরিমাণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে ব্যাংক কর্মী ও কর্মকর্তাদের অনেক বেশি ব্যাংকবহির্ভূত ব্যবসার দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি স্কিমগুলোর সব বোঝাও ব্যাংক কর্মীদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে।

আইবিএর স্কেল-তিন বা জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তাদের বেতনসীমা বেঁধে দেয়ার বিষয় নিয়েও আপত্তি তুলেছে ইউনিয়নগুলো। স্কেল-সাত পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে ব্যাংক ইউনিয়নগুলো, যার মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, উপমহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের পদ রয়েছে। এসব কর্মকর্তার বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে বলে সিএলসি জানিয়েছে। এছাড়া সিএলসি ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে মজুরি বৃদ্ধির নতুন প্রস্তাব দেয়ার সুপারিশ করেছে।

প্রস্তাবিত মজুরি বৃদ্ধির বিরোধিতার পাশাপাশি বেশকিছু দাবি জানিয়েছে ব্যাংক ইউনিয়নগুলো। এর মধ্যে প্রারম্ভিক মজুরি পুনর্বিবেচনা বিষয়ক সমঝোতা, মজুরি পর্যালোচনায় সব ব্যাংক কর্মকর্তার অন্তর্ভুক্তি, পর্যাপ্ত বেতন বৃদ্ধি ও অন্য সুবিধাদি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে ইউনিয়নগুলো।

সংবাদ
: শনিবার ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
a : Saturday 26 May 2018

উদয়াস্ত শ্রমে বন্দী সাভারের শিশুশ্রমিকরা

সেবিকা দেবনাথ

সোনালি আঁশ পাটের চট দিয়ে বিভিন্ন নকশায় তৈরি হচ্ছে নান্দনিক সব পণ্য। সে সব পণ্য শোভা পায় দেশের বিভিন্ন নামিদামি শোরুমে। বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। শুধু তাই নয়, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যেসব কারিগর অন্তরালে থেকে এসব নান্দনিক পণ্য তৈরি করছে তাদের অধিকাংশই শিশু। সাভার পৌরসভার ভাগলপুরের দক্ষিণ দরিয়াপুর পাড়ার পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কয়েকটি কারখানায় গিয়ে এমন চিত্রই দেখা গেছে। রুবেল, শিল্পী, নাসিমা সেই কারখানার শ্রমিক। ওদের বয়স ১৩ কী ১৪। মেশিনে যারা সেলাই করে তাদের দুই হাত দুই পা চলে সমান তালে। পাট থেকে সুতা তৈরির কাজটাও সহজ নয়। এই কাজেও হতে হয় দক্ষ। থাকতে হয় অনেক সতর্ক।

সাভার পৌর এলাকার ডগরমোড়ায় রয়েছে বেশ কয়কটি জুতা তৈরির কারখানা। সেখানেও রয়েছে শিশু শ্রমিক। হাবিব সু ফ্যাক্টরিতে কাজ করে সুমন ও ইউসুফ। ওদের বয়স ১২ থেকে ১৪ বছর। জুতার কারখানায় ওরা যেসব উপকরণ দিয়ে কাজ করে তাতে সৃষ্টি হয় তীব্র উদ্ভট গন্ধ। সেই গন্ধে টেকা দায়। কিন্তু সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওরা কাজ করে। দিনের বেশিরভাগ সময় ওদের সেখানেই থাকতে হয়।

সাভারের বিভিন্ন মহল্লার শিশুরা যখন স্কুলে যায় তখন রুবেল, শিল্পী, নাসিমা কিংবা সুমন, ইউসুফের মতো অসংখ্য শিশু যায় কারখানায়। প্রতিদিন সকালে ওরা কারখানায় ঢুকে। উদয়াস্ত খেটে কারখানা থেকে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফেরে। এসব শিশুর চোখেও ছিল স্কুলে যাওয়ার স্বপ্ন। দারিদ্র্যের কারণে তিন বেলা খাবার যোগাতে যাদের হিমশিম খেতে হয়, তাদের অনেক স্বপ্নই বাস্তবে ধরা দেয় না। তাই তাদের স্বপ্ন স্বপ্ন হয়েই রয়ে গেছে।

যা বলছে জরিপ : সাভার উপজেলার শিশুশ্রম পরিস্থিতি নিয়ে ২০১৩ সালে পরিচালিত এক জরিপেও বলা হয়েছে সাভারে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের একটি বড় অংশ হচ্ছে শিশু। যারা বেশির ভাগই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির অন্যতম সদস্য, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম দেখতে সাভার এলাকায় কিছু ক্ষুদ্র কারখানা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনে দেখা পায়, কারখানাগুলোর প্রায় ৫০ শতাংশই শিশু শ্রমিক। যার ৯০ শতাংশই মেয়ে শিশু। চেহারা, শারীরিক গঠনে যে কেউ বুঝবে এরা শিশু (১২-১৬) কিন্তু জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে তার বয়স ১৮। কারখানা সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অধিকাংশ শিশু শ্রমিকের বয়স প্রমাণের সনদ নেই। আর যারা দিয়েছে তাদের সনদ যাচাই করা হয়নি। এই সব শিশু শ্রমিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজ করে।

ডিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর তথ্য মতে, সভারে তাদের কর্ম এলাকায় প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শিশু কর্মরত আছে। যার ৫০ শতাংশ শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। বেশিরভাগ শিশুরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুতা কারখানায়, প্যাকেজিং কারখানায়, মোটর গ্যারেজ, গার্মেন্টস, জুতা ও সাবান ফ্যাক্টরি, পরিবহন, নির্মাণ, বেকারি, চাউল মিল, সিরামিক, ইটের ভাটা, পাটকল, টেক্সটাইল মিল, রং-এর কারখানা, গৃহকর্ম, হকার এবং বর্জ্য টোকানোর কারখানা। বেশিরভাগ শিশুর বয়স ১৪ বছরের মধ্যে। তারা গড়ে দৈনিক মজুরি পায় ১০০ টাকার মতো। আর এই শিশুরা দিনে গড়ে কাজ করে ১২ ঘণ্টা।

এক জরিপে বলা হয়েছে, শিশু শ্রমিকের ৯৪ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। যার বেশিরভাগই ঝুঁকিপূর্ণ। মাত্র ৬ শতাংশ শিশুশ্রমিক কাজ করছে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে। মোট ৪৭ ধরনের কাজ করে শিশুশ্রমিক। যে কাজের অনেকই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ।

আইনে যা আছে : শ্রম আইন অনুযায়ী, শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দেয়া যায় না। এছাড়া শিশুদের দিয়ে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো ও ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম একেবারেই নিষেধ করা হয়েছে আইনে। আইনের ধারা ৩৫-এ বলা হয়েছে, কোন শিশুর বাবা-মা বা অভিভাবক শিশুকে কোন কাজে নিয়োগের অনুমতি দিয়ে কারও সঙ্গে কোন চুক্তি করতে পারবে না। আইনে শাস্তির কথাও বলা আছে। আইনে আছে, কোন ব্যক্তি কোন শিশু বা কিশোরকে চাকরিতে নিয়োগ দিলে অথবা আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করে কোন শিশু বা কিশোরকে চাকরি করার অনুমতি দিলে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড দেয়া হবে। আর কোন শিশুর বাবা-মা বা অভিভাবক ৩৫ ধারা অমান্য করে কোন শিশু সম্পর্কে চুক্তি করলে তাকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড দেয়া যাবে।

শ্রম ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয়ের নারী ও শিশুশ্রম শাখার সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রতিটি জেলায় 'জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি' থাকবে। ২৪ সদস্যের এই কমিটির উপদেষ্টা স্থানীয় সংসদ সদস্য ও সভাপতি জেলা প্রশাসক। কমিটি নিজ নিজ জেলার শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে।

সংশ্লিষ্টরা যা বলছেন : সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দারিদ্র্য, পারিবারিক বিচ্ছেদ, স্থায়ী বিচ্ছেদ, পিতামাতার পেশা, অভিভাবকের মৃত্যু, অনাকর্ষণীয় শিক্ষা, বিভিন্ন কাজে শিশুদের কম মজুরিসহ ২৫টিরও বেশি কারণে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে।

সাভারের বিভিন্ন কারখানায় যেসব শিশু শ্রমিক কাজ করে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও রয়েছে। কারখানার অস্বাস্থ্যকর, অন্ধকার এবং ঘিঞ্জি পরিবেশে প্রতিনিয়ত কাজ করার কারণে তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই মাথা ব্যথা, পেটে ব্যথা এবং পেটের অসুখ, গ্যাস্টিকে আক্রান্ত। এছাড়া জুতা তৈরির কারণে বিভিন্ন ধরনের এসিডের ব্যবহার হয়। যা শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়।

শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শিশু শ্রমকে চ্যালেঞ্জ মনে করছে সরকার। এ প্রসঙ্গে এক অনুষ্ঠানে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, শিশুশ্রম শিশুদের ন্যায্য মানবাধিকার থেকে বঞ্চিতই করে না, দেশের সার্বিক উন্নয়নেও বিঘ্ন ঘটায়। দেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোন শিশু শ্রমিক নেই, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শিশুদের শ্রম থেকে ফেরানোই বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে।

সাভারের শিশুশ্রম সম্পর্কে ভার্কের 'এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ' প্রজেক্টের প্রজেক্ট ম্যানেজার বাবুল মোড়ল সংবাদ'কে বলেন, আমরা ২০১২ সালে কাজ শুরু করেছি। তখন আমাদের কর্ম এলাকায় সাড়ে ছয় হাজার শিশুশ্রমে নিয়োজিত ছিল। যার ৫০ শতাংশ শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে গত ছয় মাসে সাভার এলাকায় শিশুশ্রম কমেছে। জরিপ করা না হলেও কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ৫০ শতাংশ শিশুর সংখ্যা এখন ২০ থেকে ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে আমাদের এখনও অনেক কাজ করার বাকি।

দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস্ নেদারল্যান্ড-এর বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মাহমুদুল কবীর সংবাদ'কে বলেন, আমাদের দেশে শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় নীতি এবং বিভিন্ন আইন থাকলেও তা কার্যকর না হওয়ার পেছনে প্রধানত দায়ী হলো জনগণের শিশুশ্রমকে মেনে নেয়ার মানসিকতা। শুধু আইন বা নীতিমালা দিয়ে শিশুশ্রমকে ঠেকানো যাবে না। এরজন্য প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা। মানসিকতার পরিবর্তন না হলে শিশুশ্রম নিরসন সম্ভব না।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আবদুস শহিদ মাহমুদ সংবাদ'কে বলেন, আমি বলব আমরা সচেতনভাবেই শিশুদের শ্রমে নিয়োজিত করছি। আইনের কথা বাদই দিলাম; আমরা কি কখনো নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করেছি শিশুদের আমরা শ্রমে নিয়োজিত করব কি না? করি না। শিশুরা শ্রমে নিয়োজিত হবে, আমরা তাদের নিয়োগ দেবো তা আমরা মেনেই নিয়েছি। এসব দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাই এটি যে একটি অন্যায় এই উপলব্ধিও আমাদের মাঝে আসে না। পাশাপাশি, রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে শিশুরা কোন ধরনের শ্রমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং তাদের জন্য যথাযথ মনিটরিং সিস্টেম চালু করতে হবে।

The Financial Express Thursday | May 31, 2018

Dhaka, Beijing to hold first meeting next month

Syful Islam

The first meeting to determine the feasibility of a bilateral free trade area (FTA) agreement with China will be held next month, officials said.

The meeting was deferred twice in the last six months.

A six-member Bangladesh delegation will sit with Chinese officials during June 20-21 in Beijing.

Additional Secretary of the Ministry of Commerce Shafiqul Islam will lead the Bangladesh delegation.

The first meeting will discuss the terms of references (ToRs) and the structure of the report of the joint-feasibility study, a senior commerce ministry official told the FE.

China had shown interest to host the first meeting.

The meeting was scheduled for December last year and later in January this year in Beijing.

However, the meeting could not be held since the high-ups at the commerce ministry showed less interest in such talks.

Bangladesh and China inked a memorandum of understanding (MoU) for conducting a joint-feasibility study on signing an FTA deal.

The MoU was signed in October 2016 when Chinese President Xi Jinping visited Dhaka.

A month before the signing of the MoU, China in a letter proposed conducting the study to examine whether a free trade area could be established.

China also expressed its willingness to provide necessary funds to conduct the study.

Data shows Bangladesh's import from China is worth US$ 9.0 billion, while exports to the country are only around $ 800 million.

Joint feasibility study on FTA

However, due to large trade imbalance between the two countries, local businesses and economists oppose signing of an FTA deal with China.

According to officials, Bangladesh earns over $ 2.70 billion as revenue from the volume of goods imported from China.

If duty-free market access is granted to Chinese products, Bangladesh will lose such a big amount as revenue, they fear.

They said China has granted duty-free market access to 4,886 products from the least developed countries (LDCs) to its market.

Bangladesh also enjoys the facility as an LDC.

Almost a similar number of Bangladeshi products also enjoy duty-free access to the Chinese market under Asia Pacific Trade Agreement (APTA) since 2010, according to officials.

Besides, Bangladesh has decided to sign a 'letter of exchange' with China to get duty-free and quota-free access of its 97 per cent products to the East Asian market including major exportables.

Trade officials said the signing of the 'letter of exchange' may take place anytime soon.

Trade officials fear that Bangladesh's local industry might be hit hard if the FTA agreement was signed with a country like China.

China can produce goods at a competitive price.

They said the interest of exporters, importers, the domestic industry, and consumers have to be kept in mind before signing any preferential deal with any country.

The country's trade body leaders are also opposed to the signing of such deals with countries like China and Malaysia.

syful-islam@outlook.com

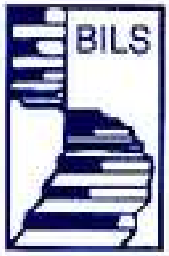

www.bilsbd.org

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স